মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

জ্যাক লণ্ডন ও বার্নিং ডেলাইট

নিঃশঙ্ক নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রতি জ্যাক লণ্ডনের কোনো মোহ ছিল না : "...to live placidly and complacently is not to live at all". "আমার মধ্যে রয়েছে যৌবনের বেহিসেবী উদ্দামতা, ডলারের চাইতে রোমান্সের প্রতিই অনুরাগ। স্বচ্ছন্দ আরামে রাত কাটাবার চাইতে দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আমার ভালো লাগে।"

এই অর্থেই জ্যাক লণ্ডন জীবনটাকে ষোল আনা উপভোগ করে গিয়েছেন। জনৈক সমালোচকের ভাষায়ঃ জ্যাক লণ্ডন যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কাহিনীটি হচ্ছে তাঁর নিজেরই জীবন।

সত্যিই কী না করেছেন তিনি তাঁর চল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে। জলদস্যু ছিলেন, ছিলেন জলপুলিশ। সীলমাছ শিকারী জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। উত্তর মেরুর ক্লনডাইক অঞ্চলে গিয়েছিলেন সোনার সন্ধানে। যুদ্ধক্ষেত্রে রিপোর্টার, মুষ্টিযুদ্ধের রিপোর্টার, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা আরো অনেক কিছুই করেছেন এবং সব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। প্রকৃতপক্ষে জ্যাক লণ্ডনের জীবনকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যের কথা ভাবাই যায় না। তাঁর অধ্যায়নের পরিধি ও পরিমাণও ছিল ব্যাপক। ডারউইন, স্পেন্সার, মার্ক্স ও নিৎসে ছিলেন তাঁর 'ইনটেলেকচুয়াল গ্র্যাণ্ডপেরেন্টস।'

*　　　*　　　*

জ্যাক লণ্ডনের জন্ম ১২ই জানুয়ারী, ১৮৭৬। মা ফ্লোরা ওয়েলম্যান ও অধ্যাপক ডব্লিউ এইচ চ্যানির অবৈধ সন্তান ছিলেন তিনি। জ্যাকের জন্মের পরে ফ্লোরা বিপত্নীক জন লণ্ডনকে বিয়ে করেন। পরবর্তী জীবনে জ্যাক লণ্ডন তাঁর পিতার নাম জানতে পেরেছিলেন এবং একুশ বছর বয়সে অধ্যাপক চ্যানিকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করেন কি না। উত্তরে অধ্যাপক চ্যানি স্বীকার করেছিলেন ফ্লোরা ওয়েলম্যান তাঁর সঙ্গে ১৮৭৪-এর জুন মাস থেকে ১৮৭৫-এর জুন মাস পর্যন্ত একত্রে বসবাস করেছেন তবে তিনি নিজেকে জ্যাকের পিতা বলে স্বীকার করেননি। নিজের রহস্যাবৃত জন্মের কারণে জ্যাক লণ্ডন আজীবন নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে গিয়েছেন।

অনুবাদকের অন্য গ্রন্থ

মুলকরাজ আনন্দ-এর গল্প

কৃষণচন্দর-গাদ্দার ও অন্যান্য

জিম করবেট—ট্রি টপ্‌স

গোর্কি—ডেকাডেন্স

তলস্তয়—রেজারেকশান

সম্পাদনা

জ্যাক লণ্ডনের বাছাই গল্প

অগ্রণী বিনোদন-কেন্দ্র টিভোলির মালিক, জুয়াড়ী ও এখানকার সব খেলার মালিক ড্যান ম্যাকডোনালড বিস্তীর্ণ ফাঁকা মেঝেতে নিঃসঙ্গভাবে হাঁটতে হাঁটতে চুল্লীর পাশে ওই দুজনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

—কেউ কি মারা গিয়েছে নাকি? ভার্জিন জিজ্ঞেস করলো।

—তাই তো মনে হচ্ছে। উত্তর দিলো ম্যাকডোনালড।

ভার্জিন হতাশায় ভেঙে পড়ে হাই তুলে বললো, তাহলে বোধহয় এখানে যতগুলো ক্যাম্প আছে তার সব মানুষগুলোই মারা গিয়েছে।

ম্যাকডোনালড মাথা নাড়লো এবং মুখ খুলেছিলো কিছু বলার জন্যে কিন্তু সেই মুহূর্তেই সামনের দরজা দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক ঘরে প্রবেশ করলো। একরাশ তুষার ঘরের উত্তাপের সংস্পর্শে এসে বাষ্প হয়ে গ্যালো। পাক খেতে খেতে সেই বাষ্প লোকটিকে ঘিরে ধরলো। লোকটির হাঁটু থেকে হিম গলে গলে টস টস করে ঝরে পড়লো মেঝেতে। দরজার কোণায় পেরেকে ঝোলানো ঝাঁটা দিয়ে নবাগত তার মোকাসিন জুতো ও লম্বা জার্মান মোজা হিমমুক্ত করতে লাগলো। নবাগতকে বিশালদেহী বলা যেতো যদি না তার চেয়েও বিশালদেহী জনৈক ফ্রেঞ্চ-কানাডিয়ান তখনই বার থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত দুটি চেপে ধরতো।

—"হ্যালো ডেলাইট" বলে সে নবাগতকে সম্ভাষণ করে বললো, ডেলাইট তুমি আমাদের চোখের অসুখের উপসম।

—হ্যালো লুইস তুমি কখন উড়ে এলে! নবাগত প্রতিসম্ভাষণ জানালো। পরক্ষণেই সে চিৎকার করে ঘর কাঁপিয়ে দিয়ে বললো, কী ব্যাপার? সবাই এমন ঝিমিয়ে পড়েছো কেন? এসো পান করে চাঙ্গা হওয়া যাক। কোন ধাঁড়ির গল্প শোনাও। হ্যালো লুইস, তোমার পার্টনার কোথায়? তাকে যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ওলাফ হেণ্ডারসন, লুইসের পার্টনার আর এক বিশালদেহী মানুষ। বার থেকে বেরিয়ে এসে ডেলাইটের সঙ্গে সে করমর্দন করলো। হেণ্ডারসন ও লুইস-ই এই অঞ্চলের সবচেয়ে লম্বা মানুষ। যদিও ডেলাইটের চেয়ে এরা সামন্যই লম্বা তবু দুজনের আলিঙ্গনের চাপে পড়ে সে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গ্যালো।

ডেলাইট নামে যাকে ডাকা হলো সে আবার হাঁক-ডাক শুরু করে দিলো।

—হ্যালো ওলাফ তুমি তো আমার আপনজন ঠিক কি না? বুঝলে,

আগামীকাল* আমার জন্মদিন, সবাইয়ের ভার আমি তোমার কাঁধে চাপাবো —রাজি তো? আর এই যে লুইস, আমার জন্মদিনে আমাদের সকলের ভার তোমার কাঁধে চাপাবো—রাজি তো? এসো আগে পান করা যাক, পরে কথা হবে।

নবাগত যেন প্রাণোচ্ছলতার প্রতীক। মরা গাঙে প্রাণের জোয়ার নিয়ে এসেছে সে। ভার্জিন আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে বার্নিং ডেলাইট!' চার্লি বেটসের গোমড়া মুখেও হাসি ফুটলো। ম্যাকডোনালডও এগিয়ে এলো ওই তিনজনের সঙ্গে যোগ দিতে। বার্নিং ডেলাইটের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা পরিবেশটার চেহারাই বদলে গিয়েছে। উৎসাহ-উদ্দীপনার পরশ লেগেছে সবারই মনে। বারের পরিবেশনকারীরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। সকলেরই কণ্ঠস্বর জোরালো হয়েছে। কেউ অকারণে হাসছে, কেউ অকারণে চিৎকার করছে। বেহালাবাদক উঁকি মেরে একবার দেখে নিয়ে পিয়ানোবাদককে বললো, 'বার্নিং ডেলাইট এসে গিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ালটজের ছন্দ দ্রুততর হলো, নাচিয়েরা দ্রুতলয়ে ঘুরতে লাগলো। পুরনো দিনের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। বার্নিং ডেলাইটের উপস্থিতিতে কারো মনমরা হয়ে থাকা চলবে না। বার্নিং ডেলাইট যেখানে সেখানে হতাশার কোনো স্থান নেই।

চুল্লীর দিকে ফিরতেই ডেলাইট ভার্জিনকে দেখতে পেলো। ভার্জিনের চোখে তখন স্নিগ্ধ সরস আহ্বানের ইঙ্গিত। ভার্জিনের নীরব আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যেই যেন সে চিৎকার করে উঠলো, 'হ্যালো ভার্জিন, ওল্ড গার্ল।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে অন্যদের দিকে ফিরে বললো, কী ব্যাপার? তোমাদের অমন গোমড়া মুখ কেন? কফিনের দাম তো মাত্র তিন আউন্স। এসো আজ আমরা সবাই একত্রে পান করবো। কবরস্থ করা হয়নি সেইসব মৃতদের এসো সবাই মিলে জাগিয়ে তুলি। এসো এসো সবাই এসো আগামীকাল আমার জন্মদিন। আগামীকাল আমি তিরিশে পড়বো, তারপরেই আমি বৃদ্ধ হয়ে যাবো। আজই যৌবন শেষবারের মতো জ্বলে উঠবে। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে আছো তো? তবে এগিয়ে এসো, উত্তাল তরঙ্গে জেগে ওঠো সব। জাগো জাগো, সবাই জেগে ওঠো।

তাসের জুয়াড়ী ফারো ডীলারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললো, এসো ডেভিস তোমার সঙ্গে এক হাত খেলি। তারপর দেখা যাবে আমাদের

---

*আজই রাত বারোটার পর

সবাইকে তুমি মদ খাওয়াবে না আমি খাওয়াবো তোমাদের সবাইকে।

ডেলাইট কোটের পকেট থেকে সোনার ধূলো বোঝাই একটি থলি ফারো খেলার সবচেয়ে দামী তাসের ওপর রেখে বললো, এই যে বাজি ধরলাম—পঞ্চাশ ডলার। ফারো ডিলার দুটি তাস বাক্স থেকে বের করে আনলো। শেষ পর্যন্ত দামী তাসটাই জিতলো। একটি পাল্লায় বার্নিং ডেলাইটের থলির সমপরিমাণ সোনার ধূলো ওজন করে তাকে দেওয়া হলো। ততক্ষণে ওয়ালটজ নৃত্য শেষ হয়েছে। নাচিয়েরা, বেহালা ও পিয়ানোবাদকরা হলঘরে ফিরে এসেছে। বার্নিং ডেলাইট আবার সবাইকে উল্লাসভরে আহ্বান জানালো, এসো উৎসবে যোগ দাও। আজকের রাতটা আমার রাত। এমন রাত সচরাচর আসে না। এসো স্যালমন মাছ-খেকোরা, এসো রঙ্গিনীরা, আজকের রাতটা আমার রাত।

—হ্যাঁ একটি আবিল রাত। ম্যাকডোনালড মন্তব্য করলো।

বার্নিং ডেলাইট কথাটা লুফে নিয়ে বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, ইউ আর রাইট মাই সান। একটি আবিল রাত তবু এটা আমারই রাত। আমিই যে সেই প্রাচীন বৃদ্ধ পুরুষ—নেকড়ে। শোনো আমি কেমন করে ডাক ছাড়ি।

সত্যিই বার্নিং ডেলাইট নিঃসঙ্গ কাঠ-নেকড়ের মতো ডাকতে শুরু করলো। যখন ভার্জিন তার সুন্দর আঙুল দিয়ে কান চেপে ধরে কাঁপতে শুরু করেছে তখন সে ডাক বন্ধ করলো। মিনিটখানেক পরে বার্নিং ডেলাইটের বাহুলগ্না হয়ে পাক খেতে খেতে ভার্জিন নাচঘরে চলে এলো। অন্যান্যরাও এদের অনুসরণ করলো। দেখতে দেখতে নাচের ঘূর্ণিঝড় উঠলো নাচঘরে। অসাড় হয়ে যাওয়া মানুষগুলো যেন বার্নিং ডেলাইটের উত্তাপে, তারই বন্য আদিম প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

বাইরে থেকে এতক্ষণে আরো অনেকে এসে গিয়েছে। সবাই দেখলো বারের চেহারাটাই আজ পাল্টে গিয়েছে। গেলাসের টুংটাং, জুয়ার টেবিলে টেবিলে মুদ্রার ঠুংঠাং, রাউলেট বলের ওঠা নামার শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে হল ঘর। সব টেবিল ভরে গিয়েছে, অঢেল মদ পরিবেশন হচ্ছে, জুয়াড়ীদের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে অবিমিশ্র আদিম আনন্দের বন্যা বয়ে চলেছে যেন।

বার্নিং ডেলাইটের যে অন্য কোনো নাম আছে খুব কম লোকই তা জানে। এলাম হার্নিশ যে তার আসল নাম কজনই বা তা জানে? সেই গোড়ার দিকের লোকেরা তার নাম রেখেছিলো বার্নিং ডেলাইট, জ্বলন্ত

দিবালোক। কম্বলের উষ্ণ আরাম থেকে টেনে তুলে যখন সে তাদের উন্মত্ত ঘূর্ণিঝড়ে মাতিয়ে তুলতো—তখনই তারা এই নামকরণ করেছিলো। উত্তর মেরুর উষর নির্জন প্রান্তরে প্রথম যেসব মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছিলো এলাম হার্নিশকে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে গণ্য করা হয়। পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে আঠারো বছর বয়সে সে চিলকুট খাঁড়ি থেকে অভিযান শুরু করেছিলো। ১৮৮৩-র এক বসন্তে সে একাই এসে পৌঁছেছিলো এখানে। তার চারজন সঙ্গী সীমাহীন উষর প্রান্তরে ভয়ংকর প্রতিকূল আবহাওয়ায় মারা যায়। একাদিক্রমে বারো বছর সার্কল অঞ্চলে একাই সে সোনার সন্ধানে অভিযান চালিয়েছে।

এত ধৈর্য, এত প্রগাঢ় নিষ্ঠা নিয়ে আর কেউ এভাবে কোনোদিন সোনার খোঁজ করেনি। এখানেই সে বেড়ে উঠেছে। এই অঞ্চল ছাড়া আর কোনো দেশের কথা সে জানে না। সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার কাছে পূর্ব-জীবনের স্মৃতির মতো। ফরটি মাইলস এবং সার্কল সিটির শিবিরই তার কাছে আধুনিক নগরী। এই অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গেই যে সে শুধু বেড়ে উঠেছে তাই-ই নয় এই অঞ্চলকে সে-ই গড়ে তুলেছে। এখানকার ইতিহাস ভূগোল সবই তার তৈরি। পরবর্তীকালে যাঁরা এখানকার ইতিবৃত্ত লিখেছেন সবাই তার কঠিন অভিযান, কঠিন পদচারণার কথা লিখে গিয়েছেন।

যাঁরা বীর সব সময় তাঁরা বীর পূজা পান না। কিন্তু সেই নবীন ভূমির নবীনতম এই ব্যক্তিটিকে সকলেই তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বীর বলে সম্মান করে। যে কোনো সাহসিকতার কাজে সে সব সময়েই থাকে তাদের পুরোভাগে। সবাই জানে তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তসমর্থ মানুষটিকে সে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে। এ ছাড়া সবাই জানে তার স্নায়ু অত্যন্ত সবল, সে একটি খাঁটি মানুষ এবং শ্বেতকায়।

সব দেশেই যেখানে জীবন অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল সেখানকার মানুষ বৈচিত্র্য ও কাঠিন্যের ভারমুক্ত হবার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই ঝোঁকে জুয়ার দিকে। ইউকনে মানুষ তাদের জীবন সঁপেছে সোনা সংগ্রহের জুয়ায় তারপর যে সোনা তারা অর্জন করে তাই দিয়ে তারা আবার নিজেদের মধ্যে জুয়া খেলে নেয়। এলাম হার্নিশও কিছু ব্যতিক্রম নয়। সে একজন মানুষের মতো মানুষ, সেরা মানুষ। তার জীবনের সহজাত প্রবৃত্তিই হচ্ছে জীবনের রোমাঞ্চকে উপলব্ধি করা, ভোগ করা। জীবন তার কাছে সেই অর্থে জুয়ারই সামিল। জীবনটাকেই সে বাজি ধরেছে। তার পরিবেশই নির্ধারিত করে দিয়েছে খেলার প্রকৃতিটা কী ধরনের হবে। আইয়োয়া ফার্মে তার জন্ম। তার

বাবা পূর্ব অরিজোনে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। সেই খনির দেশে তার বাল্য কেটেছে। সে আর কিছু শেখেনি শুধু শিখেছে বড় ধরনের বাজি আর কঠিন আঘাত। সবলে কেড়ে নেওয়া আর টিকে থাকার ধৈর্যটাই এই খেলার আসল বস্তু। সৎ কাজের বিনিময়ে নিশ্চিত কিন্তু সামান্য লাভ, এই হিসেবী মনোবৃত্তির কোনো স্থান নেই এই খেলায়। এলাম হার্নিশ সেই ধরনের মানুষ যার কাছে প্রত্যাশাটা বড় নয়, খেলাটাই বড়, বড় ধরনের খেলা। সর্বস্ব পণ করে সে ঝুঁকি নেয়। সর্বস্বের চেয়ে একটু কম হওয়া মানেই তার কাছে তা পরাজয়ের সামিল। সেই অর্থে বিগত কুড়ি বছর ধরে এলাম হার্নিশ হেরেই আছে। গত গ্রীষ্মে মুসেহাইড খাঁড়ি খনন করে সে কুড়ি হাজার ডলার মূল্যের সোনা সংগ্রহ করেছিলো, আরো কুড়ি হাজার ডলারের মতো সোনা সেখানে ছিলো। তার নিজেরই ভাষায় এটা কিছুই নয়, এ যেন পোকার খেলায় তাস বাঁটার আগে যে টাকা জমা রাখা হয় তাই-ই ফেরত পাওয়া। বিগত বারোটা বছর জীবনটাকে পোকার খেলার অগ্রিম বাজির মতো জমা রাখার বিনিময়ে চল্লিশ হাজার কিছুই নয়। সুদীর্ঘ শীতকালটায় টিভোলিতে নাচ ও পানের খরচ এবং জুয়ার টেবিলে অংশ নেওয়ার খরচের হিসাব ধরলে তার সাফল্য অতি নগণ্য বলেই সে মনে করে।

এক রাউণ্ড নাচের পর এলাম হার্নিশ আবার সবাইকে আহ্বান জানালো পানের জন্যে। প্রতি পাত্র মদের দাম এক ডলার, অন্যদিকে এক আউন্স সোনার দাম ষোলো ডলার। সেদিন হাউসে সভ্যসংখ্যা ছিল তিরিশজন, তারা সবাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। প্রতি নাচের শেষে একবার করে তারা এলামের অতিথি হচ্ছে। যেহেতু এই রাতটি তারই তাই কোনো কিছুর জন্যেই সে অন্যকে দাম দিতে দেবে না। এলাম হার্নিশ নিজে কিন্তু মোটেই পানাসক্ত নয়। হুইস্কির আকর্ষণ তার কাছে সামান্যই। অসামান্য তার জীবনীশক্তি, অসীম শক্তিধর সে, শরীর ও মন নিয়ে তার এমন কোনো সমস্যা নেই যে তাকে অ্যালকোহলের দাসত্ব করতে হবে। মাসের পর মাস তার দিন কাটে বরফ আর নদীতে তখন কফির চাইতে কড়া কোনো পানীয় তার না হলেও চলে। আবার এমনও হয়েছে একাদিক্রমে একটি বছর সে কফি খায়নি। আসলে সে সঙ্গলিপ্সু মানুষ এবং যেহেতু ইউকনের সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তির স্থান এই বিনোদন কেন্দ্র সে সেইভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে। যখন সে পশ্চিমে মাইনিং ক্যাম্পে ছিলো তখন সে নেহাতই বালক। সেখানে সে মানুষকে এইভাবেই নিজেদের প্রকাশ করতে দেখেছে।

এই যে সবাইকে পান করানো খাওয়ানো তার মতে সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এইভাবেই হওয়া উচিত। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা তার জানা নেই।

তার পুরুষালি সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের কোনো তুলনা নেই যদিও তার পোশাকের ঢঙ টিভোলির অন্য সকলের মতোই। পায়ে তার ইণ্ডিয়ান ডিজাইনের নরম ট্যান করা চমরী গাইয়ের চামড়ার মোকাসিন জুতো। সাধারণভাবে তার প্যান্টের সঙ্গে তুষার প্রতিরোধক আঙরাখা থাকে এবং তার কোট কম্বলের তৈরি। উলের লাইনিং দেওয়া চামড়ার আবরণ কাঁধের দুপাশ থেকে ঝুলতে থাকে। মাথায় উলের টুপি তাতে লম্বা কানঢাকা ফ্ল্যাপ। তার সামান্য লম্বা মুখ এবং চিবুকের কাছে সামান্য টোল ইণ্ডিয়ানদের* সঙ্গে সাদৃশ্য মনে করিয়ে দ্যায়। তার তুষারদগ্ধ চামড়া ও তীক্ষ্ণ কালো চোখ এই সাদৃশ্যকেই সমর্থন করে। অন্যদিকে তামাটে চামড়া ও কটা চোখ শ্বেতাঙ্গ মানুষদের কথাই স্মরণ করিয়ে দ্যায়। তাকে দেখলে তিরিশের চাইতে বেশি বয়স বলেই মনে হয় কিন্তু পরিষ্কার কামানো গাল নিভাঁজ মুখ দেখলে তরুণ বলেই ভ্রম হয়। তার বয়স সম্পর্কে এই ধারণার কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। এটা গড়ে উঠেছে কল্পনায়, শ্রদ্ধায়। এই মানুষটির জীবনের তথ্য থেকে। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে তার সহনশক্তি ও টিকে থাকার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি। নগ্ন প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে সে জীবন কাটিয়েছে আর সেই ভাবটাই ফুটে ওঠে তার চোখের দৃষ্টিতে, প্রকাশ পায় কণ্ঠস্বরে। তার ঠোঁট দুটি পাতলা, মুখ বন্ধ করলে সহজেই তাতে ঢাকা পড়ে সুন্দর সাদা দাঁতের পাটি। তার ঠোঁটের কোণে উর্ধ্বমুখী বাঁক একটা মাধুর্যের সঞ্চার করে। তার চোখের দৃষ্টিটিও স্নিগ্ধ। চেহারার এই মাধুর্য তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে নইলে তার প্রকৃতি তো অবিমিশ্র আদিম। চেহারার এই সৌষ্ঠবটুকু না থাকলে তাকে নিষ্ঠুর নির্মম প্রকৃতির মনে হতো। মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার নাক। অত্যন্ত সুন্দর নাকের গড়ন। অন্যদিকে ইণ্ডিয়ানদের মতো তার মাথায় ঘন কালো চুল। এত মসৃণ ও চকচকে চুল সুস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

এদিকে প্রবল আনন্দের উচ্চ হাসির রোল ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে। তারই মাঝে ম্যাকডোনালড মন্তব্য করলো, 'জ্বলন্ত দিবালোকের জ্বলন্ত মোমবাতির আলো।'

* রেড ইণ্ডিয়ান

২

তখন রাত দুটো। নৃত্যের সাময়িক বিরতি হয়েছে। নাচিয়েরা কিছু খেয়ে নিতে চায়। সুতরাং আধঘণ্টার বিরতি ঘোষণা করা হলো। জ্যাক কার্নস তখন প্রস্তাব করলো পোকার খেলার। ফরাসী লুইস, ড্যান ম্যাক-ডোনালড এবং হ্যাল ক্যাম্পবেল প্রস্তাব সমর্থন করলো। এই তিনজন নাচে যোগ দেয়নি কারণ মেয়েদের সংখ্যা কম। পার্টনারের অভাবে তারা নৃত্যে যোগ দিতে পারেনি। পোকার খেলায় পাঁচজন দরকার তাই তারা পঞ্চম ব্যক্তির খোঁজ করছিলো। ঠিক সেই সময়ে বার্নিং ডেলাইট নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ভার্জিন তার বাহুলগ্না হয়ে রয়েছে। পোকার খেলোয়াড়দের আহ্বানে সে ভার্জিনের বন্ধন ছাড়িয়ে টেবিলে এসে বসলো।

—কি ব্যাপার, বসলে যে? ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাও! ক্যাম্পবেল বললো।

—ভাগ্যটাগ্য জানি না। আজ আমি জিতবই। বার্নিং ডেলাইট উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিলো। এই সময় সে উপলব্ধি করলো ভার্জিন তার হাতে চাপ দিচ্ছে। সে চাইছে বার্নিং ডেলাইট তার সঙ্গে নাচুক।

—আমি জানি ভাগ্য আজ আমার সহায়, তবে আজ আমাদের ওয়ালটজ নাচতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্যে আমি একটুও লালায়িত নই। ক্যাম্পবেল ও অন্যান্যদের দিকে ফিরে বার্নিং ডেলাইট বললো।

কেউ আর পীড়াপীড়ি করলো না। তারা ধরেই নিলো আজ ওর খেলায় মন নেই। এদিকে ভার্জিন তার হাতে চাপ দিচ্ছে। ওকে তুলতে চাইছে এখান থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে সে তার হৃদয়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করলো। সে যে ওর সঙ্গে নাচতে চায় না এমন নয়, ভার্জিনকে আঘাত দিতেও চায় না কিন্তু ক্রমাগত হাতের ওপর এই চাপ অনুভব করতে করতে তার ভিতরের মুক্ত মানুষটি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। কোনো মেয়ে তার পিছনে লেগে থাকুক এটা সে বরদাস্ত করতে পারে না। মেয়েদের কাছে সে খুবই জনপ্রিয়, তবে সে চায় না যে ওরা তার বোঝা বাড়াক। মেয়েরা খেলনার মতো, খেলার সামগ্রী, জীবনের বৃহত্তর খেলার মাঝে সাময়িক বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে মন্দ নয়। তাস এবং হুইস্কির সঙ্গে সঙ্গেই সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। সে লক্ষ্য করেছে তাস এবং হুইস্কির আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলা যত সহজ মেয়েরা একবার বেঁধে ফেললে সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া কিন্তু তত সহজ নয়।

সে একমাত্র নিজেরই অনুভূতির দাস, যেটা বলিষ্ঠ অহং বোধেরই লক্ষণ কিন্তু অন্য কারোর দাসত্ব করতে হবে এই সম্ভাবনা দেখলেই তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শুধু বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাই-ই নয়, বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। ভালোবাসার মধুর দাসত্ব সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। যেসব মানুষকে সে প্রেমে পড়তে দেখেছে তাদের তো তার পাগলই মনে হয়েছে। আর পাগলামি এমন একটা ব্যাপার যা বোঝার জন্যে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে দাসত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই সম্পর্ক অনেকটা ব্যবসায়সুলভ খোলাখুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব। জোঁকের মতো এরা একজনের সঙ্গে আর একজন লেগে থাকে না বরং নদী পাহাড় কিংবা তুষারাচ্ছন্ন মেরু অভিযানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা যখন অংশ নেয় তখন তাদের লক্ষ্য থাকে জীবনের রোমাঞ্চ ও সম্পদ আহরণের দিকে। অপরদিকে নারী ও পুরুষ যখন একে অপরকে অনুসরণ করে তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে অপরকে নিজের ইচ্ছা বা বাসনার দাস করে ফেলা। দুজন পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখানে দাসত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার নিজের কথাই ধরা যাক। তার দৈহিক শক্তির কোনো সীমা পরিসীমা নেই এবং সে যা পায় তার চেয়ে ন্যায় সে অনেকগুণ বেশি। ঝঞ্ঝাতাড়িত খাঁড়িতে কিংবা ঝাঁক ঝাঁক মশকপরিবৃত জলাভূমিতে সে অন্যের চাইতে দ্বিগুণ মাল বহন করে কিন্তু এর মধ্যে কোনো দুর্নীতি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। যৌথ উদ্যোগের মূল সূত্রটাই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। সবাইয়ের দৈহিক শক্তি সমান নয়, এমনটা হতেই পারে। যখন প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য করে তখন তাকে বলা যায় নির্দোষ বিনিময়। এইভাবে ন্যায়সম্মত সম্পর্ক ও যৌথ উদ্যোগের একটা সুস্থ মানসিকতা গড়ে ওঠে।

কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে ? না। এরা দেবে কম চাইবে সর্বস্ব। এদের কাছে থাকে রেশম রজ্জু। কোনো পুরুষ যদি দুবার তাকালো তার দিকে অমনি তারা তাকে বেঁধে ফেলবে। ভার্জিনের কথাই ধরা যাক। বার্নিং ডেলাইটের আসার আগে সে মাথা নিচু করে হাই তুলছিল। তারপর সে যখন তাকে নৃত্যের সঙ্গিনী হতে আহ্বান জানালো তখন ভার্জিন অপ্রত্যাশিত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। এক রাউণ্ড নাচ হলো। তখন পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক-ঠাক ছিল। কিন্তু যেই সে দুই, তিন এবং আরো বার কয়েক নাচলো অমনি ভার্জিন তার হাতে চাপ দিতে শুরু করলো। আর একটু প্রশ্রয় পেলেই সে

সেই রেশম রজ্জু দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলবে। ভার্জিন সুন্দরী, তার দিকে তাকিয়ে সুখের অনুভূতি হয়। তাছাড়া সে নাচেও ভালো। সবই ঠিক। কিন্তু ভয়টা ওখানেই যে সে নারী। সুযোগ পেলেই সে তার রেশম রজ্জু দিয়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলবে। এর চাইতে পোকার ঢের ঢের ভালো। তা ছাড়া সে নাচতে যতটা ভালোবাসে পোকার খেলতেও ঠিক ততটাই ভালোবাসে।

ওয়ালটজের প্রতি তার যে আর আগ্রহ নেই সেটা প্রকাশ করতেই ভার্জিন যে হাতে চাপ দিচ্ছিলো সেই হাতটি সে সরিয়ে নিয়ে জুয়াড়ীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এবার তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলতে আমার লোভ হচ্ছে।

আবার সে হাতে টান অনুভব করলো। ভার্জিন তাকে রেশম রজ্জু দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে! মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে তার বর্বরবৃত্তি জেগে উঠলো। ভয় থেকেই তার মধ্যে খুন করার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো। অতি সংক্ষিপ্ত সেই সময়ের পরিসরে প্রকৃত অর্থেই সে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কায় একটি ভীত ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হয়ে গ্যালো। যদি সে অবিমিশ্র বর্বর হতো তাহলে সেই মুহূর্তেই সে ভার্জিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তাকে নিঃশেষ করে ফেলতো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মধ্যে যুগযুগান্তরের মানবিক শৃঙ্খলাবোধের ঐতিহ্যের অনুভূতি জেগে উঠলো। তাই সে একাধারে কৌশলী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ভার্জিনের চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললো, যাও তোমরা কিছু খেয়ে নাও গিয়ে, আমার খিদে পায়নি। তারপর আবার নাচা যাবে। রাত তো এখনো তরুণ। যাও প্রাচীন মহিলা, যাও। তারপর নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খেলাচ্ছলে ভার্জিনের কাঁধে হাত রেখে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পোকার খেলোয়াড়দের দিকে ঘুরে বসলো।

—আগে সীমা বেঁধে নেওয়া হোক তারপর তোমাদের সবাইকে একহাত নেবো আমি।

—সীমা হচ্ছে ছাদ পর্যন্ত। জ্যাক কার্নস বললো।

—ছাদটাকে তাহলে সরিয়ে ফ্যালো। ডেলাইট উত্তর দিলো।

খেলোয়াড়রা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। তারপর কার্নস বললো, ঠিক আছে, ছাদটাও সরিয়ে ফেলা হবে।

এলাম হার্নিশ একটা চেয়ার নিয়ে বসলো তারপর সোনার ধূলো বোঝাই থলেগুলো বার করতে লাগলো। তার মনের গতিও সে পালটে ফেললো। ভার্জিন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে খাবার ঘরের দিকে অন্যান্যদের

অনুসরণ করলো। কিন্তু কিছুটা গিয়েই আবার থেমে বললো, তোমার জন্যে কি স্যাণ্ডউইচ নিয়ে আসবো?

এলাম মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। সম্ভাব্য রজ্জুর বন্ধন সে এড়াতে পেরেছে সুতরাং আর আঘাত সে ওকে দিতে চায় না।

—এসো মার্কার খেলা যাক। মুদ্রার ঝনঝনানি তাহলে বাজতেই থাকবে…যদি অবশ্য আমার প্রস্তাবটা সবাই সমর্থন করে।

হ্যাল ক্যাম্পবেল বললো, আমি রাজি। আমি পাঁচশো ধরলাম। এই-ভাবে প্রত্যেকেই তাদের মার্কারের মূল্য ঘোষণা করলো।

আলাস্কাতে সেই সময়ে কোনো শঠ জুয়াড়ী ছিলো না। জুয়াখেলা সততার সঙ্গেই সম্পন্ন হতো। একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করতো। মুখের কথাই সোনার সমান দাম। একটি মার্কারের দাম বড়জোর এক সেণ্ট। কিন্তু যখন কোনো জুয়াড়ী ঘোষণা করলো তার মার্কারের দাম পাঁচশো ডলার তখন মেনে নেওয়া হলো ওই এক সেণ্টের মার্কারের দাম পাঁচশো ডলার। যে জিতবে সে জানে যে মার্কারটি ইস্যু করেছে সে দাঁড়িপাল্লায় তাকে পাঁচশো ডলার মূল্যের সোনার ধূলো ওজন করে দেবে। মার্কারগুলো বিভিন্ন রঙের চাকতি হওয়ায় কে যে তার মালিক তা নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধাই হয় না। যখন কেউ তার সম্পত্তি বাজি ধরে কেউ তখন প্রশ্ন করে না কোথায় তার সম্পত্তি এবং কি ধরনের সম্পত্তি।

খেলা যখন শুরু হয় তখন খেলোয়াড়দের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। তাদের মুখে কোনো কথা নেই কিন্তু অন্যান্যরা তখন আনন্দ ফূর্তিতে মত্ত হয়ে আছে। প্রচণ্ড হৈ হুল্লোড় চলছে। এলাম হার্নিশ সেই স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেছে। আরো অনেক স্বর্ণখননকারীরা টিভোলিতে এসে জড়ো হয়েছে। নৃত্যের মঞ্চ ভরে গিয়েছে। নারীর অভাব থাকায় পুরুষেরা গলায় রুমাল বেঁধে নিয়েছে। এই রুমালটা নারীত্বের প্রতীক। সুতরাং জোড়ায় জোড়ায় নাচছে এখন। জুয়ার সব টেবিল ভরে গিয়েছে। মুদ্রার ঝনঝন শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে টিভোলির হলঘর। কিন্তু এই সব খেলা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। সবাই উঠে এসেছে এই পোকার টেবিলে, রুদ্ধশ্বাসে তারা খেলার ধারা অনুধাবন করছে।

তখন রাত তিনটে। একটি সেরা মুহূর্ত। এই মুহূর্তটির জন্যে লোকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারে। এমন পোকার খেলা আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি। দর্শকরাও মূক হয়ে গেছে। অন্য টেবিলের জুয়াড়ীরাও খেলা বন্ধ করে এই খেলা দেখতে এসেছে। খেলা শুরু হওয়ার

আগে বাজির দর উঠে গেছে অবিশ্বাস্য রকমের উঁচুতে। খেলা শুরু হতেই খেলোয়াড়দের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা গ্যালো। দর চড় চড় করে উঠতে লাগলো। একটি পাত্রে যে যা দর দিচ্ছে তা কাগজে লিখে জমা দিচ্ছে। তাস বাঁটা হয়ে গেলে খেলোয়াড়দের মধ্যে আর একবার চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা গ্যালো। সবাই জানে দামী তাস বেরিয়ে গিয়েছে।

ভার্জিন বার্নিং ডেলাইটের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে এমন একটা কাজ করলো যা মানুষের সেরা বন্ধুরও সেই অধিকার থাকে না। সে বার্নিং ডেলাইটের হাতের তাসগুলো টেনে নিয়ে দেখে নিলো তারপর আবার টেবিলে তাসগুলো উপুড় করে রেখে দিলো। সে যা দেখেছিলো তা হচ্ছে তিনটি রাণী ও একজোড়া আট। কিন্তু তার মুখে কিছুই প্রকাশ পেলো না। হতাশা, উল্লাস, উদ্বেগ কিছুই না। কেউ-ই তার মুখ দেখে অনুমান করতে পারলো না কি কি তাস বার্নিং ডেলাইটের হাতে আছে।

খেলা চলছে। মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা নেমে এসেছে হলঘরে। খেলা তখনো অর্ধেক গড়ায়নি তারই মধ্যে পাত্রে চৌত্রিশ হাজার ডলার জমা পড়েছে। এইভাবে খেলা শেষ পর্বে এসে পৌঁছলো। ডেলাইট দেখলো চারটি রাণী ও একটি টেক্কা; ম্যাকডোনালড চারটি গোলাম ও একটি টেক্কা; এবং কার্নস দেখালো চারটি রাজা ও একটি তিন। কার্নসই জিতে গ্যালো। ডেলাইট ছাড়া বাকী পরাজিতদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। ম্যাকডোনালড বললো, আমাকে তো টিভোলি বন্ধক রাখতে হবে। ডেলাইটের উৎসাহে কিন্তু একটুও ভাটা পড়েনি। সে বললো, আমি জানতাম রাজাই আমাকে হারাবে। যাই হোক আমি বিলি রউলিন্সের ডাক নিয়ে যাবার কনট্রাক্ট নিয়েছি, সকাল নটায় ডেয়ার অভিমুখে রওনা হবো। তারপর সে চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বললো, তোমরা কে কি পান করবে ব্র্যাণ্ডের নাম বলো, এখন বিজয়ী তোমাদের খাওয়াবে।

জ্যাক কার্নস-এর হাত কাঁপছিলো। সে পাত্রটাকে কাছে টেনে আনতে পারছে না। তখন ডেলাইট পাত্রটাকে নিজের কাছে টেনে এনে শক্ত আঙুলে গুনতে শুরু করলো।

একশো সাতাশ হাজার।

—কার্নস তুমি এখনই বিক্রি করে দিতে পারো তারপর দেশের দিকে রওনা হতে পারো।

ভার্জিনের হাত শক্ত হাতে ধরে ডেলাইট বললো, এসো কয়েক রাউণ্ড

নাচা যাক, রাত এখনো তরুণ। সকাল নটায় আমি সল্ট ওয়াটার রওনা হবো। এসো সবাই এসো। বেহালাবাদক কোথায়?

৩

আজকের রাতটা বার্নিং ডেলাইটের। টিভোলিতে যে প্রাণের জোয়ার এসেছে সে-ই তার প্রাণপুরুষ, পূর্ণতার প্রাণের ভাণ্ডার। নিজের সত্তাকে সে যেন বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে, উত্তেজনাকেও তেমনি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কোনোরকম অশান্তি সে বরদাস্ত করে না। তার এই নির্দেশ সবাই মান্য করেও চলে। রাস্তায় দু-চারজন মাতলামি করেছে এই যা ব্যতিক্রম। তবু কোনোরকম অশান্তি হয়নি। ইউকনের সবাই জানে যে রাতটিকে বার্নিং ডেলাইট নিজের বলে ঘোষণা করে সেখানে বিদ্বেষ ঝগড়াঝাঁটি নিষিদ্ধ। তার রাতে কারোরই এমন সাহস নেই যে ঝগড়াঝাঁটি করবে। এই অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠার গোড়ার দিকে এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তখনই মানুষ টের পেয়েছে প্রকৃত ক্রোধ কাকে বলে। অশান্তি সৃষ্টিকারীরা যা মার খেয়েছিলো তেমন মার শুধু বার্নিং ডেলাইটের পক্ষেই মারা সম্ভব। তার রাতে মানুষ শুধু হাসবে এবং খুশি মনে বাড়ি ফিরে যাবে।

অফুরান প্রাণশক্তি ডেলাইটের। নাচের মাঝেই সে বিশ হাজার ডলার মূল্যের সোনার ধুলো কার্নসকে দিয়েছে এবং মুসেহাইড অভিযানে তার প্রাপ্যটাও তার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছে। একইভাবে সে বিলি রউলিন্সের কাছ থেকে ডাক পৌঁছে দেবার ঠিকাদারি নিয়েছে এবং সকালে যাত্রার প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। স্লেজবাহী কুকুরদের পরিচালক কামা-কেও লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। কামা একজন ইণ্ডিয়ান। আদিবাসী অধ্যুষিত তার মাতৃভূমি ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে সে ভ্রমণ করেছে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। খবর পেয়ে কামা টিভোলিতে এসে উপস্থিত হলো। লম্বা, পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ, পশুর লোমে তৈরি পোশাক তার পরনে। বর্বর জাতির সেরা প্রতিনিধি সে। এখনো সে বর্বরই আছে। পানভোজনোৎসবের উৎসবকারীর দল যখন তার ওপর চড়াও হয়েছিলো সে এতটুকু লজ্জিত হয়নি বা বিচলিত হয়নি।

বার্নিং ডেলাইটের নির্দেশগুলো সে ভালো করে শুনে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করলো। রউলিন্সের কাছ থেকে চিঠিগুলি নিয়ে স্লেজে বোঝাই করবো। সকাল নটায় স্লেজ এখানে নিয়ে আসবো। যথেষ্ট কুকুরের খাবার সঙ্গে নিতে

হবে। স্নো স্যু (জুতো) নিতে হবে। ফ্লাই* নেব কি ?

—না ফ্লাই নয়। ডেলাইটের স্পষ্ট নির্দেশ।

—ওখানে তো ঠাণ্ডা প্রবল।

—জানি। কিন্তু আমাদের যে হাল্কা দেহে ভ্রমণ করতে হবে। আমাদের প্রচুর চিঠি বহন করতে হবে। আবার প্রচুর চিঠি নিয়ে আসতে হবে। তুমি একজন শক্তিমান মানুষ। প্রচুর ঠাণ্ডা, প্রচুর ভ্রমণ। ঠিক আছে ?

—নিশ্চয়ই। ঠিক আছে। প্রচুর ঠাণ্ডা। জানি কিন্তু পরোয়া করি না। ঠিক সকাল নটায় আমি এসে হাজির হবো।

শুভেচ্ছা জানালোও না গ্রহণও করলো না, ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে কামা চলে গ্যালো। ভার্জিন ডেলাইটকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু স্বরে বললো, তুমি তো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছো, ম্যাকের সেফে আমার আট হাজার ডলার আছে···

ডেলাইট বাধা দিলো। ভার্জিনকে কথা শেষ করতে দিলো না। অনুভব করলো ভার্জিন আবার তাকে রেশম রজ্জু দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে।

—তাতে কিছু যায় আসে না। নিঃস্ব হয়েই আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম আবার নিঃস্ব হয়েই চলে যাবো। এখানে আসার পর আমি অনেকবারই নিঃস্ব হয়েছি, এই প্রথম নয়। চলে এসো, ওয়ালটজ নাচা যাক।

—শোনো, অবুঝ হয়ো না। টাকাটা তো আমার কোনো কাজেই লাগছে না। আমি তো সহজেই ধার দিতে পারি। ধরে নাও আমি বাজি ধরলাম।

—আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বাজি ধরেনি। আমি নিজেকেই বাজি রাখি। যখন ধ্বংস হই সেটাও আমার নিজের ব্যাপার। না ভার্জিন না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। বাজিতে হারা আমি পুষিয়ে নেবো ডাক বয়ে নেওয়ার কাজে।

—ডেলাইট ! ভার্জিন মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু হঠাৎ আসা উদ্বেল আনন্দের ঢেউয়ে ডেলাইট ভার্জিনকে ভাসিয়ে নিয়ে গ্যালো নৃত্যের মঞ্চে। যখন তারা ঘুরে ঘুরে নাচছিলো ভার্জিন তখন লৌহ-হৃদয় এই মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করছিলো। এই মানুষটি তার হাত ধরে আছে কিন্তু তার ছলাকলার সব অস্ত্র ভোঁতা করে দিয়েছে।

---

* শীতের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে প্যান্টের ওপর যে অতিরিক্ত কাপড় জড়ানো হয়।

ভোর ছটায় ডেলাইট সবাইয়ের সঙ্গে পাঞ্জা কষা শুরু করে দিলো। তখনো পর্যন্ত হুইস্কির ঘোর তার কাটেনি। একের পর এক আসছে, প্রত্যেকেই যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করছে কিন্তু ডেলাইট সবারই হাত নামিয়ে দিচ্ছে। এমন কি ওলাফ হ্যাণ্ডারসন ও ফ্রেঞ্চ লুইস তাদের বিশাল চেহারা সত্ত্বেও হেরে গ্যালো। সবাই যখন বললো এটা এক ধরনের কৌশল, পেশী সঞ্চালনের অভ্যাসজাত এক ধরনের কৌশল তখন সে বললো, বেশ, অন্য ধরনের শক্তি পরীক্ষা হোক।

চিৎকার করে সে বললো, তোমরা সবাই ছাখো, আমি তুটি জিনিস করতে যাচ্ছি। প্রথমত আমার সোনার ধূলো বোঝাই থলি ওজন করা হবে। ওতে যত ডলার মূল্যের সোনা আছে ততটাই বাজি রাখা হবে। দ্বিতীয়ত তোমরা যত ওজনের ময়দার বস্তা তুলতে পারবে আমি তার চাইতে অন্তত তু বস্তা বেশি তুলবো।

লুইস এবং হ্যাণ্ডারসন সোল্লাসে চিৎকার করে বললো, হয়ে যাক পরীক্ষা, আমরা রাজি আছি। ডেলাইটের থলি ওজন করা হলো। দেখা গ্যালো চারশো ডলার মূল্যের সোনার ধূলো আছে। লুইস এবং হ্যাণ্ডারসন তুশো তুশো করে বাজি ধরলো। পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের অনেকগুলো ময়দার বস্তা ম্যাকডোনালডের ভাঁড়ার থেকে আনা হলো। অন্যান্যরা প্রথমে শক্তি পরীক্ষা করলো। তুটি চেয়ারে তারা পা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। পায়ের নিচে ময়দার বস্তা রাখা হলো। তারপর দড়ি দিয়ে বস্তাগুলো বাঁধা হলো। এইভাবে বস্তা তোলা সুবিধাজনক। চারশো থেকে পাঁচশো পাউণ্ড ওজনের বস্তা অনেকেই তুলতে সমর্থ হলো। তু-একজন ছ'শো পাউণ্ড পর্যন্ত তুলতে পারলো। তারপর তুই বিশালদেহী প্রতিদ্বন্দ্বী হাত লাগালো। সাতশো পাউণ্ড পর্যন্ত তুজনেই তুলতে পারলো। লুইস তারপর পঞ্চাশ পাউণ্ডের আর একটি বস্তা চাপালো। সাড়ে সাতশো পাউণ্ড ওজন সে তুলতে পারলো। হ্যাণ্ডারসনও একই ওজনের বস্তা তুলতে পারলো কিন্তু তুজনের কেউই আটশো পাউণ্ড তুলতে পারলো না। অনেক চেষ্টা করলো তারা কিন্তু পারলো না। ঘর্মাক্ত কলেবরে তারা চেয়ার থেকে নেমে এলো।

—এইবার তুমি মস্ত ভুল করলে ডেলাইট। চেয়ার থেকে নেমে যেন বাজি জিতেই গিয়েছে সেইভাবে হাসতে হাসতে লুইস বললো। মনে রেখো আরো একশো পাউণ্ড বেশি তুলতে হবে, দশ পাউণ্ড নয়। আটশো পাউণ্ড ওজন তোলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একমাত্র লৌহ-মানবের পক্ষেই সম্ভব।

বস্তার দড়ি খোলা হলো, সেখানে আরো দুটি বস্তা চাপানো হলো।

কার্নস আপত্তি জানালো। দুটি বস্তা রাখার কি দরকার? একটি রাখলেই তো হয়।

—না না, দুটি বস্তাই রাখতে হবে। দুটি অতিরিক্ত বস্তা তুলবে এই ছিলো বাজি। কেউ একজন চিৎকার করে বললো।

কার্নস তবু বলতে লাগলো, তা কেন হবে, ওরা তো শেষ বস্তাটা তুলতে পারেনি, ওরা তো মাত্র তুলেছে সাতশো পঞ্চাশ।

কিন্তু ডেলাইট চমৎকারভাবে সব ধন্দের অবসান ঘটালো। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? একটা বস্তায় কি এসে যায়। আমি যদি আরো তিনটে বস্তা তুলতে পারি তো দুটো বস্তাও তুলতে পারবো। চাপাও দুটো বস্তা।

ডেলাইট চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালো, খানিকটা ঝুঁকলো তারপর তার কাঁধ দুটোকে নিম্নমুখী করলো যতক্ষণ না তার হাত দড়ি স্পর্শ করে। পা দুটোকে সামান্য সরালো, পেশীগুলোকে দৃঢ় করে আবার শিথিল করে দিলো। এইভাবে গতি ও শক্তি বাড়াবার জন্যে শরীরের যন্ত্রাংশগুলোকে সে সুবিন্যস্ত করে নিলো।

লুইস ব্যঙ্গভরে বললো, তোলো, ডেলাইট, তোলো, নরককে টেনে তোলো।

ডেলাইট দ্বিতীয়বার পেশীগুলোকে দৃঢ় করে নিলো, এবারে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে করলো যাতে তার চমৎকার শরীরের সব শক্তি একত্রিত হয়ে একই সঙ্গে প্রযুক্ত হয় এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, হ্যাঁচকা টান বা চাপ না দিয়ে। ন'শো পাউণ্ড ওজনের বস্তা ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে এলো, তারপর তার দুই পায়ের ফাঁকে সামনে পিছনে দুলতে লাগলো পেণ্ডুলামের মতো।

ওলাফ হ্যাণ্ডারসন এত জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো যে সবাই শুনতে পেলো। ভার্জিনের পেশী তো উত্তেজনায় লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছিলো, এতক্ষণে তা শিথিল হলো। অন্যদিকে লুইস শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে চিৎকার করে বললো, ডেলাইট, তোমাকে প্রণাম। আমি হচ্ছি বিগ বেবী আর তুমি বিগ ম্যান।

ডেলাইট বোঝাটা মেঝেতে নামিয়ে বারের দিকে ছুটে গ্যালো। চিৎকার করে বললো, 'ওজন করো।' বলেই সে যে ওজন করবে তার দিকে থলি থলে ছুঁড়ে দিলো। দুজনের থলি থেকে সোনার ধুলো নিয়ে ডেলাইটের

থলিতে চারশো ডলার মূল্যের সোনার ধুলো ভরে দেওয়া হলো।

আবার সে সোল্লাসে চিৎকার করে সবাইকে ডাকলো। চলে এসো সবাই, কে কি পান করবে বলো, বিজয়ী দাম দেবে।

—এই রাতটা আমার। চিৎকার করে বললো সে। মিনিট দশেক পরে সে আবার চিৎকার করে বললো, আমি হচ্ছি সেই একমাত্র পুরুষ-নেকড়ে। তিরিশটা শীত আমি দেখেছি। আজ আমার জন্মদিন, বছরের একটা দিন। যে কোনো লোককে আমি তুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। চলে এসো সবাই, আমি তোমাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে তুষারের মধ্যে ফেলে দেবো। চলে এসো কোমলপদ ও পুবনো পাপীরা। পালাবার জন্যে দরজার সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে গ্যালো তখন। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার একটা চিন্তা ম্যাক-ডোনালডের মাথায় খেলে গ্যালো। সে হাত ছুটো ছড়িয়ে আলিঙ্গন করার ভঙ্গিতে ডেলাইটের দিকে এগিয়ে গ্যালো।

ডেলাইট হাসতে হাসতে বললো, কি ব্যাপার, তুমিই প্রথম এলে। বলেই সে ম্যাকের একটি হাত ধরে ফেললো যেন অভিনন্দন বিনিময় করছে। ম্যাক কিন্তু আতঙ্কে তাড়াতাড়ি বলে ফেললো, না না, আমি তোমার জন্ম-দিনে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। তুমি যে সহজেই আমাকে তুষারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে পারো তা আমি জানি। যে মানুষ ন'শো পাউণ্ড ওজন তুলতে পারে তার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করে কী লাভ?

ম্যাকের ওজন একশো আশি পাউণ্ড। ডেলাইট তার হাত ছুটো শক্ত করে ধরে ছিলো। হঠাৎই এক হ্যাঁচকা টানে ম্যাককে সে মাটি থেকে তুলে ফেললো তারপর নরম তুষারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অত্যন্ত দ্রুতলয়ে হাতের কাছে যাকে পেলো তাকেই ডেলাইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। প্রতিরোধের চেষ্টা বাতুলতা তাই সে চেষ্টা কেউ করলো না। তা ছাড়া নরম তুষারের স্তূপ, আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারকাখচিত আকাশের ক্ষীণ আলোকে বোঝা সম্ভব ছিলো না কাদের ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, কারা এখনো অপেক্ষমান তালিকায় আছে। ক্ষীণ আলোয় সে হাত বাড়িয়ে কারো পিঠ কারো কাঁধ স্পর্শ করে অনুভব করার চেষ্টা করলো এদেরও তুষারের মধ্যে মিশিয়ে দেবে কি না।

তার সেই ভয়ংকর হাত ছুটো বাড়িয়ে সে যান্ত্রিকভাবে বলে যেতে লাগলো, যারা এখনো ব্যাপটাইজড হওনি চলে এসো।

কেউ কেউ আগে থেকেই তুষারের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে লাগলো, কেউ কেউ মুখে ও সারা শরীরে তুষার মেখে বসে রইলো যেন তাদের অনুষ্ঠান

সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচজনের একটি দল রুখে দাঁড়ালো—এরা হচ্ছে কাঠুরে ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর লোক। যে কোনো মানুষের জন্মদিনেই তারা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী।

এরা সবাই কঠিন মল্লযুদ্ধের শিক্ষায়তনের স্নাতক, বহু দুর্ধর্ষ সংগ্রামের নায়ক, অনেক ঘাম রক্ত ঝরিয়ে এরা সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে কিন্তু এদের একটি গুণের অভাব রয়ে গ্যাছে যা ডেলাইটের অতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে। এই গুণটি হচ্ছে নিখুঁত সক্রিয় বুদ্ধি ও পেশীর আশ্চর্য সমন্বয়। ব্যাপারটা খুবই সহজ, এটা তার বিশেষ কোনো গুণ নয়। এই গুণ নিয়েই সে জন্মেছে। ওদের তুলনায় অনেক আগে স্নায়ু তাকে সবকিছু জানিয়ে দেয়। তার মানসিক গঠনটাই এমন যে তার সঙ্গে প্রবল ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হয়ে অনেক দ্রুত কাজ করে। একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার পেশীগুলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তার ইচ্ছাশক্তির আদেশ পালন করে। এইভাবেই সে গড়ে উঠেছে। তার পেশীগুলো যেন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ। তার শরীরের লীভারগুলো স্টীলের সাঁড়াশির চোয়ালের মতো কাজ করে যায়। সর্বোপরি তার শরীরের সার্বিক শক্তি যা দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের থাকে। এই শক্তি আকৃতির ওপর নির্ভর করে না, এই শক্তি নিহিত থাকে পরিমাণের মধ্যে। সুসমঞ্জস পেশীসমন্বিত একটি শরীর তার। তাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী অনুমান করার আগেই, প্রস্তুতির অনেক আগেই সে আঘাত হানতে পারে। পক্ষান্তরে তার আত্মরক্ষার প্রস্তুতিও অত্যন্ত দ্রুত। অতি দ্রুত পিছিয়ে এসে নতুন আঘাত হানতে পারে সে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই, চলে এসো এবং দীক্ষা গ্রহণ করো। হয়তো অন্য কোনোদিন তোমরা শক্তি পরীক্ষায় আমাকে হারিয়ে দেবে কিন্তু আমার জন্মদিনে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমিই বেস্ট ম্যান।

প্যাট, জো হাইনস, ডক ওয়াটসন, হ্যাণ্ডারসন ও লুইস একের পর এক বার্নিং ডেলাইটের শক্তি ও কৌশলের কাছে হার মানলো। সবাইকেই সে তুষারের মধ্যে ধরাশায়ী করে দিলো। এই সব করতে তার একটুও শক্তি ক্ষয় হয় না কারণ সে খুবই কম সময় নেয়। এই শক্তি পরীক্ষার ফলে তার শক্তির অপচয় হয় কম। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীরে শক্তির বিস্ফোরণ হয় এবং পরমুহূর্তেই তা শিথিল হয়ে যায়।

নিজেকে সেরা পুরুষ প্রমাণিত করেই সে সকলকে আহ্বান জানালো টিভোলিতে, উত্তাল হয়ে ওঠো. ভাই সব, চলে এসো, এই দিকে, সাপের

ঘরের দিকে (শুঁড়িখানা)।

সবাই তাড়াতাড়ি বার-এর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে তখন দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না কারণ উত্তাপ তখন শূন্যের ষাট ডিগ্রী নিচে। — ৬০°

দুঃসাহসিক অভিযানের অন্যতম অগ্রণী বীটল ডেলাইটকে অভিনন্দন জানাবার আগে একটু বক্তৃতা দেবার আবেগ অনুভব করলো।

একটু আগে যারা ভূতলশায়ী হয়েছিলো তাদের বলছি ডেলাইটকে বন্ধু বলে ডাকতে পেরে আমি গর্ব বোধ করছি। আমরা একসময় একসঙ্গে অভিযানে অংশ নিয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি খাঁটি সোনারই আর এক নাম এলাম হার্নিশ বা বার্নিং ডেলাইট। সে কোনোদিনই বালক ছিলো না। পূর্ণ মানুষ হয়েই সে জন্মেছে। আমি তোমাদের জানাতে চাই যে সেই আদি যুগে একজন মানুষকে মানুষের মতো মানুষ হতেই হতো। সভ্যতার উপকরণ তখনো এখানে এসে পৌছয়নি। অধিকাংশ সময় জন্তু-জানোয়ারের পোড়া মাংস, কিংবা স্যালমন মাছ খেয়ে তাদের জীবনধারণ করতে হতো।

হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে হঠাৎ দাবী উঠলো ডেলাইটকে বক্তৃতা দিতে হবে। একটা চেয়ার নিয়ে আসা হলো এবং সবাই মিলে তাকে চেয়ারে দাঁড় করিয়ে দিলো। ডেলাইট তার সামনের বন্য জনতাকে দেখলো। কুৎসিত চেহারা হয়েছে সবার, পোশাকের অবস্থাও ততোধিক খারাপ। ডেলাইটের কালো চোখের দৃষ্টি ঝলসে উঠলো। কড়া মদ্যপানের ছাপ পড়েছে তার তামাটে চিবুকেও। জনতার মতো সে নিজেও এখন আর অপ্রমত্ত অবস্থায় নেই। চতুর্দিক থেকে বারে বারে তাকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে। অনেকের কণ্ঠস্বরেই উচ্চারিত হচ্ছে মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপ। তবু এই রীতিই তো চলে আসছে পৃথিবীর আদ্যিকাল থেকে। পানভোজনের উৎসব, মারদাঙ্গা, হৈ-হুল্লোড় চলে আসছে কখনো অন্ধকার গুহায়, কখনো রোমের রাজপ্রাসাদে, দস্যু ব্যারনদের দুর্গে কিংবা আধুনিক যুগের গগনচুম্বী হোটেলে। এই মানুষগুলোও তাদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। উত্তর মেরুর রাত্রির দেশে এরাও সাম্রাজ্যের রূপকার। তাদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিমুহূর্তের ভয়াবহ বাস্তব সত্যের কঠিন জীবন থেকে ক্ষণিকের মুক্তির স্বাদ পায় এই পানোৎসব ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে। এরা হচ্ছে আধুনিক বীর সুতরাং প্রাচীন যুগের বীরদের থেকে এরা স্বতন্ত্র।

ডেলাইট বক্তৃতা শুরু করলো ধীর ও সংযত ভঙ্গিতে। নেশাগ্রস্ত ভাবটাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টায়।

—বুঝতে পারছি না কি বলবো তোমাদের। বরং তোমাদের একটা গল্প শোনাই। গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিলো জুনেতে আমার এক পার্টনার। সে এসেছিলো উত্তর ক্যারোলিনে থেকে। তারই দেশে পাহাড়ের পাদদেশে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছিলো। ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে পার্সন বলেছিলো, "ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুক।" তখন বর বলেছিলো—"তুমি যে বাক্যটি উচ্চারণ করলে তার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার নয়, আমি চাই বিয়েটা এখনই হয়ে যাক।"

ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে কনে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে প্রথমে দেখতে পেলো একটি মৃতদেহ তারপর বরের মৃতদেহ ও তার আরো পাঁচজন আত্মীয়ের মৃতদেহ। কনে তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে অটোমেটিক রিভলভার আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলে গ্যালো।"

আমিও একই কথা বলবো। জ্যাক কার্নস-এর হাতের তাস ওই চারটি রাজা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ নিষ্ঠুর খেলা খেললো। আমি নিঃস্ব হয়ে ঘুড়ির মতো শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি। যাই হোক আমি এখন ডেয়ার পথে পাড়ি দিচ্ছি।

একজন চিৎকার করে বললো, এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছো নাকি?

মুহূর্তের জন্যে প্রবল ক্রোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো ডেলাইটের চোখে মুখে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো সে।

মৃদু হেসে সে বললো, আমি জানি তোমরা মজা করার জন্যেই এই প্রশ্ন করলে। নিশ্চয়ই এই অঞ্চল ছেড়ে আমি যাচ্ছি না।

—তাহলে আর একবার শপথ নাও। সেই লোকটিই আবার বললো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শপথ নেবো। চিলকুটে আমি প্রথম এসেছিলাম '৮৩-তে। একটি কম্বল, একটি সার্ট ও কিছুটা ময়দা নিয়ে আমি খাঁড়ি অতিক্রম করেছিলাম। সেই শীতে জুনেতে আমার ঝুঁকির পুরস্কার পেয়েছিলাম। বসন্তে আবার সেই খাঁড়িতে আমি গিয়েছিলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো। পরের বসন্তে আবার সেখানে গিয়েছিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতক্ষণ না বড়ো বাজি জিততে পারছি* ততক্ষণ আমি এদেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। যেহেতু আমার সেই কাজ এখনো

*বড়ো বাজি জেতা অর্থে সোনার খনির আবিষ্কারের কথাই বলছে সে।

অপুর্ণ আছে তাই আমার চলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ডাক দেওয়া নেওয়ার কাজ সেরে আবার আমি ফিরে আসবো। ডেয়াতে আমি রাত্রিযাপনও করবো না। সুতরাং আমি আবার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি এবং তোমাদের জানিয়ে রাখছি যতক্ষণ না আমি অগাধ টাকাকড়ির মালিক হচ্ছি ততক্ষণ আমি বাইরে যাচ্ছি না। তোমাদের এও জানিয়ে রাখছি এখানেই খুব শীগগিরই আমি অগাধ টাকাকড়ির মালিক হচ্ছি।

—কতো পেলে তুমি তাকে অগাধ বলবে?

—হ্যাঁ, কতো?

ডেলাইট নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললো, পঞ্চাশ লক্ষ। এই পরিমাণের এক আউন্স কম সোনা পেলেও আমি বাইরে যাচ্ছি না।

জনতার মধ্যে প্রচণ্ড হাসির রোল উঠলো। অবাস্তব অবিশ্বাস্য কথা শুনেই তারা হাসিতে ফেটে পড়েছে। ইউকনে যত সোনা সঞ্চিত আছে তার সামগ্রিক পরিমাণই পঞ্চাশ লক্ষ হবে না। আজ পর্যন্ত যতটা পাওয়া গেছে তার পরিমাণ দশ লক্ষের অনেক কম।

ওদের হাসি থামলে ডেলাইট বললো, শোনো তোমরা, আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো। তোমরা সবাই দেখেছো কার্নস আজ কত বড়ো দাঁও মেরেছে। ওকে আমরা ড্র-র আগেই হয়তো হারিয়ে দিতে পারতাম। ওর হাতের সাধারণ তিনটি রাজার কোনো দাম নেই কিন্তু অনুমান শক্তি দিয়ে ও বুঝতে পেরেছিলো আর একটি রাজা আসছে—সেইটিই ওর দাঁও এবং সে তা পেয়েছে। আমি তোমাদের বলছি আমিও সেই অনুমান, সেই বিশ্বাসকে পেয়ে গেছি। ইউকনে একটা বড়ো ধরনের খননের সুযোগ আসবে এবং তার সময় হয়ে এসেছে। মুসেহাইড কিংবা বার্চ-ক্রীক-এর মতো সাধারণ খনির কথা আমি বলছি না। আমি বলছি মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠার মতো, শিহরণ জাগাবার মতো ঘটনাই ঘটবে। কোনো কিছুই এই মহাপ্লাবনকে রোধ করতে পারবে না, নদীপথে সে আসবে। আসন্ন ভবিষ্যতে যদি তোমরা আমার খোঁজ করো তো আমাকে পাবে স্টুয়ার্ট রিভার, ইণ্ডিয়ান রিভার এবং ক্লনডাইক রিভার সন্নিহিত অঞ্চলে। ডাক নিয়ে ফিরে আসার পর আমি রওনা হয়ে যাবো ওই পথে। আমি তোমাদের আবার জোর দিয়ে বলছি স্বর্ণরূপিণী সেই অপরিচিতা ধরা দিতে আসছেন। তিনি আসছেন, আসছেন, আসছেন।

গেলাসটা ঠোঁটের কাছে এনে সে আবার বললো, আশা করি সেদিন তোমরা সবাই এখানে উপস্থিত থাকবে।

গেলাসের মদটুকু পান করে নিয়ে সে চেয়ার থেকে নেমে এলো। আবার সে বীটলস্‌-এর প্রশস্তির বন্যায় ভেসে গ্যালো। জো হাইনস পরামর্শ দিলো নদীর বরফ গলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে কারণ সে ঘরের বাইরে স্পিরিট থার্মোমিটারে দেখে এসেছে ঠাণ্ডা এখন বাষট্টি ডিগ্রী নীচে এবং তা আরো নিম্নমুখী।

ডেলাইট হেসে উঠলো এবং পুরনো পাপীরাও সেই হাসিতে যোগ দিলো। বীটলস্‌ চিৎকার করে বললো যেমন তোমাদের ছোট শিং তেমনি তোমাদের কথা। ডেলাইটকে তোমরা চিনতেই পারোনি। তোমরা কি ভাবো ঠাণ্ডার ভয় দেখিয়ে ওকে থামাতে পারবে?

—ফুসফুস জমে যাবে। হাইনস উত্তর দিলো।

—তোমাদের মতো ললিপপ চুষিয়েরাই জমবে। ছাখো হাইনস, তুমি তো এখানে এসেছো মাত্র তিন বছর। তুমি এখনো এখানকার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠোনি। যখন তাপাঙ্ক বাহাত্তরের নিচে ছিলো সেই অবস্থাতেও ডেলাইটকে আমি দেখেছি কোয়কুকে একদিনে পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করতে।

হাইনস হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললো, অতি উৎসাহে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই এদের ফুসফুস ফ্রীজ হয়ে যায়। নদীর বরফ গলা শুরু হবার আগেই যদি ডেলাইট যাত্রা শুরু করে তবে আর তাকে ফিরে আসতে হবে না। তার ওপর ডেলাইট টেন্ট ও ফ্লাই ছাড়াই রওনা হচ্ছে।

বীটলস চেয়ারের ওপর উঠে একটি হাত দিয়ে ডেলাইটের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ডেয়ার দূরত্ব এখান থেকে হাজার মাইল। আমি বাজি ধরতে রাজি আছি যে ডেলাইট এই দূরত্ব অতিক্রম করবে মাত্র তিরিশ দিনে।

—তার মানে তাকে দিনে তিরিশ মাইল হাঁটতে হবে বরফের ওপর দিয়ে। আমি নিজেও এই পথেই হেঁটেছি। আমি বলছি চিলকুটের হিমঝঞ্ঝা ওকে এক সপ্তাহের জন্যে বেঁধে রেখে দেবেই। ডক ওয়াটসন সাবধান করে দেবার জন্য বললো

বীটলস তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, আমি বলছি ফেরার সময়েও হাজার মাইল ডেলাইট তিরিশ দিনেই অতিক্রম করবে। আমি পাঁচশো ডলার বাজি রাখছি।

চুলোয় যাক তুষার ঝড়।

নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যে সে বোলোগনা সসেজের*

*শুয়োরের মাংসের দেওয়া খাদ্যবিশেষ।

আকৃতির তার সোনার থলিটা বারের কাউণ্টারে দড়াম করে রেখে দিলো। ওয়াটসনও পাশাপাশি তার থলিটা রাখলো।

"দাঁড়াও—" ডেলাইট চিৎকার করে বললো।

—বীটলস ঠিকই বলেছে। আমারও মনের কথা ঠিক তাই। আমিও পাঁচশো ডলার বাজি রাখছি। আজ থেকে ঠিক ষাট দিনের মাথায় ডেয়া থেকে ডাক নিয়ে আমি টিভোলির দরজায় হাজির হবো।

একটা অবিশ্বাসের হাসির রোল উঠলো এবং প্রায় ডজনখানেক লোক বাজি ধরতে এগিয়ে এলো। ভীড় ঠেলে জ্যাক কার্নস এগিয়ে এলো। ডেলাইটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বললো, তুমি যদি পঁচাত্তর দিনের মধ্যে ফিরে আসতে না পারো তাহলে আমি দুই-এক বাজি ধরলাম।

—অনুগ্রহ নয়, অনুগ্রহ নয় জ্যাক। বেটিং হবে সমান সমান এবং সময়টাও হবে ষাট দিন। ডেলাইটের তাৎক্ষণিক উত্তর।

—না না, পঁচাত্তর দিন এবং তুমি না পারলে দুই-এক বাজির দর। পঞ্চাশ মাইল থাকবে বাজির আওতার বাইরে। জ্যাক তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

ডেলাইট এবার আরো কঠিন ও দৃঢ়ভাবে বললো, শোনো জ্যাক, আমার কাছ থেকে যা তুমি জিতেছো, সেই টাকা এখন তোমারই। সেই টাকা কোনোমতেই তুমি আমাকে ফেরত দিতে পারো না। আমি জানি তুমি টাকা ফেরত দেবার অছিলা খুঁজছো। কিন্তু তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমিও অন্য এক বিশ্বাস, অন্য এক প্রত্যয়কে পেয়েছি। কিছুদিনের মধ্যেই আমি তাকে জিতে নেবোই। তোমরা শুধু নদীতে সেই স্বর্ণধারা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকো। তারপর একদিন তুমি আর আমি জুয়ার আসরে বসবো। হ্যাঁ, সেদিন কোনো সীমার বাঁধন থাকবে না। ছাদটাকে আমরা সরিয়ে দেবো। হ্যাঁ সেটা হবে প্রকৃত মরদের খেলা। ঠিক আছে?

ডেলাইট আবার সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, 'উইনার পেজ' সব খরচ বিজয়ীর। আমি নিশ্চিত যে আমি জিতবই। ষাট দিন একটা লম্বা সময় সুতরাং আর একবার পান করা যাক। দাম দেবো আমি। যার যার পছন্দসই ব্র্যাণ্ডের নাম বলো।

বীটলস ততক্ষণে হুইস্কির গেলাসটা হাতে নিয়ে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে দুলে দুলে গান ধরেছে :

"এই যে হেনরী ওয়ার্ড বীচার
এই যে রবিবারের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা

সবাই পান করো স্যাসাফ্রাস মূলের রস
তবু বাজি ধরে বলতে পারো
এর ঠিক নাম দিতে হলে
একে বলতে হয় নিষিদ্ধ ফলের রস।"

অন্যান্যরা তখন কোরাসের মতো সমস্বরে গেয়ে উঠলো :

"তবু বাজি ধরে বলতে পারো
এর ঠিক নাম দিতে হলে
একে বলতে হয় নিষিদ্ধ ফলের রস।"

এই সময়ে কে যেন বাইরের দরজা খুলে দিতে একটা অস্পষ্ট ধূসর আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

—"বার্নিং ডেলাইট, বার্নিং ডেলাইট" বলে কে যেন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে।

ডেলাইট কোনো দিকে দৃকপাত না করে কান-ঢাকাটা কানের ওপর নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে গ্যালো দরজার দিকে। কামাকে তখন দেখা গ্যালো বাইরে স্লেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্লেজটা চওড়ায় ষোলো ইঞ্চি ও লম্বায় সাড়ে সাত ফিট। স্লেজের ওপর চাপানো হয়েছে ডাক বোঝাই হাস্কা ক্যানভাসের ব্যাগ ও কয়েকটি ব্যাগে মানুষ ও কুকুরের খাদ্য। ব্যাগগুলোকে বলগা হরিণের চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। স্লেজের সামনের দিকে একই লাইনে রয়েছে তুষারাচ্ছন্ন পাঁচটি কুকুর। এরা সবাই হাস্কি* কুকুর। প্রত্যেকেই বিশাল আকৃতির, প্রত্যেকেরই রং এক, ধূসর। নিষ্ঠুর চোয়াল থেকে শুরু করে লোমে ঢাকা লেজ সব দিক দিয়েই এরা নেকড়ের সমতুল্য। এরা মনুষ্য প্রতিপালিত হলেও এদের আকৃতি ও স্বভাববৈশিষ্ট্য নেকড়েদের মতোই। স্লেজের একেবারে ওপরে দড়ির ওপর বাঁধা রয়েছে দু জোড়া বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার জুতো।

বীটলস সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একটি খরগোশের চামড়ার তৈরি সুমেরু অঞ্চলে ব্যবহৃত আংরাখার দিকে যার নিচের দিকটা একটা ব্যাগের মুখের মতো। তারপর বীটলস মন্তব্য করলো : জানো তো ওইটিই হচ্ছে ওর বিছানা। ওতে আছে মাত্র ছ পাউণ্ড ওজনের খরগোশের চামড়া। এর চেয়ে গরম জিনিসের নিচে কোনোদিন সে শোয়নি। আমি তো ঠাণ্ডায়

---

*হাস্কি : নেকড়ে-কুকুর, অসাধারণ বলশালী, উষ্ণ লোমে ঢাকা যদেরশরীর, শীত প্রতিহত করার উপযুক্ত। অসাধারণ সহ্যশক্তি, তীক্ষ্ণ বোধশক্তি ও বদমেজাজী।

জমেই যেতাম। কিন্তু ডেলাইট হচ্ছে নরকের অনির্বাণ দাবানলের চুল্লী বিশেষ। সত্যিই তাই।

—ওই ইণ্ডিয়ানটার জন্যে আমার মায়া হয়। ডক ওয়াটসন মন্তব্য করলো।

—হ্যাঁ, আমি জানি ওরই জন্যে ইণ্ডিয়ানটা মারা পড়বে। ডেলাইটের সঙ্গে এর আগে আমি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। আমি জানি লোকটা জীবনে কোনোদিন ক্লান্ত হয়নি। ক্লান্তি শব্দটা ওর অভিধানেই নেই। ক্লান্তি শব্দটার কী যে মানে তাই-ই ও জানে না। সত্যি কোনোদিনই আমি ওকে ক্লান্ত হতে দেখিনি। শূন্যের নিচে তাপমাত্রা যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীরও কম তখনো আমি তাকে দেখেছি মোজা ভিজে যাওয়া সত্বেও সারাদিন হাঁটতে। আর কোনো জীবিত লোকের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়।

এইভাবে যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন ডেলাইটকে যারা ঘিরে ধরেছিলো তাদের সবাইকে সে বিদায় জানালো। ভার্জিনের ইচ্ছে হয়েছিলো ডেলাইটকে বিদায় চুম্বন জানায় কিন্তু সে দেখলো হুইস্কির ঘোর থাকলেও ডেলাইট রেশম রজ্জুকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে নিজের পথ করে নিচ্ছে। ভার্জিন তাই কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। ডেলাইট নিজেই এগিয়ে এসে ভার্জিনকে চুম্বন করলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে অপর তিনটি যুবতীকেও সমান পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে চুম্বন করলো। তারপরেই সে লম্বা দস্তানা দুটো পরে নিয়ে শ্লেজটানা কুকুরগুলোকে চাঙ্গা করে তুলে নিজের জায়গা করে নিলো গী-পোলের* কাছে। তারপরেই সে চিৎকার করে উঠলো—"মাশ"** (অর্থাৎ মার্চ)।

আদেশ শোনা মাত্রই কুকুরগুলো বুকের বাঁধনে চাপ দিয়ে, পা দিয়ে বরফ খুঁড়ে সমস্ত শক্তি উজাড় করে শ্লেজ টানতে থাকে। শ্লেজটা বেশ কিছুটা দূরে এগিয়ে যাবার পর ডেলাইট ও কামা ছুটতে থাকে। শ্লেজের সামনের দিকে থাকবে ডেলাইট ও পিছনে কামা। এইভাবে ইউকনের বরফ জমা পথের ওপর দিয়ে মানুষ ও কুকুর ছুটতে লাগলো। দেখতে দেখতে একসময় তারা চোখের আড়ালে চলে গ্যালো। ধূসর আলোটাও তখন বিলীন হয়ে গ্যালো।

*গী-পোল: শ্লেজের সামনের দিকে একটি শক্ত দণ্ড যেটা ষ্টিয়ারিং-এর কাজ করে।

**'মাশ' শ্লেজটানা কুকুরদের প্রতি যাত্রা শুরু করার নির্দেশসূচক ধ্বনি লৌকিক শব্দ।

নদীর বুকে জমাট বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজ ছুটে চলেছে। কুকুরগুলো ঘন্টায় প্রায় ছ মাইল অতিক্রম করছে। এদের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে মানুষ দুটিকে প্রায় ছুটতে হচ্ছে। এখন অবশ্য তুষারাচ্ছন্ন পথে হাঁটার জুতো ব্যবহার করতে হচ্ছে না। শ্লেজটা এখন প্রায় উড়েই চলেছে ফলে লোক দুটিকে দৈত্যের মতো পরিশ্রম করতে হচ্ছে। গী-পোলটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে একজনকে কুকুরদের আগে আগে ছুটতে হচ্ছে শ্লেজটাকে সঠিক পথে চালনার জন্যে। কামা ও ডেলাইট অবশ্য পালা করে এই কাজটা করছে। দায়িত্বমুক্ত লোকটি তখন শ্লেজের ওপর শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

নিদারুণ কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই কিন্তু তবু এই কাজটা উত্তেজনায় মেতে ওঠার মতোই একটি কাজ।

এর পর তারা তুষারাচ্ছন্ন পথে এসে পড়লো। এখন ঘন্টায় তিন মাইল অতিক্রম করতে পারলেই যথেষ্ট মনে হবে। স্টিয়ারিং (গী পোল) ধরার কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে কিন্তু এখন স্নো-বুট পরে তুষার সরিয়ে কুকুরদের চলার পথ করে দিতে হচ্ছে। কাজটা মোটেই উল্লসিত হবার মতো নয়। তাছাড়া এমনও হচ্ছে যে, মাইলের পর মাইল অবিন্যস্ত বরফের স্তূপের বাধা তাদের অতিক্রম করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঘন্টায় দু মাইল অতিক্রম করতে পারলে নিজেদের তারা ভাগ্যবান মনে করছে। কম হলেও মাঝে মাঝেই তাদের এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এক ঘন্টায় এক মাইল অতিক্রম করতে তখন তাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

শ্লেজ পরিচালক এই মানুষ দুটি নীরবেই কাজ করে যায়। একটিবারের জন্যেও ওদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় না। ওদের কাজের ধরনটাই এমন যে কথা বলার কোনো সুযোগই নেই। ওদের প্রকৃতিও অবশ্য সেই ভাবেই গড়ে উঠেছে। কাজের সময় ওরা কথা বলা পছন্দও করে না। ব্যতিক্রম হিসেবে খুবই প্রয়োজন দেখা দিলে একে অপরকে সম্বোধন করে একস্বরা শব্দে। কামা আপন মনে মুখ দিয়ে কিছু শব্দ করেই সন্তুষ্ট। কখনো কখনো কুকুরদের কেউ একজন হয়তো ঘোঁতঘোঁত শব্দ করলো এই ব্যতিক্রম-টুকু বাদ দিলে পুরো দলটাই নিশ্চুপ থাকে। শব্দ যা হয় তা শুধু কঠিন বরফের ওপর শ্লেজের লোহার চাকার ঘরঘরানির।

টিভোলির প্রচণ্ড কোলাহলমুখর জগৎ থেকে হঠাৎই যেন ডেলাইট এসে পড়েছে এক নিশ্ছিদ্র শান্ত ও নিস্পন্দ জগতে! কোথাও এতটুকু প্রাণের

লক্ষণ নেই। ইউকন নদী তিন ফিট পুরু জমাট বরফের নিচে ঘুমোচ্ছে। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। নদীর দুই পাড়ে স্প্রুস গাছগুলোর প্রাণরস এতটুকু অবশিষ্ট নেই। গাছের ডালপালাগুলো তুষারাচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণ শিলীভূত রূপ গ্রহণ করেছে। সামান্য নাড়া খেলেই এই তুষার ঝরে যাবে কিন্তু নাড়া খাওয়ার মতো বাতাস নেই। ওই স্লেজটাই একমাত্র জীবন ও গতির প্রতীক। সীমাহীন হিমশীতল স্তব্ধতার মধ্যে স্লেজের চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি যেন সুমেরু দেশের নৈঃশব্দকেই গভীরতর করে দিচ্ছে।

এ এক মৃত জগৎ অধিকন্তু ধূসর জগৎ। দিনটা ছিলো অত্যধিক ঠাণ্ডা। দিনটা এমনিতে ছিলো পরিষ্কার, বাতাসে আর্দ্রতা নেই, কুয়াশাও নেই তবু আকাশটা ছিলো বিবর্ণ, অদৃশ্য অন্ধকারের আবরণে ঢাকা। দিনের ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে দেবার মতো আকাশে এক খণ্ডও মেঘ ছিলো না তবু যে দিনটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার কারণ আকাশে সূর্যের অনুপস্থিতি। শীতের যাত্রায় সূর্য খুবই দক্ষিণগামী ছিলো বলেই দিকচক্রবাল পরিষ্কার হয়নি। নির্মল আকাশের নিচে এবং সূর্যের মধ্যে ছিলো মৃত্তিকাস্তূপের উচ্চ ব্যবধান। ইউকন রাত্রির ছায়ায় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে দিনটা এক সুদীর্ঘ গোধূলির মধ্যেই রয়ে গ্যাছে। দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ দিগন্তে সূর্যের উপরিভাগ দেখা যেতেই নদীর এক চওড়া বাঁকে দক্ষিণের সুবিস্তৃত অঞ্চল দৃষ্টিপটে ভেসে উঠলো। কিন্তু সূর্য খাড়াভাবে তো ওঠেইনি বরং এত তির্যকভাবে রয়েছে যে ভর দুপুরেও দিগন্তে তার নিম্ন-প্রান্তটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। এই সূর্য এতই নিষ্প্রভ যে কেউ যদি খোলা চোখে ওই সূর্যের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকে তবু তার দৃষ্টিশক্তির এতটুকু ক্ষতি হবে না। মধ্যাহ্নে সূর্য যখন সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছলো তখনই আবার দিগন্তের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গ্যালো। ফলে দুপুর সওয়া বারোটা নাগাদ আবার ছায়ায় ঢেকে গ্যালো সমগ্র অঞ্চলটা।

মানুষ ও কুকুর সমানে দৌড়ে চলেছে। ডেলাইট এবং কামা দুজনেই অবিমিশ্র আদিম ও বর্বর অন্ততঃ ওদের জঠরের দিক দিয়ে তো বটেই। দিনের যে কোনো সময়ে বহুল পরিমাণ খাদ্য ওরা খেতে পারে আবার এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় না খেলেও ওদের কষ্ট হয় না। কুকুররা কিন্তু দিনান্তে একবারই খেতে পায় তাও এক পাউণ্ড শুকনো স্যালমন মাছ ছাড়া আর কিছুই নয়। সব সময়েই ওরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত থাকে কিন্তু তবু অসাধারণ কর্মক্ষম থাকে। পূর্বপুরুষ নেকড়েদের মতোই ওদেরও পুষ্টি প্রক্রিয়া এত নিখুঁত যে খাদ্যের শক্তি এতটুকু নষ্ট হয় না। খাদ্যের শেষ কণাটি পর্যন্ত

ওদের দেহের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কামা ও ডেলাইটও এইদিক থেকে ওই নেকড়ে কুকুরগুলোর সমজাতীয়। এরাও এদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সহিষ্ণুতার শক্তি পেয়েছে। অত্যন্ত সহজ সরল সঞ্চয়ী প্রকৃতি এদের। যতটুকু খাদ্যই এদের শরীরে প্রবেশ করুক সবটুকুই প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সভ্য জগতে চেয়ার-টেবিলে বসে যাঁরা কাজ করেন সেইসব নরম প্রকৃতির মানুষ সব সময় অজীর্ণ রোগে ভোগেন, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু এরা অজীর্ণ বা বদহজম ব্যাপারটা যে কী তা জানেই না। এদের হজমশক্তি এতই প্রবল যে বদহজমের ধারণাটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই এরা খায়।

বিকেল তিনটে নাগাদ সুদীর্ঘ গোধূলির অবসান ঘটিয়ে রাত্রি নেমে এলো। আকাশে তারা দেখা দিলো। উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশ আলোকিত করে দিলো ইউকনকে। সেই আলোয় কুকুর ও মানুষ পথ দেখে ছুটে চলেছে। পরিশ্রান্ত হওয়া এদের ধাতে নেই। যদিও আজ তারা যতটা পথ অতিক্রম করেছে সেটা কিছু রেকর্ড নয় তবু ষাট দিনের প্রথম দিন হিসেবে ভালোই। আগের দিন নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছে ডেলাইট। নৃত্য, জুয়া, মল্লযুদ্ধ—লাগাম ছাড়া উল্লাসে বিনিদ্র রজনী কাটালেও কোনো ক্লান্তির ছাপ পড়েনি তার দেহ মনে। কী করে তা সম্ভব? এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ তার অসাধারণ জীবনীশক্তি, দ্বিতীয়তঃ অমন রাত তার জীবনে খুব বেশী আসে না। এখানেই আবার তুলনা এসে যায় চেয়ার টেবিলে বসে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে। শোবার আগে এক কাপ কফি খেলেই এঁদের শরীর খারাপ হয় কিন্তু ডেলাইটের ক্ষেত্রে কঠিন পানীয় ও উত্তেজনা তার উৎসাহ ও উদ্যমকে শতগুণে বাড়িয়ে দ্যায়।

ডেলাইট সঙ্গে ঘড়ি রাখে না। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়েই সে সময় নির্ণয় করে। সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সাহায্যেই সে বুঝতে পারলো এখন বিকেল ছটা বেজেছে। সে তখন শিবির স্থাপনের উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে লাগলো। কাছাকাছি তেমন জায়গা তার চোখে পড়লো না। এক মাইল চওড়া নদীর অপর পারে এমন একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে বলে তার মনে হলো। সেই পথেই তারা স্লেজ নিয়ে রওনা হলো। কিন্তু পথে আবার তারা প্রচণ্ড আইস-জ্যামের সম্মুখীন হলো। এই বাধা অতিক্রম করলো তারা প্রচণ্ড মেহনত করে। অবশেষে ডেলাইট যেমনটি চাইছিলো তেমনই একটা জায়গা তার চোখে পড়লো। একটা মরা গাছ নদীর তীরে পড়েছিলো। স্লেজটাকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। কামা খুশিতে

মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করলো। বিশ্রাম শিবির স্থাপনের আয়োজন করতে লেগে গ্যালো দুজনে।

এদের মধ্যে শ্রমের বিভাজন ব্যবস্থা চমৎকার। প্রত্যেকেই জানে তাকে কি কাজ করতে হবে। একটা কুঠার নিয়ে ডেলাইট মরা পাইন গাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। কামা তার স্নো-বুট ও কুঠারের সাহায্যে ইউকনের জমাট বরফের ওপর সঞ্চিত তুষার সংগ্রহ করে ফেললো। এই তুষার রান্নার কাজে ব্যবহৃত হবে। ডেলাইট পকেট থেকে এক টুকরো বার্চের ছাল বের করে দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে আগুন জ্বাললো. কাগজের চেয়েও সহজে বার্চের ছালে আগুন ধরে। সেই আগুনে পাইনের শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে ডেলাইট রান্নার কাজে লেগে গ্যালো। এদিকে কামা স্লেজ থেকে দড়িদড়া খুলে কুকুরগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে তাদের বরাদ্দ এক পাউণ্ড করে শুকনো মাছ খেতে দিলো। তারপর এক এক করে স্লেজ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে আনলো। খাদ্যের থলিগুলো সে একটা গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রাখলো যাতে কুকুর-গুলো লাফ দিয়েও থলিগুলোর নাগাল না পায়। তারপর সে একটা স্প্রুস গাছের ডালপালা কেটে বরফের ওপর ছড়িয়ে বসার বেশ একটা মঞ্চ বানিয়ে ফেললো। এই মেঝের ওপর কামা ওদের দুজনের গিয়ার-ব্যাগ রেখে দিলো। এতে রয়েছে ওদের শুকনো মোজা, আণ্ডারওয়্যার এবং ঘুমোবার আঙরাখা। খরগোশের চামড়ায় তৈরি কামা এনেছে এমন দুটি আঙরাখা কিন্তু ডেলাইট এনেছে একটি!

নীরবে বলিষ্ঠভাবে ওরা কাজ করে যেতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলে সময় নষ্ট করার কোনো ব্যাপারই নেই। যে যার কাজ করে যাচ্ছে। অপরের জন্যে অপেক্ষা না করে হাতের কাছের কাজটা নিজেই সেরে নিচ্ছে। এইভাবেই কামা যখন দেখলো রান্নার জন্যে আরো তুষারের প্রয়োজন, সে তখন কুঠারটা নিয়ে চলে গ্যালো আরো কিছুটা তুষার সংগ্রহ করে আনার জন্যে। এদিকে রান্নার কাজ পুরোদমে চলছে। একটি পাত্রে কফি ফুটছে, অন্য পাত্রে বীন ও ফ্ল্যাপজ্যাক মিশিয়ে ফোটানো চলছে। রান্না ও খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে কামা ডালপালার আসনের ওপর বসে সাজসরঞ্জাম গোছাতে লাগলো।

—আমার মনে হয় স্কুকাম ও বুগার (দুটি কুকুরের নাম) মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট হবে। খেতে খেতে কামা বললো।

—ওদের ওপর ভালো করে নজর রেখো। ডেলাইট উত্তর দিলো।

খেতে খেতে ওদের এই একটাই কথা হলো। কামা এরই মধ্যে একবার একটা জ্বালানি কাঠ নিয়ে তেড়ে গ্যালো যুদ্ধরত কুকুরদের আলাদা করে দেবার জন্যে। ডেলাইটও মুখভর্তি খাবার নিয়ে বরফের একটা চাঁই গরম টিনের পাত্রে ফেলে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তা জলে রূপান্তরিত হয়ে গ্যালো। এইভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়ে গ্যালো। ডেলাইট তারপর অনেকটা বীন রান্না করে বেশি অংশটাই একটা ময়দার থলিতে ঢুকিয়ে সেটি বরফের ওপর রেখে দিলো জমে যাওয়ার জন্যে। বাকিটা সে রেখে দিলো টিনের পাত্রে আগামীকাল সকালে প্রাতরাশের জন্যে।

দুজনেরই জুতো ভিজে গিয়েছিলো। জুতোগুলোকে একটা ডালের মাথায় ঝুলিয়ে আগুনের পাশে রেখে দিলো। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জুতোগুলোকে শুকিয়ে নিলো।

এখন রাত সাড়ে নটা। তারা শুতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কুকুর-দের মারপিট ঝগড়া চেঁচামেচি অনেকক্ষণই থেমে গিয়েছে। জন্তুগুলো তুষারের গর্তে শুয়ে পড়েছে। পা দুটো নাকের কাছে এনে উষ্ণ লোমে ঢাকা লেজ দিয়ে শরীর ঢেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কামা ঘুমোবার ব্যবস্থা পাকা করে পাইপ ধরিয়ে তামাক টানছে আর ডেলাইট ধরিয়েছে বাদামী কাগজে মোড়া সিগারেট।

—আমার মনে হয় আমরা বোধহয় সিক্সটি মাইল পোস্টের কাছাকাছি এসে গেছি। ডেলাইট বললো।

—আমারও তাই মনে হয়। কামা উত্তর দিলো।

সেইদিন এইটে ওদের দ্বিতীয় সংলাপ।

কটন ড্রিলের পোশাকের বদলে তার ওপর উলেন জ্যাকেট পরে আংরাখাটা জড়িয়ে নিয়ে ওরা শুয়ে পড়লো। দু চোখের পাতা এক করার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা গভীর ঘুমের দেশে তলিয়ে গ্যালো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আকাশে তখন তারারা লাফাচ্ছে নৃত্য করছে এবং মাথার ওপর তখন বিরাট সার্চলাইটের মতো সুমেরু প্রভার* আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

অন্ধকার থাকতেই ডেলাইট জেগে উঠলো এবং কামাকে জাগিয়ে দিলো।

---

*সুমেরু প্রভা : যখন উত্তর মেরুতে দীর্ঘ ছ মাস একটানা রাত্রি চলে সেই সময় মাঝে মাঝে আরোরা বোরিয়ালিস।
একে সুমেরুতে বলা হয় সুমেরু প্রভা, কুমেরুতে বলা হয় কুমেরু প্রভা।
Aurora Borialis. Aurora Australis

সুমেরু প্রভার আলোকচ্ছটা যদিও তখনও জ্বলছে তবু আর একটা দিন শুরু হয়ে গিয়েছে। উষ্ণ ফ্ল্যাপজ্যাক, উষ্ণ বীন, ভাজা বেকন ও কফি দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন হলো। কুকুররা কিছুই পেলো না। দূর থেকে জুল জুল করে তাকিয়ে ওরা দেখছিলো এদের খাওয়া। একটা অস্থির চঞ্চলতাও ওদের মধ্যে লক্ষ্য করা গ্যালো। তুষারের ওপর বসে কখনো সামনের একটি পা তুলছে কখনো অন্যটি ; এমন ভাব করছে যেন তুষার ওদের পায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে।

শীতের প্রকোপ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে। তাপমান শূন্যের নিচে পঁয়ষট্টি তো হবেই। কামা যখন খোলা হাতে কুকুরগুলোর গলায় লাগাম পরাতে গ্যালো তখন সে বাধ্য হলো বারকয়েক আগুনের কাছে এসে হাত ও আঙুলের মাথাগুলো সেঁকে নিতে। তারপর দুজনে মিলে স্লেজের ওপর মালপত্র তুলে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। শেষবারের মতো দুজনেই আগুনের কাছে গিয়ে আর একবার হাত গরম করে নিয়ে দস্তানা পরে নিলো। তীর থেকে স্লেজটাকে টেনে নামিয়ে নদীর বুকে জমাট বরফের রাস্তায় দিনের যাত্রা শুরু করলো। ডেলাইটের অনুমান অনুযায়ী এখন সকাল সাতটা। তারারা কিন্তু তখনো দপ দপ করে জ্বলছে এবং সুমেরু প্রভার হরিদ্রাভ আলোকচ্ছটাও তখনো অনির্বাণ।

দু ঘন্টা পরে হঠাৎই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সবকিছু ঢেকে গ্যালো। এত অন্ধকার যে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, স্লেজ চালাচ্ছে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। ডেলাইট নিশ্চিত যে তার সময়জ্ঞান অভ্রান্ত। এটা অন্ধকার ঊষার আগের অন্ধকার। আলাস্কার শীতেরই এটা বৈশিষ্ট্য। ধীরে ধীরে অন্ধকারের বুক চিরে একটা ধূসর আলো বেরিয়ে এলো। যদিও অত্যন্ত ক্ষীণ আলো তবু একটু পরে ওরা ছুটন্ত কুকুরের গলার লাগাম ও পায়ের নিচে বরফের রাস্তা দেখতে পেলো। আরো কিছু পরে জমাট বরফে ঢাকা নদী ও নদীতীরও দৃশ্যগোচর হলো। বাঁ দিকে তুষারাচ্ছন্ন বিশাল বিস্তৃত পর্বতমালাও তারা দেখতে পেলো। ব্যাস এই-ই সব। সূর্য তখনো ওঠেনি এবং ধূসর আলো ধূসরই রয়ে গ্যালো।

হঠাৎই দিনের কোনো এক সময়ে একটা বনবিড়াল কোথা থেকে লাফিয়ে এসে পড়লো স্লেজের প্রথম কুকুরটার সামনে। কিন্তু হঠাৎই সেটা আবার অদৃশ্য হয়ে গ্যালো শুভ্র অরণ্যে। কুকুরদের বন্য বৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠলো। ওরা শিকারীর ডাক ছেড়ে জন্তুটাকে ধাওয়া করতে লাগাম ছিঁড়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলো। ডেলাইট হুয়া হুয়া চিৎকার করে ওদের শান্ত করার

চেষ্টা করতে করতে এবং অতিকষ্টে গী-পোলটাকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্লেজটাকে নরম তুষারের মধ্যে নামিয়ে আনলো। কুকুরগুলো অবশেষে শান্ত হলো এবং শ্লেজটাকেও যথাযথ অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব হলো। পাঁচ মিনিট পরে শ্লেজটা আবার কঠিন বরফের ওপর দিয়ে উড়ে চললো।

দুদিনের মধ্যে ওই বনবিড়ালটাই একমাত্র প্রাণী যা ডেলাইট ও কামা দেখতে পেলো। জীবটা যেভাবে নিঃশব্দে লাফিয়ে এলো এবং চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গ্যালো তাতে এটাকে ভূতুড়ে ব্যাপার বলেই মনে হয়।

দুপুর বারোটা নাগাদ যখন সূর্য সামান্য উঁকি দিলো তখন ওরা শ্লেজ থামিয়ে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করলো। ডেলাইট কুড়াল দিয়ে জমাট বীনের সসেজটাকে কেটে ফ্রাইং প্যানে গরম করে নিলো। এই দিয়েই ওদের দুজনের দুপুরের খাওয়া সারা হলো। এখন আর কফি খাওয়া হলো না কারণ দুপুরে কফি খাওয়ার মতো বিলাসিতা ডেলাইটের পছন্দ নয়। কুকুরগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে ওদের খাওয়া দেখতে লাগলো। ওরা খেতে পাবে সেই রাত্তিরে এবং ওদের বরাদ্দ মাত্র এক পাউণ্ড শুকনো মাছ। ইতিমধ্যে ওরা শুধুই কাজ করবে।

শীতের তীক্ষ্ণতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একমাত্র লৌহ মানবের পক্ষেই সম্ভব এত নিম্ন তাপমাত্রায় পথ চলা। কামা এবং ডেলাইট দুজনেই এদিক দিয়ে তাদের জাতের সেরা মানুষ। তবে কামা জানে ডেলাইট তার চেয়ে অনেক অনেক সেরা। তাই যাত্রার শুরুতেই কামা নিজেই তার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তা জেনে গিয়েছিলো। তার মানে এই নয় যে সে সচেতন ভাবে কখনো কাজে ঢিলে দিয়েছে বা অনিচ্ছায় এই পথে পাড়ি দিয়েছে। আসলে দুশ্চিন্তার, আশঙ্কার যে ভারটা সে মনে মনে বহন করে নিয়ে চলেছে সেই ভারটাই তার পরাজয়ের হেতু। ডেলাইটকে সে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা করে। ডেলাইট তার কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সুখদুঃখে নির্বিকার, মৌনী এবং নিজের শারীরিক শক্তি সম্পর্কে গভীর আস্থা এই সব গুণগুলোই তার শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর মধ্যে রয়েছে। এই সেই বিরল ঈশ্বর সদৃশ মানুষ যার মধ্যে সব গুণগুলোই এত অতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে যে কামা তাকে শ্রদ্ধা না করে পারে না যদিও মুখে সে কিছুই প্রকাশ করে না। কামা মনে মনে ভাবে শ্বেতাঙ্গরা যে ইণ্ডিয়ানদের ওপর প্রভুত্ব করছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে জাতি এমন একটি লোকের জন্ম দিয়েছে তাদের পক্ষে কঠিন বলে কোনো কাজই নেই। ইণ্ডিয়ানরাও এত নিম্ন তাপমাত্রায় কখনো পথ চলে না। এই অঞ্চল সম্পর্কে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এমন

ঝুঁকি নিতে তারা সাহস করে না। অথচ উষ্ণ দক্ষিণের মানুষ এই ডেলাইটের মনে প্রাণঘাতী শীত সম্পর্কে এতটুকু আশঙ্কার মেঘ নেই। এই মানুষটা ইণ্ডিয়ানদের চেয়েও শক্তিশালী এবং ভয়ডরহীন। ইণ্ডিয়ানদের ভয় দেখে সে হাসে বিদ্রূপ করে। যে মানুষটা এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দিনে দশ থেকে বারো ঘণ্টা পথ পরিক্রমা করতে পারে তার জাতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইণ্ডিয়ানদের কোনো আশাই নেই। আরো অবাক হবার মতো কথা এই যে ডেলাইট সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিদিন সে তেত্রিশ মাইল পথ চলবে এবং ষাটদিন পর্যন্ত চলবে বিরামহীন এই যাত্রা। দেখা যাক যখন আবার নতুন করে তুষারপাত স্থুরু হবে কিংবা পাহাড়ের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা ঝরনার জল (তীব্রতম শীতেও যে জল জমে না) তুষারের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে তখন ডেলাইট কি করে।

এইসব দুশ্চিন্তা সত্বেও কামা ডেলাইটের গতির সঙ্গে তাল রেখেই চলছে। সে কখনই বিক্ষোভ দেখায় না অভিযোগও জানায় না। শূন্যের নিচে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি মানে ভয়াবহ ঠাণ্ডা। যেহেতু জল জমার তাপমাত্রা হলো শূন্যের উপর বত্রিশ ডিগ্রি স্থুতরাং শূন্যের নিচে পঁয়ষট্টি মানে হলো জল জমার তাপমাত্রার চেয়ে সাতানব্বই ডিগ্রি নিচে। এর তাৎপর্য আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবো যদি বিপরীত দিক দিয়ে ব্যাপারটা বিচার করি। থার্মোমিটারে যখন তাপমাত্রা ১২৯ ডিগ্রি থাকে তখন সেই দিনটাকে ভয়ংকর গরম দিন বলে বিবেচিত হয়। আসলে কিন্তু তা জল জমার তাপাঙ্কের চাইতে মাত্র সাতানব্বুই ডিগ্রি বেশি। এই পার্থক্যটা দ্বিগুণ করে নিলেই আমরা সামান্য ধারণা করে নিতে পারবো কী পরিমাণ ঠাণ্ডায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারের মধ্যে কামা ও ডেলাইটকে প্রতিদিন পথ চলতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কামার গালের হাড়ের ওপরের চামড়া অসাড় হয়ে গিয়েছে। বারবার ঘষা সত্বেও চামড়ার রং কালো হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো কামার ফুসফুসের টিস্যুগুলো সামান্য জমতে সুরু করছে। এই কারণেই সাবধান করে দেওয়া হয় যে, শূন্যের নিচে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তাপাঙ্কে কারো উচিত নয় উন্মুক্ত আবহাওয়ায় পথ চলা। তবু কামা কখনই তার শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে কোনো অভিযোগ জানায়নি। ডেলাইট সম্পূর্ণ ই ব্যতিক্রম। সে হচ্ছে উত্তাপের ফার্নেস। ছ পাউণ্ড খরগোশের চামড়ার আংরাখার নিচে সে উষ্ণতার আরামেই ঘুমোয় যেখানে কামা ঘুমোয় বারো পাউণ্ড ওজনের আংরাখার নীচে।

দ্বিতীয় রাত্তে আরো পঞ্চাশ মাইল ওরা অতিক্রম করলো। আলাস্কা ও উত্তরপশ্চিম সাম্রাজ্যের সীমারেখার কাছাকাছি ওরা শিবির স্থাপন করলো। ডেরায় পৌছবার শেষ কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি পথটা ওদের ক্যানাডার এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সেখানে কঠিন বরফের পথ এবং নতুন তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ডেলাইটের পরিকল্পনা হচ্ছে চতুর্থ রাতে "ফরটি মাইল" ক্যাম্পে পৌছনো। কামাকেও সেইভাবেই সে নির্দেশ দিলো। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে উত্তাপ বাড়তে লাগলো। ওরা বুঝতে পারলো তুষারপাতের আর বেশি দেরি নেই। তুষারপাতের ফলে ইউকনের আবহাওয়াও উষ্ণ হয়ে উঠবে। এইদিন প্রায় দশ মাইল ব্যাপী ভয়াবহ আইস-জ্যামের সম্মুখীন হতে হলো তাদের। হাজার বার ওরা তুজন শুধু বাহুবলে ভারী শ্লেজটাকে টেনে তুললো আবার সমতলে নামালো। এখানে কুকুরদের শক্তি কোনো কাজে লাগলো না। তুর্গম পথ অতিক্রম করতে মানুষ ও কুকুরদের অত্যধিক পরিশ্রম করতে হলো। অপচয়িত সময়কে পুষিয়ে নেবার জন্যে সেই রাতে ওরা একঘণ্টা বেশি যাত্রা করলো যদিও যতটা সময় নষ্ট হয়েছে তার কিছুটা অংশ মাত্র ওরা পূরণ করতে পারলো।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ডেলাইট ও কামা দেখলো ওদের আংরাথার ওপর দশ ইঞ্চি পুরু তুষার জমেছে। কুকুরগুলো তুষারের আচ্ছাদনের নিচে আরামে ঘুমিয়েছে। এমন আরামপ্রদ বাসা ছেড়ে ওরা আর উঠতে চাইছে না। নতুন করে এই তুষারপাত হওয়া মানেই পথ আরো তুর্গম হবে, যাত্রা হবে আরো কঠিন। তুজনের মধ্যে একজনকে কুকুরদের আগে আগে ছুটতে হবে স্নো-বুট দিয়ে তুষার পরিষ্কার করার জন্যে। সাউথল্যাণ্ডের লোকেরা যে তুষারকে জানে এই তুষার তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর কণাগুলো কঠিন শুষ্ক এবং সূক্ষ্ম। এগুলো অনেকটা চিনির মতো। লাথি মারলে হিস হিস শব্দ করে উড়ে যায় বালির মতো। কণাগুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। এ দিয়ে স্নো বলও তৈরি করা যায় না। এগুলি হচ্ছে কেলাস, অতি ক্ষুদ্র জ্যামিতিক কেলাস। প্রকৃতপক্ষে এগুলো তুষার নয়, জমাট শিশির।

আবহাওয়া এখন অনেক উষ্ণ বড়জোর শূন্যের নিচে কুড়ি ডিগ্রি। ওই তুজন এখন কান-ঢাকনা তুলে দিয়েছে, হাতের দস্তানা খুলে ফেলেছে তবু তারা পরিশ্রম করতে করতে ঘেমে যাচ্ছে। সেই রাতে ওরা "ফরটি মাইল" ক্যাম্পে পৌছতে পারলো না। পরের দিন যখন ওরা সেখানে

পৌঁছলো তখন ডেলাইট নতুন ডাক ও কিছু সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিলো। পরের দিন বিকেলে ওরা ক্লনডাইক নদীর মুখে শিবির স্থাপন করলো। "ফরটি মাইল" ক্যাম্প পর্যন্ত ওরা একটি প্রাণীরও দর্শন পায়নি। একা একাই ওদের পথ চলতে হয়েছে, তার কারণ এবারের শীতে 'ফরটি মাইলে'র দক্ষিণে নদীর বুকে জমাট বরফের পথে কেউ যাত্রা করেনি। সুতরাং গোটা শীতে ওদের একাই পথ চলতে হচ্ছে। এই সময়টায় ইউকন সম্পূর্ণ জনবিহীন শূন্য থাকে। ক্লনডাইক নদী ও ডেয়ার নোনা জলের দেশের মাঝখানে পড়ে আছে ছ শো মাইল বিস্তৃত তুষারে ঢাকা ঊষরভূমি। এর মধ্যে মাত্র দুটি জায়গায় ডেলাইট মানুষের দেখা পাবে আশা করছে। দুটিই বিচ্ছিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র। একটি 'সিক্সটি মাইল' অন্যটি 'ফোর্ট সেলকার্ক'। গরমের সময়ে স্টুয়ার্ট নদীর মুখে, হোয়াইট নদীতে কিংবা লেক বার্জে ইণ্ডিয়ানদের দেখা মেলে কিন্তু ডেলাটই ভালো-ভাবেই জানে যে তারা কেউ ওখানে নেই। ওরা এখন সবাই পাহাড়ে পাহাড়ে বল্গা হরিণদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সেই রাতে ক্লনডাইকের মুখে শিবির স্থাপন করা হলো। কাজ শেষ হয়ে গেলে ডেলাইট বিশ্রাম করতে বসে গ্যালো না। যদি এই সময় কোনো শ্বেতাঙ্গ কাছে থাকতো তাহলে সে নিশ্চয়ই তাকে বলতো যে তার ভিতরে ' প্রত্যয়টা" দারুণ ভাবে কাজ করছে। স্নো বুটটা পরে নিয়ে তখনই সে বাঁধের ওপর সমতলভূমির দিকে রওনা হলো। কামা তখন শুয়ে পড়েছে, ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে সে। বাঁধের উপর উঠে স্প্রুস গাছের ঝোপের বাধায় কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে সে আরো খানিকটা এগিয়ে গ্যালো। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে পিছনের পাহাড়ে উঠে যায়। এখান থেকে সে দেখতে পায় ক্লনডাইক নদী পূবদিক থেকে সমকোণে প্রবাহিত হয়ে, ইউকনকে বাঁ দিকে রেখে মুসেহাইড পাহাড়ের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিশাল শুভ্র পাহাড় বলেই বলগা হরিণের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে পাহাড়টাকে। লেফটেনান্ট স্কোয়াটকা পাহাড়টির এই নামকরণ করেছেন যদিও ওই অভিযাত্রী চিরকূট অতিক্রম করে ইউকনে আসার অনেক আগেই ডেলাইট এই পাহাড়টাকে দেখেছিলো।

যাইহোক পাহাড়টা নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। তার আকর্ষণের বিষয় হচ্ছে নদীর সমতল চওড়া পাড় এবং নদীর গভীরতা যেখানে স্টীমবোট অবতরণ করতে পারবে।

ডেলাইট উল্লসিত হয়ে মনে মনে বললো,—বাঃ চমৎকার শহর গড়ে তোলা যায় এখানে। চল্লিশ হাজার লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব। শুধু দরকার সোনার খনির সন্ধান পাওয়া।

অনেকক্ষণ সে চুপচাপ দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখে তখন স্রষ্টার স্বপ্ন। দলে দলে স্বর্ণ-সন্ধানীরা এসে ভিড় জমিয়েছে ক্লনডাইক নদীর মুখে। কল্পনায় সে করাত-কল, ব্যবসা কেন্দ্র, সেলুন, ড্যান্সিং হল, মাইনারদের কেবিন ইত্যাদির স্থান নির্বাচন করে ফেললো। রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক আসা যাওয়া করছে, শ্লেজ গাড়িতে জিনিসপত্র আসছে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে কর্মব্যস্ত মুখর একটি দৃশ্য। স্বর্ণ সন্ধানীরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অনুমান করার চেষ্টা করছে নদীর জমাট বরফের কোন জায়গা খুঁড়লে সোনা পাওয়া যেতে পারে।

ডেলাইট হেসে ফেললো। স্বপ্নটাকে ঝেড়ে ফেলে সে ক্যাম্পে ফিরে এলো। আংরাখাটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ার পর মিনিট পাঁচেক পরে সে উঠে বসলো। অন্যদিন শোওয়া মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ে আজ এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি বলে সে বেশ অবাক হলো। পাশেই তাকিয়ে সে দেখতে পেলো ইণ্ডিয়ানটা নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কুকুরগুলোও কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

নিশ্চয়ই সেই "প্রত্যয়টা" আমার ভিতবে কাজ করছে তাই ঘুম আসছে না।—ডেলাইট মনে মনে বললো।

তার মনটা হঠাৎই ফিরে গ্যালো পোকার খেলার সেই দৃশ্যে। "হ্যাঁ চারটে রাজা।"—হ্যাঁ ওটাও একটা প্রত্যয়।

আবার আংরাখাটা গলা পর্যন্ত জড়িয়ে এবং কান ঢাকা টুপিটা পরে চোখ বন্ধ করলো। এবারে সত্যি সত্যিই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

৫

সিক্সটি মাইল পোস্টে ওরা নতুন করে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে নিলো। আরো কয়েক পাউণ্ড পিঠের বোঝাও বাড়লো। "ফরটি মাইল" থেকেই দুর্গম পথে ওদের চলতে হচ্ছে। ডেলাইটের উদ্দীপনা এতটুকু টোল খায়নি কিন্তু কামা এই মারাত্মক গতির সঙ্গে তাল রাখতে পেরে উঠছে না। ওর শরীরের অভ্যন্তরে ক্ষয় সুরু হয়ে গিয়েছে। ফুসফুসের সূক্ষ্ম

তন্তুগুলি তুষারপীড়িত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড কাশিতে ভুগছে সে। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে চোখ দুটি লাল হয়ে গিয়েছে। কাসতে কাসতে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সামান্যতম ধোঁয়া নাকে গেলে কাশির দমকটা বেড়ে যায়। তাই ডেলাইট যখন রান্না করে তখন সে ধোঁয়ার কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে যায়।

দিনের পর দিন বিপুল নিষ্ঠার সঙ্গে ওরা নরম তুষারাবৃত পথের বাধা অতিক্রম করে স্লেজ নিয়ে ছুটে চলেছে। এ চলার যেন শেষ নেই। একঘেয়ে বিরক্তিকর কাজ। কঠিন বরফের ওপর দিয়ে চলার সময়ে যে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল তার সিকিভাগও নেই এখন। স্নো বুট পরে পালা করে একজন স্লেজের আগে থাকছে তুষার সরিয়ে কুকুরদের জন্যে পথ মসৃণ করে দেবার জন্যে। কাজটা নিদারুণ কঠিণ। শরীরের ভারে পা ডুবে যায় বারো ইঞ্চি গভীরে। কখনো আড়াআড়িভাবে কখনো সোজা পা ফেলে তুষাররাশিকে চেপ্টে পথ সমতল করতে হয়। হাঁটু পর্যন্ত পা তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে বুটের মাথা দিয়ে তুষার তুলে সরিয়ে দিতে হয়। অভিজ্ঞতা ও শরীরের সামর্থ্যে সেরা মানুষদের পক্ষেই শুধু দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব। তবে ঘণ্টায় তিনমাইলের বেশি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কোনোমতেই। ফলে অনেক বেশি সময় ওদের চলতে হচ্ছে। সামনে আরো দুর্গম পথ, বাধা বিঘ্ন ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় ডেলাইট দিনে বারো ঘণ্টা করে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিবির স্থাপন, আগুন জ্বালানো, রান্না, কুকুরদের পরিচর্যা, শোওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। পথচলায় ব্যয় হয় বারো ঘণ্টা, বাকী ন ঘণ্টা কুকুর ও মানুষ ঘুমোয়। এই ন ঘণ্টার একটি মুহূর্তও কেউ নষ্ট করে না। পুরো নটি ঘণ্টাই সবাই মরার মতন ঘুমোয়।

পেলী নদীর কাছে সেলকার্ক বানিজ্য কেন্দ্রে ডেলাইট প্রস্তাব করলো যে কামা এখানে বিশ্রাম নিক ফেরার পথে আবার সে যোগ দেবে। কিন্তু কামা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অস্বীকৃতি জানালো। লেক লা বার্জের একজন ইণ্ডিয়ান ডেলাইটের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। ডেলাইট কামার আত্মসম্মানে ঘা দিতে চাইলো না। কুকুরগুলোকে অবশ্য ডেলাইট পাল্টে নিলো। পুরনো কুকুরগুলোকে রেখে দিয়ে ছ'টি নতুন তাজা কুকুর সে স্লেজ টানার জন্যে নিয়ে নিলো।

সেলকার্কে যেদিন পৌঁছয় সেদিন রাত দশটা পর্যন্ত ওরা পথ চলেছে। পরের দিন সকাল ছ'টায় আবার তারা রওনা হলো। সেলকার্ক ও ডেয়ার মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ পাঁচশো মাইল ব্যাপী তুষারাবৃত ঊষরভূমির দিকে। শীতের তীব্রতা আরো বেড়েছে কিন্তু ঠাণ্ডাই হোক আর উষ্ণই হোক পথচলার বাধা একই আছে। থার্মোমিটারে তাপমাত্রা যখন শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি তখন পথচলা একেবারেই দুঃসাধ্য। পায়ের তলায় বালির দানার মতো ফ্রস্ট ক্রিষ্টালগুলো শ্লেজ চালকদের কাছে কঠিনতম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কুকুরগুলোকেও অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তবু ডেলাইট পথচলার সময় বারো ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে তেরো ঘণ্টা করে দিয়েছে। পথ চলার দৈনিক গড় সে কিছুটা বাড়িয়ে রাখতে চায় কারণ সে জানে সামনে আরো বড় বাধা আসবে।

ভয়ংকর বিপদসংকুল ফিফটি মাইল রিভারের ওপরে এসে ডেলাইটের বিচারশক্তির অভ্রান্ততা প্রমাণিত হলো। গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত জল জমে গিয়েছিল। মরুপ্রান্তের প্রচণ্ড শীতে কোনো নদীতে জল থাকতে পারে না কিন্তু পাহাড়ের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা ঝরনার জল অনেক সময় তুষারের নীচ দিয়ে বয়ে এসে নদীর বুকের জমাট-বাঁধা বরফের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তীব্রতম শীতেও এই জাতীয় ঝরনার জল জমে না। এগুলি ফাঁদের মতো লুকিয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় পুরু তুষার ও বরফের মাঝে থাকে এই জাতীয় জলাশয়। কোনো কোনো সময় আবার একস্তর বরফের নিচে এক স্তর জল তার নিচে আবার এক স্তর বরফ এবং আবার জল এই ধরণের ব্যাপার। খুব সাবধানে বরফ পরীক্ষা করতে করতে ওরা এগেচ্ছিল। সময়ও লাগছিল অনেক। হাতে ওরা লম্বা লাঠি নিয়ে নিয়েছে। শরীরের ভারে কোনো গর্তে তলিয়ে যাবার উপক্রম হলে লাঠিতে ভর দিয়ে সেই গর্ত পেরিয়ে শক্ত জায়গায় গিয়ে ওঠে। সাবধানতা সত্ত্বেও কয়েকবারই দুজনেই বিপদে পড়লো। কয়েকবারই ফাঁদে পা দিয়ে কোমর পর্যন্ত তাদের জলে ভিজে গিয়েছে। শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি যখন তাপাঙ্ক তখন কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে যাওয়া মানে ওই অংশ পর্যন্ত অসাড় হয়ে যাওয়া। তার পক্ষে আর পথ চলা সম্ভব নয়। তখন যে লোকটি ভেজেনি সে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালবে। আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে লোকটি শরীরটাকে গরম করে নিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করতে থাকে যাতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনতে পারে।

ভিজে জামাকাপড় জুতোটাও শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী মিসঅ্যাডভেঞ্চারের জন্যে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা তাদের পক্ষে আরো খারাপ হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে অন্ধকারে এই নদীপথে চলা যায় না। তাই কাজের সময়টাও কমিয়ে আনতে হয়েছে। এখন দিনের অস্পষ্ট আলোয় মাত্র ছ'ঘণ্টা ওদের পক্ষে চলা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় তা তারা সদ্ব্যবহার করে নেয়। সুতরাং ধূসর আলোর রেখা দেখা দিতেই ক্যাম্প গুটিয়ে স্লেজে কুকুরগুলোকে জুড়ে দিয়ে, স্লেজের ওপর মালপত্র চাপিয়ে বাঁধাছাঁদা করে বেরিয়ে পড়ে। নির্ধারিত সময়ে যতটা পথ তাদের অতিক্রম করতে হবে তার চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে বলে সেই লস্ট টাইমটা তারা পূরণ করে নেয় দিনে পনেরো ঘণ্টা কাজ করে।

অবশেষে তারা ভয়াবহ ফিফটি মাইল রিভার অতিক্রম করে লেক লে বার্জ-এ এসে পৌঁছলো তবে আরো তিরিশ মাইল ব্যাপী তিন ফিট গভীর ময়দার মতো তুষার টেবিলের মত মসৃণ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানেও ঘণ্টায় তিন মাইলের বেশি পথ তারা অতিক্রম করতে পারছে না। তবে ডেলাইট বেশি সময় স্লেজ চালিয়ে ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছে। রাত আটটায় লিউইস নদীর মুখে পৌঁছে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিলো ওরা। জমাট বীন সিদ্ধকে গরম করে খেয়ে নিলো। কুকুরদেরও সেদিন বরাদ্দের চেয়ে বেশী মাছ দেওয়া হলো। সেদিন ওরা ষোলো ঘণ্টা পথ চলেছে। কুকুরগুলো এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে সেদিন ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করাও ভুলে গিয়েছে। শেষদিকে কামা প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো। তা সত্বেও পরের দিন সকাল ছ'টায় ডেলাইট আবার যাত্রা শুরু করলো।

ডেলাইটের দুর্বার গতিতে ছেদ পড়ে না কখনো। ছ' ঘণ্টা গোধূলির আলোয় এবং ছ' ঘণ্টা অন্ধকারে পথ চলার পরিশ্রম বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কামার শক্তির বাঁধ ভেঙে পড়লো। দিনের পর দিন অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় করতে করতে ওর পেশীর সক্রিয়তাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। খুঁড়িয়ে চলাটা এখন স্থায়ী হয়েই উঠেছে। তবু বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করে, দাঁতে দাঁত চেপে সে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ডেলাইটও বেশ রোগা হয়ে গেছে, তাকে খুব ক্লান্তও দেখায় তবু ওর শরীরের মেকানিজম-ই এমন যে বসে পড়ার পাত্র সে নয়। এর আগে আর কোনোদিন কামার মনে হয়নি যে লোকটা ঈশ্বরের চেয়েও বেশি কিছু। এত ধৈর্য, এত সহন-

শীলতা, পরিশ্রম করার এতদূর ক্ষমতা কোনো মনুষ্যদেহধারীর থাকতে পারে কল্পনায়ও তা সে কোনোদিন দেখেনি।

অবশেষে একটা সময় এলো যখন কামা সম্পূর্ণই ভেঙে পড়লো। স্নো-বুট পরে ডেলাইটকে শ্লেজ টানার সব কাজ একাই করতে হচ্ছে। ডেলাইটের ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছে এতেই প্রমাণ হয় কামার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকাল পাঁচটায় যখন তাকে ডাকা হলো তখন অনেক কষ্ট করে সে উঠে বসলো বটে কিন্তু গোঙাতে গোঙাতে আবার ঢলে পড়লো। ডেলাইট ক্যাম্পের কাজ সব নিজেই করে নিলো। কুকুরগুলোকে শ্লেজে জুতে, কামাকে তিনটি স্লিপিং রোবে মুড়ে শ্লেজের মালপত্রের ওপর শুইয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে সে যাত্রা সুরু করে দিলো। ডেয়া পর্যন্ত বাকি পথটা ভালোই ছিল। ডেলাইট একাই সব দিক সামাল দিয়ে অবশেষে ডেয়াতে পৌঁছলো।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডেলাইট বিশ্রামের জন্যে ডেয়াতে থাকলো না। মাত্র এক ঘণ্টা সে ওখানে রইলো। এর মধ্যে ডাক পৌঁছে দিলো নতুন ডাক নিলো, শ্লেজের জন্যে নতুন কুকুর নিলো এবং কামার পরিবর্তে একজন ইণ্ডিয়ানকে নিযুক্ত করলো। কামা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি কিন্তু ডেলাইট যখন রওনা হচ্ছে তখন সে পাশে এসে দাঁড়ালো বিদায় জানাবার জন্যে। দুজনে করমর্দন করলো।—ইণ্ডিয়ানটাকে তুমি মেরে ফেলবে ডেলাইট। আমি নিশ্চিত যে ও মারা পড়বে।—এই প্রথম কামা কথা বললো।

—ও পেলী পর্যন্ত নিশ্চয়ই টিকে যাবে।—ডেলাইট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো।

কামা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে পাশ ফিরে শুলো।

সেইদিনেই ডেলাইট চিলকুট অতিক্রম করলো। সেই রাতে তিন ইঞ্চি পুরু তুষারে তারা ঢাকা পড়লো। অন্ধকার সকালে যখন তারা খোঁড়াখুঁড়ি করে উঠে দাঁড়ালো ইণ্ডিয়ানটা তখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। ডেলাইটকে তার উন্মাদ বলেই মনে হলো। 'যথেষ্ট হয়েছে আর নয়'—এই ভেবেই সে পালাতে চাইছিলো। কিন্তু ডেলাইট তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ওকে আটকে দিল। তারপর তারা ঢালু পথে যাত্রা করে লেক লিণ্ডারম্যানের সমতলে নেমে এলো।

যাবার পথে ও যে গতিবেগ ছিলো ফেরার পথেও সেই গতিবেগই আছে। এই মারাত্মক গতিবেগ কামা সহ্য করতে পারেনি, এই

ইণ্ডিয়ানটাও পারছে না। তবে কামার মতই এই ইণ্ডিয়ানটাও অভিযোগ অনুযোগ বিক্ষোভ না জানিয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। একইভাবে অধিকতর ঠাণ্ডার ঝাপটা, নতুন তুষারপাতের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মাইলের পর মাইল পিছনে ফেলে দুর্বার গতিতে ওরা এগিয়ে চললো।

কিন্তু ফিফটি মাইল নদীতে এসে এবার ওরা দুর্ঘটনায় পড়লো। একটা আইস-ব্রীজ পেরোতে গিয়ে পাঁচটি কুকুর লাগাম ছিঁড়ে গোপন স্রোতে তলিয়ে গ্যালো। ডেলাইট ও ইণ্ডিয়ান দুজনে মিলে স্লেজটাকে কোনোক্রমে বাঁচাতে পারলো। অবশিষ্ট একটি কুকুর নিয়ে দুজন মানুষ স্লেজ টেনে নিয়ে চললো। কিন্তু কুকুরের কাজ তো মানুষের দ্বারা হবার নয়। পাঁচটি কুকুরের কাজ দুটি মানুষ ঘণ্টাখানেক চালাবার পর ডেলাইট স্লেজের ভার কমিয়ে ফেললো। কুকুরের খাদ্য, সাজসরঞ্জাম, অতিরিক্ত কুঠার সব ফেলে দিলো। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কুকুরটাও পরের দিন সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লো, তার আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইলো না। ডেলাইট কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেললো। স্লেজটাকে পরিত্যাগ করে ডেলাইট নিজের পিঠে চাপালো ডাকের ব্যাগ ও খাদ্যসমেত অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একশো ষাট পাউণ্ডের ওজন সে নিজে তার পিঠে নিলো এবং ইণ্ডিয়ানটির পিঠে চাপালো একশো পঁচিশ পাউণ্ড। ইণ্ডিয়ানটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো ডাকব্যাগের মতো বাজে জিনিসগুলো রেখে ডেলাইট কাজের জিনিসগুলোই ফেলে দিলো! বীন কাপ প্লেট বালতি অতিরিক্ত পোশাক সব কিছুই ডেলাইট ফেলে দিলো। দুজনের জন্যে মাত্র একটি করে গরম আংরাখা, একটি বালতি, অল্প পরিমাণ বেকন ও ময়দাই শুধু সঙ্গে নেওয়া হলো। বেকনতো এমনিই খেয়ে নেওয়া যায় আর ময়দা গরম জলে গুলে নিলেই হলো। বেঁচে থাকার পক্ষে এই খাদ্যটুকুই যথেষ্ট। এমন কি রাইফেল গোলাগুলিও ফেলে দেওয়া হলো।

এইভাবেই সেলকার্ক পর্যন্ত ওরা দুশো মাইল অতিক্রম করলো। আগে যে সময়টায় শিবির স্থাপন, সংশ্লিষ্ট কাজ হতো সেই সময়টা ডেলাইট এখন যাত্রায় ব্যয় করে। রাত্তিরে গরম ময়দার পানীয় পান করে ও বেকন চিবিয়ে আংরাখায় শরীরটা মুড়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। সকালের অন্ধকারে উঠে কোনো কথা না বলে মাথায় হেডগিয়ার বেঁধে নিয়ে পিঠে মাল চাপিয়ে আবার তারা রওনা হয়। ইণ্ডিয়ানটির গাল বসে গিয়েছে, চোখ দুটো বেরিয়ে আসার মতো হয়েছে। তার এখন মনে হচ্ছে মালগুলো পিঠ থেকে নামিয়ে তুষার শয্যায় শুয়ে অন্তিম নিদ্রার আরামে ঢলে পড়তে।

ইণ্ডিয়ানটির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে ডেলাইট তাকে সামনে রেখে নিজে পিছনে পিছনে চললো।

সেলকার্কে পৌঁছে ডেলাইট তার পুরনো কুকুরগুলোকেই আবার নিয়ে নিলো। তারা বিশ্রাম পেয়ে এতদিনে আগের মতই তরতাজা হয়ে উঠেছে। নতুন শ্লেজগাড়িতে তাদের জোতা হলো। লেক লে বার্জের যে ইণ্ডিয়ানটি ডেলাইটের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলো তাকেই সে এবার নিজের সহকারী করে নিলো। ডেলাইট নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তুদিন পিছিয়ে ছিলো। ঘন ঘন তুষারপাত এবং পায়ের তলায় নরম তুষারের পথ 'ফরটি মাইল' পর্যন্ত ডেলাইটকে তুদিন করে পিছিয়েই রাখলো। কিন্তু তারপর আবহাওয়া সাহায্য করলো। ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়লেও পরিষ্কার আবহাওয়া গতি বাড়াতে সাহায্য করলো। কিন্তু ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়তে থাকায় অনুমান করা যাচ্ছিল প্রচণ্ড তুষারপাতের আর দেরি নেই। ডেলাইট তখন আরো ঝুঁকি নিলো। কুকুর ও মানুষের খাদ্যের ভার আরো কমিয়ে ফেললো। "ফরটি মাইলে"র লোকেরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাথা নেড়ে জানতে চাইলো যদি অবিশ্রান্তভাবে তুষারপাত হয় তাহলে সে কি করবে।

—হ্যাঁ তা তো হতেই পারে।—তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেসে ডেলাইট যাত্রা সুরু করলো।

'ফরটি মাইল' ও সার্কল সিটির মধ্যে ইতিমধ্যে অনেকগুলি শ্লেজ গাড়ি যাতায়াত করেছে। ফলে রাস্তাটা এখন বেশ মসৃণ হয়ে উঠেছে। সার্কল সিটির দূরত্ব এখন মাত্র তু'শো মাইল। লেক লে বার্জের ইণ্ডিয়ানটির বয়স কম। তার শক্তির সীমা কতদূর সে জানে না তাই নিজের সম্পর্কে তার গর্বও অনেক। ডেলাইটের গতিবেগকে সে আনন্দের সঙ্গেই নিলো। প্রথম দিকে সে স্বপ্নও দেখলো যে, শ্বেতাঙ্গ মানুষটিকে গতিবেগে সে হারিয়ে দেবে। প্রথম একশো মাইল নিজের মধ্যে তুর্বলতার কোনো লক্ষণ না দেখে সে বেশ উৎসাহিতই বোধ করলো। কিন্তু দ্বিতীয় একশো মাইলের গোটা পথটাতেই সে অসম্ভব তুর্বলতা বোধ করতে লাগলো। কিন্তু তবু দাঁতে দাঁত চেপে সে সহ্য করতে লাগলো। ডেলাইট তো যেন উড়েই চলেছে। স্টিয়ারিং-এর (গী পোল) পাশে পাশে সে দৌড়েই চলেছে। বিশ্রাম নেবার পালা এলে শ্লেজের উপর শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। শেষ দিনটা ছিল শীতলতম দিন কিন্তু পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। সেইদিন তারা ৭০ মাইল অতিক্রম করলো। রাত তখন দশটা। সার্কল সিটির মাটির বাঁধ পেরিয়ে শহরের প্রধান রাস্তায় তারা

পৌঁছে গ্যালো। তরুণ ইণ্ডিয়ানটি, যার এখন শ্লেজের আগে ছোটার কথা সে শ্লেজের পিছনেই থেকে গ্যালো। তার দম্ভের অসাড়তা এবং তার শক্তির সীমা প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলেও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সে নিদারুণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়েই সে এখনো ছুটে চলেছে।

৬

টিভোলিতে আজ রীতিমতো ভিড় জমে উঠেছে। যারা দু'মাস আগে ডেলাইটকে বিদায় জানিয়েছিলো সেই পুরনোরা সবাই আছে। কারণ আজকেই সেই ষাট দিনের রাত। মতামত দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদল বলছে ডেলাইট তার কথা রাখবেই, আজই সে ফিরে আসবে। অন্যদল বলছে না ডেলাইট ব্যর্থ হয়েছে। রাত যখন দশটা বাজির দর তখন ডেলাইটের ব্যর্থতার অনুকূলেই বেড়ে চলেছে। মনের গভীরে যদিও ভার্জিনের ধারণা ডেলাইটের সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত তবুও সে বাজি ধরলো ডেলাইটের সাফল্যের পক্ষে; চার্লি বেটসের চল্লিশ আউন্সের বিরুদ্ধে সে বাজি রাখলো কুড়ি আউন্স। মধ্যরাত্রির মধ্যে ডেলাইট ফিরে এলে সে চল্লিশ আউন্স সোনা জিতবে।

ভার্জিনই প্রথম শ্লেজবাহী কুকুরদের ডাক শুনলো। উল্লাসে সে চিৎকার করে বললো,—ওই শোনো, ডেলাইট আসছে।

দরজার সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু যখন প্রবল ঝড় ঠেকানোর দরজা হাট করে খুলে গ্যালো তখন সবাই পিছিয়ে এলো; কুকুরদের চিৎকার, কুকুরমারা চাবুকের শব্দ এবং ক্লান্ত শ্রান্ত কুকুরগুলোকে শেষ ধাপে পৌঁছতে ডেলাইটের উৎসাহব্যাঞ্জক কণ্ঠস্বর তারা শুনতে পেলো। পুরো দলটাই যেভাবে ছুটে এলো সেইভাবেই দৃশ্যমান একরাশ সাদা ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে যায়। সবাই যেন সেই ধোঁয়ার নদীতে ভাসতে লাগলো। এই ধোঁয়ার পিছনেই দেখা গ্যালো শ্লেজের গী পোলের কাছে হাঁটু পর্যন্ত তুষারে ঢাকা ডেলাইটকে। তুষারের সমুদ্রের মধ্যদিয়ে যেন সে হেঁটে আসছে।

এই সেই ডেলাইট, সেই আদি ও অকৃত্রিম ডেলাইট। অনেক শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ক্লান্তও দেখাচ্ছে তাকে তবু তার চোখ দুটি সেই

আগের মতই উজ্জ্বল অনির্বাণ শিখায় দীপ্ত। পোশাকটার যা অবস্থা হয়েছে তাতে ওকে সাধুর মতোই দেখাচ্ছে। ষাটদিনের গোঁফ দাড়িতে তুষার রেণু জমে গিয়ে চেহারা যে রূপ নিয়েছে তাতেই বোঝা যায় কত বড়ো ঝড় বয়ে গিয়েছে এই শরীরের ওপর দিয়ে। শেষ দিনের ৭০ মাইলের দৌড়নোর ফলস্বরূপ ঘন ঘন নিংশ্বাস নিচ্ছে সে!

টিভোলিতে তার প্রবেশটা যেমন চোখ ধাঁধানো তেমনি অতি-নাটকীয়। এবং ডেলাইট এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। হ্যাঁ এই-ই তার জীবন এবং এই জীবনেরই উত্তুঙ্গ শিখরে তার বাস। সতীর্থদের কাছে সে মহাবীর, সুমেরু প্রদেশের বিজয়ী বীর, আর্কটিক হিরো। এর জন্যে সে নিজেও গর্বিত। দুর্জয় শীতে দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন পথে দু'হাজার মাইল ভ্রমণ করে ফিরে আসাকে সে তার জীবনের চরম আনন্দের মুহূর্ত বলে মনে করছে। নির্দিষ্ট দিনে নিষ্কলঙ্ক সাফল্য নিয়ে সে আবার বার রুমে ফিরে এসেছে। সঙ্গে রয়েছে তার কুকুরের দল, ইণ্ডিয়ান, শ্লেজ, ডাক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিস। সে আর একটি অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে যার ফলে একদিন ইউকন চক্র তার নামেই পরিচিত হবে। তারই নামে, যার নাম দেওয়া হয়েছে "বার্নিং ডেলাইট" অভিযাত্রীদের রাজা।

সারি সারি বোতল সাজানো লম্বা বার-এর প্রতিটি লোক যেভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাতে ডেলাইট রীতিমতো অভিভূত বোধ করলো। টিভোলি থেকে যেদিন সে যাত্রা করেছিলো সেদিনের সবাই, ভার্জিন, সিলিয়া, নেলী, ড্যান ম্যাকডোনালড, বীট্‌লস, বিলি রওলিনস, ওলাফ হ্যাণ্ডারসন, ডক ওয়াটসন—সবাই আজ উপস্থিত। শুধু কি তাই মিউজিসিয়ানরা সবাই, সোনা ওজনকারী, তার দাঁড়ি পাল্লা, চুল্লি সবই যথাযথ রয়েছে। তার যাত্রার দিন টিভোলি যে অবস্থায় যে চেহারায় ছিলো আজও ঠিক সেইভাবেই আছে। ষাট দিন আগের সেই টিভোলি ও আজকের টিভোলির মধ্যে এতটুকু ফারাক নেই। শুভ্র তুষারের ঊষর ভূমিতে ষাটদিনের অবিশ্রান্ত পথ চলা যেন মুহূর্তের জন্যে ধরা পড়লো দূরবীনে। এখানে সময়ের কোনো অস্তিত্বই নেই। সুদীর্ঘ অভিযানটা যেন একটি মুহূর্ত, একটি ঘটনা। হৈ-হুল্লোড়ের দেয়াল থেকে সে যেন নিস্তব্ধতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলো আবার নিস্তব্ধতার জগৎ থেকে মুহূর্তেই হৈ-হুল্লোড়ের জগতে ফিরে এসেছে।

শ্লেজ গাড়িটার দিকে এবং তার ওপর চাপানো ক্যানভাসের ডাকের

থলিটার দিকে একবার ফিরে দেখে নিয়ে ওই ষাট দিনের অভিজ্ঞতা, বরফের ওপর দু'হাজার মাইল পথপরিক্রমার জগৎটি তার চোখে বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে আর একবার দেখা দিলো। করমর্দনের জন্যে তার দিকে যে হাতগুলো এগিয়ে এসেছে অনেকটা যেন স্বপ্নের ঘোরেই সে হাতগুলোর ওপর চাপ দিলো। অদ্ভুত একটা মহত্তর অনুভূতিতে ভরে উঠলো তার মন। সত্যিই জীবনটা মহান। এই জীবনটাকে সে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে চায়। মানবিকতা ও বন্ধুত্বের একটা তরঙ্গ যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরা সবাই তার আত্মীয়, তারই নিজের জগতের মানুষ। সবগুলো হাতকে একই সঙ্গে করমর্দন করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। সব্বাইকে একই সঙ্গে বুকের মধ্যে টেনে এনে চেপে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে চিৎকার করে বললো: 'দি উইনার পেজ'— আজকের খরচ সব মেটাবে বিজয়ী। আমিই বিজয়ী। ঠিক কি না? জেগে ওঠো সব, জেগে ওঠো মাতালের দল ও লাস্যময়ীরা। যার যা পান করার ইচ্ছে সেই বিষের নাম বলো। ওই যে দ্যাখো ডেয়ার ডাক, সল্ট ওয়াটার থেকে সোজা নিয়ে এসেছি, এর মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই। এবার সবাই মিলে স্লেজের দড়িদড়া খুলে বাকি কাজগুলো করে দাও।

মুহূর্তেই কয়েক জোড়া হাত লেগে গ্যালো স্লেজের বাঁধন খুলতে। তরুণ ইণ্ডিয়ানটিও কাজে লেগে গ্যালো। সে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার চোখে অপার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এমন কাজ সে জীবনে করেনি। মানুষের শক্তির সীমা সম্পর্কে তার কল্পনার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ধীরে ধীরে তার চেতনা অবলুপ্তির দিকে এগোচ্ছিল। তারপর যেন হঠাৎই গভীরতর অন্ধকারের প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়লো তার চেতনার ওপর। চেতনা হারিয়ে সে স্লেজের গায়ে ঢলে পড়লো।

—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত!—ডেলাইট স্বগতোক্তি করলো। তারপর সবাইকে ডেকে বললো,—ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও। সত্যিই বড়ো ভালো একজন ইণ্ডিয়ান।

ডাক বুঝে নেওয়া হলো, কুকুরদের খোঁয়াড়ে পাঠানো হলো, তাদের খেতে দেওয়া হলো তারপর শুরু হয়ে গ্যালো উৎসব। সবাই বার-এর লম্বা কাউণ্টারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর কথাবার্তা, রঙ্গরসিকতা ও যার যার পাওনা আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই।

কয়েক মিনিট পরেই ডেলাইটকে দেখা গ্যালো ভার্জিনের সঙ্গে ওয়ালটজ নাচে ঘুরপাক খেতে। এতক্ষণে তার গরম পোশাক, ফারের টুপি, তুষার-

বিধ্বস্ত জুতো সব খুলে ফেলেছে সে। শুধু মোজা পায়েই সে নেচে চলেছে। আজ বিকেলেই হাঁটু পর্যন্ত তার সব কাপড় ভিজে গিয়েছিলো, সেগুলোকে সে পাল্টায়নি। হাঁটু পর্যন্ত তার লম্বা জার্মান মোজা বরফে ঢাকা। ঘরে উত্তাপে সেই বরফ গলে গলে টুং টাং শব্দ করে এখন মেঝেতে এসে পড়ছে। বেশ কয়েকজন নাচিয়ে সেই বরফ গলা জলে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কিন্তু কেউ কিছু মনে করলো না। সবাই ডেলাইটকে সানন্দে ক্ষমা করে দিলো। ক্ষমার অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না কারণ ডেলাইট হচ্ছে সেই অল্প কয়েকজনের অন্যতম যারা এই অঞ্চলে আইনের প্রবর্তক। সুনীতির মান নির্ধারকও তারাই। নিজেদের আচরণ দিয়েই কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তার একটা মান তারা অন্যদের কাছে তুলে ধরেছে। ডেলাইট স্রষ্টার আশীর্বাদধন্য সেই বিরল মানুষ যারা কোনো অন্যায়ই করতে পারে না। সে যা করে তাকেই সঠিক বলে মেনে নিতে হবে, অন্যদের সেই কাজ করতে দেওয়া হবে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। অবশ্য এরা হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যারা সচেতনভাবে কোনো অন্যায় করে না এবং এদের কাজের ধারা এমন সূক্ষ্ম ও উচ্চতর যা অন্য মানুষের সাধ্যের অতীত। সুতরাং ডেলাইট একদিকে যেমন এই অঞ্চলের প্রবীন বীর অন্যদিকে তেমনি তরুণতম মানুষ। একজন মানুষের মতো মানুষ, সকল মানুষের সেরা, আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে ভার্জিন এমন একজন মানুষকে সূক্ষ্মভাবে অধিকার করার চেষ্টা করবে। তারা নাচছে তো নাচছেই, দ্রুততম ঘূর্ণি ঝড়ের মতো নাচছে তবু ভর্জিনের হৃদয় তীব্রতম বেদনায় মথিত হয়ে উঠছে কারণ সে বুঝতে পারছে ডেলাইটের কাছে সে একজন পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। খুব বেশি হলে একজন ভালো নাচের পার্টনার। ডেলাইট কোনোদিনই কোনো নারীর প্রেমে পড়েনি এটা ভার্জিনের কাছে কোনো সান্ত্বনাই নয়। ডেলাইটকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে অথচ ভালোবাসার মানুষটির হৃদয়ে প্রেমের কোনো স্থানই নেই। তার এই নির্লিপ্ততাই বেদনাদায়ক। তার কাছে নারী পুরুষের কোনো ভেদই নেই। জামার হাতায় রুমাল বাঁধা পুরুষকে কল্পিত নাচের নারী-সঙ্গী হিসেবে সে একই উদ্দীপনার সঙ্গে নাচে।

এমনই একজন পুরুষের সঙ্গে সেই রাতে সে নাচলো। সীমান্ত-বাসীদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয় এই নাচের আসরে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে নাচার পর যখন একজন মাথা ঘুরে পড়ে যায় তখনই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

চামড়ার ব্যবসায়ী বেন ডেভিসই এই দিক থেকে সেরা স্বীকৃত নাচিয়ে। এযাবৎ প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে তার পার্টনারকে ফেলে দিয়েছে। নাচের লড়াই স্বরু হলো ডেলাইট ও বেন ডেভিসের মধ্যে। ডেভিস হাতে রুমাল বেঁধে নিয়েছে। প্রচণ্ড বেগে এরা ঘুরে ঘুরে নাচছে। দেখতে দেখতে দারুণ মজা জমে উঠলো। বড়ো বার-রুমের সবাই একদিকে জড়ো হয়ে এই মহানৃত্য প্রত্যক্ষ করছে। জুয়াড়ীরাও জুয়ার টেবিল ছেড়ে দর্শকদের মধ্যে আসন করে নিয়েছে। মিউজিসিয়ানরা অক্লান্ত ভাবে ওয়ালটজ নাচের সুর বাজিয়ে চলেছে। সঙ্গীকে ভূপাতিত করার কৌশল ডেভিসের নখদর্পনে। ইউকনের কতো বলিষ্ঠ মানুষকে যে সে ভূপাতিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে ডেভিস নয় জিততে চলেছে ডেলাইট-ই।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে নাচার পর ডেলাইট হঠাৎই সঙ্গীর হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো পরক্ষণেই সে হাত দুটিকে ছড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে টলতে টলতে এগিয়ে গ্যালো। মনে হচ্ছে হাওয়ায় সে যেন একটা অবলম্বন খুঁজছে ধরে দাঁড়াবার জন্যে। এদিকে ডেভিস টাল সামলাবার অনেক চেষ্টা করেও পাক খেতে খেতে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ডেলাইট তখনো হাওয়াকেই যেন মুঠো করে ধরার জন্যে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে একটি মেয়েকে ধরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গেই সেই মেয়েটির সঙ্গে আবার সে ওয়ালটজ নাচে মেতে উঠলো। দু' হাজার মাইল পথ পরিক্রমার শ্রান্তি এবং সেইদিনই ৭০ মাইল দৌড়বার পর একজন তরতাজা মানুষকে ভূপাতিত করে দিলো সে. যে মানুষটি আর কেউ নয় স্বয়ং বেন ডেভিস।

সবচেয়ে উঁচু জায়গাটাই ডেলাইটের পছন্দ যদিও তার সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতায় উঁচু জায়গায় সে কমই পৌঁছতে পেরেছে। বৃহত্তর পৃথিবীর অনেকেই তার নাম শোনেনি কিন্তু উত্তরের এই তুষারাবৃত্ত উষর প্রান্তরে শ্বেতাঙ্গ, ইণ্ডিয়ান কিংবা এস্কিমো সবাইর কাছেই তার নাম অত্যন্ত পরিচিত। প্রভুত্বের বাসনা তার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। মানুষের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়ই হোক আর জুয়ায় ভাগ্যের সঙ্গেই হোক জয়ী তাকে হতেই হবে। ঝুঁকি নেওয়াটা তার কাছে মদ ও মাংসের মতো সহজ ব্যাপার। তবে অন্ধভাবে নয়, সব সময়েই সে বুদ্ধি দক্ষতা ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। তবে সব কিছুর পিছনেই ভাগ্যের ভূমিকা থাকেই। সেই ভাগ্য যা অত্যন্ত রহস্যময় ও ব্যাখ্যার অতীত। অনেক সময়েই

দেখা যায় ভাগ্য জ্ঞানীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে অথচ মূর্খ তার আশীর্বাদ লাভ করছে। ভাগ্য হচ্ছে সেই জিনিস যার আশীর্বাদ সবাই-ই চায়, প্রত্যেকেরই স্বপ্ন তাকে জয় করার। ডেলাইটও চায় ভাগ্যকে জয় করতে। জীবন সব সময়েই তার মহিমান্বিত স্বরূপের গান গেয়ে যায় আর সেই জীবন কখনো ফিসফিসানির মতো কখনো আদেশের সুরে কখনো বন্ধুর মতো পরামর্শের ভঙ্গিতে তাকে জানিয়ে যায়, সে এমন কিছু অর্জন করতে পারে যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়, সে এমন কিছু জয় করতে পারে যেখানে অন্যেরা ব্যর্থ হবে, সে এমন শীর্ষে উঠতে পারে যেখানে অন্যদের ধ্বংস অনিবার্য। এই আহবান জীবনের সেই রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ শক্তিতে ভরপুর, আত্মবিশ্বাসের গরিমায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল। এ জীবন ক্ষয়কে চেনে না, জানে না ভয় ও দুর্বলতা কি বস্তু।

কখনো ফিসফিসানির সুরে কখনো শিঙা বাজিয়ে কে যেন তাকে জানিয়ে দেয় কখনো, কোথাও, কোনোখানে, কোনোভাবে সে একদিন ভাগ্যকে পরাস্ত করবে, হয়ে যাবে ভাগ্যের প্রভু, তখন তারই নামে ভাগ্যের নামকরণ হবে,—বার্নিং ডেলাইট। যখন সে পোকার খেলে তখন সে চারটি টেক্কা ও চারটি রাজার ফিসফিসানি শুনতে পায়। আরো বড় সম্ভাবনার কথা যখন সে ভাবে তখন তার কল্পনায় যা ভেসে ওঠে তার নাম সোনা। নদীর তলদেশে, পাহাড়ের পাদমূলে সোনার স্বপ্ন ছ্যাখে সে। বরফ ও তুষারাবৃত পথ, ভয়ংকর নদী, দুর্ভিক্ষ—এতে অন্যেরা হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু সে সব বিপদ কাটিয়ে বিজয়ী বীর হয়ে ফিরে আসতে পারবে—এমন একটা বাণী তার বুকের মধ্যে সব সময়ই বাজে। এই বিশ্বাস হচ্ছে জীবনের সেই প্রাচীন, অতি প্রাচীন মিথ্যা যা মানুষকে মূঢ়তার গভীরে নিমজ্জিত করে। তখন বিশ্বাস জন্মায় মানুষ অবিনশ্বর, ধ্বংসের অতীত, মনের বাসনা সে চরিতার্থ করবেই।

চিন্তার স্রোতটাকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার জন্যে এবং মাথায় ঝিমধরা ভাবটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে সে নাচ থামিয়ে বার-এর দিকে যায়। তখন হলঘরে একটা সমবেত প্রতিবাদের ধ্বনি মুখরিত হয়ে ওঠে। তার যে মতবাদ যে বিজয়ীই সব খরচ বহন করবে এটা আর কেউ মানতে চায় না। প্রচলিত প্রথা ও সাধারণ বুদ্ধির অতীত এই মতবাদ। যদিও এতে বন্ধুপ্রীতির ওপর জোর দেওয়া হয় কিন্তু বন্ধুপ্রীতির রীতিতেও এই মতবাদ টেকে না। আজকের মদ কেনার দায়িত্ব বর্তানো উচিত বেন ডেভিসের ওপর। বাঁটলসই প্রথম প্রতিবাদ জানায় পরে সবাই তাকে

সমস্বরে সমর্থন জানায়।

ডেলাইটের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। ধীর পায়ে সে রাউলেট টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। দশমিনিট খেলার পর বেশ কিছুটা হলদে রঙের ধাতুর গুঁড়ো জিতে নিয়ে আসে। তারপর দাড়িপাল্লায় ওজন করে দ্যাখে দু' হাজার ডলার সোনার গুঁড়ো সে পেয়েছে। গুঁড়োগুলো সে একটা খালি থলেতে ভরে রাখে। এও সেই ভাগ্যেরই খেলা। এতে তার গর্বের অনুভূতি আরো বেড়ে যায়। তখন সে তার শুভাকাঙ্খী সমালোচকদের দিকে ফিরে বলেঃ "নাউ দি উইনার সিওর ডান্স পে।" হ্যাঁ মদের দাম বিজয়ীই দেবে।

রাত তখন একটা। হঠাৎ ডেলাইটের নজরে পড়লো যে এলিজা ডেভিস, হেনরী ফিন ও জো হাইনস বেরিয়ে যাচ্ছে। ডেলাইট এগিয়ে গিয়ে তাদের পথরোধ করে জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার কোথায় চললে তোমরা?

—বিছানায় শুতে।—এলিজা ডেভিস নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিলো। জো হাইনস খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললো,—বাধ্য হচ্ছি যেতে কারণ আমাদের ভোর ছ'টায় বেরুতে হবে।

—কোথায় যাবে? রোমাঞ্চের উৎসটা কি?

—কোনোই রোমাঞ্চ নয়। নেহাৎই আমরা তোমার সেই 'বিশ্বাস'টাকে পরখ করতে যাচ্ছি। আমরা যাবো আপার কানট্রিতে। যাবে নাকি তুমি আমাদের সঙ্গে?

—নিশ্চয়ই যাবো।—ডেলাইট দৃঢ়তার সঙ্গে বললো।

কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছিল হাল্কাভাবে তাই এলিজা ডেলাইটের সম্মতি ধর্তব্যের মধ্যেই আনলো না। নিজেদের যাত্রার কারণটাই সে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো,—আমরা যাচ্ছি স্টুয়ার্ট নদীর মুখে। আল মেয়ো আমাকে বলেছে স্টুয়ার্ট থেকে নেমে আসার পথে সে একটা চর দেখতে পেয়েছে। আমরা সেই চরটা পরীক্ষা করার জন্যে যাচ্ছি বরফ জমা নদীতে। ডেলাইট তুমি আমার কথাটা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, একটা সময় আসবে যখন শীতকালেই খননের কাজ চলবে।

সেই সময়ে ইউকন অঞ্চলে শীতকালে সোনার খনির খননের কাজ করা ছিল অকল্পনীয়। গ্রীষ্মে সূর্য উঠলে যখন নদীর বরফ গলতে থাকে তখনই খননের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় এবং লাভজনক হয়। শীতে নদীর জল থেকে সুরু করে সব কিছু এমন কঠিন জমাট বেঁধে থাকে যে বরফ তখন

গ্রানাইটের চেয়েও কঠিন হয়ে ওঠে। শীতের সময় তাই মাইনাররা বলগা হরিণ শিকার করে বেড়ায়, জিনিসপত্র বিক্রী করে। সুদীর্ঘ অন্ধকার মাসগুলিতে তারা সার্কল সিটি কিংবা ফরটি মাইলের মতো বৃহৎ ক্যাম্পে আমোদ স্ফূর্তিতে কাটায়।

ডেলাইট এলিজার সঙ্গে একমত হয়ে বললো,—নিশ্চয়ই। খুব শীগগীরই শীতকালেই খননের রীতি চালু হয়ে যাবে। এক নতুন ধরনের খনন তখন তোমরা সবাই দেখতে পাবে। বন জ্বালিয়ে বরফ গলিয়ে শিলাস্তর পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা কোথায়? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

ডেলাইট কৌতুক করছে মনে করে এলিজা হেসে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—থামো। চিৎকাব করে বললো ডেলাইট। আমি তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না।

তিনজনেই এবারে খানিকটা বিস্ময়ে খানিকটা খুশিতে ডেলাইটের মুখের দিকে তাকালো।

—ওই যে আমার কুকুরের দল ও স্লেজ দেখছো। আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে পারবো। বেশ হাল্কাভাবে আমরা ভ্রমণ করতে পারবো।

জো হাইনস তবু বললো,—ছাখো ডেলাইট আমরা রসিকতা বুঝি না, কাজ বুঝি। সত্যিই কী তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও?

ডেলাইট আর কোনো কথা না বলে হাত বাড়িয়ে হাইনসের সঙ্গে করমর্দন করলো।

পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে এলিজা তখন বললো,—বেশ তুমিও তাহলে শুতে যাও। আমরা ঠিক ছ'টায় যাত্রা সুরু করবো। চার ঘন্টা ঘুমনো নিশ্চয়ই খুব বেশি ঘুমনো নয়।

ফিন বললো,—ডেলাইটকে বিশ্রাম দেবার জন্যে আমরা যাত্রা একদিন পিছিয়ে দিতে পারি।

ডেলাইটের গর্বের অনুভূতিতে আঘাত লাগলো। সে চিৎকার করে বললো,—না না তার কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক ছ'টাতেই আমরা যাত্রা শুরু করবো। তোমাদের কখন ডেকে দিতে হবে বলো। পাঁচটায়? ঠিক আছে পাঁচটায় আমি তোমাদের সবাইকে জাগিয়ে দেবো।

এলিজা আবার বোঝাতে চাইলো ডেলাইটের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন তো আর পথ চলা যায় না।

সত্যিই ডেলাইট শ্রান্ত, নিদারুণ পরিশ্রান্ত। এমনকি তার লোহার শরীরটাও ক্লান্তিকে স্বীকার করছে। প্রতিটি পেশী চাইছে শয্যার আরাম। কিন্তু দেহের প্রতিটি অঙ্গের এই ষড়যন্ত্র তার মস্তিষ্কে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো বিদ্রোহের তরঙ্গ। ডেলাইটের চেতনার গভীরে জীবনের প্রাথমিক উপাদান সেই আগুন জ্বলে উঠলো। যে জীবন বাধা-বিঘ্ন ক্লান্তিকে স্বীকার করে না তারই আহ্বান এসে পৌঁছলো তার হৃদয়ে। যে বলছে এই-ই সেই সময় যখন কাজের পর কাজ, শুধু কাজ করে যেতে হবে। জীবন আবার সেই প্রাচীন মিথ্যার ফিসফিসানি সুরু করে দিলো। এরই সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে হুইস্কি আর অসার গর্ব।

—হ্যাঁ, তোমাদের পক্ষে অমন ভাবাটা হয়তো ঠিক কিন্তু আমি এখনো নিঃশেষ হয়ে যাইনি। গত দু' মাস আমি একটি প্রাণীও দেখিনি, পান করিনি, কারো সঙ্গে নাচিনি। সেই অভাবটাই আজ পুরোদমে উসুল করে নিচ্ছি। ঠিক আছে তোমরা শুতে যাও। আমি ঠিক পাঁচটায় তোমাদের ডেকে দেবো।

রাতের বাকী সময়টা ডেলাইট মোজা পায়েই নেচে কাটিয়েছিলো। তারপর ঠিক পাঁচটায় তার নতুন সঙ্গীদের কেবিনের দরজায় গিয়ে ঘা দিলো।

ঠিক তখনই সে যেন শুনতে পেলো সেই গানটা। তার সহযাত্রীরা যে গানের মধ্য দিয়ে তার নতুন নামকরণ করেছিল।

'"বার্নিং ডেলাইট, ইউ-অল স্টুয়ার্ট রিভার হাঙ্কার্স*! বার্নিং ডেলাইট!' বার্নিং ডেলাইট! বার্নিং ডেলাইট!

৭

এবারের যাত্রা আগের তুলনায় অনেক সহজ হলো। রাস্তা অনেক মসৃণ এবং সঙ্গে ডাক নেই। দৈনিকপথ পরিক্রমার সময় ও দূরত্ব অনেক কম। পরিশ্রম কম হওয়ায় ডেলাইটের সঙ্গীরা কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েনি এবং ডেলাইটও অনেক বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে। ফরটি মাইলস-এ কুকুরদের জন্যে দু' দিন অবস্থান করেছে এবং সিক্সটি মাইল পোস্ট থেকে তারা শ্লেজে নতুন কুকুর জুতে নিয়ে রওনা হয়েছে।

পরের দিন রাতে স্টুয়ার্ট নদীর মুখে একটি দ্বীপে তারা শিবির স্থাপন

* স্টুয়ার্ট নদীতে সোনা পাওয়া যাবেই বলে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

করে। ডেলাইট সঙ্গীদের তার পরিকল্পনার কথা তখন বললো। এখানে চমৎকার একটা শহর গড়ে তোলা যায়। সঙ্গীরা যখন বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়লো তখন ডেলাইট তাদের জানালো যে সে ঝুঁকি নেবে। বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন সমগ্র উঁচু দ্বীপটাকে সে ইজারা নেবে।

—কল্পনা করে নাও স্টুয়ার্টের নদীমুখে সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং বিরাট খননের কাজ সুরু হয়েছে। তোমরা এর মধ্যে থাকতেও পারো নাও থাকতে পারো কিন্তু আমি থাকবোই। ভালো করে ভেবে ছাখো তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে কি না।

কিন্তু ওরা সাফ জানিয়ে দিলো যে এইসব অবাস্তব পরিকল্পনার মধ্যে ওরা নেই।

জো হাইনস বললো,—তুমি হার্পার ও জো লেডিউ-র মতোই বাজে জুয়াড়ী। ওরা সব সময়েই জুয়ার মধ্যে মত্ত থাকে। ক্লনডাইক নদীর নিচে এবং মুসেহাইড পাহাড়ের নিচে যে একটা বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে তা তো তুমি জানো। ফরটি মাইলস-এর রেকর্ডার আমাকে বলেছে যে, একমাস আগে ওরা নাকি 'দি হার্পার এ্যণ্ড লেডিউ' শহর গড়ার জন্যে জায়গাটার ইজারা নিয়েছে। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

এলিজা ও ফিনও এই হাসিতে যোগ দিলো। কিন্তু ডেলাইট গভীর আগ্রহের সঙ্গে সব শুনলো।

হঠাৎই ডেলাইট উল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠলো—'দেয়ার সি ইজ।' আমার ভিতরে সেই বিশ্বাসটা কাজ করছে। আমি তোমাদের বলছি বাতাসে সে উড়ছে। ওই বিগ ফ্ল্যাটটা কেন ওরা ইজারা নেবে যদি ওরা সোনার সন্ধান না পায়। উপায় থাকলে জমিটা আমিই নিয়ে নিতাম।

ডেলাইটের কণ্ঠস্বরে আপশোসের সুর ধ্বনিত হওয়ায় আর একবার হাসির রোল উঠলো।

—হাসো হাসো হাসতেই থাকো। তোমাদের গোলমালটা কোথায় আমি জানি। তোমাদের ধারণা সোনা খুঁজে বেড়ানোই একটা মস্ত ঝুঁকি নেওয়া। আমি তোমাদের বলছি শোনো,—যখন বিরাট খননের কাজ সুরু হবে তখন তোমরা শুধু ওপর ওপর আঁচড় কেটে যাবে। ছাঁকনির তলায় সামান্য সোনার গুঁড়ো জমলেই তোমাদের মুখে হাসি ফোটে এবং তোমাদের ধারণা সোনার পাউডার তৈরী করেন ভগবান। সম্ভবতঃ তোমাদের মতো স্বর্ণ সংগ্রহকারীদের বোকা বানাবার জরুরী প্রয়োজনে। তোমাদের ভাগ্যে জুটবে শুধু খানিকটা কোর্স গোল্ড।

তার অর্ধেকটাও খাঁটি সোনা নয়।

কিন্তু যাদের লক্ষ্য অনেক উচুঁতে তারা এখানে শহর গড়ে তুলবে, ট্রেডিং কোম্পানী খুলবে ও ব্যাঙ্ক স্থাপন করবে।

এবারে হাসির রোল এত উঁচু পর্দায় উঠলো যে ডেলাইটের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গ্যালো। আলাস্কাতে ব্যাঙ্ক!! এ জাতীয় কল্পনা রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক।

—শুধু তাই নয় ওরা স্টক এক্সচেঞ্জও খুলবে।

হাসতে হাসতে ওদের দম ফুরিয়ে এসেছে। জো হাইনস স্লিপিং রোবের মধ্যে পাস ফিরে শুয়ে পড়লো।

—তারপর চলবে খননের বিশাল কাজ। গ্রীষ্মে ওরা জলবিদ্যুৎ চালাবে এবং শীতে বাষ্পচালিত যন্ত্র চালাবে।

ডেলাইট বোধহয় রসিকতার মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছে। স্টিম থনিং! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যেখানে আগুন জ্বালিয়ে বরফ গলানোর পরিকল্পনাটাই এখনো পরীক্ষা করা হয়নি, এখনো স্বপ্নেই রয়ে গেছে সেখানে ষ্টিম থনিং!

—হাসো হাসতেই থাকো। বুঝতে পারছি না কেন তোমাদের এখনো চোখ খোলেনি। তোমরা মুরগীর ছানাই রয়ে গেলে। আমি তোমাদের বলছি যদি ক্লনডাইকে খনি পাওয়া যায় তাহলে হার্পারও লেডিউ কোটিপতি হয়ে যাবে। আর যদি স্টুয়ার্টে পাওয়া যায় তাহলে তোমরা দেখবে এলাম হার্নিশের শহরের রমরমা। তখন তোমবা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াবে।

ডেলাইটের যে দূরদৃষ্টি রয়েছে এদের তা নেই। যদিও তার সুযোগ খুবই সীমিত তবু যতটুকু সে গ্যাখে তা অনেক বড়ো করে গ্যাখে। সুশৃঙ্খল তার চিন্তাধারা। অলস কল্পনায় কখনই সে বুঁদ হয়ে থাকে না। অত্যন্ত বাস্তবানুগ তার কল্পনা। তুষারাবৃত বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন পতিত জমিতে আধুনিক শহর গড়ে তোলার স্বপ্ন যখন সে গ্যাখে তখন বুঝতে হবে স্বর্ণ-আহরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে নিশ্চিত হয়েছে যার ফলেই শহর গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। তারপর তার চোখ রয়েছে স্টীমবোট নোঙর করার মতো জায়গা, করাত-কল, ওয়্যার হাউস এবং খনি-শহরের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় সেগুলি কোথায় স্থাপন করা হবে সেই দিকে। কিন্তু এর সব কিছুর পিছনেই রয়েছে তার সেই মেজাজ। এ এক জুয়ার বিশাল টেবিল; এর সীমা হচ্ছে আকাশ—একদিকে দক্ষিণাঞ্চল অন্যদিকে সুমেরু প্রভায় আলোকিত অঞ্চল। এমন বড়ো খেলার কথা ইউকনের বাসীন্দাদের স্বপ্নেও

কোনোদিন আসেনি। বার্নিং ডেলাইট স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে সে এক বৃহত্তর জুয়াখেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

সে বুঝতেই পারছে সেই বড়ো খেলার দিন আগত। পোকার খেলায় সে যেমন তার শেষ আউন্সটি পর্যন্ত বাজি ধরে এই বড়ো খেলার জন্যেও সে তার জীবন ও উদ্যোগকে বাজি রেখেছে। আপার রিভার-এ ভবিষ্যতের সেই খননের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সুতরাং সে এবং তার তিন সঙ্গী কুকুর-স্লেজ-স্নো-স্যু সহ বরফের মরুভূমিতে নিদারুণ পরিশ্রম করে চলেছে। বরফের মরুভূমির এই অশেষ নিস্তব্ধতা মানুষের কণ্ঠস্বরে কোনোদিন ভঙ্গ হয়নি, কুঠারের আঘাত কিংবা রাইফেলের দূরাগত শব্দও কোনোদিন এই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করেনি। এরা একাই সেই বিশাল বিস্তীর্ণ জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ পরিক্রমা করে চলেছে। কখনো বরফ গলিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাত্রিরে তুষারের মধ্যে শিবির স্থাপন করা এইভাবেই চলছে সেই দুর্গম অভিযানের অব্যাহত ধারা।

মানুষের কোনো চিহ্নই তারা এই দীর্ঘ তুষারাবৃত পথপরিক্রমায় দেখেনি যদিও একজায়গায় কেউ বা কারোর রেখে যাওয়া নদীর উঁচু বাঁধে একটা পোলিং বোট তারা দেখেছিলো। কিন্তু সেই নৌকোটা নিয়ে যাবার জন্যে কেউ আর ফিরে আসেনি। আর একবার দৈবক্রমে ইণ্ডিয়ানদের একটি গ্রামের সন্ধান তারা পেয়েছিলো কিন্তু একটি ইণ্ডিয়ানও সেখানে ছিলো না। তারা তখন নিশ্চয়ই বল্গা হরিণ শিকারে স্টুয়ার্ট নদীর ওপরের দিকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। ইউকনের ওপরের দিকে দুশো মাইল অতিক্রম করে আসার পর তারা সেই জায়গাটায় পৌঁছলো যখন আলমেয়ো কথিত সেই চর তারা দেখতে পেলো। এখানেই তারা স্থায়ী শিবির স্থাপন করলো। অনেক উঁচু একটা জায়গায় তারা খাদ্যের থলেগুলি লুকিয়ে রাখলো যাতে কুকুররা তার সন্ধান না পায়। তারপর তারা চরের কাছ বরাবর কাজ সুরু করে দ্যায়। বরফ কেটে কেটে তারা পথ করে এগোতে থাকে, বরফের স্তরের নিচে সঞ্চিত সোনার সন্ধানে।

অত্যন্ত কঠিন অন্যদিকে সরল জীবনযাত্রা। ব্রেকফাস্ট খেয়েই আলোর ধূসর রেখাটি দেখা দেওয়া মাত্রই তারা কাজে বেরিয়ে পড়ে এবং রাত্রির কালো অন্ধকার নেমে আসার পর ক্যাম্পে ফিরে এসে রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া সেরে স্লিপিং রোব দিয়ে শরীরটা আবৃত করে ঘুমিয়ে পড়ে। মাথার ওপর তখন সুমেরু প্রভা জ্বলতে থাকে এবং ঠাণ্ডায় তারারা লম্পঝম্প

ও নৃত্য সুরু করে ছায়। হাড়ভাঙা খাটুনির পর খাওয়াটা তো হয় অতি সাধারণ। কিছুটা বেকন ও বীন সিদ্ধ কদাচিৎ শুকনো খেজুর সহ ভাত। মাংস জোটেই না বললে চলে। কদাচিৎ এক আধটা খরগোশ চেখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কেন জীবজগতের কোনো প্রাণীই এই অঞ্চলে এই সময়ে থাকে না। এই পরিস্থিতি ওদের কিছু অজানা নয়। জীবনের কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা দিয়ে ওরা জেনেছে যেখানে কোনো একসময় শিকার মেলে সেখানে পরবর্তী তিন-চার বছর শিকার করার মতো একটি প্রাণীও থাকে না।

সোনা তারা পেলো ঠিকই কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় যৎসামান্য। এলিজা বল্লা হরিণের খোঁজে একদিন পঞ্চাশ মাইল চলে গিয়েছিল। সেখানে একটা বড় ফাঁড়ির কাঁকড়-নুড়ির ওপর হলুদ রঙের একটা বস্তু দেখতে পায়। এলিজা ফিরে এসে খবর দিতেই পুরো দলটা তাদের কুকুর ও শ্লেজ নিয়ে ছুটে যায় ওখানে। তারপর ইউকনের ইতিহাসে যা কোনোদিন ঘটেনি সেই আগুন জ্বেলে নদীর বরফ গলানোর রীতি সর্বপ্রথম পরীক্ষিত হলো। উদ্যোগ এবং বুদ্ধি সবই ডেলাইটের। শ্যাওলা ও ভিজে গাছ পরিষ্কার করে শুকনো স্প্রুস গাছ জড়ো করে তারা বরফের স্তরের ওপর আগুন জ্বালে। ছ' ঘণ্টা আগুন জ্বলার পর আট ইঞ্চি পরিমাণ বরফ গলে গর্ত তৈরি হয়। ওদের গাঁইতি গর্তের তলানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বেলচা দিয়ে বরফ জমা কাঁকড় নুড়ি তুলে আবার আগুন জ্বালিয়ে ছায়। নবরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কাজের সময় তারা অনেক বাড়িয়ে ছায়। ছ' ফিট গভীর জমাট জঞ্জাল তোলার পর আবার তারা কাঁকড়-নুড়ির স্তরে পৌঁছয়, এর স্তরটাও বরফে জমাট। এখানে এসে কাজের গতি অনেক কমে যায় কিন্তু বরফ গলানোর কাজে আগুনকে আরো ভালোভাবে ব্যবহার করতে ওরা পারদর্শী হয়ে ওঠে। ময়দার মতো সোনার ধুলো মিশে আছে সেই কাঁকড়-নুড়ির সঙ্গে। আবার ছ' ফিট বরফ গলানোর পর জমাট আবর্জনার স্তর বেরিয়ে আসে। সতেরো ফিট গভীরে তারা কাঁকড়-নুড়ির একটা পাতলা স্তর খনন করতেই 'টেস্ট প্যান'-এ ছ' থেকে আট ডলার মতো কোর্স-গোল্ড পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সোনা মিশ্রিত এই কাঁকড়ের স্তরটা এক ইঞ্চির বেশি চওড়া নয়। তার নিচে আবার আবর্জনার স্তর – এই আবর্জনার স্তরটা তৈরী হয়েছে সুপ্রাচীন গাছের ডালপালা ও বিস্মৃত যুগের পশুর ফসিল দিয়ে। তবে সোনা তারা পায়—অশোধিত সোনা। ওদের আশা খুব সম্ভবতঃ নদীর কঠিন তলদেশের নীচে সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার পাওয়া

যাবে। নদীর তলদেশ খুঁড়তে খুঁড়তে তারা আরো গভীরে চলে যাবে, দরকার হলে চল্লিশ ফিট গভীরে। দুটো শিফটে ভাগ করে দিন-রাত্রি তারা কাজ করতে লাগলো। এবং তাদের জ্বালানো আগুনের অন্তহীন ধোঁয়া উঠতেই লাগলো।

সাফল্যের দোড়গোড়ায় যখন তারা পৌঁছেছে তখনই তাদের খাদ্য ফুরিয়ে গ্যালো। এলিজাকে পাঠানো হলো মূল্য ক্যাম্প থেকে খাদ্য নিয়ে আসার জন্যে। যাতায়াতে তাকে একশো মাইল অতিক্রম করতে হবে। এলিজা প্রতিশ্রুতি দিলো তৃতীয় দিনে সে ফিরে আসবেই। দ্বিতীয় দিন রাত্তিরেই শূন্য স্লেজ নিয়ে এলিজা ফিরে এলো। হেনরী ফিন তো রেগে আগুন। শূন্য স্লেজ নিয়ে আসার কারণ সে জানতে চাইলো। কিন্তু এলিজার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে গ্যালো। এলিজার লম্বা থমথমে গম্ভীর মুখে ভয়ংকর কিছুর আভাস ছিল।

জো হাইনস অগ্নিকুণ্ডে আরো কিছু কাঠ ফেলে দিলে তিনজন লোক গরম কাপড় মুড়ি দিয়ে আগুনের কাছে জড়োসরো হয়ে বসলো। এলিজাও এদের কাছে এসে বসলো। এলিজার দাড়ি গোঁফ ভুরুতে বরফ জমে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছে। তার ওপর তুষারে ঢাকা তার ফারের জোব্বা। সব মিলিয়ে তাকে এতই উদ্ভট দেখাচ্ছে যে এক লহমায় মনে হবে যে, নিউ ইংল্যাণ্ডের ফাদার খৃষ্টমাসের ক্যারিকেচার বুঝি। —নদীর ওপরে আমাদের খাদ্যভাণ্ডারের কাছে সেই বিশাল স্প্রুস গাছটার কথা স্মরণ করার চেষ্টা করো। এলিজা সংক্ষেপে সেই বিপর্যয়ের কাহিনী বলতে সুরু করলো :

সেই বিশাল গাছটাকে দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো গাছটা বুঝি আরো একশো বছর বাঁচবে কিন্তু ওর মূলে পচন ধরেছিলো। যেভাবেই হোক মাটির সঙ্গে ওর শিকড়ের বন্ধন আলগা হয়ে গিয়েছিলো। তারপর নতুন তুষারের ভার ও খাদ্যভাণ্ডারের ভারে গাছটা আরো কমজোরী হয়ে পড়েছিলো। পরিবেশের শক্তিতে কোনোক্রমে গাছটা তার ভারসাম্য বজায় রেখেছিলো। এই নতুন ভারটা তার ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিলো। বিশাল গাছটা মাটিতে অকস্মাৎই আছড়ে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এগারোটি কুকুর ও চারটি মানুষ গাছ চাপা পড়ে তুষার-সমাধি লাভ করে। আমি কয়েকটা শূন্য খাদ্যের বস্তা এখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেছি। খাদ্যের একটি দানাও আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

অনেকক্ষণ কারো মুখে একটিও কথা ফুটলো না। মাথার ওপড় বাজ পড়ার মতোই এই বিপর্যয়। মনুষ্য এবং প্রাণী বিবর্জিত সুমেরু প্রদেশের মৃত্যুশীতল তুষার মরুভূমিতে খাদ্যভাণ্ডার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার সংবাদ তাদের শুনতে হলো। এতে কিন্তু তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েনি বরং প্রত্যেকের মুখেই এমন একটা ছাপ পড়েছে যাতে বোঝা যায় এরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে এবং কিভাবে এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই চিন্তাই করছে। জো হাইনসই প্রথমে কথা বললো ঃ

—আমরা তুষার সরিয়ে বীন ও চালের খোঁজ করতে পারি···যদিও আট দশ পাউণ্ডের বেশি চাল বোধ হয় ছিল না।

—স্লেজ নিয়ে একজন সিক্সটি মাইল পোস্টে চলে যাক।—ডেলাইট প্রস্তাব করলো।

ফিন বললো,—ঠিক আছে আমিই যাবো।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। তারা সবাই অন্য একটা দিক বিবেচনা করছিলো।

জো হাইনস জানতে চাইলো—বাকী আর একটি দল ও তিনজন মানুষকে খাওয়াবার ব্যবস্থা কী করে হবে? এলিজা তখন বললো,—আর একটা কাজ করা যেতে পার। জো তুমি আর একটা দল নিয়ে স্টুয়ার্টের দিকে চলে যাও। যেখানে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিছু মাংস কিনে ফিরে এসো। সিক্সটি মাইল পোস্ট থেকে ফিনের ফিরে আসার অনেক আগেই মাংস নিয়ে তুমি ফিরতে পারবে। আমি আর ডেলাইট যৎসামান্য খেয়েই ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারবো।

শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে করতে ডেলাইট বললো,—সকালে উঠেই আমরা চলে যাবো তুষার সরিয়ে কিছুটা খাদ্য উদ্ধার করা যায় কি না সেই চেষ্টায়। তারপর তোমরা ছ'জন সব কুকুর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাবে দুই প্রান্তে। আমরা দু'জন কাল চতুর্দিক চষে বেড়াবো যদি একটা বল্গা হরিণ শিকার করতে পারি। সকাল সকাল যাতে কাজ সুরু করা যায় তার জন্যে সবাই এখনই শুয়ে পড়ো।

৮

নষ্ট করার সময় এতটুকু নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে সবাই বেরিয়ে পড়লো। হাইনস ও ফিন কুকুর ও শ্লেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারা প্রথমে গ্যালো যেখানে তাদের খাদ্যভাণ্ডার ছিলো সেখানকার তুষার সরিয়ে খাদ্য উদ্ধার করতে। তৃতীয় দিন দুপুরে এলিজা ফিরে এসে জানালো হরিণের সন্ধান মেলেনি। সেই রাতেই ডেলাইট ফিরে এসে একই সংবাদ জানালো। তখন চারজনে মিলে খাদ্যের সন্ধান করতে লেগে গ্যালো। নিদারুণ কঠিন কাজ। প্রায় একশো গজ বিস্তৃত অঞ্চল চষে বেরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সামান্য পরিমান বীন তারা তুষারের নিচ থেকে উদ্ধার করতে পারলো।

সামান্য যা খাদ্য উদ্ধার হলো তার বেশির ভাগই ডেলাইট ও এলিজার জন্যে রেখে হাইনস ও ফিন স্টুয়ার্ট ধরে একজন নিচের দিকে ও একজন উপরের দিকে রওনা হয়ে যায়। এরা দু'জন ফিরে না আসা পর্যন্ত ডেলাইট ও এলিজাকে টিকে থাকতেই হবে। যারা চলে গ্যালো তাদের অবস্থাও কিছু ভালো নয় কারণ সামান্য বীন কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করে তাদের খেতে হবে। কয়েক আউন্স বীন খেয়ে কুকুরগুলো জোরেও ছুটতে পারবে না। তবে খিদের জ্বালায় তারা অন্ততঃ কুকুরগুলো মেরে মাংস খেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যারা রয়ে গ্যালো তারা যখন খিদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে তখন তাদের কাছে একটিও কুকুর থাকবে না। এই কারণেই ডেলাইট ও এলিজা সব রকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলো।

'দিনের পর দিন চলে যায়। শীতের অবসান ঘটিয়ে বজ্রপাতের মতো আকস্মিকতায় উত্তরের দেশে বসন্তের আবির্ভাব ঘটলো। ১৮৯৬ সালের বসন্ত। প্রতিদিন দক্ষিণের পূর্বতম প্রান্তে সূর্য ওঠে এবং অনেকক্ষণ আকাশে থাকে তারপর আরো পশ্চিম দিকে চলে পড়ে। মার্চ মাস শেষ হয়ে এপ্রিলে পড়লো। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত ও শীর্ণ ডেলাইট ও এলিজা ভাবে তাদের দুই সঙ্গীর কী হলো? তাদের ফিরে আসতে যে ক'টা দিন লাগার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরলেও তাদের ফিরে আসার দিন পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। সন্দেহ নেই তাদের দুজনেরই বিপর্যয় ঘটে গেছে। কোনো একজনের বিপর্যয় ঘটতে পারে সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই দু'জনকে দু'দিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বিপর্যয়

যে দু'জনের ওপরেই নেমে আসবে এতটা ধারণা করা যায়নি। দুজনের কেউই আর ফিরবে না এই নিশ্চিত বোধটা আরো একটি প্রচণ্ড আঘাত।

এদিকে ডেলাইট ও এলিজা আশার পর আশায় কোনরকমে টিকে আছে। এখনো বরফ গলা সুরু হয়নি। এই দুজনে মিলে বরফ সঞ্চয় করে রান্নার পাত্রে, বালতিতে ও সোনা সংগ্রহের পাত্রে গলাতে থাকে। বরফ গলে পাত্রের নিচে পড়ে থাকে খানিকটা আঠালো মাটি। তার মধ্যে ময়দার মতো অণু পরিমাণ সোনা মেশানো থাকে।

এই দুজনের মধ্যে এলিজার বয়স বেশি। সবচেয়ে আগে সে-ই ভেঙে পড়লো। প্রায় সময়েই সে গরম আচ্ছাদনে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। আকস্মিক ভাবে একদিন কয়েকটি কাঠবিড়ালীর আবির্ভাব ওদের সচকিত করে তোলে। শিকার করার ভার পড়ে ডেলাইটের ওপরেই। কাঠ-বিড়ালীর মতো দ্রুততম জীবকে মারা চারটিখানি কথা নয়। এদিকে মাত্র তিরিশ রাউণ্ড গুলি অবশিষ্ট আছে তার একটিকেও ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। রাইফেলটা যেহেতু ৪৫-৯০-এর তাই জীবটার মাথাতেই গুলি করতে হলো। মাত্র কয়েকটাকেই এভাবেই মারা হলো এবং ওদের জঠরানল নির্বাপিত হলো। তারপর আবার দিনের পর দিন কেটে যায় কাঠবিড়ালীর সন্ধান মেলে না। তারপর যখন একটির দেখা মিললো তখন ডেলাইট চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতি সাবধানে নিঃশব্দে সে শিকারকে অনুসরণ করে। দুর্বলতায় হাত কাঁপছিলো বলে সে ট্রিগার টানে না। লৌহ-সংযম রয়েছে তার। একশো ভাগ নিশ্চিত না হলে সে বন্দুক চালাবে না কখনই, তা খিদের জ্বালা যত অসহ্য যতো তীব্রই হোক। ব্যর্থ হবার বিন্দুমাত্র ঝুঁকি সে নেবে না। জন্ম জুয়াড়ী সে এবং তার জুয়ার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। অনেক বড়ো খেলায় অংশ নেওয়াই তার লক্ষ্য। এখন জীবনটাই তার বাজি, কার্টিজ তার তাস এবং বড়ো জুয়াড়ী যেমন সুগভীর বিবেচনাবোধ, অশেষ ধৈর্য ও সতর্কতার সঙ্গে খেলে তার শিকারের রীতিও তাই। একটি গুলি ছোঁড়া মানে একটি কাঠবিড়ালী। অভ্রান্ত হওয়ার জন্যে হয়তো তাকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু তবু সে তার শিকারের রীতি পালটাবে না কখনই।

মৃত কাঠবিড়ালীদের কিছুই বাদ দেওয়া হয় না এমনকি চামড়াটাও সিদ্ধ করে তারা চিবোয়। বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে কখনো কখনো ডেলাইট মসবেরীর সন্ধান পায়। শক্ত আবরণের অন্তরালে বীজ ও জল থাকে এতে। পুষ্টি-

সাধক এই মসবেরী। কিন্তু ডেলাইট যে মসবেরী পেলো তা গত বছরের সুতরাং শুকিয়ে তা কাঠ হয়ে গিয়েছে তার ফলে পুষ্টিসাধক অংশটুকু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। গাছের কচি ডাল যদিও এর চেয়ে ভালো খাদ্য কিছু নয় তবু দীর্ঘ সময় ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলা যায়।

এপ্রিল মাস শেষ হয়ে এসেছে বসন্ত এখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সূর্যের উত্তাপে তুষার গলতে সুরু করেছে। তুষারের স্রোতোধারায় শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। চব্বিশ ঘণ্টায় তুষার প্রায় এক ফুট নেমে গিয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট তুষার-শুভ্র সাদা পাখি দক্ষিণ থেকে উড়ে আসে তারপর তারা আবার উত্তরের দিকে চলে যায়। নদীর কাছে কয়েকটা উইলো গাছে ফুল ফোটে। এই ফুল চিবিয়ে খেলে শরীরে কিছুটা বল পাওয়া যায়। এলিজার মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয় কিন্তু আবার সে ভেঙে পড়ে যখন ডেলাইট আর ফুল সংগ্রহ করে আনতে পারে না।

গাছগুলোর মধ্যে প্রাণের লক্ষণ ফিরে আসছে, অদৃশ্য স্রোতোধারার শব্দ প্রবলতর হচ্ছে কিন্তু নদীর বন্ধন দশা এখনো ঘোচেনি। মাসের পর মাস সুদীর্ঘ শীত তাদের নিশ্চল করে দিয়েছে। এই বন্ধনদশা তো একদিনে ঘোচার নয়। মে মাসের দশ তারিখে স্টুয়ার্ট নদীর তীর থেকে বরফ প্রচণ্ড শব্দের গর্জন তুলে আলগা হতে থাকে। এই বরফ গলে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় না। নদীর বুকের ওপর তিনফিট উঁচু অনড় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ইইকনের নিচের দিকে স্টুয়াট গিয়ে মিশেছে। ইউকনের বরফ না গললে স্টুয়ার্ট বরফ মুক্ত হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টুয়ার্ট নদীর বরফ শুধু ওপরের দিকেই উঠতে থাকবে যদিও তার নিচের দিকের অংশ গলতে থাকবে। ইউকনের বরফ যে কখন সম্পূর্ণ গলবে তা বলা শক্ত কারণ দু'হাজার মাইল দূরে ইউকন গিয়ে মিশেছে বেরিং সাগরে। বেরিং সাগরের বরফের অবস্থার ওপরেই নির্ভর করছে কখন ইউকন লক্ষ লক্ষ টন বরফের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

মে মাসের বারো তারিখে স্লিপিং রোব, একটি বালতি, কুঠার ও অমূল্য সম্পদ রাইফেলটি নিয়ে নদীর বরফের ওপর দিয়ে এই দুটি মানুষ হাঁটতে সুরু করে। এদের পরিকল্পনা হচ্ছে নদীর প্রথম স্রোতেই সেই পোলিং বোটটি ভাসিয়ে সিক্সটি মাইল পোস্টের দিকে রওনা হওয়া। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকায় তাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল, সুতরাং অত্যন্ত ধীর গতিতে তারা হেঁটে চলেছে। কিন্তু এলিজা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝেই সে পড়ে যায়। ডেলাইট তার শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে তাকে

টেনে তোলে কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরেই আবার সে পড়ে যায়। যেদিন তাদের নৌকোর কাছে পৌঁছবার কথা সেদিন এলিজা সম্পূর্ণ ই নেতিয়ে পড়লো। ডেলাইট অনেক কষ্ট করে তাকে তুললো বটে কিন্তু সে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ডেলাইট আবার তাকে তুলে জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে নিয়ে চললো। কিন্তু ডেলাইট নিজেও এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে কিছুটা দূরে গিয়ে দুজনেই পড়ে গ্যালো। ডেলাইট কিছুক্ষণ পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এলিজাকে টানতে টানতে নদীর তীর পর্যন্ত নিয়ে যায়। বিকেলের দিকে ডেলাইট একটা কাঠবিড়ালী দেখতে পায় কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় সে নিশ্চিত হতে পারলো না লক্ষ্যভেদে সার্থক হবে কি না। আদিম মানুষের ধৈর্য নিয়ে পরের দিন পর্যন্ত ক্ষুধা সহ্য করে সে অপেক্ষা করলো। পরের দিন অবশ্য কাঠবিড়ালীটা তারই অধিকারে এলো।

অধিকাংশ মাংসই সে এলিজাকে খাওয়ালো, নিজে খেলো হাড়গোড় আর চামড়ার মতো স্থূল দিকটা। কিন্তু জীবদেহের এমনই কেমিস্ট্রী যে ওই সামান্য মাংসটুকু খাওয়ার পর মানুষের মাংসের সঙ্গে মিশে ওই ভুক্ত জীবটির গতি তার মধ্যে ফিরে এলো। এইভাবে বারবার আছড়াতে আছড়াতে কখনো হামাগুড়ি দিয়ে দুটি মানুষ নৌকোটার কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

একজন শক্তিমান মানুষের পক্ষে এই হালকা নৌকোটিকে নামিয়ে আনা খুবই সহজ কাজ কিন্তু সেই সহজ কাজটি করতে এখনকার ডেলাইটের লাগলো কয়েক ঘণ্টা। আরো কয়েক ঘণ্টা লাগলো নৌকোটার পাশে শুয়ে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ খসাতে। এই কাজটাও যখন সম্পন্ন হলো তখনো নদী অবরুদ্ধই রয়ে গিয়েছে। নদীর বুকে স্তূপীকৃত বরফ। স্রোতোধারা নিম্নমুখী বয়ে যেতে এখনো অনেক দেরী। এখনো একটা বড়ো কাজ বাকি রয়ে গেছে। নৌকাটাকে তীর থেকে নামিয়ে জলে ভাসানো। ডেলাইট আর একটা কাঠবিড়ালীর সন্ধান করতে লাগলো। বরফের বন্ধন থেকে খসিয়ে নৌকোটাকে জলে ভাসানোর জন্যে আর একবার শক্তির সঞ্চারণ দরকার।

মে মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত নদীর বরফ গলার জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হলো। ভোর পাঁচটায় বরফ গলে স্রোত বইতে লাগলো। ডেলাইট নদীর তীরে বসে এই দৃশ্য দেখতে লাগলো কিন্তু এলিজার এই দৃশ্য দেখার মতো মানসিকতা ছিলো না। অবশ্য সে শুয়ে শুয়ে ক্ষীণভাবে অনুভব

করছিল এই দৃশ্যটা আশার দ্যোতক। বরফ গলার সে কী প্রচণ্ড মত্ততা! বিশাল এক একটা বরফের চাঁই এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, গাছপালাকে উপড়ে নিয়ে ফেলছে নদীতে। একশো টনের মতো বরফের চাঁই এসে যখন তীরভূমিকে আঘাত করছে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠছে তখন তীরভূমি। ঘণ্টাখানেক পরে এই বরফ গলা স্রোত থেমে যায় কোথাও সম্ভবতঃ বরফের জটে এই স্রোত আটকে গিয়েছে। তখন স্রোতের ঠেলা খেয়ে নদীর বুকের বরফের চাঁইগুলো ওপর দিকে উঠতে থাকে। কয়েক লক্ষ টন বরফ জট আরো বেশি করে পাকিয়ে তোলে। বাচ্চা ছেলের আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেমন কমলা লেবুর বিচি ছিটকে বেরিয়ে যায় তেমনি বড়ো বড়ো বরফের টুকরো ছিটকাতে থাকে চতুর্দিকে। ইতিমধ্যে তীরভূমিতে বরফের একটি প্রাকার গড়ে উঠেছে। ঘণ্টাখানেক পরে বরফ-নদীতে আবার জলপ্রবাহ সুরু হয়ে যায় কিন্তু তীরের ওপর বরফের দেওয়ালটি থেকেই যায়।

ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম ডেলাইট নদীতে জলপ্রবাহ দেখতে পেলো কিন্তু ডেলাইট জানে স্টুয়ার্ট নদীর ওপরের দিক এখনো বরফ মুক্ত হয়নি সুতরাং যে কোনো সময়ে এই প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ যাত্রায় বেঁচে থাকার আগ্রহ তার অত্যন্ত প্রবল। এলিজার অবস্থা এতই খারাপ যে, যেকোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। নিজের সম্পর্কেও ডেলাইট নিশ্চিত নয় যে তার পেশীতে নৌকো ভাসাবার মতো শক্তি এখনো অবশিষ্ট আছে কি না। এও এক ধরনের জুয়াখেলা। যদি সে আরো অপেক্ষা করে তবে তার মধ্যে এলিজার মৃত্যু ঘটবেই। এমনকি সেও হয়তো মরে যাবে। যদি সে দ্বিতীয়বার প্রবাহ রুদ্ধ হবার আগেই নৌকো ভাসাতে পারে, যদি আপার ইউকনের বরফ এই প্রবাহকে রুদ্ধ না করে, যদি ভাগ্য অন্যান্য বাধার সৃষ্টি না করে তাহলে তারা সিক্সটি মাইল পোস্টের কাছে পৌঁছতে পারবে। এবং আবার সেই "যদি" তার শরীরে তখনো যথেষ্ট শক্তি থাকে নৌকোটাকে সিক্সটি মাইলের তীরে ভেড়ানোর তাহলে এযাত্রা তারা বেঁচে যাবে।

সুতরাং ডেলাইট কাজে লেগে যায়। নৌকোটা যেখানে রয়েছে তার সামনে বরফের পাঁচফিট উঁচু দেওয়াল। প্রথমে সে নৌকো ভাসাবার একটি সুবিধাজনক জায়গা স্থির করে নিলো। একটা বরফের স্তূপ নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। কোনোক্রমে সে নৌকোটাকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলো। কিন্তু তারপরেই সে নিদারুণ অসুস্থ

বোধ করতে লাগলো। কেমন একটা বমি বমি ভাব, নিঃশ্বাসের কষ্ট। তার চেয়েও বড় অস্মুবিধা দেখা দিলো সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, চোখ বন্ধ করতে পারে না খুলতে ও পারে না। এদিকে নৌকো ভাসানো নিয়ে এলিজার কোনো আগ্রহ নেই। স্মুতরাং সব কাজ ডেলাইটকে একাই করতে হবে। অবশেষে হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলতে ঠেলতে বরফের দেয়ালের ওপর তুলতে সে সক্ষম হলো। হাত এবং হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সে তার খরগোশের চামড়ার জোব্বা, রাইফেল এবং বালতিটা নৌকোর মধ্যে ফেলে দিতে সক্ষম হলো। কুঠারটার জন্যে সে আর দুশ্চিন্তা করলো না কারণ ওটা আনতে গেলে আবার কুড়ি ফিট হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়।

এলিজাকে নৌকোতে তোলা যত কষ্টকর সে ভেবেছিল তার চেয়ে অনেকগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে কয়েক ইঞ্চি করে সে ওকে টেনে আনতে লাগলো। এইভাবে নৌকার কাছে সে তাকে টেনে নিয়ে এলো কিন্তু নৌকোর মধ্যে তাকে নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। তারই সমান ভারী প্রায়-অচৈতন্য একটি লোককে টেনে তোলা অসম্ভব। যেটা সম্ভব তা-ই ডেলাইট করলো। এলিজার কাঁধ পর্যন্ত সে গলুইয়ের ওপর টেনে তুললো। এবারে বাকী কাজটা এলিজারই করনীয়। গড়িয়ে নৌকোর মধ্যে পড়া। কিন্তু এলিজা গড়িয়ে পড়লো বরফের মধ্যেই। চরম হতাশায় ডেলাইট তখন অন্য পথ ধরলো। সে তার সঙ্গীর মুখে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাতে লাগলো।

—হায় ভগবান, তুমি কী মানুষ? চিৎকার করে বললো ডেলাইট—জাহান্নামে যাও।

প্রতিবার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে তার সঙ্গীর চিবুকে, নাকে এবং মুখে ঘুষি চালাতে লাগলো যাতে আঘাতে আঘাতে তার সঙ্গীর প্রায়-অবলুপ্ত চৈতন্য ফিরে আসে।

সত্যিই কাজ হলো। এলিজা চোখ মেলে তাকালো। ডেলাইট আবার রুক্ষস্বরে চিৎকার করে বললো, এইবার শোনো। আমি যখন তোমার মাথাটা গলুইয়ের ওপর তুলে দেবো তখন তুমি ঝুলে থাকবে। যদিও এলিজার চোখ দুটি আবার বুজে এলো তবু ডেলাইট বুঝলো যে এলিজার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকেছে।

মুখটা মাটির দিকে করে গলুয়ের ওপর এলিজার কাঁধ পর্যন্ত তুলে সে কিছুটা গড়িয়ে নৌকোর মধ্যে নেমে যায়। রুক্ষ কাঠে ঘষা খেয়ে এলিজার

নাক মুখে কেটে যায়। তবু তার পা দুটো বাইরেই রয়ে গেলো কারণ কোমরের নিচ থেকে তা অসাড় হয়ে গিয়েছে। ডেলাইট পা দুটো ঠেলে এলিজার সম্পূর্ণ শরীরটাকে নৌকোর মধ্যে ফেলে দিলো। পরে এলিজাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে নিজের জোব্বা দিয়ে তাকে ঢেকে দিলো।

এখন শুধু শেষ কাজটা বাকী। বলা যায় কঠিনতম কাজটাই বাকী। এলিজার ভারসহ নৌকোটাকে নদী পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে হবে। ডেলাইট কাজ স্থরু করে ছায়। জীবনে এই প্রথম সে জ্ঞান হারালো। জ্ঞান ফিরে আসার পর তার মনে হলো সে শেষ হয়ে গিয়েছে। চলার মতো বিন্দুমাত্র শক্তি আর তার মধ্যে নেই। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সে এই ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। অত্যন্ত বাস্তব, ইস্পাতের ছুরির ধারালো দিকটার মতই দৃষ্টি সে ফিরে পেলো। জীবনের নগ্ন দিক তার অভিজ্ঞতায় সে আগেও দেখেছে কিন্তু আজকের মতো এমন নগ্ন রূপ সে আগে কোনোদিন দেখেনি। জীবনে এই প্রথম নিজের গৌরবময় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার সন্দেহ জাগলো। জীবনে এই প্রথম ব্যর্থতার তিক্ত স্বাদ তাকে গ্রহণ করতে হলো। যতই হোক সে মাটির পৃথিবীর সেই নশ্বর জীব ঠিক সেই কাঠবিড়ালীটার মতো যার মাংস সে খেয়েছিলো। আরো অনেককে সে ব্যর্থ হতে দেখেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখেছে। তার দুই সঙ্গী জো হাইনস এবং হেনরী ফিনও নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে তাদের। সুদূর ভবিষ্যতের একটা ছবিও ডেলাইটের চোখে ভেসে উঠলো যখন অন্যান্যদের মতো সেও আর থাকবে না কিন্তু তখনো এই নদী কখনো বরফের বন্ধনে বন্দী কখনো বরফমুক্ত দুর্বার গতি প্রবাহিত হতে থাকবে।

জীবন একটা প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। সব মানুষকেই সে কোনো না কোনো সময়ে বোকা বানিয়ে ছাড়ে। মানবজাতির আনন্দময় সত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রতিভূ বার্নিং ডেলাইটকেও সে বোকা বানিয়েছে। একদলা মাংস কিছু স্নায়ু কিছু অনুভূতি এর বেশি কিছু সে নয়—যে আবর্জনা—নুড়ি-কাঁকড়ের মধ্যে সোনা খুঁজে বেড়ায়, স্বপ্ন ছাখে, জুয়া খ্যালে। কিন্তু একসময় সবই অতীতের বস্তু হয় দাঁড়ায়। জীবন হচ্ছে ক্রমবর্ধমান কবরখানা, অনন্ত শবানুগমন।

ডেলাইটের চিন্তাধারা আবার প্রত্যক্ষ বর্তমানে ফিরে এলো। চোখের সামনে প্রশস্ত নদী তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। নৌকোর ওপর একটা সাদা পাখি বসে আছে। তারই দিকে তাকিয়ে পাখিটা যেন তাকে জরিপ

করছে। পরক্ষণেই আবার সে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন অনুধ্যানে ফিরে যায়।

খেলার শেষ না হওয়া পর্যন্ত পালিয়ে আসার কোনো পথ নেই। একদিন তাকে খেলার বাইরে ছিটকে যেতেই হবে কিন্তু কিভাবে? প্রশ্নটাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো সে।

প্রথাবদ্ধ ধর্ম তার কিছু নেই। মানুষের সঙ্গে ন্যায়সম্মত ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন খেলা এই-ই তার ধর্ম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবাস্তব দর্শন নিয়ে সে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। মৃত্যুই যে সবকিছুর শেষ তা সে জানে এবং তার জন্যে সে ভীত নয়। এই মুহূর্তে জল থেকে পনেরো ফিট ওপরে নৌকোটা অনড়ভাবে অবস্থান করছে, অন্যদিকে তার শরীরে এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই, মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা তবু এখনো সে বিশ্বাস করে মৃত্যুই সব কিছুর শেষ এবং এখনো সে মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত শক্ত ভিতের ওপর তার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুভয়ে ভীত জীবনের মোচড়ে তা উৎপাটিত হবার নয়। মৃত্যু সে অনেক দেখেছে কিন্তু মৃত্যু তাকে কোনোদিন নাড়া দিতে পারেনি। মৃত্যু অনেক সহজ ব্যাপার, এত সহজ যা আগে সে কোনোদিন ভাবেনি। সেই মৃত্যু এখন অনেক কাছের জিনিস, এই চিন্তাটাই আনন্দে ভরিয়ে তুললো তার মন।

একটা নতুন দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠলো। তার স্বপ্নের সেই আধুনিক নগর, উত্তরের মেট্রোপলিস। আপার ইউকনের উঁচু তীরভূমিতে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে গড়ে উঠেছে সেই নগর। নদীতীরে নোঙর করা একাধিক স্টীমার, করাতকল, ওয়্যারহাউস, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক, পানশালা, জুয়ার ক্লাব। স্লেজগাড়িতে করে মালপত্র আসছে যাচ্ছে। হ্যাঁ তার মধ্যে আবার সেই 'বিশ্বাস'টা কাজ করতে শুরু করেছে। একটা বড়ো ধরনের খননের দিন আসন্ন ওই। জীবন আবার সেই তার সনাতন মিথ্যার বাণী উচ্চারণ করছে।

হ্যাঁ, সোনার খনি তাকে আবিষ্কার করতেই হবে। কেনই বা সে করবে না। শরীরের প্রায় সব শক্তিই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে কিন্তু যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে নিশ্চয়ই সে বরফের ঢাল দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে নিয়ে জলে ভাসাতে পারবে। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এই সময় তার মনে একটা নতুন চিন্তার উদয় হয়। হার্পার ও জো লুইডের সঙ্গে তৃতীয় অংশীদার হিসেবে সে ক্লনডাইক টাউনশিপের একটি অংশ কিনে নেবে। যদি স্টুয়ার্ট নদীতে সোনার সন্ধান মেলে তাহলে এলাম হার্নিশ (ডেলাইটের আসল নাম) টাউনশিপ ভালোভাবেই গড়ে

উঠবে আর যদি ক্লনডাইকে সোনার খনির সন্ধান মেলে তাহলেও খেলার জগৎ থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে না।

এখন আশু যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তার শক্তি সঞ্চয় করা। এতক্ষণ বরফের ওপর সে বসে ছিলো। এবার সে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। আধঘণ্টা এইভাবে সে বিশ্রাম নিলো। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। চোখের ঝাপসা দৃষ্টিটাকে ঝেড়ে ফেললো। এবার নৌকোটাকে শক্তহাতে সে ধরলো। সে ভালোভাবেই জানে প্রথম উদ্যোগটা যদি ব্যর্থ হয় তবে আর কোনোদিনই সে পারবে না। সুতরাং মনের এবং শরীরের সব শক্তি সঞ্চয় করে সে কাজে হাত লাগালো।

একবারের চেষ্টাতেই সে নৌকোটাকে বরফের ওপর থেকে তুললো তারপর ঢালু জায়গায় নিয়ে এলো। শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে সে নৌকোর মধ্যে নিজেকে ছুঁড়ে ফেললো। নৌকোটা যে গড়িয়ে জলের দিকে চলেছে তা সে অনুভব করলো কিন্তু উঠে দেখার মতো ক্ষমতা আর তাব নেই। তীরের গাছগুলোর মাথার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো নৌকোটা জলে এসে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তীরের ভাসমান বরফের টুকরোর সঙ্গে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে নৌকোটা পাক খেতে লাগলো। ডজন-খানেক পাক খাওয়ার পর নৌকোটা স্রোতের মুখে এসে পড়লো এবং ভাসতে লাগলো।

আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে বোঝা গেল সময় অনেক গড়িয়েছে। এখন প্রথম অপরাহ্ণ। ডেলাইট দেখলো বৃক্ষশোভিত তীরভূমি দূরে সরে যাচ্ছে। নৌকোর খুব কাছ দিয়ে ছিন্নমূল একটা বড়ো পাইন গাছ ভেসে চলেছে। স্রোতের টানে নৌকোটা গাছের কাছাকাছি চলে এলো। ডেলাইট অতি দ্রুত নৌকোর দড়িটা গাছের একটা শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে দিলো। গাছটা গভীর জলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ভেসে চললো আর নৌকোটা চললো গাছের পিছনে পিছনে। শেষবারের মতো চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডেলাইট জোব্বাটা গায়ে জড়িয়ে নৌকোর মধ্যে শুয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন গভীর রাত। চিৎ হয়ে শুয়ে ঝলমলে তারাদের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। জলস্রোতের শব্দ এসে কানে বাজছিল। আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

আবার যখন ঘুম ভাঙলো তখন উজ্জ্বল এক ভরদুপুর। দূরের তীর-ভূমির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো ইউকন নদীতে তারা

এসে পড়েছে। সিক্সটি মাইল পোস্ট তাহলে আর বেশি দূর নয়। অসম্ভব দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে। মাথা ঘুরছে, উঠে বসার ক্ষমতাটুকুও নেই। তবু মনের জোরে সে উঠে বসলো। রাইফেলটা তার পাশেই ছিল। এলিজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো কিন্তু বুঝতে পারলো না ও শ্বাস নিচ্ছে কি না।

একটা ঘোরের মধ্যে ডেলাইট মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখছিলো আবার এক মহাশূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলো। মস্তিষ্কের শূন্যতা ও অস্পষ্ট চিন্তা-ভাবনার মাঝে একবার সে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলো। এখনো তাহলে সে বেঁচে আছে এবং সম্ভবতঃ এ যাত্রায় বেঁচেও যাবে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব হলো। তার তো অনেক আগেই মরে যাওয়ার কথা। তখনই তার মনে পড়লো কিভাবে সে নৌকো জলে ভাসিয়েছিলো। কিন্তু কেন তার এই মরীয়া প্রচেষ্টা? তার কারণ সেই 'বিশ্বাস' সেই 'প্রত্যয়' যে, সোনার খনির সন্ধান সে পাবেই।

হঠাৎ চেতনার গভীরে সে যেন কার ফিসফিসানি শুনতে পেলো তার এখন জেগে থাকা দরকার। সেই সময়েই সে দেখতে পেলো সিক্সটি মাইল পোস্টের দূরত্ব একশো ফিটও নয়। স্রোত তাকে প্রায় ঘরের দরজার সামনে নিয়ে এসেছে। আবার সেই স্রোতই তাকে বহুদূরে কোন্ এক মহাশূন্যের দিকে যেন নিয়ে চলেছে। তীরভূমিতে কোনো মানুষকে দেখা যাচ্ছে না, হয়তো কোনো কারণে সবাই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু রান্নাঘরের চিমনী থেকে ধোঁয়ার উদ্গীরণ দেখে আশাই জাগছে মনে। ডেলাইট চিৎকার করে কারো নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করলো কিন্তু গলা থেকে তার স্বর বেরোলো না। রাইফেলটা অনেক কষ্টে সে কাঁধের ওপর নিয়ে ট্রিগার টেপার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। রাইফেলটা তার কোলের মধ্যে এসে পড়লো। সে বুঝতে পারছে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার কারণ তার জ্ঞান হারাতে আর বেশি দেরী নেই। রাইফেলটা যেভাবে ছিলো সেখান থেকেই সে ট্রিগার চালালো। রাইফেলের গুলির শব্দের সঙ্গেই একরাশ অন্ধকার তার চোখের সামনে ভীড় করলো। মূর্ছা যাবার আগের মুহূর্তে সে দেখলো কাঠের দরজা খুলে এক মহিলাকে বেরিয়ে আসতে। সেই কাঠের ঘরটা গাছপালার মধ্যে যেন উন্মাদ নৃত্য করছে ......ততক্ষণে ডেলাইট সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুকে অচৈতন্য হয়ে ঢলে পড়েছে।

৯

দশদিন পরে হার্পার ও লুইড সিক্সটি মাইল পোস্টে এসে হাজির হলো। ডেলাইট যদিও তখনো খুবই দুর্বল তবু তার 'বিশ্বাসে'র আদেশ পালন করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। এদের দুজনের সঙ্গে টাউন সাইট সম্পর্কিত ব্যবসার কাজ সে সেরে নিলো। হার্পার সেদিনই প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হয়ে যায়। ক্লনডাইকের মুখে সে একটি ছোটো পোস্ট চালু করবে।

বিদায় নেবার সময় হার্পার পরামর্শ দিলো ইণ্ডিয়ান রিভারে পরীক্ষা চালাতে। কারণ সব খাঁড়িগুলোর পলি, তলানি প্রভৃতি ওখানে এসে

—ওখানে কোথাও না কোথাও সোনা কেঁদে বেড়াচ্ছে মুক্তির আশায়। একটা বড়ো ধরনের অভিযান চালাবার সময় ওখানে এসেছে। এটাই আমার হাঞ্চ (প্রত্যয়)। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান রিভার কিছু মিলিয়ন মাইল দূরে নয়।

ডেলাইট স্থির করে ফেললো ইণ্ডিয়ান রিভারে এখনই সে উড়ে চলে যাবে। এইভাবেই সে তার মনোভাব প্রকাশ করলো। এলিজাকে কোনোমতেই রাজি করানো গ্যালো না তার সঙ্গী হতে। সে বললো, জানি এটা আমার বোকামি কিন্তু ঝুঁকি নিতে আর আমার সাহস হয় না। আমি সার্কল সিটিতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেবো।

শক্তি সঞ্চয় করার জন্যে এবং জিনিসপত্র যোগাড়ের জন্যে ডেলাইট আরো কিছুদিন এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। অল্প জিনিস নিয়ে, হাল্কাভাবে রওনা হবার পরিকল্পনা তার। নিজে পঁচাত্তর পাউণ্ড ও পাঁচটি কুকুরের প্রত্যেকে তিরিশ পাউণ্ড বইবে। বব হেণ্ডারসনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শুধু মাংসের ওপরই সে নির্ভর করবে। টাউন সাইটের দরখাস্ত সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্যে এলিজার কাছে রেখে দিয়ে একদিন সে বেরিয়ে পড়লো এবং সেইদিনই ইণ্ডিয়ান রিভারের মুখে গিয়ে পৌঁছলো।

নদীর চল্লিশ মাইল ওপরের দিকে যার নাম কোয়ার্টজ ক্রীক আর তিরিশ মাইল দূরে অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকে সে অনুসন্ধান চালালো। কয়েক সপ্তাহ কেটে গ্যালো কিন্তু এরই মধ্যে সে একটিও মানুষের দেখা পেলো না। বলগা হরিণ অবশ্য যথেষ্টই পাওয়া গ্যালো। সুতরাং মাংস খেয়ে সে ও তার কুকুররা দিব্যি আরামে কাটিয়ে দিলো। এই সময়ে সে যা সোনা পেলো তাকে বড়োজোর মাইনে পাওয়া বলা চলে। তবে কাদা

মাটি ও কাঁকরের মধ্যে যেভাবে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে তাতে তার দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে প্রচুর পরিমাণ কোর্স গোল্ড মাটি খুঁড়ে বের করার অপেক্ষায় আছে। উত্তরমুখী পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে সে ভাবতে থাকে সোনা কি তাহলে ওখান থেকেই আসছে! এখানকার পরীক্ষা শেষ করে সে ডোমিনিয়ন ক্রীক পেরিয়ে ক্লনডাইকের শাখা নদীতে এসে পৌঁছলো, পরবর্তীকালে যার নামকরণ করা হয়েছিলো হাঙ্কার ক্রীক নামে। যদি সে ডানদিকে বব হেণ্ডারসনের নামাঙ্কিত গোল্ড বটমে নেমে আসতো তাহলে এখানে সে প্রথম পে-গোল্ড পেতো যা ক্লনডাইকে কোনোদিন ছোঁকা হয়নি। তার বদলে সে হাঙ্কার ক্রীক ধরেই এগোতে লাগলো। ইউকনের ইণ্ডিয়ানদের মাছধরার ক্যাম্পে পৌঁছে একটি দিনের জন্যে সেখানেই রয়ে গ্যালো।

এখানে আদিবাসী কারম্যাক ও তার শ্যালক স্কুকাম জিম ডেলাইটকে নৌকো সংগ্রহ করে দিলে সে ফরটি মাইলের দিকে রওনা হয়ে যায়। অগাস্ট মাস শেষ হয়ে আসছে, স্বল্পায়ু গ্রীষ্মের দিনও ফুরিয়ে আসছে। শীত আসন্ন প্রায়। তার প্রত্যয়টা এতটুকু দুর্বল হয়নি বলেই সে স্থির করলো চারপাঁচজন সঙ্গী নিয়ে যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে একজন পার্টনার ও অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ জল জমে যাওয়ার আগেই নদীপথে এখানে ফিরে আসবে যাতে শীতের সময় কাজ করা যায়। কিন্তু ফরটি মাইলের অভিযাত্রীদের সেই প্রত্যয়টা নেই। তারা পশ্চিম দিক খনন করেই যা পাবে তা-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর একদিন নৌকোয় চড়ে কারম্যাক তার শ্যালক স্কুকাম এবং কালটাস চার্লি নামে আর একজন ইণ্ডিয়ান 'ফরটি মাইল'-এ চলে এলো। তারা সোজা গোল্ড কমিশনারের অফিসে গিয়ে বোনানজা ক্রীকের ওপর তিনটি দাবী নথিভুক্ত করে এলো। সেই রাতেই সারডাউ সেলুনে তারা সন্দেহগ্রস্ত মানুষদের কোর্স গোল্ডের নমুনা দেখিয়ে এলো।

কারম্যাক লোকটা কে? একজন আদিবাসী। রেড ইণ্ডিয়ান। কে কবে শুনেছে একজন ইণ্ডিয়ান সোনার খনির সন্ধানে অভিযান চালিয়েছে? যদি ডেলাইট কিংবা বব হেণ্ডারসন দাবী নথিভুক্ত করতো তাহলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হতো, তা নয় একজন আদিবাসী। না না এ বিশ্বাস করা যায় না।

ডেলাইটও প্রথমে বিশ্বাস করেনি কিন্তু সেইদিনই রাত এগারোটায় নদীর তীরে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে তার মাথায় একটা নতুন

চিন্তা খেলে গ্যালো। সে সোজা সারডাউ সেলুনে গিয়ে কারম্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। কারম্যাক তখন অবিশ্বাসী জনতাকে তার সংগৃহীত কোর্স গোল্ড দেখাচ্ছিলো। ডেলাইট কারম্যাকের একটি থলির সোনা ব্লোয়ারে ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলো। তারপর নিজের থলি থেকে সার্কল সিটি ও 'ফরটি মাইল'-এর সোনা তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। তারপর একসময় কোনো কথা না বলে নিজের সোনা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে এবং কারম্যাকের সোনা ফেরত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর এক সময় সে মুখ খুললো। উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে সে বললো, কারম্যাক ঠিক কথাই বলেছে। এ জাতীয় সোনা আগে কেউ কোনোদিন দেখেনি। এতে প্রচুর পরিমাণ রুপো আছে। রং দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে। কারম্যাক নিশ্চয়ই খনির সন্ধান পেয়েছে। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তো আমার সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে পডতে পারো।

কেউ-ই ডেলাইটের আহ্বানে সাড়া দিলো না। বরং বিদ্রূপাত্মক হাসিতে তারা সরব হলো। চার্লি পার্সন নামে একজন বললো, ছাখো ডেলাইট তোমার একটা সুনাম আছে খ্যাতি আছে। কিন্তু লোফারগুলোর কথায় কে বিশ্বাস করবে? এই সেদিন তুমি বলেছিলে কারম্যাক ব্যাটা ক্যাম্পে মাছ ধরে, শুয়ে থাকে আর ওর জাতের মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে।

কারম্যাক বাধা দিয়ে বললো, ডেলাইট ঠিক কথাই বলেছে। সোনার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর কোনো পরিকল্পনা আমার ছিলো না। হরিণের সন্ধানে র‍্যাবিট ক্রীক ধরে আমরা ক্লনডাইকের দিকে এগোচ্ছিলাম। বব হেণ্ডারসন তখন আমাকে বলেছিল, "আসবে নাকি আমার সঙ্গে। আমি ইতিমধ্যেই পঁয়তাল্লিশ আউন্স সোনা পেয়ে গেছি।" বোনানজাতে হরিণের খোঁজ করতে করতে আকস্মিকভাবেই এসে পড়েছিলাম। সেখানে আমরা কাঁকর মেশানো কাদামাটি জলে ধুয়ে ধুয়ে কিভাবে সোনা বের করতে হয় শিখে নিই। এক রাত্তিরে রান্নাবান্না করে খেয়ে-দেয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। স্কুকাম জিম তখন বেরিয়ে পড়ে। এক বালতি কাদা নিয়ে এসে সে ধুতে থাকে হেণ্ডারসনের থেকে শেখা পদ্ধতিতে। তারপর অনেকটা কোর্স গোল্ড পেতেই সে আমাকে ডেকে তোলে। খাঁড়ির মুখে গিয়ে একইভাবে কিছুক্ষণ কাজ করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সোনা পেয়ে যাই। খাঁড়িটার নাম দিই আমি বোনানজা।

এখানে এসেছি আমরা আমাদের দাবী ও আবিষ্কার নথিভুক্ত করতে।

গালগল্প মনে করে সবাই হেসে উঠলো। ডেলাইট তখন চেঁচিয়ে বললো, তোমাদের মধ্যে কেউ আগামীকাল পোলিং বোটে চড়ে এই বোনানজাতে যাবে?

কেউ-ই যখন রাজি হলো না তখন ডেলাইট প্রস্তাব দিলো মাইনের ভিত্তিতে কেউ কাজ করতে রাজি আছে কিনা?

দু'জন রাজি হতেই ডেলাইট তাদের অগ্রিম মাইনে দিয়ে দিলো। সব কটি সোনার থলি উজাড় করে তারপর সে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিলো। সেলুন থেকে বেরিয়ে গিয়েই একটু পরে সে আবার ফিরে এলো।

একজন প্রশ্ন করলো—কী আর একটা প্রত্যয় পেয়েছ নাকি?

—হ্যাঁ পেয়েছি। ময়দা কিনবো। এই শীতে ওপরের দিকে ময়দা সোনার দরে বিকোবে। আমাকে কেউ ধার দেবে?

বুনো হাঁস তাড়া করার ব্যাপারে যারা ডেলাইটের পার্টনার হতে চায়নি তাদের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িজন ধার দেবার জন্যে এগিয়ে এলো।

—কত ময়দা তোমার চাই? আলাস্কা কমার্সিয়াল কোম্পানীর স্টোরকীপার জানতে চাইলো।

—দু'টনের মতো

—দু'টন ময়দা দিয়ে তুমি কি করবে?

—খোকা, এখানে তুমি নতুন এসেছো। অনেক কিছুই তুমি জানো না।

ডাইনে বাঁয়ে যার কাছে যা পেলো ডেলাইট ধার নিলো। আরো ছ'জন লোক নিযুক্ত করলো সে, এবং ময়দা নিয়ে যাবার জন্যে বেশ কিছু নৌকো ভাড়া করলো।

সবাই মিলে যখন চাপ দিতে লাগলো এত দেনা করে এসব সে কেন করছে তখন ডেলাইট সহাস্যে বললো, বেশ, সরল করে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একটা আঙুল তুলে ডেলাইট বললো, এক নম্বর বিশ্বাস হচ্ছে আপার কানট্রিতে প্রচুর সোনার সন্ধান মিলবে। দুটো আঙুল তুলে এবার সে বললো, দু' নম্বর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছে কারম্যাক। তিনটি আঙুল তুলে বললো, তৃতীয় বিশ্বাসটা কোনো বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের ব্যাপার নয় এটি বাস্তব সত্য, অবশ্যম্ভাবী। যদি এক নম্বর ও দু' নম্বর মিলে যায় তাহলে ময়দার দর এই শীতে সোনার দরে বিকোবে। বালকবৃন্দ তোমাদের একটা কথা বলি যখনই মনের মধ্যে কোনো প্রেরণা বোধ করবে

তখনই কাজে লেগে যাবে। ঝাঁপিয়ে না পড়লে ভাগ্যের পরীক্ষা হবে কী করে? সময় পেরিয়ে গেলে উদ্যোগে কোনো ফল দেবে না। আমি এই বরফের দেশে বেশ কয়েক বছর আগে এসেছি। সঠিক প্রত্যয়ের জন্যেই আমি এতোদিন অপেক্ষা করেছি। তাঁকে এখন আমি পেয়েছি। সুতরাং তাঁকে নিয়ে আমার জীবনের সেরা খেলা আমি খেলতে চলেছি। ব্যাস, এই পর্যন্তই। গুড নাইট, ইউ অল—গুড নাইট।

১০

ডেলাইট যখন ময়দা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে ক্লনডাইকের মুখে পৌছলো তখন একটি দল সার্কল সিটিতে ফিরে যাচ্ছে। এদের রিপোর্ট অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। লং জিম হেনরী তো বলেই ফেললো,—ডেলাইট, তোমার কি আর কোনো কাজ নেই যে এখানে সোনা খুঁজতে এসেছো। জিম ও জনি তুজনেই চিবোনোর তামাক পেলে খাঁড়ির ওপব তাদের দাবী বিক্রী করে দিতে পারে বলে জানালো। ডেলাইট তাদের বললো, তামাক আমি দেবো। তোমরা সারডাইতে টিম লোগানের কাছ থেকে ফি'র টাকা নিয়ে নেবে। সে আমাকে ধার দেবে। তারপর তোমাদের দাবি আমার নামে ট্রান্সফার কবে দিয়ে কাগজপত্রগুলো টিমের হাতে দিয়ে দেবে।

জিম অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো তুমি এত তামাক পেলে কোথায়? কাছাকাছি কোথাও কারখানা খুলেছ নাকি?

—না, আমার ভেতর থেকে প্রত্যয়ের ডাক শুনেছি। তিন পাউণ্ড দরে তিনটি ক্লেইম কেনায় ধুলোর চেয়েও সস্তা পড়লো আমার।

তিন পাউণ্ড দরে চিবোনোর তামাকের বিনিময়ে বোনানজাতে তিনটি পাঁচশো ফুটের ক্লেইম এইভাবে ডেলাইট কিনে নিল।

ঘণ্টাখানেক পরে জো লেডিউ বোনানজা খাঁড়ি থেকে নিজের ক্যাম্পে ফিরে এলো। প্রথম দিকে সে তাদের কাজ সম্পর্কে মুখ খুলতে চায়নি। কেমন যেন সন্দেহজনক তার আচরণ। পরে টাউন সাইটে ডেলাইটের শেয়ারের জন্যে সে একশো ডলার দাম দিতে চাইলো।

—ক্যাশ দেবে? ডেলাইট জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ওই তো সোনার থলি।

এই বলে লেডিউ সোনার ধুলোভরা একটা থলি ডেলাইটের দিকে

এগিয়ে দিলো। ডেলাইট আনমনাভাবে থলি থেকে খানিকটা সোনা নিয়ে তার করতলে রাখলো। কারম্যাকের সোনা ছাড়া এতো গাঢ় রঙের ধূলো সে আগে দেখেনি। ধুলোগুলো থলিতে ভরে মুখ বেঁধে সে লেডিউকে ফেরত দিয়ে দিলো।

—আমার মনে হয় আমার চেয়েও এর প্রয়োজন তোমাদের কাছে বেশি।

—ওর জন্যে ভাবনা কি? আমরা আরো অনেক পাবো।

—এগুলো কোথা থেকে আসছে তাহলে?

অত্যন্ত নিরীহ অজ্ঞের মতো প্রশ্ন করলো ডেলাইট। লেডিউ প্রশ্নটা শুনে এতটুকু বিচলিত হলো না তবু মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে তাদের দুজনের মধ্যে একবার চোখাচোখি হলো। সেই সময়ের মধ্যেই জো লেডিউর চোখে দুর্বোধ্য এক আলোর ঝলক খেলে গ্যালো। ডেলাইটের মনে হলো সে ওই চোখের আলোকে ধরতে পেরেছে। ওর মধ্যে রয়েছে একটা গোপন পরিকল্পনার আভাস।

—এই খাঁড়ি সম্পর্কে আমার চেয়ে তোমরা অনেক বেশি জানো। তবে আমি কিছু জানি আর না-ই জানি আমার শেয়ারের দাম যদি তোমাদের কাছে একশো হয় তবে আমার কাছেও ওই শেয়ারের দাম একশোই। ডেলাইট বিনীত ভঙ্গীতে বললো।

লেডিউ খানিকটা মরীয়া হয়ে বললো, বেশ আমি তোমাকে তিনশো ডলার দর দিচ্ছি।

—আমার সেই একই যুক্তি। আমার শেয়ারের দাম তোমাদের কাছে যতো আমার কাছেও ততই।

জো লেডিউ এবারে আশা ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে ডেলাইটকে ডেকে নিয়ে এলো।

—হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছো। যথেষ্ট সোনার সন্ধান আমি পেয়েছি। আমি এখনো স্লুইস করিনি শুধু প্যান করেই যা পেয়েছি তাতে বলতে পারি খাঁড়ির তলদেশ খুঁড়লে বড়ো খনির সন্ধান মিলবেই। ব্যাপারটা গোপনে রেখো, শুধু সঠিক জায়গাটা বেছে নিতে হবে। আমার তো মনে হয় এক একটি ক্লেইম থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার ডলার সোনা পাওয়া যাবেই। একমাত্র গোলমাল হচ্ছে এই সোনা স্পটেড।

এক মাস কেটে গেছে। বোনানজা ক্রীক এখন শান্ত। বহু মানুষ যারা ঝুঁকি নিয়েছিলো তারা এখন ফরটি মাইল কিংবা সার্কল সিটিতে ফিরে গিয়েছে। অল্প কয়েকজন যাদের বিশ্বাসের জোর আছে তারা এখন শীতের কথা ভেবে কাঠের কেবিন তৈরি করতে ব্যস্ত। কারম্যাক ও তার ইণ্ডিয়ান আত্মীয়রা স্লুইস বক্স তৈরিতে ব্যস্ত। কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে কারণ তাদের কাঠ চেরাই করতে হচ্ছে হাত করাত দিয়ে। কিন্তু বোনানজার অনেক নিচের দিকে চারজন লোক অত্যন্ত নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। তারা কারো সাহায্যও চায় না আবার কাউকে আশ্বাসও দেয় না। এদিকে ডেলাইট নানা জায়গায় প্যান করেও কিছু পায়নি। তখন তার কৌতূহল হলো শিলাস্তরের অভ্যন্তরে কি আছে জানার। বিনা নিমন্ত্রণেই একদিন সে ওই চারজনের কাজ দেখতে গ্যালো। তারা তখন স্লুইস গেট তৈরী করে কাজ করছে। পাঁচ ঘণ্টা পরে বেলচায় তোলা তাদের সোনার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় চোদ্দ আউন্স সোনা। সঙ্গে সঙ্গেই ডেলাইটের চোখে চিরতুষারের দেশে সোনার শহরের সেই স্বপ্নের ছবিটা ফুটে উঠলো। বেড রক-এ, শিলাস্তরে সোনা পাওয়া গেছে। এই তথ্যটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেলাইট তার আগের ক্লেইমের সন্নিহিত আর একটি অঞ্চল কিনে নিলো তামাকের বিনিময়ে। এখন তার সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ালো দু'হাজার ফিট লম্বা ও এক রিম-রক থেকে অন্য রিম-রক পর্যন্ত চওড়া।

সেই রাতে ক্যাম্পে ফিরে ডেলাইট দেখলো কামা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কামা হচ্ছে সেই ইণ্ডিয়ান যাকে অসুস্থ অবস্থায় সে ডেয়াতে রেখে এসেছিলো। কামার কাছে দুশো ডলারের সোনার ধুলো রয়েছে। ডেলাইট ওই দুশো ডলার ধার নিলো বিনিময়ে কামার জন্যে একটি ক্লেইম স্টেক করলো সে। কামাকে শুধু ফরটি মাইলে ক্লেইমটা নথিভুক্ত করতে হবে। কামা নৌকোয় চড়ে বছরের শেষ ডাক নিয়ে এসেছে। পরের দিন সকালে কামা যখন রওনা হয়ে গ্যালো তখন তার হাতে ডেলাইট তার পুরনো সতীর্থদের নামে চিঠি লিখে দিলো যাতে তারা সবাই বোনানজা ক্রীকে এসে জড়ো হয়। ডেলাইট জানে তার আমন্ত্রণ বিনা প্রশ্নে গৃহীত হবে।

ডিসেম্বর মাসে একটা দিনে ডেলাইট বেড-রক থেকে তার পাত্র ভরে নিয়ে কেবিনে ফিরে এলো। সে আগুন জ্বাললো যাতে ক্যানভাসের ট্যাঙ্কে জল জমে না যায়। উবু হয়ে বসে সে ট্যাঙ্কের জলে নুড়িগুলো ধুয়ে ধুয়ে তুলে

ফেললো। তারপর হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সব কাঁকর নুড়িগুলোকে পরিষ্কার করলো। হঠাৎই এক ঝটকায় পাত্রের জলটা সে ফেলে দিলো। তারপরেই অবাক হয়ে দেখলো পাত্রের তলায় যেন মাখম জমে আছে। কাদা-জল ফেলে দেওয়ার পর সেই হলুদ সোনা, কোর্স গোল্ড, সোনার পিণ্ড ঝলমল করে উঠলো। তারপর সেই সোনাকে পরিশুদ্ধ করার পর সে তার পরীক্ষার ফল ওজন করে দেখলো। প্রতি আউন্সের দর ষোলো ডলার হিসেবে সাতশো ডলার তার পাত্রে আজ এসেছে। এটা তার স্বপ্নের পরিমাণের চাইতেও বেশি। স্পটেড সোনা হলেও তার সম্পত্তির প্রতিটি অংশ থেকে পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা পাওয়া যাবে বলে তার দৃঢ় ধারণা হলো।

পরের দিন সে আর কাজে গ্যালো না, তার পরের দিনও নয়, তার পরের দিনও নয়। তার বদলে হাল্কা পোশাকে সে জরিপ করতে বেরিয়ে পড়লো। ঘুরতে ঘুরতে সম্ভাব্য স্থানগুলো সে চিহ্নিত করে রাখলো। এল ডোরাডোতে আধ বস্তা ময়দার বিনিময়ে এমনি একটি সম্ভাব্য স্থান কিনে নিলো। এক মাস পরে সে আটশো ডলারে সন্নিহিত একটি অঞ্চল কিনে নিলো। তিন মাস পরে সাড়ে একচল্লিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে সে তৃতীয় ও চতুর্থ ক্লেইম কিনে নিলো।

যেদিন সে একপাত্রে সাতশো ডলার মূল্যের সোনা পেয়েছিলো সেদিন রাতে সে জো লেডিউকে বলেছিল: জো আমি আর কঠিন পরিশ্রম করবো না। এখন থেকে আমার মস্তিষ্ককেই বেশি খাটাবো। এবার থেকে আমি সোনার চাষ করবো। সোনা থেকে সোনা ফলবে। সাতশো ডলার মূল্যের সোনা পাওয়ার পরেই আমি বুঝে গিয়েছি অবশেষে বীজ আমি পেয়ে গেছি।

জো হেসে জিজ্ঞেস করলো,—তা বীজটা পুঁতবে কোথায়?

ডেলাইট তখন হাত তুলে চতুর্দিকের ভূদৃশ্য ও খাঁড়িগুলো দেখিয়ে বললো, ওই যে ওইখানে উনি আছেন: "দেয়ার সি ইজ।"

১১

ইউকনের সেই আদিযুগে সোনার খনির আবিষ্কার, খননের দুঃসাহসিকতায় বার্নিং ডেলাইট 'হিরো'র স্বীকৃতি লাভ করলো। যেভাবে

সে তার 'বিশ্বাস'কে বাস্তব রূপ দিয়েছে তা মাইনারদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তার দুঃসাহসিকতার কোনো শেষ নেই, ঝুঁকি নেওয়ারও কোনো শেষ নেই। যেখানেই সোনা পাবার সম্ভাবনা আছে সেই খাঁড়িগুলোর ওপর সে তার 'অধিকার' কিনে নিচ্ছে। সঞ্চয় বলে তার কিছু নেই, সোনা পেলেই তা দিয়ে সে আর একটি অঞ্চলের ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। জ্ঞানী লোকেরা মাথা নেড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছে কী সে অর্জন করছে সব খুইয়ে একদিন ও নিঃস্ব হয়ে যাবে। এদের মতে ডেলাইট যেভাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনুমান করে ফাটকা খেলছে তাতে মনে হয় গোটা দেশটাই বুঝি সোনায় মোড়া। এভাবে ফাটকা খেলে আজ পর্যন্ত কেউ লাভবান হয়নি।

অন্যদিকে তার এক একটি সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ হবেই এমন ধারণাই অনেকে পোষণ করে। এদের মতে ওই জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ফারো খেলায় যারা হারার জন্যে ভুল তাস ফেলে, (ফারোর টার্ম অনুযায়ী 'টু কপার') তাদের মতোই মূর্খ। ডেলাইট সম্পর্কে এদের ধারণাই ঠিক। টাকার প্রতি ডেলাইটের কোনো মোহ নেই। কাজটাকেই সে পছন্দ করে। খেলায় জেতাটাই তার কাছে বড়ো কথা। দূরকল্পনা, দূরদৃষ্টি নিয়ে 'বিগ গ্যাম্বলার'দের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী এই মানুষটি সর্বস্ব পণ করে খেলে, হয় জিতবে নয়তো হেরে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

এদিকে ডেলাইটের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উত্তরের দেশের মাইনারদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার এসে যায়। দলে দলে প্রচুর লোক বোনানজা ক্রীকের আশপাশে ভিড় করতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেরই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। ডেলাইট সেইসব ব্যর্থ কিন্তু দক্ষ মাইনারদের মাইনের ভিত্তিতে নিজের খনিতে কাজে লাগিয়ে দ্যায়। সে মাইনেও দ্যায় ভালো। আট ঘণ্টার শিফটে কাজ করার জন্যে দৈনিক ষোলো ডলার বেতন। জ্যাক কার্নস-এর জন্যে সে ওয়্যার হাউস তৈরি করে দ্যায়। জ্যাক কার্নস এখানে জল জমার আগে 'বেল্লা' নৌকোয় করে প্রচুর খাদ্য এনে এখানে মজুত করে রাখে। সেই খাদ্যে ১৮৯৬ সালের পুরো শীতকালটা ডেলাইটের কর্মচারীদের কুলিয়ে যায়। সেই শীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, ময়দা তখন প্রতি পাউণ্ড দু' ডলার করে বিক্রি হয়েছে। তখনো বোনানজা ক্রীকের চারটে খনির প্রতিটি খনিতে ডেলাইটের লোক তিন শিফটে কাজ করেছে।

সেই শীতের গোড়ার দিকে স্বর্ণ-অনুসন্ধানীদের অন্যতম তৎপরতা দ্যাখা

যায় অন্যান্য ক্রীকে। শয়ে শয়ে লোক বোনানজার বাইরে অন্য ক্রীকে সোনার সন্ধানে এসেছিলো, সম্ভাব্য সব জায়গায় 'অধিকার' কিনে নিয়েছিলো। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ক্লান্তিতে তারা সবাই ফরটি মাইল কিংবা সার্কল সিটিতে ফিরে যায়। ডেলাইট বোনানজা ক্রীকের একটি ডাম্প* আলাস্কা ট্রেডিং কোম্পানীর কাছে মর্টগেজ রেখে লেটার অফ ক্রেডিটটা পকেটে পুরে ফরটি মাইল ও সার্কল সিটির দিকে রওনা হয়ে যায়। একজন ইণ্ডিয়ান ও চারটি তীব্রগতিসম্পন্ন কুকুরের দলটি এতো কম সময়ে পৌঁছে যায় যা একটি রেকর্ড। এই দুটি পোস্টে পৌঁছে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে সব 'ক্লেইম' কিনে নেয় সেই সব ব্যর্থ মানুষদের কাছ থেকে। এর মধ্যে অনেকগুলিই পরে বাজে প্রমাণিত হয়েছিলো কিন্তু কয়েকটি থেকে বোনানজা ক্রীকের চেয়েও বেশি পরিমাণ সোনা সে পেয়েছে। পঞ্চাশ থেকে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত সে এক একটা ক্লেইম কিনেছে। সবচেয়ে বেশি দামে কিনেছে এল ডোরাডো ক্রীকের একটি ক্লেইম। এটি কেনে সে টিভোলি সেলুনে। যখন সে অবিশ্বাস্য উঁচু দাম মেনে নেয় তখন বিস্ময়ে সবাই ফেটে পড়ে। সমবেত কণ্ঠের বিস্ময়োক্তি রীতিমতো চিৎকারের রূপ নেয়। পুরনো আমলের একজন মাইনার জেকব উইলকিনস বিরক্তিতে আসর ছেড়ে চলে যাবার মুখে ডেলাইটকে সম্বোধন করে বলে : ডেলাইট তোমাকে আমি বিগত সাত বছর ধরে দেখছি। এই ব্যাপারটার আগে তোমাকে আমি সকলের চেয়ে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে মনে করতাম। কিন্তু এখন তুমি সবাইকে সুযোগ দিচ্ছো তোমাকে ছিনতাই করার। একটা বাজে হরিণের চারণভূমির দাম পাঁচ হাজার! এর মানে তো হাড়িকাঠে নিজের গলাটা ঢুকিয়ে দেওয়া।

ডেলাইট উত্তর দিলো : দ্যাখো উইলকিনস সবাই সবকিছু দেখতে পায় না। এটা এক ধরনের লটারি। প্রতিটি ক্লেইম এক একটা টিকিট। আমি সেই টিকিটগুলো কিনছি। এর কোনো না কোনোটায় একটা বড়ো প্রাইজ আমি পাবই।

উইলকিনস খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরু কোঁচকালো। ডেলাইট আবার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো।—ধরে নাও আকাশ থেকে বৃষ্টির বদলে স্যুপ ঝরে পড়ছে। তোমরা সবাই তখন কি করবে? নিশ্চয়ই

---

* ডাম্প : খাঁড়ি থেকে প্রথমে কাঁকর-নুড়ি মেশানো কাদা তুলে স্তূপ করে রাখা হয়। তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়াশ করে সোনা বের করে নেওয়া হয়।

চামচ কিনবে। আমিও নিশ্চয়ই চামচ কিনছি। ক্লনডাইকে সোনার বৃষ্টি ঝরার দিন আসবেই। তখন তোমাদের কাঁটা চামচে কিছুই ধরতে পারবে না।

উইলকিনস আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। ডেলাইট তখন সওদার কাজ সম্পন্ন করে ফ্যালে।

ডসনে ফিরে (ডেলাইটের গড়ে তোলা শহর) সে তার আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনা সংগ্রহের কাজে হাত লাগালো না কিন্তু জীবনের কঠিনতম পরিশ্রম এই সময় থেকেই সে শুরু করে। তার চুল্লীতে তখন হাজারটা লোহা পুড়ছে আর এই সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেই সে এখন ব্যস্ততম মানুষ হয়ে উঠেছে। সব দিকে নজর রাখা, নতুন সম্ভাবনাময় স্থানের সন্ধান করা ছাড়াও তার স্বপ্ন এখন মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া। আলাস্কাতে আসার অনেক আগে তরুণ বয়সেই সে ছিলো ঝানু মাইনার। সেই উৎসের সন্ধান অবশ্য সে কোনোদিনই পায়নি। বছর খানেক পরে সে হিসেব করে দেখলো এই উৎসমুখের সন্ধান করতে গিয়ে তার পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ডেলাইট এখন অনেক বড়ো খেলায় মেতে উঠেছে। লোকসান হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আয় হচ্ছে তার দশগুণ বেশি। দিন নেই রাত নেই, দারুণ শীত কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে তার দ্রুতগামী কুকুরের দল নিয়ে সে ছুটছে সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সব খাঁড়ি কিনতে। দশ হাজার ঢাললে পাঁচশো হাজার হয়ে ফিরে আসছে। আধ বস্তা ময়দার বিনিময়ে সে যে এল ডোরাডো খাঁড়ির একটা অংশ কিনেছিলো তার থেকে প্রচুর সোনা পেয়েছিল সে। অন্যদিকে ময়দা আবাব সে দানও করে। ফ্রেডা নামে এক নর্তকী তার দল নিয়ে তখন ইউকনে এসেছিলো। সে দশ বস্তা ময়দা হাজার ডলার দিয়ে কিনতে চেয়েছিলো। কিন্তু কোনো বিক্রেতা পায়নি। ডেলাইট তাকে কোনোদিন দেখেওনি কিন্তু ভদ্রমহিলা বিপাকে পড়েছে শুনে সে তাকে দশ বস্তা ময়দা উপহার হিসেবে পাঠিয়ে ত্যায়। অন্যদিকে এক ক্যাথলিক প্রিস্ট এই অঞ্চলে প্রথম হাসপাতাল খুলেছিলো তাকেও ডেলাইট দশ বস্তা ময়দা পাঠিয়ে ত্যায়।

ডেলাইটের বদান্যতাও বাঁধনছেঁড়া। লোকে তাকে বলে অপ্রকৃতিস্থ। যেখানে আধবস্তা ময়দার বিনিময়ে সে পাঁচ লক্ষ রোজগার করতে পারে সেক্ষেত্রে দশ বস্তা ময়দা দান করা হয়তো অপ্রকৃতিস্থতারই লক্ষণ কিন্তু এই-ই তার প্রকৃতি। টাকা তার কাছে পোকার খেলার মার্কারের মতো।

খেলাটাই তার কাছে বড়ো কথা। লক্ষ লক্ষ ডলারের অধিকারী হয়েও তার চরিত্রের কোনোই পরিবর্তন হয়নি। বরং মদ খাওয়া সে অনেক কমিয়ে দিয়েছে। তার একমাত্র যা পরিবর্তন হয়েছে তা হচ্ছে নিজের রান্না এখন আর সে নিজে করে না। পা ভেঙে যাওয়ায় এক মাইনার অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিলো তাকেই সে রান্নার কাজে নিযুক্ত করেছে। এটা কোনো বিলাসিতা নয়। এতে তার সময় অপচয় হচ্ছে না, ওই সময়ে সে অন্য অনেক কাজ করে নিতে পারছে। তার খাওয়ার অভ্যাসও কিছু পালটায়নি। সেই বেকন, বীন সিদ্ধ, ময়দার পানীয়, শুকনো ফল ইত্যাদি। পোশাকের ক্ষেত্রেও তাই, কিছুই পরিবর্তন হয়নি। তবে সে অনেক কুকুর পোষে এবং অনেক বেশি দাম দিয়ে কুকুর কেনে। এটা কিন্তু বিলাসিতা নয় কারণ শক্তিশালী দ্রুতগামী কুকুর থাকার ফলে কম সময়ে অনেক বেশি পথপরিক্রমা করতে পারে।

১৮৯৬-এর শীতে ডসন শহরে জনসমাগম হতে লাগলো। ডেলাইট জমি বিক্রী করে প্রচুর আয় করলো। সেই আয় আবার সে অন্য প্রকল্পে খাটালো। দুটি করাত কল সে খুলেছে। ১৮৯৭-এর গ্রীষ্মে তার দুটি করাত কলে দিনরাত্রি কাজ হতে লাগলো তিনটি শিফটে। জমি সহ কাঠের বাড়ি বিক্রী হতে লাগলো চড়া দামে। কারণ ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বে খবর পৌঁছে গেছে যে ইউকনের খাঁড়িগুলোতে সোনা পাওয়া যাচ্ছে।

ডেলাইটের মতো না হলেও রোজগার আরো অনেকেই করেছে কিন্তু তাদের অনেকেই কেউ মদে কেউ মেয়েমানুষের জন্যে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে কিংবা মারা পড়েছে। কিন্তু ডেলাইট এতটুকু সংযম হারায়নি। পুরনো বন্ধুদের সে আগের মতোই খাওয়ায়। এটা সে করে কারণ লোকে তার কাছে এটা প্রত্যাশা করে। তবে আগের মতো বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়ার জন্যে টিভোলিতে যা সে করতো তেমন তাগিদ আর সে অনুভব করে না। একটু অন্যভাবে সে এখন ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। হ্যাঁ, ক্ষমতার লিপ্সা তার মধ্যে জেগেছে। যদিও এখন সে আলাস্কার সবচেয়ে ধনী মাইনার তবু সে আরো ধনী হতে চায়। এ এক অনেক অনেক বড়ো খেলার নেশা এবং অন্যের চাইতে এই খেলা সে অনেক ভালো জানে। একদিক থেকে দেখতে গেলে যে কাজ সে করছে তা সৃষ্টিমূলক। তার দুটি করাত কলে দিবারাত্র কাজ হচ্ছে, শহর গড়ে উঠেছে, শত শত কেবিন তৈরি হচ্ছে, আরো হবে। এগুলি নিশ্চয়ই মানুষের সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন।

পরের বছর গ্রীষ্মে যখন দলে দলে স্বর্ণ-সন্ধানীরা ছুটে আসতে থাকে

তখন আমেরিকার বড়ো বড়ো খবরের কাগজের প্রতিনিধিরাও এসে হাজির হয়। তারা ডেলাইট সম্পর্কে নিবন্ধ লিখে পাঠাতে থাকে। ডেলাইট এখন আলাস্কার সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তারপর স্প্যানিস যুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বে তার প্রচার সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু ডসনে তখনো সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ডসনের পথ দিয়ে যখন সে হেঁটে যায় সকলেই শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাকে অভিবাদন করে। স্মরণ করে তার জীবনের স্মরণীয় দুঃসাহসিক কীর্তিসমূহকে।

ইতিমধ্যে এক রাতে সে জ্যাক কার্নসকে জুয়ায় পরাস্ত করে প্রতিশোধও নিয়ে নিয়েছে। রাত থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত এই খেলা চলে এবং দুশো বত্রিশ হাজার ডলার সে জিতে নেয়। জ্যাক কার্নস নিজেও এখন মিলিওনিয়ার সুতরাং এই পরাজয়ে কার্নস-এর এমন কিছু ক্ষতি হয়নি কিন্তু ইউকনের সমাজ এই খেলার বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। উপস্থিত ডজন খানেক রিপোর্টার তাদের কাগজে এই রোমাঞ্চকর জুয়াখেলার সরস বিবরণ পাঠিয়েছিলো।

১২

ইতিমধ্যে কর্মীবিক্ষোভও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যদিও ডেলাইট অন্যান্যদের তুলনায় কর্মীদের বেতন অনেক বেশি ছায় তবুও সে মাইন-ওনারস অ্যাসোসিয়েসনে যোগ দিলো। দিন বদলাচ্ছে, পুরনো দিনের মূল্যবোধ, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক সম্পূর্ণই বদলে গিয়েছে। খনি-মালিকদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ডেলাইটও তার শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারে না। তবে ডেলাইট তার একসময়ের সঙ্গীদের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেককে পদমর্যাদা ও অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সে ছায়। কিন্তু এটা ডেলাইটের হৃদয়ের ব্যাপার, মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। মস্তিষ্ক সে কাজে লাগায় অর্থনীতির সর্বশেষ ও বাস্তবানুগ পদ্ধতির অনুসরণে। এই দিক থেকে নবগঠিত স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলি তাকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। তার মনে হয় ফাটকাবাজির এই নতুন খেলা 'ফারো'কেও হার মানায়।

এদিকে ডেলাইটকে ঘিরে বীরপূজাও শুরু হয়ে যায়। তার ভক্তদের মতে ডেলাইট এমন একজন মানুষ যে 'ভয়' কি বস্তু তা জানে না। কিন্তু

ডেলাইটের সমসাময়িক দু'জন বীটলস ও ম্যাকডোনালড এইসব মন্তব্য শুনে মুচকি হাসে। মুচকি হেসে তারা মেয়েদের প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে। যথার্থ এদের মূল্যায়ণ। সত্যিই ডেলাইট মেয়েদের ভয় করে। সতেরো বছর বয়সে জুনোর রানী অ্যানে যখন তার প্রেমে পড়ে এবং খোলাখুলিই হাস্যকরভাবে তা প্রকাশ করে, সেইদিন থেকেই মেয়েজাতটাকে সে ভয় পায়। প্রকৃতপক্ষে নারী সম্পর্কে সে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। মাইনিং ক্যাম্পে তার জন্ম, সেখানে এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। জন্মের পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। তার কোনো বোনও ছিলো না। রানী অ্যানের সেই উদ্ভট আচরণে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার পর অনেকদিন সে কোনো নারীর সান্নিধ্যে আসেনি। ইউকনে আসার পর এদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে কিন্তু খুব সচেতনভাবে সে এদের সঙ্গে মেলামেশা করে। সঙ্গিনীর পাশাপাশি হাঁটা নিশ্চয়ই একটা পুরুষালী গর্বের ব্যাপার এবং সে যে তা উপলব্ধি করে না তাও নয় কিন্তু কোনো মেষশাবকও বোধ হয় নেকড়ের পাশাপাশি হাঁটতে ভিতরে ভিতরে এতটা ভয়ে কাঁপে না নারী সংসর্গে এলে ডেলাইট যেভাবে ভয়ে কাঁপতে থাকে। নারী তার কাছে একটি নিষিদ্ধ গ্রন্থ।

এখন তার নামের সঙ্গে একাধিক বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। যেমন, কিং অফ দি ক্লনডাইক, এলডোরাডো কিং, বোনানজা কিং, লাম্বার* ব্যারন, প্রিন্স অফ স্ট্যাম্পেডারস। কিন্তু এসব সত্বেও মেয়েদের সম্পর্কে তার আতঙ্ক এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে। মেয়েরা তো এখন তার দিকে প্রণয়ের হাত বাড়িয়েই আছে। গোল্ড কমিশনারের বাড়িতে ডিনার পার্টিতেই হোক, ড্যান্সিং হলেই হোক কিংবা "নিউইয়র্ক সান" পত্রিকার মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে ইণ্টারভিউতেই হোক সর্বত্রই সেই একই ব্যাপার।

একমাত্র ব্যতিক্রম নর্তকী ফ্রেডা যাকে একসময় সে দশ বস্তা ময়দা উপহার দিয়ে উপকার করেছিলো। ফ্রেডাই ডেলাইটের জীবনে একমাত্র নারী যার সঙ্গে সে নির্ভয়ে মুক্ত মন নিয়ে মেলামেশা করেছে। ফ্রেডাই একমাত্র নারী যে তার ওপর কোনোদিন ছলাকলা প্রয়োগ করেনি। কিন্তু এই ফ্রেডার কাছ থেকেই সে কঠিন আঘাত পেলো। ১৮৯৭-র শেষের দিক। ডেলাইট সেদিন খনি পরিদর্শন করে নৌকোয় ফিরছিলো। স্টুয়ার্টের ঠিক নীচে একটা খাঁড়ি যেখানে ইউকনে এসে মিশেছে ঠিক সেই

* ল্যাম্বার ব্যারণ : ধনী কাষ্ঠব্যবসায়ী।

জায়গায় যখন সে এসেছে তখন সে দেখতে পেলো একটি লোক তীরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে এবং আঙুল দিয়ে গভীর স্রোতের দিকে কিছু একটা দেখাচ্ছে। নদীতে তখন বরফ জমতে সুরু করেছে আবার কোথাও তীব্র স্রোত। সেই স্রোতোধারার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে ডেলাইট দেখতে পেলো একটি মেয়ে ডুবে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার কিন্তু তারই মধ্যে সুতীব্র গতিতে ডেলাইট নৌকো নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এবং মেয়েটির কাঁধের কাছে জামাটা খামচে ধরে এবং তাকে টেনে তুলে নৌকোতে নিয়ে আসে। মেয়েটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ফ্রেডা। একটি মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনার আনন্দ কিন্তু ডেলাইট উপভোগ করতে পারলো না। কারণ জ্ঞান ফিরে আসার পর ফ্রেডা তার দিকে যে দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তাতে প্রচণ্ড ঘৃণা উপচে পড়ছে। ঘৃণার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ফ্রেডা তিক্তস্বরে বললো,—কেন আমাকে বাঁচালে? কেন? কেন?

দুশ্চিন্তা এবং একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় পর পর দুটি রাত ডেলাইট ঘুমোতে পারলো না। বার বার তার চোখের পর্দায় ফ্রেডার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি, ঘৃণায় উপছে পড়া দৃষ্টি ভেসে উঠতে লাগলো। এর পরেও ফ্রেডা ডেলাইটের মুখোমুখি হতেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যদিও পরে সে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। এই সময়েই সে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলো তাতে ডেলাইট বুঝতে পেরেছিলো কোনো একজনকে ফ্রেডা গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো কিন্তু সেই লোকটি তাকে পরিত্যাগ করে যায় এবং আত্মহত্যা করে। ঘটনাটা ঘটেছিলো বছরখানেক আগে।

সেই ভালোবাসা! সব অশান্তির মূল? তুষার-ঝঞ্ঝা কিংবা দুর্ভিক্ষের চাইতেও মারাত্মক এই ব্যাপারটা। মেয়েরা এমনিতে খুব ভালো। ওদের সঙ্গে কথা বলে আরাম, দেখেও সুখ। কিন্তু এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেই ব্যাপারটা যার নাম ভালোবাসা। ওদের হাড়ে মজ্জাতেই এর ছাপ রয়েছে ফলে ওদের প্রকৃতিটাই যুক্তিহীন, অসঙ্গত। কারো পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় পরের মুহূর্তে এরা কি করে বসবে। এই ফ্রেডা একটি চমৎকার মেয়ে, দেখতে সুন্দর, কাউকে বোকা বানাবার চেষ্টা নেই, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির তবু সেই মেয়েও প্রেমে পড়েছে, জীবন তার কাছে এতই বিষময় হয়ে উঠেছে যে, যে তাকে বাঁচিয়েছে তাকেই সে ঘৃণ্য মনে করছে।

যেভাবেই হোক ডেলাইট এতদিন এই ভালোবাসার ব্যাপারটা এড়িয়ে আসতে পেরেছে। যেভাবে সে গুটি-বসন্তকেও এড়াতে পেরেছে।

ভালোবাসা ব্যাপারটা গুটি-বসন্তের মতই সংক্রামক। এরই প্রভাবে মানুষ ভয়াবহ এবং অযৌক্তিক সব কাজ করতে বাধ্য হয়। যদি ভালোবাসার এই সংক্রামক ব্যাধিতে ডেলাইট আক্রান্ত হতো তবে সন্দেহ নেই সেও অন্যান্যদের মতই বিশ্রীভাবে এর শিকার হতো। এ তো পাগলামি, চূড়ান্ত উন্মাদ হয়ে যাবার অবস্থা! ফ্রেডার যা হয়েছে। অনেকেই তার জন্যে পাগল হয়েছে পরিবর্তে সেও পাগল হয়েছে এমন একজনের জন্যে যে মানুষটি আর ইহজগতে নেই।

ডেলাইটকে চরমতম আঘাত দিলো কিন্তু ভার্জিন। এভাবে আর কেউ তাকে ভয় পাওয়ায়নি। একদিন সকালে ভার্জিনকে তার কেবিনে মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গ্যালো। নিজেই তার জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। আত্মহত্যার কারণ সে কিছু লিখে যায়নি। ফলে গুজব. অনুমান দানা বাঁধতে স্বুরু করলো। যাকে বলে পাব্লিক ওপিনিয়ন তার রায় হলো ডেলাইটের জন্যেই সে আত্মহত্যা করেছে। ব্যর্থ প্রেমই এই মৃত্যুর কারণ। সুতরাং আর একবার ডেলাইট খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে উঠলো। ভার্জিন ও ডেলাইটকে জড়িয়ে চাঞ্চল্যকর, কেলেংকারীর রসালো গল্প ইউনাইটেড স্টেট্স-এর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে পাঠকের রসনা তৃপ্তি করলো। এই সব গল্পে প্রকাশ পেলো যে ভার্জিন সার্কল সিটি থেকে ডসনে এসে প্রথমে কাপড় কেচে পরে একটি মেসিন কিনে মাইনারদের জামা কাপড় তৈরি করে জীবিকার্জন করতো। এর পর নবপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাঙ্কে সে কেরানীর চাকরি পায়। তারপরেই এই আত্মহত্যা। কারণ আর কিছুই নয় ডেলাইটের সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যর্থতা।

সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হলো ডেলাইট নিজেও এর সত্যতা স্বীকার করে। ভার্জিনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সেই রাতটির কথা তার সবসময়ে মনে পড়ে। সেই সময়ে তার কিছুই মনে হয়নি কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতেই প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনার সে একটা মানে খুঁজে পায়। বেদনাদায়ক এই ঘটনার আলোয় সব কিছুই এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভার্জিনের তাকানো, তার শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, এমনকি তার হাসির মধ্যেও আগেকার সেই সজীবতার অভাব ছিলো এসব এখন সে বুঝতে পারছে। কিন্তু সেদিন সে কিছুই বুঝতে পারেনি। ভার্জিন তাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। সেদিন রাত্তিরে তার মনে হয়েছিল ভার্জিন আর তাকে রেশম রজ্জু দিয়ে বাঁধতে চায় না। এই বোধটা তাকে তৃপ্তি দিয়েছিলো।

ভার্জিনের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তটিও এখন তার মনে পড়ে যায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে সে বিদায় জানিয়েছিলো ভার্জিনকে। ভার্জিন তখন আকস্মিকভাবে মাথা নিচু করে তার হাতে চুমু খেয়েছিলো। ব্যাপারটা তার কাছে উদ্ভট ও হাস্যকর মনে হয়েছিলো। নিজেকে তখন তার বোকা বোকা মনে হয়েছিলো কিন্তু এখন ভয়ে তার কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে, হাতে ভার্জিনের ঠোঁটের স্পর্শও যেন সে এখন অনুভব করতে পারছে। তারপর ভার্জিন যখন "গুড বাই" বলেছিলো সেটা যে অনন্ত বিদায় কিংবা চিরকালীন বিদায়ের কথা সে বলতে চেয়েছিলো তা তখন তার মাথায় ঢোকেনি। এখন তার আক্ষেপ হচ্ছে ভার্জিনের মনোভাব বুঝতে পারেনি বলে। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হলেও হয়তো সে বিয়ে করতে রাজি হতো। কিন্তু একথাও সত্যি যে ভার্জিন কখনই ভালোবাসাকে দয়া কিংবা অনুকম্পা হিসেবে গ্রহণ করতো না। অতএব তাঁকে বাঁচানো যেতো না। ভালোবাসার ব্যাধি তাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিলো, মৃত্যু ছাড়া তার কাছে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিলো না।

ভার্জিনের বাঁচার একটাই পথ ছিলো যদি ডেলাইট এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হতো। কিন্তু তা হয়নি। যদি হতো তাহলে সম্ভবতঃ ফ্রেডা কিংবা অন্যকোনো নারীর ভালোবাসার বীজানুর দ্বারা সে আক্রান্ত হতো। ভালোবাসা সংক্রান্ত একটি বেদনাদায়ক ঘটনার কথা তার মনে পড়ে যায়। ডারটওয়ার্দি নামে একজন মাইনারকে যে ডুলিটলের সুন্দরী মেয়ে পাগলের মতো ভালোবাসে এখবর সবাই জানতো। কিন্তু ডারটওয়ার্দি কিনা প্রেমে পড়লো বিখ্যাত মাইনিং এক্সপার্ট কর্নেল ওয়ালথস্টোনের স্ত্রীর। এর ফল হলো তিনটি পাগল হয়ে যাওয়ার ঘটনা। ডুলিটলের মেয়ে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গ্যালো। ডারটওয়ার্দি তার সম্পত্তি নামমাত্র মুল্যে বিক্রী করে দিয়ে প্রেয়সীকে নিয়ে পালালো। ভদ্রমহিলাও তার সামাজিক মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নতুন প্রেমিকের সাথে নৌকোয় গিয়ে উঠলো। এদিকে কর্নেল ওয়ালথস্টোন ও খোলা নৌকোয় গোলাগুলি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যায় এদের ধাওয়া করতে। সম্ভাব্য ট্র্যাজেডির আশঙ্কায় সমগ্র ইউকন, ফরটি মাইল সিটি কেঁপে উঠলো। তাহলেই দেখা যাচ্ছে ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটি শক্তি যা নরনারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ছ্যায়, যা কিছু সুস্থ বিবেকসম্মত সব কিছুকে উলোটপালোট করে ছ্যায়। তারপরেই আসে হত্যা, আত্মহত্যা, খুনখারাপির ঘটনা। অথচ এই মানুষগুলি কিন্তু একসময় অত্যন্ত সুস্থপ্রকৃতির ছিলো।

জীবনে এই প্রথম ডেলাইট তার স্নায়ুদুর্বলতার স্বাদ পেলো। মেয়েদের সম্পর্কে তার ভয় হাজারগুণ বেড়ে গ্যালো। ভয়ংকর জীব এই নারী জাতি। ভালোবাসার বীজাণু নিয়েই এরা ঘুরে বেড়ায়। অত্যন্ত বেপরোয়া এরা। ভার্জিনের আত্মহত্যার ঘটনা থেকে এরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। অত্যন্ত সুপুরুষ এবং অত্যন্ত ধনী বার্নিং ডেলাইটের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ ক্রমশই বাড়তির দিকে। সবাই তাকে রেশম রজ্জু দিয়ে বাঁধতে চায়। ফল হলো এই যে, যেখানে মেয়েরা থাকতে পারে সেইসব পার্টিতে যাওয়া ডেলাইট বন্ধ করে দিলো। ব্যাচেলার কোয়ার্টারস্ও মুসেহাইড হর্ণ সেলুন যেখানে কোনো ড্যান্সিং হল নেই—এই দুটি জায়গা ছাড়া ডেলাইটের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা রইলো না।

১৩

১৮৯৭-র শীতে ডসনে প্রায় ছ' হাজার লোক সোনার সন্ধানে এসেছিলো। খাঁড়ির ওপারে আরো প্রায় এক লক্ষ লোক বসন্তকালের জন্যে অপেক্ষা করছে বলে শোনা গিয়েছে। এক ধূসর অপরাহ্নে ফ্রেঞ্চ হিল ও স্কুকাম হিলের মাঝামাঝি একটা উঁচু জায়গা থেকে সে চারদিকের দৃশ্য দেখছিলো। ঠিক যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচেই রয়েছে এলডোরাডো খাঁড়ির সমৃদ্ধ খনি। অন্যদিকে বোনানজা খাঁড়ির প্রায় মাইলখানেক সে দেখতে পাচ্ছে। ভয়ংকর বিধ্বংসী দৃশ্য সে দেখলো। গাছ কেটে পাহাড়গুলোকে ন্যাড়া করে ফ্যালা হয়েছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় উপত্যকার ধূসর দিন বিষাদময় গোধূলির চেহারা নিয়েছে। হাজার হাজার তুষারের গর্ত থেকে ধোঁয়া উঠে আসছে। অজস্র মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে নদীর তলদেশ থেকে শুক্তি কর্দম তুলে আনছে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা জমে যাচ্ছে। আবার আগুন জ্বালিয়ে আবর্জনার স্তূপকে গলাবার চেষ্টা চলছে।

ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ডেলাইট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বনজ সম্পদের কী নিদারুণ অপচয়! ডেলাইটের মনে হলো একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা চলছে ওখানে। শুধু যে বনজ সম্পদের অপচয় হচ্ছে তা-ই নয়, শ্রমেরও অপচয় হচ্ছে। তা ছাড়া দু' ডলার সোনা তুলতে এক ডলার খরচ হচ্ছে। সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অভাবে যতটা সোনা তোলা হচ্ছে সেই পরিমাণ সোনা পড়ে থাকছে। প্রত্যেকেই নিজের জন্যে কাজ করছে।

সোনা-পাগল মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছে লোভের তাড়নায়। ডেলাইট উপলব্ধি করলো একটা সুশৃঙ্খল সংগঠনের দরকার। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির একটা নক্সা কল্পনা করে নিলো। উপত্যকার পাশে জলবিদ্যুৎ চালিত ড্রেজার দিয়ে এরপর সে শুক্তি-কর্দম তুলবে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো কেন বিদেশী কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিরা তার সম্পত্তি কিনে নেবার জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

সর্বশেষ যে জুয়াটা সে খেলবে তার একটা পরিকল্পনা ডেলাইট মনে মনে ছকে নিলো। এই খেলাটা যখন সে খেলবে তখন এইসব অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে নিশ্চয়ই তারিফ করবে। কিন্তু এই নতুন পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে একটা ক্লান্তির ভাবও জেগে উঠলো। সুমেরু প্রদেশের দীর্ঘ বছরগুলো সত্যিই তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। এখন সে সুমেরু প্রদেশের বাইরে বৃহত্তর পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছে। অন্যদের কাছে বৃহত্তর পৃথিবীর অনেক গল্প সে শুনেছে কিন্তু এই জগৎ সম্পর্কে সে নিজে শিশুর মতই অজ্ঞ। নিঃসন্দেহে ওই টেবিলটা অনেক অনেক বড়ো। কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে সে ওই টেবিলে এক হাত খেলতেই পারে। না খেলার কোনো যুক্তি থাকতেই পারে না। সুতরাং সেই অপরাহ্নে সে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে ক্লনডাইকে সে শেষ সেরা খেলাটা খেলে বাইরের জগতের দিকে পাড়ি দেবে।

বেশ কিছুদিন সময় অবশ্য তার লেগেছিলো। ইউনাইটেড স্টেট্স থেকে একদল অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এনে এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করে সে রিজার্ভার তৈরি করলো। জলবিদ্যুতের সাহায্যে ড্রেজারে নদীর তলদেশ থেকে শক্তি-কর্দম তুলে আনার ব্যবস্থা হলো। এখন বিদ্যুতের আলোয় তার কর্মীরা কাজ করে, বিদ্যুৎ শক্তিতে তার খনির কাজ হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন হলে সে একে একে তার সম্পত্তি বিক্রী করতে থাকে। ঠিক সময়ে সে ডসনের জমি ও কেবিন বিক্রী করে দ্যায় কারণ সে জানে পাঁচ বছর পরে ওই কেবিনের কাঠগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তার খনিগুলো এবং সম্ভাব্য সোনা সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি একটি কোম্পানীকে বিক্রি করে দ্যায়। গুজব যে সে নাকি কুড়ি থেকে তিরিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছে। কিন্তু সে নিজে জানে কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্কটা এগারো মিলিয়নের সামান্য কিছু বেশী হবে।

এতদিনে তার সেই বিশ্বাস বা প্রত্যয় বাস্তবায়িত হওয়ায় এবার সে

বাইরের জগতে পাড়ি দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

তার বিদায় দৃশ্যটাও ইউকনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। যাত্রার আগের দিন রাতে ইউকনের প্রতিটি মানুষকে সে আমন্ত্রণ জানালো উৎসবে যোগ দিতে। খাদ্য ও পানীয়ের এমন অঢেল ব্যবস্থা কেউ এর আগে ছাখেনি। বলা বাহুল্য পানাসক্তদের মধ্যে অনেকেই বরফের ওপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলো। তাপাঙ্ক তখন শূন্যের নিচে পঁচিশ ডিগ্রী। এই ঠাণ্ডায় ওই অবস্থায় পড়ে থাকলে এক ঘণ্টা পরে কেউ আর জীবিত থাকবে না। তাই জীবন-বাঁচানোর একটি দল ডেলাইট আগে থেকেই তৈরি রেখেছিলো। এরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে এইসব মানুষদের তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলো। বিদায়ের আগের রাতটাকে ডেলাইট স্মরণীয় করে তুলতে চেয়েছিলো কিন্তু একটিও মৃত্যু বা ঝগড়াঝাটির ঘটনা যাতে সেই রাতটিকে কলঙ্কিত না করে সেদিকেও তার খেয়াল ছিলো।

পরের দিন সকালে ডেলাইট সবাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'সিয়াটলে' তে গিয়ে উঠলো। স্টীমারের ডেক থেকে হাত নেড়ে আবার সবাইকে বিদায় জানালো। ঠাণ্ডা তখন শূন্যের নিচে তিরিশ ডিগ্রী। ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেই প্রতিটি লোক বেরিয়ে এসেছে তাকে বিদায় জানাতে। প্রত্যেকের চোখেই জল। স্টীমার তখন চলতে সুরু করেছে। ডেলাইট টুপিটা খুলে নাড়াতে লাগলো। তার চোখও জলে ভরে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে তার স্বদেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো। এই ভয়ংকর সুমেরু প্রদেশের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। একমাত্র এই দেশটাকেই সে চেনে এবং জানে। তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু সেই উদ্গত কান্নাকে রোধ করে টুপি নাড়িয়ে শেষবারের মতো অতিকষ্টে সে উচ্চারণ করলো:

'গুড বাই, ইউ-অল, গুড বাই!

দ্বিতীয় খণ্ড

বার্নিং ডেলাইট যখন স্যান ফ্রান্সিসকোতে অবতরণ করলো তখন তার খ্যাতি ম্লান হয়ে গিয়েছে। শুধু যে সে-ই মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে তা-ই নয় ক্লনডাইকও তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গিয়েছে। মানুষের আকর্ষণের বিষয় এখন অন্য কিছু। আলাস্কায় অভিযান স্প্যানিশ যুদ্ধের মতই এখন বাসি খবর। এই অবহেলা কিন্তু ডেলাইটকে উৎসাহিত করে তোলে। তার মনে হয় এখানকার খেলার জগৎটা অনেক অনেক বড়ো নইলে এগারো হাজার ডলারের মালিক ও তার অতীত ইতিহাস কখনই উপেক্ষিত থাকার কথা নয়।

সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে সে উঠেছে। ছোটো কাগজের কয়েকজন তরুণ রিপোর্টার তার একটি ইন্টারভিউ নিয়ে ছোট্ট একটু সংবাদ কাগজে ছাপে। ডেলাইট দিনের পর দিন সব কিছু ছাখে এবং শোনে। এই নতুন জগতের হাবভাব রীতিনীতি সে বোঝার চেষ্টা করে। এখানকার সংস্কৃতি ও কিংবা ক্ষমতার প্রকাশ কোনোটাতেই সে অভিভূত হয় না। তার কাছে এই জগৎটাও অন্য এক উষর প্রান্তর। কোথায় শিকার পাওয়া যাবে, কোথায় খানাখন্দ ও বিপদ সম্পর্কে সাবধান হতে হবে তার রীতিনীতি কি সবকিছু শেখার চেষ্টা করে সে। যথারীতি মেয়েদের সে এড়িয়েই চলে। এইসব ঝলমলে চমকদার জীবেরা এখানেও তার দিকে হাত বাড়াতে চায়। তার টাকাই যে শুধু তাদের আকৃষ্ট করে তা নয় তার অসাধারণ পুরুষালী সৌন্দর্যও তাদের সমানভাবে আকৃষ্ট করে। মাত্র ছত্রিশ বছর তার বয়স, সেই দিক দিয়ে তাকে এখনো নবীন বলাই চলে। রাস্তা দিয়ে যখন সে হেঁটে যায় তখন অনেক সুন্দরী নারীই তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। ঠাণ্ডা মাথায় দৃঢ়তার সঙ্গে ডেলাইট মেয়েদের মোকাবিলা করে যেভাবে অতীতে অনেক বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সে।

তবে মেয়েরা তার মাথা ঘামাবার বিষয় নয়। সে এখানে পুরুষের খেলা খেলতে এসেছে, মেয়েদের খেলা নয়। সেই পুরুষদের এখনো সে সঠিকভাবে চিনে উঠতে পারেনি। আপাতদৃষ্টে তাদের বড়োই কোমল মনে হয় অন্ততঃ শারীরিক দিক দিয়ে। তবে সে বুঝতে পারে এদের মধ্যে অনেকেরই কোমল শরীরের অন্তরালে পুরুষালী কাঠিন্য আছে। পৌরুষের

সঙ্গে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আশা করা যায় এরা খেলার নিয়ম কানুন সততার সঙ্গে মেনে চলে। তবে এদের মধ্যে কিছু বদ লোক এবং বিড়ালসুলভ ধূর্ত লোকও যে রয়েছে সে ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ।

স্যান ফ্রান্সিসকোতে কয়েক মাস কেটে গিয়েছে, ইতিমধ্যে এখানকার খেলার রীতিনীতি ও নিয়মকানুন সে বুঝে গিয়েছে। এখন সে একহাত খেলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে তার ভুল ইংরিজি ও কতকগুলি মুদ্রাদোষ শোধরানো। প্রাইভেট টিউটরের কাছে সে ইংরিজি শিখে নিয়েছে। যেমন তার যত্রতত্র 'ইউ-অল' ব্যবহার করা। একজনের সঙ্গে কথা বলার সময়েও সে 'ইউ-অল' ব্যবহার করতো। এই জাতীয় আরো কতকগুলি শব্দ ব্যবহারের অভ্যাস সে ছাড়তে পেরেছে। অন্যদিকে খাওয়া ও পোশাকের দিক দিয়েও সভ্য-জগতের কেতাদুরস্ত রীতিনীতি শিখে নিয়েছে।

একদিন টোনোক স্টক এক্সচেঞ্জে গিয়ে সে ফাটকায় অংশ নেয়। গতানুগতিক ফাটকাবাজদের মনে সে দারুণ চমক জাগিয়ে তোলে। দশ দিন পর তার নীট লাভ হয় পাঁচ লক্ষ ডলার। এই জয়ের স্বাদ তার খেলার ক্ষুধাকে আরো বাড়িয়ে দ্যায়।

এতদিনে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার শিরোনাম আবার সে দখল করে নিলো। বড়ো বড়ো অক্ষরে সব কাগজেই ছাপা হলো BURNING DAYLIGHT। দলে দলে রিপোর্টাররা এসে তার ইন্টারভিউ নিয়ে যেতে লাগলো। পুরনো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ঘেঁটে এলাম হার্নিশের রোমান্টিক ও দুঃসাহসিক কার্যাবলী পুনর্মুদ্রিত হলো। কোটি কোটি লোক প্রাতরাশের সময় খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে তুষারের অভিযাত্রী, ক্লনডাইক কিং এবং ফাদার অফ সাওয়ারডাফস* সম্পর্কে অনেক তথ্য খাবারের সঙ্গে সঙ্গেই গলাধঃকরণ করলো। ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই তাকে খেলায় নেমে পড়তে হলো। আত্মরক্ষার্থে তাকে অফিসও খুলতে হলো। তার কাছে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আসতে লাগলো। কিন্তু ডেলাইটের মনে হলো এরা সব ডাঙার হাঙর।

ইতিমধ্যে ডেলাইট আলটা-প্যাসিফিক ক্লাবে সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। এখানেই হোল্ডসওয়ার্দি নামে একজনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে

---

* সাওয়ারডাফস : আলস্কাতে যারা একাধিক শীত কাটিয়েছে তাদের বলা হয় সাওয়ারডাফস।

ওঠে। হোল্ডসওয়ার্দি শুধু ক্লাবের সহসদস্য হিসেবেই নয়, অনেকটা ভাইয়ের মতই তাকে স্নেহ করে। তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পরামর্শ ছ্যায় এবং স্থানীয় অর্থ নৈতিক জগতের চাঁইদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ছ্যায়। হোল্ডসওয়ার্দি থাকে মেনলো পার্কের কাছে। ডেলাইট তাঁর পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পারিবারিক জীবনের মাধুর্য সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। এছাড়া মানুষটির স্বভাব, কিছুটা তার ক্ষেপামি ডেলাইটকে মুগ্ধ করে। ফুল ভালোবাসে লোকটি আর পোলট্রি নিয়ে তার মাতামাতি দেখে অর্ধপাগল মনে হয়। এই মধুর দুর্বলতা লোকটির মনের স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। এই লোকটি সম্পর্কে ডেলাইটের মূল্যায়ন এই রকম: উচ্চাকাঙ্খা নেই, অল্পতেই সন্তুষ্ট।

কোনো এক সপ্তাহশেষে হোণ্ডসওয়ার্দি একটি ভালো ব্যবসার প্রস্তাব রাখে। গ্লেন এলানে ইট-খোলার ব্যবসা। ডেলাইট ধৈর্য ধরে ব্যবসাসংক্রান্ত বিবরণ শোনে। নিশ্চয়ই এটি একটি যুক্তিসংগত বিনিয়োগের ক্ষেত্র। তবে ডেলাইটের একমাত্র আপত্তি হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই ছোটো এবং তার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। তবু বন্ধুত্বের খাতিরে সে পঞ্চাশ হাজার ডলার বিনিয়োগ করলো। তার পক্ষে একদিক থেকে শিক্ষাটা ভালো হলো এই কারণে যে ব্যবসার জগতে কিছু বিশ্বাসী লোক আছে এই বিশ্বাস তার জন্মালো। কিন্তু বড়ো খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষুধাটা তার রয়েই গ্যালো। হোণ্ডসওয়ার্দির মতো ছোট্ট মানুষ নয় একজন সত্যিকার বড়ো মানুষের খোঁজ করতে লাগলো সে। ঠিক এই সময় বিখ্যাত জন ডাউসেটের সঙ্গে তার আলাপ হয়।

ডাউসেট ও নিশ্চয়ই ডেলাইটের নাম ও তার তিরিশ মিলিয়ন ডলারের গল্প শুনেছিলো কিন্তু সে নিজে থেকে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো।

এই প্রথম ডেলাইট একজন বিগ বিজনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে পরিচিত হলো। এই সেই জন ডাউসেট যে ঐকাধিক ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল-এর অন্যতম পরিচালক ও বহু উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা। লোকটির হার্দ্য ব্যবহার বনেদী আচরণ ডেলাইটকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে। লোকটির বয়স ষাট, মাথায় তুষারের মতো সাদা চুল। কিন্তু যখন সে করমর্দন করে তখন তাতে যেমন বলিষ্ঠতা থাকে, তেমনি থাকে আন্তরিকতা।

একদিন আলট্রা-প্যাসিফিক ক্লাবে এক বন্ধুর কাছে ডেলাইট উচ্ছসিত হয়ে জন ডাউসেটের প্রশংসা করছিলো। বন্ধুটি সিগারেটে টান দিতে দিতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলো। কিন্তু ডেলাইট তখন ককটেল অর্ডার দিতে ব্যস্ত থাকায় বন্ধুর এই অদ্ভুত তাকানো দেখতে পায়নি।

এর অল্প কিছুদিন পরেই ডেলাইট স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্কে চলে আসে। জন ডাউসেটের একটা চিঠিই তার নিউইয়র্কে চলে আসার কারণ। চিঠিটা পেয়ে ডেলাইট দারুণ উত্তেজিত বোধ করে। পনেরো বছর বয়সে প্রথম যেদিন উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছিলো আজকের উত্তেজনা তার সঙ্গেই তুলনীয়। সেদিন টম গলসওয়ার্দি নামে এক জুয়াড়ী তাকে টেবিলে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলো,—এসো কিড, এক হাত খেলবে এসো। আজও ডেলাইটের মনে হলো পনেরো বছর বয়সের সেই আমন্ত্রণের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো এক আমন্ত্রণ সে পেয়েছে। অনেক বড়ো টেবিল, অনেক বড়ো খেলায় সে অংশ নিতে চলেছে।

ছোট্ট চিঠিটায় লেখা ছিলো—"আমাদের মিঃ হাওয়াইসন আপনার হোটেলে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখন আমাদের আর দেখা হবে না। কথাবার্তা বলার পর আপনি সবই বুঝতে পারবেন।" চিঠিটা কিছুটা ধোঁয়াটে, দুর্বোধ্য। তবু ডেলাইট চিঠিটা বার বার পড়লো এবং উল্লসিত হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হলো অনেক বড়ো একটা খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ তার কাছে আসছে এবং খুব শীগগিরই আসছে।

যথারীতি মিঃ হাওয়াইসন ডেলাইটের সঙ্গে দেখা করে। তারই নির্দেশমতো একটি প্রাইভেট মোটর গাড়িতে চড়ে ডেলাইট সুদূর পল্লীর একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে পৌছয়। গাড়িটা কার তা ডেলাইট জানে না। অমন সবুজ লন ও দীর্ঘ ঝাউগাছের সারির মধ্যে এই সুন্দর বাড়িটা যে কার তাও ডেলাইট জানে না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময়।

ভেতরে যেতেই ডাউসেট তাকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর এলো নাথালিয়েন লেটন নামে এক বিজনেস ম্যাগনেট যার ছবি ডেলাইট খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় অনেকবার দেখেছে। মদ্যপানের আসর ধীরে ধীরে জমে ওঠে। পানের আসর জমে ওঠার একটু পরে লিয়ন গানেনহ্যামার এসে উপস্থিত হয়। উত্তরের দেশে সোনার সন্ধানে যেসব অভিযাত্রী গিয়েছিলো তাদেরই পরিবারের এক তরুণ সে। ডেলাইটকে তাদের

ব্যবসার অংশীদার হিসেবে পেয়ে সবাই যে অত্যন্ত খুশি এই কথাটাই ঘুরে ফিরে এই তিনজনের কথায় প্রকাশ পেতে লাগলো। এইসব বিজনেস ম্যাগনেটদের প্রশস্তিতে স্বভাবতই ডেলাইট অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলো।

ওয়ার্ড ভ্যালিতে বিশ্বের এক চতুর্থাংশ তামা পাওয়া যায়। এই ওয়ার্ডভ্যালির শেয়ার সংক্রান্ত ফাটকায় অংশীদার হবার জন্যেই ডেলাইটকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি এবং আনুমানিক লাভের পরিমাণ ডেলাইটকে অত্যন্ত বিশদ এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

এগারো মিলিয়ন ডলারের দশ মিলিয়ন ডলারের ও বেশি শেয়ার যখন কেনা হয়ে গেছে তখনই ডেলাইট জানতে পারলো গোটা ব্যাপারটাই ভুয়া। ওয়ালস্ট্রীটের* খবরের কাগজগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হলো "বার্নিং ডেলাইট নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে ;" "সহজে টাকা উপায় করতে গিয়ে আর এক ওয়েষ্টার্নারের পতন।" ইত্যাদি। খবরে আরো প্রকাশ পেলো ডেলাইটকে অনুসরণ করতে গিয়ে একটি যুবক আত্মহত্যা করেছে।

ডেলাইট কিন্তু ভেঙে পড়ার মানুষ নয়। জীবনে এভাবে কেউ তাকে বোকা বানায়নি। সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে কিন্তু টাকার জন্যে নয় সে বিচলিত বোধ করছে অন্য কারণে। তার গর্বের অনুভূতিতে এ এক প্রচণ্ড আঘাত। সুস্থ মস্তিষ্কে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করার জন্যে এবং ভবিষ্যতের পবিকল্পনা ছকে নেবার জন্যে সে কড়া মদ ককটেল মারটিনির অর্ডার দিলো। মদ্যপানের পর তার মাথা অনেক হাল্কা হয়ে গ্যালো! ওই তিনটি প্রতারককে খুন করার পরিকল্পনা ততক্ষণে সে নিয়ে নিয়েছে। মনে মনে সে বললো, ওই যুবকটিরও উচিত ছিলো আত্মহত্যা করার আগে এই পন্থা অবলম্বন করা।

ডেলাইট জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার বড়ো অটোমেটিক পিস্তলটা—কোল্টস ৪৪—বের করে আনলো। তারপর এক এক করে তাতে গুলি ভরে নিয়ে কোটের পকেটে রেখে দিয়ে আবার মার্টিনির অর্ডার দিলো। পান করতে করতে পরিকল্পনাটা আবার ছকে নিলো। রাত দশটা নাগাদ টেলিফোন ডাইরেক্টরী থেকে একটি ডিটেকটিভ এজেন্সীর ঠিকানা নোটবইতে টুকে নিলো। তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে একটি

* ওয়ালস্ট্রীট : আমেরিকার শেয়ার মার্কেট।

ট্যাক্সি নিলো। দু'বার ট্যাক্সি বদল করে ডিটেকটিভ এজেন্সীর রাত্রির অফিসে এসে হাজির হলো। কিভাবে কাজ করতে হবে সমস্ত পরিকল্পনাটা ছকে দিয়ে অবিশ্বাস্য পরিমাণ অগ্রিম টাকা দিয়ে সে ডিটেকটিভদের প্রায় অভিভূত করে ফেললো। এত টাকা এই সামান্য কাজের জন্যে তারা কোনোদিন পায়নি।

পরের দিন সকাল ন'টায় ডেলাইটের হোটেলের ঘরে ফোন বেজে উঠলো। ডিটেকটিভ এজেন্সী খবর দিচ্ছে; নাথানিয়েল লেটন ট্রেনে উঠেছে, জন ডাউসেট সাবওয়ে দিয়ে আসছে। লিয়ন গানেনহ্যামার এখনো রওনা হয়নি। এগারোটা নাগাদ খবর এলো: মিউচুয়াল সোলাণ্ডার বিল্ডিং-এ নাথানিয়েলের অফিসে তিনজনেই এসে গিয়েছে। সর্বশেষ ফোন পাওয়ার কয়েক মিনিট পরে ডেলাইট একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলো মিউচুয়াল সোলাণ্ডার বিল্ডিং-এর দিকে!

২

দরজা খুলে ডেলাইট যখন ঘরে প্রবেশ করলো তখন নাথালিয়েল লেটন কথা বলছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার কথা বন্ধ হয়ে গ্যালো। ডেলাইটকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে তিনজনকেই নিজেদের বিব্রতভাব চাপা দিতে অনেক কসরৎ করতে হলো। ডেলাইট যেন কিছুই লক্ষ্য করেনি এমন ভাব করে সোৎসাহে বললো,—এই যে ভদ্রলোকেরা কেমন আছেন।

কেউ কথা বলছে না দেখে ডেলাইট সরস ভঙ্গিতে বললো,—কী ব্যাপার আপনারা সবাই চুপচাপ কেন, আপনাদের পার্টনারকে কিছু ভালো কথা শোনান।

কারোকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ডেলাইট টেবিলের ওপর একগাদা কাগজ রাখলো। এতে রয়েছে চেক বই, দালালের রসিদ। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ডেলাইট কিছু লিখলো তারপর বললো,—এই যে আমার হিসেব। আমার খরচ হয়েছে দশ মিলিয়ন সাতাশ হাজার ডলার এবং আটষট্টি সেন্ট। এবার বলুন আপনাদের কতো খরচ হয়েছে এবং কতো লাভ হবে? আমাকে আবার বিকেলের ট্রেন ধরে স্যান ফ্রান্সিসকো ফিরতে হবে।

লেটন বললো,—এখনই তো হিসেবটা দেওয়া যাবে না। মিঃ হাওয়াইসন ও হেডক্লার্ক হিসেব কষছে। ইতিমধ্যে আমরা একসঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে পারি। আপনি ঠিক সময়েই ট্রেন ধরতে পারবেন।

বাকী দু'জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। যাক কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ডেলাইটের পরের প্রশ্নে তারা বুঝলো কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কিছু ঘটে যাবে।

—আপনারা আন্দাজে বলুন। এক মিলিয়ন এধার ওধার হলে কিছু এসে যাবে না।

লেটন এতটা মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে বললো,—দেখুন মিঃ হার্নিশ আপনি একটা ভুল ধারণা করে বসে আছেন। আপনার লোকসান গিয়েছে তবে তার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। এতো স্টক গ্যাম্বলিং-এর ব্যাপ্যার। এমন তো হতেই পারে।

ডেলাইট পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে বললো,—আমার পোকার খেলার কথা মনে পড়ছে। আপনাদের দান দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার আমার পালা। আমার পদ্ধতিটা আপনাদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। আমার পুরো টাকাটা ফেরৎ চাই।

হঠাৎ ধমকের সুরে ডেলাইট চিৎকার করে বললো,—মিঃ লেটন আপনার হাতটা সরিয়ে নিন। এই যে অস্ত্রটা দেখছেন এটা আটবার আভ্রান্ত লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

লেটনের একটি হাত পুস বাটনের দিকে এগোচ্ছিলো হঠাৎই তা অনড় হয়ে গ্যালো। ডাউসেট ছাড়া বাকী দু'জনের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুভয়ে তাঁরা কাঁপছে।

ডেলাইট আবার বললো,—আমার নাম বার্নিং ডেলাইট। মনে আছে তো? আমি ভগবান, শয়তান, মৃত্যু, ধ্বংস কোনো কিছুকেই ভয় পাই না। আমার টাকা ফেরৎ না পেলে অকালে তিনটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাউসেট বললো,—আমি দেখবো তোমাকে যাতে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যায়।

—হয়তো আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলবো কিন্তু সেই দৃশ্য দেখার জন্যে তোমরা তখন বেঁচে থাকবে না।

লেটন কাঁপতে কাঁপতে বললো, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মেরে ফেলতে

চাও না।

—না চাইনা কারণ ওতে খরচটা একটু বেশি পড়ে যাবে। তবে আমার টাকা ফেরৎ না পেলে……

ঘরের মধ্যে থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে এলো ডেলাইটের এই কথার পর। ডেলাইটই আবার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো।—যদি ওই দরজা খুলে যায়, যদি তোমাদের কেউ বেরিয়ে যাও কিংবা কিছু ঘটে তাহলে তোমাদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যে বলছি, আমার অস্ত্রটা সঙ্গে সঙ্গেই কাজ সুরু করে দেবে।

এতক্ষণে সবাই বুঝে গিয়েছে টাকা ফেরৎ না পেলে এখানে এই মুহূর্তেই ডেলাইট তিনজনকেই খুন করবে। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে এই মুহূর্তে পেপার কারেন্সিতে দশ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়।

এর পর টানা তিন ঘণ্টা ধরে মিটিং চললো। মিঃ হাওয়াইসন ও হেডক্লার্ককে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশবার ডাকা হলো। এইসব চলাকালীন ডেলাইটকে দেখা গ্যালো শান্ত নির্বিকারভাবে সিগারেট টানতে। তার কোলের ওপর তখন খবরের কাগজে মোড়া রয়েছে পিস্তলটা। অবশেষে একটা স্যুটকেশ নিয়ে আসা হলো। ডেলাইট স্যুটকেশটা খুলে একবার দেখে নিয়ে স্যুটকেশটা বন্ধ করে দরজার দিকে এগিয়ে গ্যালো। সেখানে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সে বললো ঃ

তোমাদের একটা কথা জানিয়ে রাখছি। আমি চলে যাবাব পর যদি পুলিশে খবর দাও, আমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করো তাহলে জেনে রেখো তোমাদের মৃতদেহ দেখে শেষ হাসিটা আমিই হাসবো।

ডেলাইটের নাটকীয় প্রস্থানের পর লেটন ফোন তুলতে যাচ্ছিলো। ডাউসেট আতঙ্কে চিৎকার করে বললো,—আপনি কি করতে চলেছেন?

—পুলিশ স্টেশনে ফোন করবো। এ তো দিনেদুপুরে ডাকাতি। এ আমি কখনই সহ্য করবো না।

ডাউসেট উঠে গিয়ে তার ক্ষীণদেহী পার্টনারকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো,—এখন থাক্। পরে কোনো এক সময়ে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো।

কিছুই আর ঘটেনি। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপনই রয়ে গ্যালো। এই তিনজনের মধ্যেই আজকের ঘটনাটা সীমাবদ্ধ রইলো। ডেলাইটও কোনোদিন কাউকে এই নিয়ে কিছু বলেনি।

৩

স্যান ফ্রান্সিসকোতে ফিরে ডেলাইট আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। যদিও তার এই মহিমা বা খ্যাতি ঈর্ষনীয় নয়। মানুষ তাকে ভালোবাসে না, ভয় করে। মানুষ তাকে জানে, যোদ্ধা, দানব কিংবা বাঘ হিসেবে। তার খেলাটাই হচ্ছে প্রতিপক্ষকে চূর্ণ করে দেওয়া। কেউ জানে না কখন সে আঘাত হানবে। আকস্মিকতা তার খেলার একটা বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিকতার প্রতি তার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই।

অন্যদিকে খাঁটি মানুষ বলেও সে পরিচিত। তার মুখের কথা লিখিত প্রতিশ্রুতির মতই খাঁটি। সে কিন্তু অন্যের কথায় বিশ্বাস করে না। 'ভদ্রলোকের চুক্তি' কথাটার ওপর তার আর আস্থা নেই। ডেলাইটের খেলায় বৈধ বিনিয়োগের কোনো স্থান নেই কারণ এতে ঝুঁকি নেই। ব্যবসার ফাটকার দিকটাই তাকে আকৃষ্ট করে। পাঁচ পারসেণ্ট সুদে নিরাপদ বিনিয়োগে তার অসুবিধা কারণ টাকাটা আটকা থাকে। তার হাতের কাছে সব সময় টাকা থাকা দরকার যাতে যখন যেখানে খুশি তা কাজে লাগানো যায়।

ডেলাইটের মধ্যে যে একটা বর্বর দিক আছে তার কারণ ব্যবসা নামক এই খেলার ওপর থেকে মোহের আবরণ সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নিউ ইয়র্কের অভিজ্ঞতা তার চোখ খুলে দিয়েছে। এখন ব্যবসার নগ্নরূপটাই সে দেখতে পায়।

তার মতে সমাজ হচ্ছে একটি সুসংগঠিত প্রতারকদের খেলা। প্রতি মুহূর্তে একটি করে শোষক জন্ম নেয়। এদের কাজ হচ্ছে শ্রমিকদের শোষণ করে তাদের কাজের ফসল অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ফায়দা লোটা। সে আজ পর্যন্ত কোনো সৎ শ্রমিককে পিয়ানো বাজাতে কিংবা মোটর চড়তে দেখেনি।

আধুনিক সুপারম্যানরা আসলে এক একটা ডাকাত। তারা সৎ কর্মীকে উপদেশ ছ্যায় "চুরি করো না।" এই নীতিবাক্যটি শুধু সৎ কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু সুপারম্যানরা এই সব নীতিবাক্যের অনেক উর্ধ্বে। তারাও নিশ্চয়ই চুরি করে কিন্তু এর জন্যে স্বধর্মীয়দের কাছে তারা সম্মান পায়। এই সম্মানের মাত্রা নির্ভর করে চুরির বিশালতার ওপর।

যতই বড়ো খেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে ততই ডেলাইটের কাছে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এই ডাকাতরা আবার সুযোগ বুঝে ডাকাতের ওপর ডাকাতি করে। এই কাজটাকে এরা বলে—"হাই

ফিনান্স।" ডেলাইটের মতে এরা এতই সুসংগঠিত যে রাজনীতির যন্ত্রটাকে প্রকৃতপক্ষে এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষানবীশ রাজনীতিক থেকে ইউনাইটেড স্টেট্স এর সেনেট পর্যন্ত এদের প্রভাব। সেনেট আইন পাশ করে এদের ডাকাতির সুযোগটা করে ছায়। পুলিশ, মিলিটারী—রাষ্ট্রের সব শক্তিই এদের স্বার্থে আইনকে প্রয়োগ করে।

ডেলাইট এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। কিন্তু সে ডাকাতদের ডাকাত। সর্বোচ্চ ডাকাতের সম্পদ লুটলেই তার আনন্দ। শ্রমজীবীদের সে শোষণ করে না কারণ ওরা বড়ো নিরীহ। ওদের শোষণ করার মধ্যে মজা নেই।

৪

ডেলাইটের জীবনে ডেডে ম্যাসন এলো। কিন্তু সে এসেছে অলক্ষ্যে। ডেলাইট ও ম্যাসনকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই দেখেছে। তার অফিসের সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে। পিওন, একমাত্র কেরানী মরিসন ও সুপারম্যানের ফাটকার ব্যবসার অন্যান্য আনুষঙ্গিকের অন্যতম একজন হিসেবে। এই তরুণীর চাকরির একমাস পরে যদি ডেলাইটকে প্রশ্ন করা হতো এই মেয়েটির চোখের রং কি তাহলে সে উত্তর দিতে পারতো না। অবচেতন মনে তার এইটুকু ধারণা আছে যে সে একটি সুশ্রী তরুণী। ঠিক একই ভাবে তার একটা ধারণা আছে যে মেয়েটি ক্ষীণাঙ্গী নয় কিন্তু সে স্থূলা কি না তার মনে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। মেয়েটির বেশবাসের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি না তাও সে জানে না। আসলে তার চোখ এদিক থেকে মোটেই অভিজ্ঞ নয়, এ ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই নেই। সে তাকে জানে মিস ম্যাসন হিসেবে, ব্যাস এইটুকুই। আর এও জানে স্টেনোগ্রাফার হিসেবে মেয়েটির কাজ খুবই ভালো।

একদিন সকালে চিঠি সই করবার সময় সে দেখলো সব বাক্যেই "আই উইল্" রয়েছে শুধু একটি বাক্যে রয়েছে "আই শ্যাল।" এই ব্যতিক্রমটা দেখে তার খটকা লাগে। বেল টিপতেই ডেডে ম্যাসন তার ঘরে ঢোকে।

—আমি কি এই বলেছিলাম।—বলেই সে চিঠিখানা ম্যাসনকে দেখিয়ে ব্যতিক্রমটা দেখায়।

ক্ষণিকের জন্য একটি বিরক্তির রেখা ম্যাসনের মুখে খেলে যায়, পরমুহূর্তেই অবশ্য সে আসামীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

—আমারই ভুল, আমি দুঃখিত। তবে ব্যাকরণগত ভুল এতে নেই।

—কি করে আপনি বলছেন এতে ভুল নেই। আমার তো কথাটা কানে লাগছে। তা ছাড়া আমার চিন্তাধারার সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই।

—কিন্তু তবু ওটা ঠিক।

—তাহলে কি বলতে চান "আই উইল"-গুলো ভুল? আমার কাছে যতো ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি আসে সবাই তো "আই উইল" লেখে। এদের মধ্যে কয়েকজন তো শিক্ষিত, কলেজে পড়া মানুষও আছে।

হ্যাঁ ভুল।—ডেডে ম্যাসনের উদ্ধত জবাব। একটু পরে অবশ্য সে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, আমি ভুল সংশোধন করে চিঠিটা নতুন করে টাইপ করে আনছি।

ডেলাইট মালিক, ডেডে ম্যাসন কর্মচারী। সুতরাং মালিকের মর্জি অনুযায়ীই কাজ হলো। তবু ডেলাইটের মনে একটা ধন্দ রয়ে গ্যালো। সেদিন বিকেলে ক্লাবে কয়েকজনকে সে প্রশ্ন করলো যাদের সে শিক্ষিত বলে জানে।—আচ্ছা "আই শ্যাল বি ওভার টু লুক দ্যাট অ্যাফেয়ার অন মানডে" ঠিক?

কেউ বললো, "আই উইল" ঠিক, কেউ বললো, "আই শ্যাল ঠিক", ডেলাইটের মন থেকে ধন্দ কিন্তু দূর হলো না। ক্লাব থেকে বেরিয়ে সে বইয়ের দোকান থেকে একটা গ্রামার বই কিনে হোটেলে ফিরে এলো। তারপর ঘণ্টাখানেক প্রাণান্তকর পরিশ্রম করলো এবং বুঝতে পারলো স্টেনোগ্রাফার ঠিকই বলেছে। এতদিন ডেডে ম্যাসন তার কাছে ছিলো অফিস সাজানোর অঙ্গবিশেষ এবং নারীজাতির অন্যতম একজন। কিন্তু এখন সে বুঝলো এই স্টেনোগ্রাফারটির ব্যবসাদারদের চেয়ে ব্যাকরণের জ্ঞান অনেক বেশি। এতদিনে ডেডে ম্যাসন তার কাছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। চিঠির মধ্যে "আই শ্যাল" যেমন উজ্জ্বল স্বাতন্ত্রে বিরাজ করছিলো এখন ডেলাইটের চেতনায় ডেডে ম্যাসনও তেমনি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দিলো।

পরের দিন সকালে ডিকটেশন দেবার সময় সে লক্ষ্য করলো তার স্টেনোগ্রাফারের বেশবাস সুন্দর, কেশবিন্যাস সুন্দর, সে সুশ্রী এবং আচার-আচরণে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে। সে যেখানে বসে আছে সেখানে জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় তার চুলের সোনালী দীপ্তিও ডেলাইটের চোখে পড়লো।

ডেলাইট ডিকটেশন দিতে সুরু করলো: "আই শ্যাল মিট ইউ

হাফওয়ে ইন দিস প্রপোজিসান।"

ডেডে ম্যাসন বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো। অনিচ্ছাকৃত এই তাকানো। বিস্ময়ের চমকেই সে তাকিয়েছিলো, পরমুহূর্তেই আবার সে চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু ওই ক্ষণমুহূর্তেই ডেলাইট মিস ম্যাসনের চোখের রং দেখতে পেয়েছে। ওই চোখ রুপোলি। পরে ডেলাইট লক্ষ্য করেছে ওই রুপোলি চোখের দৃষ্টিতে সোনালী আলোর দীপ্তি।

—আপনিই ঠিক, মিস ম্যাসন।—ডেলাইট অতি দ্রুত স্বীকারোক্তির কাজটা সেরে নেয়।

আবার মিস ম্যাসন চোখ তুলে তাকালো এবং সেই চোখে হাসির ঝিলিক।

কিন্তু তাহলেও ওটা শুনতে ভালো নয়।

এবারে মিস ম্যাসন সশব্দে হেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই নিজের আচরণের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ভুল করে বসে।

—আপনি খুব মজার মানুষ।

মিস ম্যসনের এই মন্তব্যে ডেলাইট কিছুটা অপমানিত বোধ করে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে,—আমি কথাটা মোটেই মজা করার জন্যে বলিনি।

—এই জন্যেই তো আমি হেসেছিলাম।

এর পরে "আই শ্যাল" দিয়েই বাক্যগুলি হলো এবং ডিকটেশন দেওয়া শেষ হলো।

টিফিনের সময়ে ডেলাইট লক্ষ্য করলো যখন কাজ থাকে না তখন মিস ম্যাসন বই অথবা ম্যাগাজিন পড়ে। একদিন মিস ম্যাসনের টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ডেলাইট ওর টেবিল থেকে কিপলিং-এর একটি কবিতার বই তুলে পাতা উল্টে দেখলো। কয়েকটা লাইন পড়েও দেখলো। দুর্বোধ্য উদ্ভট মনে হলো তার।

—আপনি বুঝি পড়তে ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ খুব।

আর একদিন ওয়েলস-এর একটি বই "দি হুইলস অফ চান্স" দেখে ডেলাইট প্রশ্ন করলো,—এটা কি বই?

—এটি একটি উপন্যাস, প্রেমের উপন্যাস।

ডেলাইট তখনো দাঁড়িয়ে। সুতরাং মিস ম্যাসনকে বইটি সম্পর্কে কিছু বলতেই হলো।—সাধারণ চাকরি করে এক যুবক। একদিন সে সাইকেল

নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। পথে একটি মেয়েকে দেখে তার খুব ভালো লাগে। পরে পরিচয় হয়। মেয়েটির সামাজিক অবস্থান ছেলেটির চেয়ে অনেক উঁচুতে। ওর মা একজন জনপ্রিয় লেখিকা। অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতি, দুঃখেরও বটে, ট্র্যাজিক। আপনি কি পড়তে চান?

—ছেলেটি মেয়েটিকে পেয়েছিলো?—ডেলাইট জানতে চায়।

—না। উপন্যাসের রস তো ওখানেই। না, ছেলেটি মেয়েটিকে পায়নি।

অপার বিস্ময়ে ডেলাইট প্রশ্ন করে তা সত্ত্বেও একবার পড়ার পর আবার এই বিশাল বইটা আপনি পড়েছেন?

ডেলাইটের মন্তব্য শুনে মিস ম্যাসনও কৌতুক অনুভব করে।

—আপনিও তো মাইনিং ও ফিন্যান্সিয়াল নিউজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়েন।

—আমি তো ওর থেকে কিছু পাই। ব্যবসার খবরাখবর। এই পড়ার ফলে আমি টাকা পাই। কিন্তু আপনি কি পান?

—পাই বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি, নতুন নতুন চিন্তা ও ভাব, এককথায় জীবনের বৈচিত্র্য।

—কিন্তু এর মূল্য তো এক সেণ্টও নয়।

—কিন্তু জীবনের দাম তো ক্যাশের চেয়ে অনেক বেশি।

পুরুষোচিত সহনশীলতা নিয়ে তখন ডেলাইট মন্তব্য করে—আনন্দ যখন পান তখন ঠিক আছে। রুচি নিয়ে তর্ক করা চলে না।

নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান সত্ত্বেও ডেলাইট উপলব্ধি করলো এই মেয়েটি অনেক কিছু জানে। একজন বর্বর যেন সংস্কৃতির উঁচু মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে এমন একটা অনুভূতিও তার হলো। এতদিন তার মনে হতো সংস্কৃতি একটা অপদার্থ ব্যাপার। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে সংস্কৃতির মধ্যেও এমন কিছু আছে যা সে কোনোদিন কল্পনা করেনি।

আরেকদিন মিস ম্যাসনের ডেস্কের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সে একটা ম্যাগাজিন দেখলো যেটা সে আগেও দেখেছে এবং নিজে বিশেষভাবে জড়িত। এতেই রয়েছে ভার্জিনকে জড়িয়ে তার নামে কেচ্ছা। বিশেষ প্রতিনিধি তাকে "লেডি কিলার" রূপে চিত্রিত করেছে। এতে তার ফটোও ছাপা হয়েছে।

এই ম্যাগাজিন সম্পর্কে মিস ম্যাসনকে সে কোনো কথাই বলেনি কিন্তু সে জানে মিস ম্যাসন তার সম্পর্কে কি ধারণা করে নিয়েছে অথচ

খবরটা মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা। আজই প্রথম ডেলাইটের মনে হলো তার মতো ভাগ্যহীন আর কেউ নেই। পৃথিবীতে এতো বই এত ম্যাগাজিন থাকতে এই ম্যাগাজিনটাই কেন মিস ম্যাসনের হাতে এসে পড়লো। কয়েকদিন পরে মিস ম্যাসনের মুখোমুখি বসে সে একটা অস্বস্তিকর অপরাধবোধ অনুভব করলো। মিস ম্যাসন চোখ তুলে তাকালেই তার মনে হয় বোধ হয় সে বিচার করার চেষ্টা করছে কি ধরণের লোক আমি।

একদিন মরিসনকে সামান্য চাপ দিতে সে মিস ম্যাসন সম্পর্কে অনেক কথা বলে যায়। ক্ষোভটাই অবশ্য বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে মরিসনের কথায়।

—বড়ো নাক উঁচু মেয়ে স্যার। আমাদের কোনো পাত্তাই দ্যায় না। অফিসের কাজটা অবশ্য ভালোই করে।

—কিভাবে তোমার এমন ধারণা হলো ?

স্যার একদিন আমি একসঙ্গে থিয়েটারে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উত্তরে কি বললো জানেন ? বললো,—"আমি খুব ঘুমোতে ভালোবাসি। আমাকে বার্কলেতে যেতে হয়। (ওখানেই ওর বাড়ি) কাজেই দেরী করে বাড়ি ফিরলে চলে না।

এই পর্যন্ত শুনে ডেলাইট তৃপ্তি বোধ করলো। মেয়েটি তাহলে সাধারণ নয় কিন্তু মরিসনের পরের কথা শুনে ডেলাইট বেশ আহত হলো।

—স্যার সব বাজে কথা। এসব হচ্ছে ওঁর দাম বাড়াবার কায়দা। আমি শুনেছি কলেজের ছেলেদের সঙ্গে উনি অনেকক্ষণ নাচে। তা ছাড়া ওঁর একটা ভালো ঘোড়াও আছে। বার্কলের পাহাড়ঘেরা রাস্তায় বিকেলে অনেকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান। আমি একদিন নিজের চোখে দেখেছি স্যার। স্যার খুব ভালো রাইডার উনি কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি কি করে ঘোড়া পোষেন। মাসে পঁয়ষট্টি ডলার তো মাইনে পায়। তা ছাড়া ওঁর একটি অসুস্থ ভাইও আছে।

—বাড়ির লোকের সঙ্গে থাকে ?—ডেলাইট প্রশ্ন করে।

—ওঁর কেউ নেই স্যার! বাবা দুধের ব্যবসা করতো তারপর মাইনিং করতে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে অকালে মারা যায়। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলো। ভাই একদিন শিকার করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফিরে আসে। অপারেশন করার পর একটি পা ছোটো হয়ে গিয়েছে। এখন ওকে ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটতে হয়। ডাক্তাররা ওকে নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ও এখন ফ্রেঞ্চ

হাসপাতালে আছে।

মিস ম্যাসনের ওপর এই বিভিন্ন দিক থেকে আলোক সম্পাতের ফলে ডেলাইটের আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু মিস ম্যাসনের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা তার অপূর্ণই থেকে যায়। ইচ্ছে হয় একদিন মিস ম্যাসনকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করার কিন্তু এজাতীয় প্রস্তাব করতে তার শিভালরিতে বাধে। যদি মিস ম্যাসন তার কর্মচারী না হতো তাহলে সে নিশ্চয়ই ওকে লাঞ্চে কিংবা থিয়েটার দেখতে যাবার আমন্ত্রণ জানাতো এবং সম্ভবতঃ প্রত্যাখ্যাত হতো না। কিন্তু মালিক হিসেবে তা পারে না। হয়তো মিস ম্যাসনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হবে। মালিকের ইচ্ছা কর্মচারীর ওপর আরোপ করা তার কাছে সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয় বলে মনে হয় না। এতো সুযোগ নেওয়া। তার ওপর রুটির জন্যে নির্ভরশীল বলে সে একজনকে বাধ্য করবে তার বাসনা চরিতার্থ করতে তা হয় না। না না এটা সম্মানিত ব্যক্তির মতো কাজ নয়।

ডেলাইট চিরকাল মেয়েদের ভয় করে এসেছে। ওদের পুরুষকে বেঁধে ফেলার প্রবণতা সম্পর্কে এখনো সে সচেতন। কিন্তু সেই ভয় একজন নারীকে জানা ও পাওয়ার সাম্প্রতিক বাসনাকে পরাস্ত করতে পারছে না।

৫

মিস ম্যাসনের সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ না পেয়ে ধীরে ধীরে ডেলাইটের মন থেকে এই আগ্রহটা সরে যায়। তার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ সব সময়েই তাকে এক জটিল আবর্তে ডুবে থাকতে হয়। যে খেলায় সে জড়িয়ে আছে, তার জটিল এবং তীক্ষ্ণ বাঁক ডেলাইটের শরীর ও মনের সবটুকু শক্তিকেই দাবি করে। সুতরাং সুন্দরী স্টেনোগ্রাফারের ছাপ তার মন থেকে একসময় ঝাপসা হয়ে যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই তাকে এক ভয়ংকর মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। কোস্টওয়াইজ স্টিম নেভিগেসান কোম্পানী, হওয়াইয়ান, নিকারাগুয়া এ্যাণ্ড প্যাসিফিক-মেক্সিকান স্টিমশিপ কোম্পানীর সঙ্গে তার এখন হাড্ডা হাড্ডি লড়াই চলছে। স্যান ফ্রান্সিসকোর সব কাগজগুলোই এখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোড়ার দিকে দু'একটি কাগজ অবশ্য তার পক্ষে ছিলো কিন্তু ডেলাইট যেহেতু কাউকে তোয়াজ করার পাত্র নয় তাই শেষ

পর্যন্ত একজোট হয়ে সব কাগজগুলিই তার দিকে কাদা ছুঁড়তে থাকে। খবরের কাগজের চরিত্র হননের ক্ষমতা কী সাংঘাতিক তা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। তার জীবনের যাবতীয় ঘটনাকেই এরা অপব্যাখ্যা করা সুরু করে দিয়েছে। আলাস্কায় তার বীরত্বব্যাঞ্জক স্মরনীয় ঘটনাবলীকেও এরা এমন কদর্থ করছে যাতে সাধারণের মনে হবে সে একটি নচ্ছার নোংরা স্বভাবের মানুষ। এইসব নোংরামির কোনো জবাব দেবে না বলেই সে সিদ্ধান্ত নেয়। তবে একবার সে মনের ভার ঝেড়ে ফেলার জন্যে ডজনখানেক রিপোর্টারকে এক হাত নিয়েছিলো।

—তোমাদের যতদূর সাধ্য নোংরামি করো আমার কিছু বলার নেই। তোমাদের এই নোংরামির চেয়ে অনেক অনেক বড়ো ব্যাপারে বার্নিং ডেলাইটকে মাথা ঘামাতে হয়। তবে আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না 'আই ডোণ্ট ব্লেম ইউ বয়েজ।'...তোমরা বড়ো অসহায়, একাজ না করে তোমাদের উপায় কি? তোমাদের তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। বিশ্বের বহু মেয়েকেই তো তোমাদের মতো জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে ভালো কোনো কাজ করার ক্ষমতা তাদের নেই বলেই। নোংরা কাজও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। একাজ করার জন্যে তোমরা টাকা পাও। তোমাদের মেরুদণ্ডের সেই জোর নেই যে এর চেয়ে পরিচ্ছন্ন কোনো কাজ করবে।

এইসব কথা বলে ডেলাইট স্যান ফ্রান্সিসকোর প্রেসকে পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপিয়ে তুললো। সাংবাদিকদের ক্ষমতায় যা আছে প্রেসের কালি ছুঁড়তে লাগলো। এক কথায় ডেলাইটের চরিত্র হননের কাজে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলো। একটি সম্পাদকীয়তে লেখা হলো সমাজের এই শত্রুকে এখনই ফাঁসি কাঠে ঝোলানো উচিত।

ডেলাইট যেন এক বিশাল ভল্লুক। মৌমাছিদের কামড় উপেক্ষা করেও মধুচক্র আক্রমণ করেছে। সংগ্রাম সুরু হয়েছিলো দুটি স্টীমসিপ কোম্পানীর সঙ্গে সেই সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠলো সিটি, স্টেট ও কন্টিনেণ্টাল কোস্টলাইন শিপিং কর্পোরেশনগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে। ঠিক আছে ওরা যখন যুদ্ধ চাইছে পাবে। এই-ই তো সে চেয়েছিলো। বৃহত্তর টেবিলে জুয়া খেলবে বলেই তো সে আলাস্কা থেকে বিদায় নিয়ে এখানে এসেছে। ডেলাইটকে সাহায্য করার জন্যে মঞ্চে আবির্ভূত হলো এক আইনজীবী। ডেলাইট তাকে অনেক টাকা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করলো। লোকটির নাম ল্যারি হেগান, এক তরুণ আইরিশ। প্রতিভাধর এই

লোকটি, যদিও ভিন্ন অর্থে। ডেলাইটের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার আগে তার এই প্রতিভা স্বীকৃতি পায়নি। হেগানের কেলটিক কল্পনার দৌড় এতই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে ঠাণ্ডা মাথার ডেলাইটকে তখন একে রুখতে হয়, শান্ত করতে হয়। হেগানের একটা নেপোলিয়ন সুলভ আইনের মন রয়েছে অর্থ্যাৎ ভারসাম্যের বড়ই অভাব। ডেলাইট এই ভারসাম্যটাই হেগানকে ছায়। এককভাবে এই আইরিশম্যানের পতন ছিলো অনিবার্য কিন্তু ডেলাইটের বুদ্ধির সাহায্য পেয়ে সে সাফল্যের রাজপথে এসে পৌঁছলো।

ল্যারি হেগানই ডেলাইটকে আধুনিক রাজনীতি ও শ্রমিক সংগঠনের জটিল চরিত্র, কমার্শিয়াল ও কোম্পানী আইন সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের এই চেহারা ডেলাইট স্বপ্নেও কোনোদিন কল্পনা করেনি। প্রকৃতপক্ষে হেগান যেন তার চোখ খুলে দিয়েছে। সুতরাং গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান এই পদ্ধতিতে দু'জনে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি স্থির করে নেয়। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিলো জাহাজ কোম্পানীগুলোর জয় অবশ্যম্ভাবী, ডেলাইটকে তারা পঙ্গু করে দেবে। তারপরেই আসল খেলাটা সুরু করলো ডেলাইট ও হেগান।

প্রথম আঘাতটা হানলো তারা অত্যন্ত মৃদু ধরনের। স্যান ফ্রান্সিসকোতে একটি ক্রিশ্চিয়ান এনডেভার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো। তারপর ৯২৭ নম্বর এক্সপ্রেস ড্রাইভার্স ইউনিয়ন ফেরি বিল্ডিং-এ কিছু ব্যাগের ওঠানো-নামানো নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললো। এতে কিছু লোকের মাথা ফাটলো, কিছু লোক গ্রেপ্তার হলো। এইসব সামান্য ঘটনা যে একটি ব্যাপকতর যুদ্ধের ভূমিকা নেবে তা কেউ-ই অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে চেহারা পালটাতে লাগলো। ড্রাইভারদের ওই ঝগড়া জাহাজ কোম্পানীর মালিকদের ইউনিয়ন হাতে তুলে নিলো। এদের সঙ্গে কাঁধ মেলালো জলপথের সব ইউনিয়নগুলো। ধীরে ধীরে ধর্মঘটের আকার নিলো তুচ্ছ বিরোধকে কেন্দ্র করে। তারপর রাঁধুনি ও পরিবেশনকারীরা কাজ করতে অস্বীকার করলো। যারা পশু বধ করে ও মাংস কাটে তারা অবৈধ রেঁস্তোরায় মাংস পরিবেশন করতে অস্বীকার করলো। দেখতে দেখতে সবরকম খাদ্যসরবরাহের ইউনিয়নগুলোই ধর্মঘটের ডাক দিলো। স্যান ফ্রান্সিসকো শহরের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গ্যালো।

এতো হলো শুধু স্যান ফ্রান্সিসকো শহরের কথা। হেগান ডেলাইটের পরিকল্পনা আরো সুদূরপ্রসারী। এরপর আসরে অবতীর্ণ হলো "প্যাসিফিক

স্লোপ সী মেনস ইউনিয়ন” নামে পরিচিত শক্তিশালী ইউনিয়ন। এরা জাহাজ চালাতে অস্বীকার করলো। ভাড়াটে নাবিক, ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে জাহাজ চালানোর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়া কিংবা আসা সবই বন্ধ হয়ে গ্যালো। জাহাজ কোম্পানীগুলোর অবস্থা হয়ে উঠলো সঙ্গীন। দিনের পর দিন পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে লাগলো। “যে কোনো মূল্যে শান্তি”র প্রার্থনা তখন সরব হয়ে উঠলো। কিন্তু ডেলাইটের গোপন হাত যতক্ষণ না উঠলো ততক্ষণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো না। তারপর শান্তি যখন এলো তখন তু' তিনটি কোম্পানীর লাল বাতি জ্বলে গ্যাছে, বাকীদের ক্ষত শুকোতে অনেকদিন লাগবে।

পরের বছরে ছাখা গ্যালো ইউনিয়ন নেতাদের গাড়ি বাড়ি হয়ে গিয়েছে, অনেকেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। ডেলাইটকে অবশ্য ‘খেলায়’ জেতার জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। টাকা তো জলের মতো খরচ হয়েইছে, অনেক রকম ‘কালো’ পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য সে বিবেকের দংশন অনুভব করেনি কখনো। স্যান ফ্রান্সিসকো যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলো সুতরাং সে তা গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। এও এক ধরনের খেলা। সব বড়ো ‘খেলোয়াড়’রাই একাজ করে, বরং তাদের কাজ আরো খারাপ।

একবার এক সাংবাদিক ‘মর‍্যালিটি’ ও ‘সিভিক ডিউটি’র কথা তুলতে ডেলাইট বলেছিল, এইসব নীতিকথা আমাকে শুনিয়োনা। আজ যদি তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে অন্য কাগজে যাও আর তারা যদি রেলের সম্পত্তি চুরির সমর্থনে লিখতে বলে তুমি তাই-ই লিখবে। একই খবরের কাগজ টাকার জন্যে একটা ন্যাক্কারজনক নীতি থেকে আর একটা ন্যাক্কারজনক নীতিকে আশ্রয় করে। এসব হয় কারণ প্রতি মুহূর্তে একজন করে শোষক জন্মাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ তা সহ্য করবে ততক্ষণ এই শোষণ চলবেই। স্যুগার ট্রাস্টের কথাই ধরো না কেন। নিউইয়র্ক সিটি থেকে এরা জল চুরি করেছে সাধারণ চোরের মতই। আবার ওদের মৃজার ওজন যন্ত্রে সরকারকে কম জিনিস সরবরাহ করছে। অতএব ‘মর‍্যালিটি, “সিভিক ডিউটি’—ওসব কথা ভুলে যাও ভাই।

৬

সভ্য জগতে এসেও ডেলাইটের কোনো উন্নতি হয়নি। একথা সত্যি যে সে এখন ভালো জামা কাপড় পরে, আচার-আচরণও অনেক মার্জিত হয়েছে, অনেক ভালো ইংরিজি বলে। জুয়াড়ী হিসেবে এবং মানুষকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে তার যোগ্যতা আরো বেড়েছে। জীবনের মানও অনেক বেড়েছে, কিন্তু বিনিময়ে তার আগের মানসিক ঔদার্য অনেক কমেছে। সভ্য মানুষের আবশ্যিক পরিশীলিত গুণগুলি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে অজ্ঞ। এখানে এসে সে অসূয়ক, তিক্ত ও পাশবিক হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া তার ওপর পড়েছে। বড়ো শোষকদেব সম্পর্কে সে সন্দিগ্ধ, শোষিতদের সম্পর্কে তার ঘৃণা; শুধু নিজের সম্পর্কে তার ভালো ধারণা। অপরের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাটুকুও না থাকায় অহং-কে শ্রদ্ধাভক্তি করাই হয়েছে তার একমাত্র কাজ।

দৈহিক দিক থেকেও তার অনেক অবনতি হয়েছে। আগের মতো তার পেশীগুলো আর লৌহ-সবল নেই। ব্যায়াম করে না, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খায়। ফলে তার ঘাড়ে মাংস জমেছে, ভুড়ি হয়েছে, গালে মাংস জমেছে, চিবুকে দুটি ভাজ পড়েছে, এছাড়া চোখের কোণে কালি জমেছে।

মানবিক সম্পর্ক বলতেও এখন তার কিছু নেই। একক ভাবে খেলতে গিয়ে যাদের সঙ্গে তার খেলার সম্পর্ক তাদের সহানুভূতি হারিয়ে সে সকলের কাছ থেকেই সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জাহাজ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে যখন তার সংগ্রাম চলছে তখন সব ব্যবসাদাররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্যান ফ্রান্সিসকোতে আসার পর যে ক্লাবের সে সদস্য হয়েছিলো সেই আলট্রা-প্যাসিফিক ক্লাব থেকে তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যদিও ব্যাপারটা তাকে গোপন রাখতে বলা হয়েছিলো কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষই সংবাদটা সংবাদপত্রের কাছে ফাঁস করে ছায়। সংবাদপত্র আবার ডেলাইটের বাধ্যতামূলক পদত্যাগের সংবাদটিকে মূলধন করে তার ওপর আক্রমণ চালায়। ডেলাইট অপমানটা নীরবে সহ্য করে যায় কিন্তু তার মনের খাতায় ক্লাব-মেম্বারদের নামের পাশে কালো ঢ্যারা পড়ে যায়। ভবিষ্যতে কোনো একদিন যে তাদের ওপর ক্লনডাইক কিং-এর অর্থ নৈতিক থাবা এসে পড়বে তা নিশ্চিত।

ডেলাইটের ওপর সংবাদপত্র-গোষ্ঠীর আক্রমণ চলেছিলো প্রায়

মাসখানেক। সে একটা ডাকাত, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী এবং লম্পট জনসাধারণের মনে এই ধারণাটা ভালোভাবেই গড়ে তুলতে পেরেছে তারা। এই পরিস্থিতিতে ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সব আশাই তার নির্মূল হয়ে গিয়েছে। তার দিকে কেউ যে সহৃদয় ভাবে তাকাতে পারে না সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ষাট থেকে পঁচাত্তর ডলার মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে সে ডেডে ম্যাসনকে ভুলে যেতে চেয়েছে। মাইনে বাড়ানোর খবরটাও সে মরিসনের মাধ্যমে জানিয়েছে। পরে মিস ম্যাসন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছে। ব্যাস এখানেই শেষ।

কোনো এক সপ্তাহ শেষে শহরের দূষিত আবহাওয়ায় শ্রান্ত ক্লান্ত ডেলাইট গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়ে। শহরের পরিবেশ থেকে মুক্তি ও দৃশ্যান্তরের আকর্ষণেই সে বেরিয়ে পড়ে যদিও নিজের কাছে সে কারণ দেখায় গ্লেন এলানের ইটখোলা পরিদর্শন করতে যাচ্ছে। 'ভালোমানুষ' হোল্ডসওয়ার্দি ইটখোলার পরিবর্তে তাকেই সোনার ইট বানিয়ে দিয়েছে।

রাতটা সে গ্লেন এলানের হোটেলে কাটায়। রবিবার সকালে স্থানীয় বুচারের কাছ থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে গ্রামের দিকে চলে যায়। প্রথম গ্রীষ্মের ঈষৎ উষ্ণ হাওয়া, উজ্জ্বল সূর্যালোক তার কাছে মদের মতই মনে হয়। অসচেতনভাবে সে বুক ভরে এই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়। দূরে সোনোমা পাহাড়ের কোলে নিবিড় অরণ্য। দূরের টিলাগুলোতেও সবুজের সমারোহ। মাথায় তার ব্যবসা সংক্রান্ত নানান চিন্তার জটলা, বৃক্ষশোভিত ওই টিলাগুলো যেন তাকে সস্নেহে আহ্বান জানায়। কোমর সমান তৃণভূমির মধ্য দিয়ে সে এগোতে থাকে। অজানা ফুলের :গন্ধ, মাটির গন্ধ, পাখির গান ততক্ষণে ডেলাইটের মনে তৃপ্তিদায়ক প্রভাব ফেলতে সুরু করেছে। অজস্র ফুলে ফলে ভরা বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে সে একটা ঝরণার সামনে এসে পড়ে। ঘোড়া থেকে নেমে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে সে স্বচ্ছ পরিশ্রুত জল পান করে। তারপর এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই সুন্দরের জগৎ যেন তাকে আবিষ্কারের আনন্দ দ্যায়। এই রূপমুগ্ধতার অনুভূতি তার আগে ছিলো না। এই বাতাস, এই দৃশ্য, দূরাগত পাখির গান সব কিছুই প্রাণভরে পান করতে করতে তার মনে হয় যেন কোনো পোকার খেলোয়াড় সারারাত খেলার পর ক্লান্ত শরীরে বাইরে বেরিয়ে এসে সকালের স্নিগ্ধ সরস তাজা হাওয়া উপভোগ করছে।

ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে সে আবার এগুতে থাকে। মাথায়

ওপর স্বচ্ছ নীল আকাশ। প্রাচীন বৃক্ষের ছড়ানো ডালপালার মধ্য দিয়ে আকাশটাকে মনে হয় জাফরীকাটা এক বিশাল চাঁদোয়া। হঠাৎই সে মুগ্ধ হয়ে থেমে যায়। সামনে তার বিশাল এক বন্য ক্যালিফোর্নিয়া লিলি ফুলের গাছ। গাছটা আটফুট তো হবেই। সোজা উঠে গেছে তার সবুজ সবল ডাঁটিগুলো। তারই মাথায় অজস্র তুষারশুভ্র ফুল। এমন অপরূপ দৃশ্য ডেলাইট কোনোদিন দেখেনি। ঘোড়া থেকে নেমে সে সেই মহত্তর সৌন্দর্যের প্রতিভূ লিলি ফুল গাছটির সামনে এসে দাঁড়ায়। মাথা থেকে সে টুপিটা খুলে ফ্যালে। মনে হয় যেন এক ধর্মীয় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন। এ এক ভিন্ন পরিবেশ। ঘৃণা বিদ্বেষ স্বার্থের সংঘাতের কোনো স্থান নেই এখানে। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মতই অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশ। গির্জার মতই মহান ও পবিত্র পরিবেশ। এই পরিবেশই মানুষকে মহত্তর চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। ডেলাইট যে সচেতনভাবে কিছু চিন্তা করছিলো তা নয় অবচেতন মনে এই ভাবগুলি তার মনে কাজ করছিলো।

সৌন্দর্যের মোহের ঘোরে ডেলাইট ঘুরে বেড়াতে থাকে। আরো কিছুটা এগিয়ে সে বিশাল বিশাল গাছকে মাটির ওপর পড়ে থাকতে ছাখে। পুরু শ্যাওলা জমেছে এই সব ভূপতিত বৃক্ষের দেহে। কোনোদিন মানুষের কুড়ালের আঘাত পড়েনি এই সব গাছের মূলে। এরা বয়সের ভারে কিংবা ঝড়ে পড়ে গিয়েছে। এদিকে কিছু চঞ্চল কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি পাখিদের উড়ে যাওয়া অজস্র ফুলের সমারোহ—সব মিলিয়ে ডেলাইটের মনে হলো তার মতো সুখী মানুষ বোধ হয় দুনিয়ায় দুটি নেই।

গ্লেন এলানের দিকে ফেরার পথে সে কোথাও সবজির বাগান কোথাও আঙুরের বাগান দেখলো। এক জায়গায় দুটি শিশুর কবর ও তার চোখে পড়লো। সেখানে কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে—"ছোট্ট ডেভিড : জন্ম ১৮৫৫, মৃত্যু ১৮৫৯" এবং ছোট্ট লিলি : জন্ম ১৮৫৩, মৃত্যু ১৮৬০।"

ডেলাইট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,—আহা, হতভাগ্য শিশুদ্বয়।

সামনেই একটি গোলা-বাড়ি। ডেলাইট সেই দিকে এগিয়ে যায়। একটি রোগা যুবককে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে যায়।

ছেলেটি জানালো সে ফার্ম চালায় না সে একজন টেলিগ্রাফ অপারেটার। দু'বছরের ছুটি নিয়ে সে আর তার স্ত্রী এখানে সামান্য ভাড়ায় বসবাস করছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু চাষবাস তারা করে।

যুবকটির প্রতি ডেলাইট ঈর্ষা অনুভব করলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টার

অভিজ্ঞতাতেই তার কী ভালো লাগছে আর এই ছেলেটি কিনা এই পরিবেশের মধ্যে থাকে।

—ছুটি ফুরোলে তোমরা আবার শহরে চলে যাবে?

হ্যাঁ যেতেই হবে। তবে আমরা গ্রামের মানুষ শহরে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ি। কিছু সঞ্চয় করতে পারলে হিলার্ডের কাছ থেকে কিছুটা জমি কিনে আমরা এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবো।

হিলার্ড এক বিরাট ধনী ব্যক্তি। গোটা উপত্যকাটিরই মালিক সে। তার আয়ের প্রধান উৎস ইটখোলার জন্যে মাটি বিক্রি।

যুবক ও তার স্ত্রী ডেলাইটকে দুপুরের আহারের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। ডেলাইট বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে গ্লেন এলানের দিকে নেমে আসতে থাকে। কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর সে দেখতে পায়। ঘরের দরজা জানলা খোলা কিন্তু ঘরে কেউ আছে বলে তার মনে হলো না। কুঁড়ে ঘর আর পথের মাঝখানে এক বৃদ্ধকে সে দেখতে পায়। বৃদ্ধের এক হাতে এক বালতি দুধ। দুধের ফেনা এখনো মরেনি। বৃদ্ধের মাথায় টুপি নেই, তুষার শুভ্র তার চুল ও দাড়ি। বৃদ্ধের চোখে মুখে কী এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধ আলোর দীপ্তি। ডেলাইটের মনে হলো জীবনে সে এমন সুখী মানুষ ছাখেনি।

পিতৃসম্বোধনে আহ্বান করে ডেলাইট জিজ্ঞেস করে, কত বয়েস হলো?

—চুরাশি। উত্তর দিলো বৃদ্ধ।

—এখানে তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করো না?

—কেউ কেউ তো ভীড়ের মধ্যেও নিঃসঙ্গ বোধ করে। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর কিছুদিন নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলাম। এখন বেশ আছি। এখানে আমি চুয়ান্ন সাল থেকে আছি।

চালিয়ে যাও বাবা। তোমার শরীরে এখনো তরুণ রক্ত বইছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে ডেলাইট অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর ডেলাইটের মনে হয় এখানে এসে থাকতে পারলে বেশ হতো। বৃদ্ধের দৃষ্টান্ত তাকে অনুপ্রাণিত করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই স্যান ফ্রান্সিসকোর বড়ো খেলা তার বাসনাকে নস্যাৎ করে ছায়। ডেলাইট তখন মনে মনে বলে আমিও নিশ্চয়ই চুরাশি বছর বাঁচবো। তখন আমি এখানে এসে থাকবো।

৭

সোমবার শহরে ফিরে না গিয়ে সে আর একটা দিন গ্লেন এলানে থেকে যায়। ভোর ভোর সে বেরিয়ে পড়ে উপত্যকা অতিক্রম করে পূব দিকের পাহাড়ের পাদদেশে এক পরিত্যক্ত খনি দেখতে। এখানে অজস্র মদ তৈরির আঙুরের চাষ হয়। এক বৃদ্ধাকে জমিতে সার দিতে দেখে সে ডেকে বলে,—কি বুড়ি মা একাজ করার জন্যে কোনো পুরুষ নেই তোমার বাড়িতে ?

বুড়ি মুখ তুলে একগাল হেসে বলে,—তুমি এখানে এলে কি করে ? চলে এসো আমার বাড়িতে, এক গেলাস মদ খাবে চলো।

বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে এসে ডেলাইট দেখতে পায় হস্তচালিত একটি মদ তৈরির মেসিন।

বুড়ির সংসারে কোনো পুরুষ নেই। সে আর তার মেয়ে এখানে থাকে। মেয়ে কিছুদিন আগে বিধবা হয়েছে। বুড়ির মেয়ে এখন নিচের রেল স্টেশনে মদ বিক্রি করতে গিয়েছে। সে ফিরবে সন্ধ্যার পর।

বেশ কয়েক গেলাস রেইসলিং মদ সে খেলো। এই মদ তারা হোটেল ওয়ালাদের কাছে গ্যালন প্রতি বাইশ সেণ্টে বিক্রি করে যা হোটেল ওয়ালারা আট নয় ডলারে বিক্রি করে। তাও এত ভালো খাঁটি রেইসলিং নয়। দুটি দরের মধ্যে ফারাক থাকছে কম করে সাত ডলার আটাত্তর সেণ্ট। ডেলাইটের আবার মনে হলো প্রতিটি মুহূর্তে একজন করে শোষক জন্মাচ্ছে। কিন্তু কাউকে সে দোষ দিতে পারে না। এই-তো জগতের খেলার নিয়ম, অধিকাংশই হারে, জেতে মাত্র কয়েকজন।

—বুড়ি মা তোমার বয়েস কত হলো।

—আগামী জানুয়ারীতে উনসত্তরে পড়বো।

—প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তোমাকে। আমার তো তাই মনে হয়, কবে বিশ্রাম নেবে।

বুড়ি কিছু বললো না। বোধহয় কি উত্তর দেবে ঠিক করে উঠতে পারলো না।

—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে তোমার ?

বুড়ি মাথা নেড়ে সায় দ্যায়।

তাহলে তোমার কোনো চিন্তা নেই। ডেলাইট বুড়িকে আশ্বাস দ্যায়। কিন্তু ডেলাইট অবাক হয়ে ভাবে সত্যিই ঈশ্বর বলে কি কেউ আছেন। যদি থাকেন তাহলে প্রতি মুহূর্তে একজন করে শোষক জন্মায়

কি করে? বুড়ি মা যদি তুমি রেইসলিং এর দাম গ্যালন প্রতি এক ডলার পাও তাহলে সেই টাকা দিয়ে কি করবে?

বুড়ি একটু ভেবে বলে, নকল দাঁত লাগাবো (বুড়ির একটিও দাঁত নেই), বাড়িটা মেরামত করবো।

—তারপর?

—তারপর আর কি? একটা কফিন কিনবো।

ডেলাইট মদ খাওয়ার দাম হিসেবে বুড়িকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বলে,—এই দিয়ে তোমার শখ মিটিও।

বুড়ির বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সামনে দিয়ে ডেলাইট বেরিয়ে আসে। ম্যানজানিটা ও ওক গাছের বনপথ দিয়ে এগিয়ে যায় সে। বিকেলের দিকে হঠাৎই ছোটখাটো একটি মানুষ তার পথরোধ করে দাঁড়ায়।

লোকটি তার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে বলে, মনে হচ্ছে আপনি শহরের দিকে যাচ্ছেন। দয়া করে আমার চিঠিটা পোস্ট করে দিলে বাধিত হবো।

—নিশ্চয়ই দেবো। ডেলাইট চিঠিটা কোটের পকেটে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করে—আপনি বুঝি এখানেই কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

লোকটি ডেলাইটের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

—আপনাকে আমি চিনি। আপনার নাম এলাম হার্নিশ। কাগজওয়ালারা আপনার নাম বার্নিং ডেলাইট বলে উল্লেখ করে। আমি কি ঠিক বলছি?

ডেলাইট নীরবে সমর্থন সূচক ভঙ্গি করে।

—কিন্তু কি কারণে এই ওক অরণ্যে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

—ব্যবসার ঢাক পেটাতে এসেছি।

লোকটি হেসে বলে একটু আগেই আমি চিঠি লেখা শেষ করে কিভাবে পোস্ট করা যায় ভাবতে ভাবতে পথে বেরিয়ে এসেছিলাম। ভাগ্য ভালো আপনার সঙ্গে দেখা হলো। আপনার অনেক ছবি আমি কাগজে দেখেছি। ঠিক চিনতে পেরেছি আপনাকে। আমার নাম ফার্গুসন।

—আপনি কি এখানেই থাকেন? ডেলাইট আবার প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ এখানে অনেকটা জমি নিয়ে আমার আবাস। অনেক রকম ফলের গাছ লাগিয়েছি। আমার বাড়ির পাশে একটি ঝরণাও আছে। এত মিষ্টি জল আপনি কোনোদিন খাননি। আসুন না, পরীক্ষা করেই দেখবেন।

ডেলাইট ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে দ্রুতগামী লোকটির অনুসরণ করলো। ঘন নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই ডেলাইট পরিষ্কার আলোকিত একটি প্রাঙ্গনে এসে হাজির হলো। একদিকে আরণ্যক প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের বন পরিষ্কার করে বসতি গড়ার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ হয়েছে এখানে। পাহাড়ের কোলে এক নির্জন আশ্রয়। অত্যন্ত উর্বরা মাটি এখানকার। সবল সতেজ ওক গাছ এবং ফার্গুসনের সবজির বাগানের তরতাজা চেহারা দেখে ডেলাইটের চোখে মুখে মুগ্ধতার ছাপ পড়ে।

ফার্গুসন বুঝতে পারে ডেলাইট খুশি হয়েছে। খুশি ফার্গুসনও। খুশির আবেগে ফার্গুসন বলতে থাকে;—এখানকার সব গাছ পালাই আমার হাতে লাগানো, আমার যত্নেই এরা বড়ো হয়েছে।

ফার্গুসনের ঘরখানাও আর এক বিস্ময়। সারা ঘরে বই আর ম্যাগাজিনে ঠাসা। সারা ঘর জুড়ে দেয়াল-তাকে সুন্দর ভাবে সাজানো বই। ডেলাইটের মনে হলো জীবনে কোনোদিন একই জায়গায় এত বই সে ছাখেনি। এ ছাড়া দুই তাকের মধ্যবর্তী স্থানে বন্য জন্তুর ট্যান করা চামড়া ঝোলানো।

ফার্গুসন গর্বিত স্বরে বলে, ওই জন্তুগুলো আমারই শিকার করা এবং আমারই ট্যান করা।

ডেলাইট সানন্দে ফার্গুসনের আতিথ্য গ্রহণ করে। ফার্গুসন তারই শিকার করা জ্যাক-র‍্যাবিটের মাংস রান্না করে। খাওয়ার পর দু'জনে যার যার প্লেট ধুয়ে ধূমপান করে। নানা বিষয়ে তারা আলোচনা চালায় তখন।

ডেলাইটের মনের মধ্যে অনেকক্ষণ থেকেই একটা প্রশ্ন ঘোরা-ফেরা করছে যার কোনো সদুত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না। এই শিক্ষিত মানুষটি এই নির্জন বনভূমিতে কেন বাস করছে? মনে হয় না আধ্যাত্মিক কোনো কারণ আছে। তারপর এক সময় সে প্রশ্ন করে বসে।

—দেখুন মিঃ ফার্গুসন যখন থেকে আমরা মিলিত হয়েছি তখন থেকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনার মাথার কোনো স্ক্রু ঢিলে কি না। বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো? এখানে আপনি কি করতে এসেছেন? কেন এসেছেন? এখানে আসার আগে আপনি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন সবিস্তারে সব বলুন।

প্রশ্ন শুনে ফার্গুসন খুশিই হলেন।

প্রথমতঃ ডাক্তাররা বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়তো আর

কয়েকটা মাস বাঁচবো এই তাদের ধারণা হয়েছিলো। ডাক্তারদের নির্দেশে আমি ইউরোপ ও হাওয়াই দ্বীপের স্যানাটোরিয়ামে অনেক দিন কাটিয়েছি। তারা আমার দেহে ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগ করেছে, জোর করে খাইয়েছে, উপবাস করিয়েছে। বলতে গেলে চিকিৎসার অনেকগুলি পদ্ধতি সম্পর্কেই আমি স্নাতক হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু ডাক্তারদের বিল মেটাতে মেটাতে আমি নিঃস্ব হয়ে যাই। আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার দুটি কারণ। প্রথমতঃ আমি দুর্বল হয়েই জন্মেছিলাম দ্বিতীয়ত: আমি ছিলাম "টাইম ট্রিবিউন" পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ধকল আমি সহ্য করতে পারিনি। তারপর সব কিছু ছেড়েছুড়ে আজ থেকে পনেরো বছর আগে এই "ভ্যালি অফ দি মুন" এ এসে বসবাস করছি। জানেন তো সোনোমা ভ্যালির এই নামকরণ করেছে রেড ইণ্ডিয়ানরা। যাই হোক এই কেবিন থেকে সব কিছুই আমার তৈরী। এখানে স্থায়ী হবার পর বইগুলো আনিয়ে নিয়েছি। জানেন, সুখ শান্তি এবং সুস্বাস্থ্য কাকে বলে আগে আমি জানতাম না। আচ্ছা বলুন তো আমাকে দেখে কি মনে হয় যে, আমার বয়স সাতচল্লিশ।—না। চল্লিশের একটি দিনও বেশি নয়।

কথা বলতে বলতে ডেলাইট এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার চেষ্টা করে। তার পাশে যে মানুষটি বসে আছে সেই লোকটি সিনিক্যাল নয়। শহরবাসীদের দিকে তাকিয়ে সে হাসে। তাদের সে উন্মাদ বলেই মনে করে। এই একটি মানুষ যার টাকার মোহ নেই। ক্ষমতার মোহ নেই। এই সবের আকর্ষণ সে অনেক দিন আগেই ছেড়ে এসেছে।

মিঃ ফার্গুসন এবার ডেলাইটকেই প্রশ্ন করলেন।

—মিঃ ডেলাইট স্যান ফ্রান্সিসকোতে আপনার যুদ্ধ এবং বিজয় কাহিনী আমি পড়েছি। জানবেন আমার কল্পনাকে আপনি স্পর্শ করতে পেরেছেন। আপনি একজন জন্মযোদ্ধা তা আমি জানি। তবে আপনাকে বলছি অন্যান্য শহরবাসীদের মতই আপনিও উন্মাদ। ক্ষমতা লিপ্সা! সাংঘাতিক এর মোহ। কেন আপনি ক্লনডাইক ছেড়ে চলে এলেন? কিংবা সব চুকিয়ে দিয়ে আমার মতো শান্তির জীবন বেছে নিলেন না? এবারে আপনি বলুন এবং আমাকে শুনতে দিন।

দু'জনে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত গল্প করে ফেরার পথে এই ভ্যালির একটা অংশ কেনার আইডিয়া ডেলাইটের মাথায় খেলে যায়। এখানে

এসে এখনই বসবাসের কোনো ইচ্ছা তার নেই কারণ তার খেলার জায়গা হচ্ছে স্যান ফ্রান্সিসকো। তবে জায়গাটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। অফিসে ফিরেই তাই সে হিলার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ইঁট খোলার মাটি সরবরাহের জায়গাটা সহ ক্যান্সির একটা অংশ সে কিনতে চায়। ক্লে-পিট-টা তার দখলে এলে হোল্ডসওয়ার্দিকে সে এক হাত নিতে পারবে।

৮

সময় বয়ে যায় এবং ডেলাইটও তার খেলার মধ্যেই জড়িয়ে গেছে তবে খেলার চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। যে নামগুলির পাশে কালো চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলো সে, এখন চলছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার পালা। ল্যারি হেগান ছাড়া তার আর কোনো বন্ধু নেই। যদিও নতুন যে ক্লাবের সে সদস্য হয়েছে সেই রিভার সাইড ক্লাবের নীতিহীন পরিচালকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই!

ইতিমধ্যে তার প্রতি স্যান ফ্রান্সিসকোর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। তারা এতদিনে বুঝতে পেরেছে ডেলাইট শুধু গ্যাম্বলারদেরই শত্রু তাই তারা খুশি মনে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। দু'একটা সংবাদপত্র ছাড়া বাকীদের আচরণ না শত্রু না বন্ধু গোছের।

ডেডে ম্যাসন এখনো তার অফিসে আছে। সে আর তার সঙ্গে বই নিয়ে আলোচনা করে না, গ্রামার নিয়েও নয়। মেয়েটির প্রতি এখন আর তার আগ্রহ নেই। সে এখন তার কাছে একটা আনন্দের স্মৃতির মতো। তবে মিস ম্যাসনের চুলের রং, তার মুদ্রাদোষ, তার শরীরের রেখা সব কিছুই ডেলাইটের নখদর্পণে। ছ' মাস পরে সে তার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে। মিস ম্যাসন ছুটিতে গেলে তার পরিবর্তে যে মেয়েটিকে রাখা হয়েছিলো তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি ফলে তার এখন কাজও অনেক কমে গিয়েছে। এই দু'জনের জন্যে আলাদা ঘরেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে ডেলাইট মাঝে মাঝে মিস ম্যাসনকে বিচার করার চেষ্টা করে। সে লক্ষ্য করেছে মিস ম্যাসন তার সুন্দর শরীর সম্পর্কে খুবই সচেতন। শরীরটা যে তার একটি মূল্যবান সম্পদ তা সে জানে। জানে বলেই সাজপোশাকের বৈশিষ্ট্য সে বজায় রাখে। ডেলাইট

অন্য অফিসের মেয়েদের সঙ্গে মনে মনে মিস ম্যাসনের তুলনা করে দেখেছে। তুলনা করে তার মনে হয়েছে মিস ম্যাসন সত্যিই অনন্যা।

যতই সে তাকে ছ্যাখে, যতই সে তার সম্পর্কে জানে ততই তার কাছে প্রস্তাব করা তুরূহ মনে হয়। কিন্তু যেহেতু প্রস্তাব করার কোনো বাসনা তার নেই তাই এই ব্যাপারটা একটা অপ্রিয় সত্যের মতো হয়ে থাকে। সে তার অফিসে আছে এবং থাকবেও এতেই সে খুশি।

সময়ের পরিবর্তনে ডেলাইটের কোনো উন্নতি হয়নি। দৈহিক এবং মানসিক সব দিক থেকেই তার অবনতি হয়েছে। মদ্যপানের পরিমাণ বেড়েছে, এতেই সে একরকম আনন্দ পায়। এছাড়া তার লাল রঙের বড়ো মোটর গাড়িতে তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া এই তার দ্বিতীয় আনন্দ।

অধঃপতনের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারে সংসারে এমন কিছুই নেই। ধর্ম তাকে ছেড়েছে, "অনেক কা ॥ আগেই মারা গিয়েছে"—সে বলে। ঈশ্বর তো খেয়ালী, ধরা-ছোঁয়ার অতীত একটা পাগলামীর নাম, ভাগ্য নামে যার পরিচয়। এই ভাগ্যই তাস বণ্টন করে। ছোট্ট শিশু যে তাস পায় তাকেই সে হাত বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। এই তাস নিয়েই তাকে খেলতে হবে। এর মধ্যে কোনো সুবিচার নেই। তাস খেলাটাই হচ্ছে জীবন, খেলোয়াড়রা হচ্ছে জীবন, পৃথিবীটা হচ্ছে খেলার টেবিল। সব শেষে লাকি অথবা আনলাকি। কারো হাতের তাস তাকে রাজা, উজীর বানাচ্ছে, কেউ পাগলা গারদে আশ্রয় পাচ্ছে, কেউ বা তুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

তার নিজের ক্ষেত্রে বলা যায় সে ভাগ্যবান। যদিও সব তাস সে এখনো দেখেনি। কেউ বা কিছু একদিন হয়তো তাকে ফেলে দেবে। উন্মাদ ভগবান সেই ভাগ্য হয়তো ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। ডাকাতের দল তার অর্থভাণ্ডার লুঠ করে নিতে পারে। হয়তো আজই তার মোটর-গাড়ি ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে কিংবা একটা সাইনবোর্ড খসে পড়ে তার মাথা গুড়ো গুড়ো করে দিতে পারে। তাছাড়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তো আছেই। এই তো সেদিন ডক্টর লী বাসকস্ তার সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক তরুণ। তিন দিন পরেই তিনি মারা গেলেন। নিউমনিয়া, রিউমাটিজম অফ দি হার্ট এবং ঈশ্বর জানেন আর কি কি কারণ এই অকালমৃত্যুর। ডেলাইটের জাগ্রত

চেতনায় এই জাতীয় চিন্তা আর একটা নতুন আঘাত। তার সময় কখন আসবে কে বলতে পারে ? ইতিমধ্যে তাস খেলা ছাড়া কীই বা করার আছে অতএব যুদ্ধ—প্রতিশোধ এবং ককটেল।

৯

কোনো এক রবিবার বিকেলে ডেলাইট বিশাল এক মোটরগাড়িতে জয় রাইডে বেরিয়ে পড়লো। গাড়িটা অবশ্য তার নয়। সুইফট ওয়াটার বিলের। বিল ভাগ্যের আশীর্বাদপুষ্ট আর এক সন্তান।

মজাদার দল, দিনটাকেও তারা মজায় উপভোগ করেছে। ওকল্যাণ্ড যাওয়ার পথে তিনবার তারা গ্রেপ্তার হয়েছে জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে। টেলিফোনে তাদের চতুর্থবার গ্রেপ্তারেব সংবাদ আসছে এই আশংকায় তারা পাহাড়ের ব্যাক রোড ধরে এগোতে থাকে। বার্কলেতে পৌঁছে একটা বাঁক ঘুরতেই তারা একটা গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। গেটের ভিতরের দিকে একটি তরুণীকে ঘোড়ায় চড়ে লঘু ছন্দে ভ্রমণ করতে তারা দেখতে পায়। মেয়েটিকে ডেলাইটের চেনা চেনা মনে হয়। মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে ডেলাইট বুঝতে পারে এ আর কেউ নয়, মিস ডেডে ম্যাসন। ডেলাইটের তখন মনে পড়ে যায় মরিসন তাকে বলেছিলো যে মিস ম্যাসনের একটি রাইডিং হর্স আছে। এদিকে বিল উত্তেজিত হয়ে একটি হাত দিয়ে সামনের সিট আঁকড়ে ধরে অন্য হাতটি বাইরে নাড়াতে সুরু করেছে। আর তার বিখ্যাত শিসটাও দিতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে ডেলাইট তার কাঁধে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে ছায়।

বিল তোতলাতে তোতলাতে বলে,—এই তরুনীকে তুমি চেনো ?

—নিশ্চয়ই চিনি।

ঠিক আছে। তোমার সুরুচির জন্যে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

একটু পরে গাছের আড়ালে মিস ম্যাসন ঢাকা পড়ে যায়। ডেলাইট তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়। ভাগ্য তার ভালোই বলতে হবে যে, মিস ম্যাসন হুল্লোড়বাজদের সঙ্গে তাকে দেখতে পায়নি।

সোমবার সকালে ডিকটেশন দেবার সময়ে ডেলাইট নতুন আগ্রহে মিস ম্যাসনকে দেখলো যদিও বাহ্যতঃ সে কিছুই প্রকাশ করলো না। গতানুগতিক কাজ গতানুগতিকভাবেই সম্পন্ন হলো।

পরের রবিবার বিকেলে ডেলাইট আবার ঘোড়ায় চড়ে পিয়েডমন্ট পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গ্যালো। সুদীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়িয়েও সে ডেডে ম্যাসনকে দেখতে পেলো না। যদিও সে পিছন দিকের সব রাস্তায় এবং গেটগুলির কাছ দিয়েই ঘোড়া চালিয়েছে। বার্কলেতেও ডেডে ম্যাসনকে দেখতে পেলো না সে। বার্কলেতে সে অনেক বাড়ি দেখতে পেলো। অনুমান করার চেষ্টা করলো কোন বাড়িটা মিস ম্যাসনের হতে পারে। তার সঠিক মনে আছে অনেকদিন আগে মরিসন তাকে বলেছিলো যে মিস ম্যাসন বার্কলেতে থাকে। এবং মিস ম্যাসন সেদিন বার্কলের দিকেই যাচ্ছিলো সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে সে বাড়িতেই ফিরছিলো।

একটা নিষ্ফল দিন অন্ততঃ মিস ম্যাসনের দেখা পাওয়া নিয়ে। নইলে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ নিশ্চয়ই সে পেয়েছে তাও আবার ঘোড়ায় চেপে।

সোমবার অফিসে গিয়ে তার একমাত্র নির্দেশ হলো ঘোড়া বিক্রেতাদের খোঁজ নিয়ে সর্বোত্তম একটি চেস্টনাট সোরেল * কেনা। যত টাকা লাগুক সেরা চেস্টনাট সোরেল হওয়া চাই। চেস্টনাট সোরেলের প্রতি তার এই মোহের কারণ সেদিন মিস ম্যাসন চেস্টনাট সোরেলের পিঠে চড়েই বেড়াচ্ছিলো। সেই সপ্তাহে সে অবসর সময়ে অনেকগুলি চেস্টনাট সোরেল দেখেছে, কয়েকটিকে পরীক্ষাও করেছে কিন্তু একটিও তার পছন্দ হয়নি। সেই রবিবারে বব্‌কে পাওয়ার পরই ডেলাইটের উদ্বেগের অবসান হলো। বব্‌কে দেখা মাত্রই ডেলাইটের মনে হলো, হ্যাঁ ঠিক এই ঘোড়াটাকেই সে চেয়েছিলো। বিশাল আকৃতির একটি ঘোড়া যদিও বিশাল দেহী ডেলাইটের পক্ষে বিশাল নয়। বব্‌ যখন উজ্জ্বল সূর্যালোকে ছোটে তখন মনে হয় যেন আগুনের শিখা ছুটছে।

বব্‌কে দেখার পর ডেলাইটের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হলো : হ্যাঁ এ ঘোড়া জিতবেই। কিন্তু ঘোড়া ব্যবসায়ী দ্বিধান্বিত। সে আসলে দালাল, কমিশনে ঘোড়া বিক্রি করে। ঘোড়ার মালিকের কড়া নির্দেশ রয়েছে ক্রেতাকে যেন ববের চরিত্র সবিস্তারে জানিয়ে দেওয়া হয়। দালাল তাই করলো।

* চেস্টনাট সোরেল : লাল-বাদামী রঙের ঘোড়া, যার লেজ ও কেশরও লাল-বাদামী রঙের।

স্যার ওকে ঠিক দুষ্ট চরিত্রের বলা চলে না তবে বিপদজনক বলা চলে। নানারকম বদবুদ্ধি ওর আছে কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ বলা চলে না। আরোহীকে মেরে ফেলার কোনো উদ্দেশ্য ওর নেই কিন্তু খেলাচ্ছলে হঠাৎই এমন কাণ্ড করে বসবে যে আরোহীকে বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ওর দমের তুলনা নেই। দেখুন ওর লাং, দেখুন ওর পা, অনিন্দ্যসুন্দর। কোনোদিন ও আহত হয়নি। সমতল ও পাহাড়তলীতে সর্বত্রই ও সমান দক্ষ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো দোষ হচ্ছে তীব্রবেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ায় কোনো কারণ ছাড়াই। ওর ধারণায় এটা হলো আরোহীর সঙ্গে রসিকতা করা। একদিন বিশমাইল ভালোভাবে ছুটলো কিন্তু পরের দিন হয়তো দেখলেন ওকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছেন না এই জাতীয় অনেক রকম খেয়ালীপনা ওর আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এমন প্রাণপ্রাচুর্য খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এই পর্যন্তই আমি জানি। স্যার, ওর কেশর আর লেজটা দেখুন। কেশরের চুলগুলি নিশ্চয় চুলের মতো কোমল। কোনোদিন দেখেছেন কি এত সুন্দর কেশর?

দালাল ঠিকই বলেছে। ডেলাইট ববের কেশর পরীক্ষা করে দেখলো। সত্যিই যে কোনো ঘোড়ার চেয়ে সুন্দর, এমনটি আগে সে কোনোদিন ছাখেনি। কেশরের রংটাও স্বতন্ত্র, পিঙ্গলবর্ণ। ডেলাইট কেশরের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিতেই বব ঘুরে খেলাচ্ছলে ডেলাইটের ঘাড়ের কাছে নাক ঘষে ছ্যায়।

ডেলাইট দালালকে বললো,—আচ্ছা জিন লাগাও, লাগাম পরাও। জিনিসগুলো যেন ভালো মেকিসকান চামড়ার হয়। আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি।

ববকে সাজানোর তদারকি ডেলাইট নিজেই করলো। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ডেলাইট ববের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করলো। কিছু তেজস্বী, কিছু চপলতা, এছাড়া বব কোনো গোলমাল করলো না। ডেলাইট তো দারুণ খুশি সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই কিনে ফেললো সে। ববকে সাজসরঞ্জামসহ তখনই ওকল্যাণ্ড রাইডিং আকাদেমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পরের দিন রবিবার থাকায় ডেলাইট খুব সকালে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে নিলো উল্‌ফকে। এই একটিমাত্র কুকুরই সে আলাস্কা থেকে সঙ্গে এনেছিলো। উল্‌ফ ছিলো তার স্লেজ টিমের নেতা। অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে ডেলাইট পিয়েডমেণ্ট পাহাড় অঞ্চল থেকে পিছনের পথে অনেক গেটওয়ালা বার্কলের পথে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু কোথাও ডেডে ম্যাসন কিংবা

তার চেস্টনাট সোরেলের ছাখা মিললো না। তবে হতাশ হবার ফুরসৎ ডেলাইট পেলো না কারণ তার নিজের চেস্টনাট সোরেলই তাকে অত্যন্ত ব্যস্ত রেখেছে। ঘোড়াও যেমন আরোহীকে পরীক্ষা করছে, আরোহীও তেমনি ঘোড়াকে পরীক্ষা করছে। ঘোড়া সম্পর্কে ডেলাইটের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রয়োগ করতে হচ্চে, ঘোড়াও বিনিময়ে তার সব চাতুরি খেলছে। আরোহী হাল্কাভাবে লাগাম ধরে আছে বুঝতে পেরে বব পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দৌড়তে থাকে। ডেলাইট গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলো তবে সঙ্গে সঙ্গেই সে সামলে নিয়ে লাগাম শক্ত হাতে ধরে নেয়। আবার আধঘণ্টা বব প্রায় দেবদূতের মতো আচরণ করলো। এইভাবে ডেলাইটকে সে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে ফেললো। ববের ওপর ডেলাইটের এমন আস্থা এসে গিয়েছিলো যে সে তখন ববের গতি কমিয়ে সিগারেট পাকাতে লাগলো। তার হাঁটুর চাপ তখন আলগা হয়ে গিয়েছে. লাগামও ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎই বব ঘুরে দাঁড়ালো, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটি জমি থেকে অনেকটা তুলে ফেলেছে। ডেলাইটের ডান পা পা-দানির বাইরে চলে এসেছিলো, সে নিজে পড়ে গেছে ববের গলার কাছে। যাইহোক ডেলাইট আকস্মিক বিপর্যয় সামলে নিতে পারলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবলো, ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে এই দৃশ্যটি ডেডে ম্যাসন দেখতে পায়নি।

ঘাম মুছতে মুছতে ববকে সম্বোধন করে সে বললো,—হ্যাঁ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে তোর মতো জীব আমি জীবনে দেখিনি। তোকে শায়েস্তা করতে হলে আমার দুই পায়ের জুতোর নালের খোঁচা দিতে হবে। ঠিক আছে তা-ই পাবি বে'শয়তান।

তবু বব কখনো আরোহীর বিশ্বাস অর্জন করে আকস্মিকভাবে তার মাথায় যত চাতুরী আছে খেলতে থাকে। বেশ কয়েকবার ডেলাইটের কুকুর উলফকে ছিটকে রাস্তা থেকে লাফিয়ে নেমে আসতে হলো, ডেলাইটকেও জুতোর নালের খোঁচা দিয়ে ওকে সংযত রাখতে হলো। আস্তাবলের কাছাকাছি এসে পুরানো লাগাম ছিঁড়ে যায় এবং ডেলাইটের প্রায় ভূপাতিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো।

তবু ববকে ডেলাইটের খুবই পছন্দ হয়েছে। এমন একটি দুষ্টু ঘোড়াকে কেনার জন্যে তার একটুও অনুশোচনা হলো না। ঘোড়াটার প্রবৃত্তি নীচ নয়। গোলমালটা হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণ তেজস্বী এবং সাধারণ ঘোড়ার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে। যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে ওকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে

রাখতে হবে। পশুর ওপর পাশবিক প্রভুত্ব খাটাতে হবে।

আস্তাবলে ববের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে ডেলাইট ববকে সম্বোধন করে বললো,—ঠিক আছে, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আগামী রবিবার সকালে আবার দেখা হবে। ইউ ওল্ড সান অফ এ গান, সেদিনও তোমার ঝুলি ভর্তি চাতুরি সঙ্গে নিয়ে নিও।

১০

সারাটা সপ্তাহ ডেলাইট অনুভব করলো যে, সে বব এবং মিস ম্যাসনের প্রতি সমান আগ্রহ অনুভব করছে। আপাততঃ সে কোনো বড়ো ধরনের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে জড়িয়ে নেই বলেই ব্যবসা নামক খেলার চেয়ে এই দুজনের চিন্তাই তার মনকে অধিকার করে রয়েছে। ববের হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর চিন্তাটাই তাকে বেশি বিব্রত করছে। কি ভাবে এই বাধা অতিক্রম করা যাবে সেই চিন্তাটাই বার বার ঘুরে ফিরে আসছে তার মনে। ধরা যাক ডেডের সঙ্গে তার পাহাড়ে দ্যাখা হলো; ধরা যাক ভাগ্যের সহায়তায় সে ওর পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সুযোগ পেলো আর তখনই যদি বব ওইভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে কী বিশ্রী ব্যাপারটাই না ঘটবে। ডেডের সামনে ববের ঘাড়ের ওপর পড়ে যাওয়া হয়তো ততটা অস্বস্তিকর মনে হবে না কিন্তু যদি মিস ম্যাসনকে পেরিয়ে গিয়ে ঘোড়াকে বশে আনার জন্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই।

এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করতে হবে যাতে ও দ্বিতীয়বার আর আকস্মিকভাবে ঘুরবে না। লাগাম টেনে ধরা বা জুতোর কাঁটা দিয়ে তা সম্ভব নয়। এইসব চিন্তাতেই সপ্তাহের অধিকাংশ সময়েই অফিসে বসে ডেলাইট অন্যমনা হয়ে থাকতো। সপ্তাহের শেষের দিকে একদিন হেগান আইন সংক্রান্ত একটি বিষয় সম্পর্কে ডেলাইটকে অবহিত করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই হেগান বুঝতে পারলো ডেলাইট কিছুই শুনছে না। অন্য কোনো চিন্তায় তার মন যেন কোথায় চলে গিয়েছে।

"পেয়েছি" বলে ডেলাইট হঠাৎ-ই চিৎকার করে উঠলো।

—হেগান তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাতে পারো। ব্যাপারটা কী

সোজা! আমাকে যা করতে হবে তা হলো ওর নাকে প্রচণ্ড আঘাত করা।

সচকিত বিস্মিত হেগানকে তারপর গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে আবার সে ভালো শ্রোতার মতো হেগানের কথা শুনতে লাগলো। তবু মাঝে মাঝেই আবিষ্কারের আনন্দ মুখের শব্দে প্রকাশ করার লোভ সে সামলাতে পারছিলো না। বব সব সময় ডান দিক দিয়েই ঘোরে। ঠিক আছে, এবার থেকে চাবুকে দুটি চামড়ার বেল্ট রাখবে। যে মুহূর্তে ও ঘুরতে যাবে ঠিক তখনই ডবল চাবুক দিয়ে সে ওর নাকে আঘাত করবে। এই শিক্ষা পাওয়ার পর, নাকে ডবল চাবুকের আঘাতের আশঙ্কায় বব আর আকস্মিক-ভাবে ঘুরতে সাহস পাবে না।

সেই সপ্তাহে অফিসে বসে ডেলাইট অনুভব করলো যে তার সঙ্গে ডেডে ম্যাসনের কোনো সামাজিক সম্পর্ক এমনকি মানবিক সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সাধারণ একটি প্রশ্ন—আগামী রবিবার সে রাইডিং করতে যাচ্ছে কি না, এই প্রশ্নটিও সে করে উঠতে পারছে না। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের নিয়োগ কর্তা হিসেবে এ প্রশ্ন বোধহয় সে করতে পারে না। এ এক নতুন ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সে। কাজের ফাঁকে কয়েকবারই সে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে, ঠোঁটের গোড়ায় প্রশ্নটাও এসে গিয়েছে কিন্তু পেরে ওঠেনি। আবার মিস ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সে ভাবে কতো বয়স হয়েছে মেয়েটির? কখনো প্রেমের পথ পরিক্রমা করছে কি? মরিসন যে বলেছিলো কলেজের ছেলেদের সঙ্গে ও নাচে তবে কি তাদের কারোর সঙ্গে ওর হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক আছে? সেই সপ্তাহের পুরো ছ'টি দিনই মিস ম্যাসন তার মন অধিকার করে ছিলো। একটা জিনিস এখন তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে ওকে তার চাই। ইচ্ছাটা এতই প্রবল যে, যে মানুষ রেশম রজ্জুর সম্ভাব্য বন্ধনের আশঙ্কায় মেয়েদের ভয় পেয়েছে, তাদের এড়িয়ে চলেছে সেই মানুষই তার ভীরু মনটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পেরেছে। এক সময় মেয়েদের দেখে সে পালাতো আর এখন দুঃসাহসী প্রেমিকের মতো অন্ততঃ একটি বিশেষ মেয়েকে পাবার জন্যে সবটুকু মানসিক শক্তি ব্যয় করতে প্রস্তুত। ডেলাইটের স্থির সিদ্ধান্ত কোনো না কোনো রবিবারে অফিসের বাইরে পাহাড়ে বা অন্যত্র সে মিস ম্যাসনের সঙ্গে মিলিত হবেই এবং পরিচিত হবে। এর পর যদি সে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হতে না পারে তবে বুঝতে হবে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে মিস ম্যাসনের কোনো আগ্রহই নেই।

এইভাবেই সে দেখলো তার হাতে আবার একটি নতুন তাস এসেছে। সেই পাগল-ভগবানই তাস বণ্টন করে এই তাসটি তার হাতে তুলে দিয়েছে। এই তাসটা কতো মূল্যবান এখনো সে তা বুঝে উঠতে পারেনি কিন্তু তবু সে ভেবে নিলো নিশ্চয়ই এটি একটি ভালো তাস। আবার এমনও হতে পারে এই তাসটি ভাগ্যের চক্রান্তেই তার হাতে এসেছে। এই তাসটিই হয়তো একদিন তার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ধরা যাক ডেডে ম্যাসন তাকে ভালো বাসলো না অথচ সে গভীর থেকে গভীরতর ভালোবাসায় ডুবে যেতে লাগলো তখন কি হবে? সাধারণভাবে ভালোবাসার ভয়ংকর পরিণতির স্মৃতিগুলো আবার তার মনকে অধিকার করে বসলো। যেমন বার্থা ডুলাইট ডারটওয়ার্দিকে পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলো। ডারটওয়ার্দি আবার সেই তরুণীর প্রেমে সাড়া দিতে পারেনি। সে প্রেমে পড়লো কর্নেল ওয়ালথস্টোনের স্ত্রীর এবং তাকে নিয়ে সে পালালো। এদিকে কর্নেলও তার স্ত্রীকে দারুন ভালোবাসে! সে গোলাগুলি নিয়ে ধাওয়া করলো ওই প্রেমিক যুগলকে। ভালোবাসার পরিণতি তাহলে কি? নিশ্চয়ই বার্থার প্রেম দুর্ভাগ্যজনক এবং ট্র্যাজিক। অন্য তিনজনের ভালোবাসাও তা-ই। মিন্নুকের কাছাকাছি একটা জায়গায় কর্নেল ও ডার্টওয়ার্দির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হলো এবং ডারটওয়ার্দি নিহত হলো। কর্নেলের ফুসফুসের মধ্য দিয়ে একটি গুলি চলে যায়। ফলে তিনি নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরের বসন্তে মারা যান। কর্নেলেব স্ত্রীকে ভালোবাসার জন্যে তখন পৃথিবীতে আর কেউ বেঁচে রইলো না।

তারপর মনে পড়ে ফ্রেডার কথা। এই পৃথিবীর ওপারের কোনো একজনের জন্যে ফ্রেডা জলে ডুবে মরতে চেয়েছিলো। ডেলাইট তাকে বাঁচিয়েছিলো বলে সে সুতীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিলো। তারপর ভাজিন। ......পুরনো স্মৃতি ডেলাইটকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। যদি এই ভালোবাসার বীজাণু তার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে এবং যদি ডেডে তাকে না চায় তবে ডাউসেট-লেটন-গাগেনহ্যামার তাকে যেমন সর্বস্বান্ত করে ফেলেছিলো তার চেয়েও খারাপ অবস্থা তার হতে পারে। তবে সে আশাবাদী হবার চেষ্টা করতে থাকে। যুক্তি দিয়ে সে নিজেকেই বোঝায় পৃথিবীতে কখনো কখনো ভালোবাসার পরিণতি তো ভালোও হয়। এমনও হতে পারে ভাগ্যই তাকে জেতাবার জন্যে এই তাসটা তার হাতে গুঁজে দিয়েছে। কোনো কোনো মানুষ সৌভাগ্য নিয়েই জন্মায়, জীবনভর

সৌভাগ্যবানই থাকে এবং সৌভাগ্য নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। সম্ভবতঃ সেও একজন জন্ম সৌভাগ্যবান, ভাগ্যের আদরের সন্তান, যে কোনোদিন কোথাও হারতে পারে না।

আবার একটি রবিবার এলো। সেদিন পিয়েডমণ্ট পাহাড়ে বব এমন আচরণ করলো যেন সে একটি দেবদূত। কখনো কখনো সে তেজস্বী হয়ে উঠতে চায় অন্যথায় সর্বক্ষণই সে ভেড়ার মতো নিরীহই রইলো। ডেলাইট ডাবল চাবুক নিয়ে সর্বক্ষণই তৈরী রইলো। একবার বব বেয়াড়াপনা করতে চেয়েছিলো কিন্তু নাকে একবার প্রচণ্ড আঘাত পাবার পর আর সে ভুল করেনি। কিন্তু মিস ম্যাসনের কোনো চিহ্ন সে দেখতে পেলো না। বৃথাই সে বিকেল পর্যন্ত পাহাড়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। তারপর যখন সে ম্যারাগা উপত্যকায় নেমে এসেছে ঠিক তখনই সে স্বচ্ছন্দগতিতে ধাবমান অশ্বের খুড়ের শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা দূর থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। আচ্ছা যদি ওই ঘোড়ার আরোহী ডেডে ম্যাসন হয়? ডেলাইট ঘোড়ার গতি কমিয়ে প্রায় হেঁটে যাবার মতই এগুতে লাগলো। যদি ওই ঘোড়ার আরোহী মিস ম্যাসন হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে সে জন্ম-সৌভাগ্যবান কারণ প্রথম সাক্ষাতের পক্ষে এর চেয়ে ভালো পরিবেশ আর হয় না। এখানে তারা দু'জনেই একই দিকে চলেছে। তা ছাড়া এখনই চড়াইয়ে উঠতে হবে সুতরাং হাঁটার গতিতেই তাদের চলতে হবে। সুতরাং পাশাপাশি রাইডিং করা ছাড়া মিস ম্যাসনের কাছে কোনো বিকল্প থাকবে না। চড়াই এর পর দীর্ঘ উতরাই-এর পথে ধীর গতিতেই তাদের চলতে হবে।

খুড়ের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে আসে। তারপর একসময় সে মুখ তুলে ঘোড়াটিকে দেখলো, দেখলো তার আরোহীকে। হ্যাঁ কোনো ভুল নেই। ডেডে ম্যাসনই। দুজনেরই চিনতে দেরী হলো না তবে মিস ম্যাসনের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্যে বিস্ময় ফুটে উঠলো। এতো সহজ স্বাভাবিক পরিস্থিতি অকল্পনীয় ডেলাইটের পক্ষে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো ডেলাইট। সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে ঘটে গ্যালো। অভিবাদন বিনিময় হলো এবং তারা পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাইলের পর মাইল সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

ডেলাইট লক্ষ্য করেছিলো মিস ম্যাসনের দৃষ্টি প্রথমে পড়েছিলো ঘোড়ার দিকে তারপর তার দিকে।

—ওহ কী সুন্দর! ববকে দেখে মিস ম্যাসন উচ্ছ্বাসে চিৎকার করেই

উঠেছিলো।

মিস ম্যাসনের চোখের সেই হঠাৎ জ্বলে ওঠা স্নিগ্ধ দীপ্তি,মুখে আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে ডেলাইটের বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না যে, এই সুন্দরী তরুণীটিকে সে তার নিজের অফিসে অনেকদিনই দেখেছে। হ্যাঁ অবিশ্বাস্য মনে হতেই পারে কারণ অফিসে যে তরুণীটিকে সে দেখেছে তার মুখ সংযত, নিয়ন্ত্রিত, অফিসের মুখ।

—আমি জানতাম না যে আপনি ঘোড়ায় চড়েন। —এইটিই মিস ম্যাসনের প্রথম মন্তব্য।

তারপর সে বলে, আমার ধারণা ছিলো দ্রুততম যান মোটর গাড়িতেই আপনি ভ্রমণ করেন।

—হ্যাঁ এই অভ্যাসটা বেশিদিনের নয়। —ডেলাইট উত্তরে বলে।

—যে হারে মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে তাই ভেবে দেখলাম এটাকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।

মিস ম্যাসন অত্যন্ত দ্রুত একবার আড় চোখে তাকে দেখে নেয়। সেই দৃষ্টিতে ডেলাইটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে দেখে নিয়ে বলে,—আমার কিন্তু মনে হয় এ অভিজ্ঞতা আপনার অনেকদিনের।

ডেলাইট বুঝতে পারে ঘোড়া এবং তার আরোহীকে দেখে অনেক কিছু বুঝে নেবার ক্ষমতা মেয়েটির আছে।

কৈফিয়তের সুরে ডেলাইট বলে,

—না খুব বেশি দিনের নয় তবে যৌবনে যখন পূর্ব ওরেগনে ছিলাম তখন অভ্যাস ছিলো।

এইভাবে যখন আলাপন চলতে থাকে তখন ডেলাইট মনে মনে পরম স্বস্তি অনুভব করে। যাক তাহলে এমন একটা বিষয় নিয়ে তারা কথা বলছে যাতে দুজনেরই সমান আগ্রহ আছে।

ডেলাইট মিস ম্যাসনকে ববের বিদঘুটে অভ্যাসের কথা বলে এবং ওকে বশে আনার পরিকল্পনার কথাও জানায়। মিস ম্যাসনও সম্মতি জানিয়ে বলে, হ্যাঁ যতই একজন তার ঘোড়াকে ভালোবাসুক তবু তাকে যুক্তিসংগত-ভাবে কঠিন হতে হবে, কখনো কখনো নির্দয় হতেই হয়। এই যে তার ম্যাব, আট বছর ধরে সে এই ঘোড়ায় চড়ছে তাকেও অনেকবার নির্দয় আঘাত দিতে হয়েছে। এতে ম্যাবের কল্যাণই হয়েছে। ওর মুদ্রা-দোষগুলি দূর হয়েছে।

—ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আপনার অনেক দিনের?

—ঠিক বলতে পারবো না কবে প্রথম ঘোড়ায় চড়েছিলাম। আমি জন্মেছিলাম ফার্মে তাই বোধ হয় ঘোড়ার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে কেউ আমাকে রাখতে পারেনি। কিম্বা আমি হয়তো ওদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়েই জন্মেছিলাম। আমার একান্ত নিজের টাট্টু ঘোড়া পেয়েছিলাম ছ' বছর বয়সে। যখন আট বছর বয়স তখন বাবার সঙ্গে টাট্টুর পিঠে চড়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াবার কী যে আনন্দ তা উপভোগ করেছিলাম। যখন আমার বয়স এগারো তখন বাবা তার হরিণ শিকারে আমাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘোড়া না থাকলে আমি হারিয়েই যেতাম। ইনডোর গেম আমার মোটেই পছন্দ নয়। বলতে পারেন এইসব খেলাকে আমি ঘৃণাই করি। আর এখন এই ম্যাব যদি না থাকতো তাহলে তো আমার মনে হয় কবেই আমি শুকিয়ে মরে যেতাম।

—আপনি মনে হয় গ্রাম ভালোবাসেন ?

প্রশ্নটা করার সময়ে ডেলাইট মিস ম্যাসনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলো। তখন তার মনে হলো ওর চোখের রং ঠিক রুপোলী নয়।

—হ্যাঁ, শহরকে ঠিক যতোটা ঘৃণা করি, গ্রামকে ঠিক ততোটাই ভালোবাসি। কিন্তু গ্রামে বসে তো একজন মেয়ের পক্ষে উপার্জন করা সম্ভব নয়। তাই শহরে যেতেই হয়। তাই ছুটির দিনে ম্যাবকে নিয়ে আমি যতটা পারি ক্ষতিপূরণ করে নেই।

মিস ম্যাসন তার বাবার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্যাটল ফার্মে তার জীবনের অনেক কথাই বলে যায়। ডেলাইটেরও মনে হয় খুশিতে তার পেয়ালা ভরে গিয়েছে। ক্রমশই তারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে চলেছে। তাদের আলাপ আলোচনায় আধঘণ্টার মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও কোথাও ছেদ পড়ে নি।

—আমরা দুজনে প্রায় একই অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রাম থেকে এসেছি। আমি তো পূর্ব ওরেগনে বড়ো হয়েছি। সিসকিউ থেকে পূর্ব ওরেগনের দূরত্ব তো বেশি নয়।

—আপনি কি করে জানলেন আমি সিসকিউ থেকে এসেছি ? আমি নিশ্চিত যে আমি কখনই আপনার কাছে জায়গাটার নামোল্লেখ করিনি।

সাময়িকভাবে ডেলাইট কিছুটা তোতলাতে থাকে।

—আমি ঠিক জানি না···বোধহয় কারো কাছে আমি শুনেছিলাম।

ঠিক এই সময়ে উলফ তাদের কাছে চলে আসে। উলফকে দেখে মিস ম্যাসনের ঘোড়ার কিছুটা অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। তখনই ওদের আলোচনা

কিছুক্ষণের জন্যে আলাস্কার কুকুরদের সম্পর্কে মোড় নেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তুজনেই আবার ঘোড়ার বিষয়ে ফিরে আসে।

যখন মিস ম্যাসন কথা বলে তখন ডেলাইট নীরবে শোনে এবং তাকে অনুসবণ করে কিন্তু তবু সর্বক্ষণই সে তার মনের গভীরে এই মেয়েটি সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছে সেই বিষয়ের চিন্তাভাবনাতেই নিমগ্ন থাকে। একা একা এইভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ানো যথেষ্ট তুঃসাহসের পরিচয়। তবে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এই জিনিসটাকে সে পছন্দ করে কিম্বা করে না। নারী সম্পর্কে তার ধারণা পুরনো পন্থীদের মতই। তার যৌবনের সীমান্তপ্রদেশের জীবনে সে নারীকে কোনোদিন কঠিন তুর্গম তুঃসাহসিক কাজের মধ্যে দ্যাখেনি। একটা উদ্ভট ধারণা তার ছিলো যে ঘোড়ার পিঠে যে রমণীদের ছাখা যায় তারা দ্বিপদ নয়। ঘোড়ার পিঠে মিস ম্যাসনের পুরুষালী ভঙ্গি দেখে আকস্মিক আঘাতের মতো একটা অনুভূতি তার হয়েছিলো। কিন্তু তাকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে দৃশ্যটা একই সঙ্গে তাকে আনন্দও দিয়েছে।

আরো তুটি প্রত্যক্ষ জিনিস তাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রথমতঃ মিস ম্যাসনের চোখে কয়েকটি সোনালী বিন্দু আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই জিনিসটা সে কোনোদিন লক্ষ্য করেনি। বোধহয় অফিসের আলোটা ঠিক নেই কিম্বা ওই বিন্দুগুলি ক্ষণস্থায়ী। না, ঠিক সোনালী নয়, রঙ সম্পর্কে তার যা জ্ঞান তাতে সোনালী রঙের কাছাকাছি কোনো একটা রঙ বলেই তার মনে হয়। তবে এটা যে হলুদের আভা নয় সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

আসল কথা হলো প্রেমিকের চিন্তাভাবনার রংটাই তো সোনালী। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ আছে যে আর কেউই বোধ হয় বলবে না যে মিস ডেডে ম্যাসনের চোখের রঙ সোনালী। কিন্তু ডেলাইটের এখন যা মুড তাতে সুন্দরের একচ্ছত্র আধিপত্য। তার ভাবতে ভালো লাগছে যে ওই রঙটা সোনালী সুতরাং মিস ডেডে ম্যাসনের চোখের আলোর রঙ সোনালী হতেই হবে।

তারপর মিস ম্যাসন কতো সহজ। সে তৈরিই ছিলো যে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাকে আলাপ জমাতে হবে। অথচ এখানে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে ব্যাপারটা কতই না সহজ। বিন্দুমাত্র নাক-উঁচু ব্যাপার নেই। অফিসের ডেডে ম্যাসনের তুলনায় ঘোড়ার পিঠে বসা ডেডে ম্যাসনকে অনেক ঘরোয়া মনে হচ্ছে তার।

সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে বলে যেমন সে খুশি, আরো

অনেক বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আছে বলে যেমন সে উল্লসিত তেমনি সব কিছুর অন্তরালে কোথায় যেন সে ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। যতই হোক এইসব কথাবার্তা আসলে শূন্যগর্ভ অলস আলাপন। তার আসল পরিচয় সে একজন কাজের মানুষ, 'ম্যান অফ অ্যাকশান'। ডেডে ম্যাসন নামে একটি তরুণীকে সে একান্তভাবে চায়। সে চায় ডেডে ম্যাসন তাকে ভালোবাসুক। এখনই এই মুহূর্তে সেই ভালোবাসার গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হোক। সারাটা জীবন প্রবল এক শক্তিতে সে সব কিছুকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী রূপ দিয়েছে। এখনো তার সেই স্বভাব-প্রভুত্বই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

ডেলাইটের মন প্রবলভাবে চাইছে এই মুহূর্তেই সে মিস ম্যাসনকে জানিয়ে দেবে যে সে তাকে ভালোবাসে এবং তাকে বিয়ে করা ছাড়া মিস ম্যাসনের আর কিছু করণীয় নেই।

কিন্তু ডেলাইট তার মনের নির্দেশ মানতে পারলো না। মেয়েরা হচ্ছে তোষামোদপ্রিয় জীব। এখানে প্রভুত্ব ফলাতে গেলে অঙ্কুরেই সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। শিকারের অভিজ্ঞতা একে একে তার মনে পড়ে যায়। দুর্ভিক্ষের সময় সামান্য একটু মাংসের জন্যে তাকে কী অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া মানেই জীবন-মৃত্যুর সংশয়। যদিও এই মেয়েটির সঙ্গে ওই ব্যাপারের তুলনা চলে না অর্থাৎ জীবন মৃত্যুর মতো ব্যাপার নয় তবু এই মেয়েটি তার কাছে অনেক কিছু, অনেক অনেক।

পাশাপাশি চলতে চলতে কতোবার ডেলাইট অপাঙ্গে তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়েছে। প্রতিবারেই তার মনে হয়েছে এই মেয়েটির রাইডিং হ্যাবিট, তার চালচলন পুরুষের মতই দুঃসাহসী অথচ একই সঙ্গে সে একান্তই রমণী। রমণীসুলভ কমনীয়তা তার হাসিতে, তার কথায়, তার চোখের হঠাৎ ঝকমকিয়ে ওঠা আলোয়—দিনের প্রথম সূর্য ওঠার মতো এবং বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের মতো।

১১

পরের রবিবারেও মানুষ ঘোড়া এবং কুকুর পাহাড়ের পথে পথে চড়ে বেড়ালো। আবার ডেলাইট ও মিস ম্যাসন পাশাপাশি ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ালো। কিন্তু এইদিন ডেলাইটকে দেখে মিস ম্যাসনের চোখে

বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা সন্দেহ মিশ্রিত ছিলো। আগের রবিবারে ব্যাপারটাকে সে 'হঠাৎ দেখা' গোছের আকস্মিক বলে মেনে নিয়েছিলো কিন্তু আজ তার কাছে ঘটনাটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ডেলাইট বুঝতে পারলো মিস ম্যাসন তাকে সন্দেহ করছে। ডেলাইট সঙ্গে সঙ্গে তার এখানে আসার একটা যুক্তিসংগত কারণ মনে মনে স্থির করে নেয়। ব্লেয়ার পার্কের কাছে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মাটির ঢিবি তার চোখে পড়েছিলো। ইট খোলায় মাটি সরবরাহের জন্যে জায়গাটা কেনা যেতে পারে। আইডিয়াটা তাকে খুশি করে। মিস ম্যাসনের কাছে সে এখন প্রস্তাব রাখতে পারে যে দুজনে মিলে ওই জায়গাটা পরিদর্শন করতে যাবে।

কয়েকটি ঘণ্টা ডেলাইট মিস ম্যাসনের সঙ্গ উপভোগ করলো। এই সময়ে মিস ম্যাসনকে তার আগের দিনের মতই লাগলো। একই রকম স্বাভাবিক, হাসিখুশি। সে ইতিমধ্যে বদমেজাজী উল্‌ফের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে। তারপর সে একবার ববের পিঠে চেপে ঘুরে আসার অনুমতি চাইলো ডেলাইটের কাছে। ডেলাইট এতে কিছুটা বিব্রত বোধ করে কারণ ববের চাতুরিগুলো অকল্পনীয় এবং সাংঘাতিক। ঘোরতর শত্রু ছাড়া বব আর কাউকে বিশ্বাস করে না।

—আপনি বোধহয় ভাবছেন যেহেতু আমি একজন মেয়ে তাই ঘোড়া সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু জেনে রাখুন ঘোড়ার পিঠ থেকে আমিও অনেকবার পড়ে গেছি সুতরাং অতিরিক্ত প্রত্যয়ের নিশ্চিন্ততায় আমি ভুগি না আমি বোকাও নই। ঘোড়াকে পিঠ বাঁকিয়ে চার পা গুটিয়ে লাফ দেবার সুযোগ আমি দেই না। আমি ঠেকে শিখেছি অনেক কিছু। সুতরাং কোনো ঘোড়াকেই আমি ভয় পাই না।

মিস ম্যাসন বেশ উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি বললো।—কিন্তু ববের অনেকগুলো নিজস্ব মুদ্রাদোষ আছে।—ডেলাইট সাবধান করার জন্যে বলে।

—কিন্তু আপনি মনে রাখবেন আমি একাধিক ঘোড়ায় চড়েছি। ম্যাবকে যখন আমি কিনেছিলাম তখন ও একটা জড়ভরত ছিলো। সব রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ওকে আমি শিক্ষিত করে তুলেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার ঘোড়াকে আমি আহত করবো না।

অতএব ডেলাইটকে তার সুবিবেচনার বিরুদ্ধেই যেতে হয়।

এদিকে বব বুঝতে পেরেছে তার পিঠে একজন অপরিচিত আরোহী বসেছে। এমন সুন্দর একটা ঘোড়ায় চড়তে পেরে ডেডে দারুণ খুশি। ম্যাবের পিঠে চড়ে ডেলাইট তাকে অনুসরণ করতে থাকে এবং মাঝে মাঝে

ববের চরিত্র সম্পর্কে সাবধান করে দ্যায়।

—ও ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে কিংবা সামনের পা তুললে সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকে আঘাত করবেন।

বব একটু তাড়াতাড়িই তার বেয়াড়াপনাগুলো স্থরু করে দিলো। কিন্তু ডেলাইট সবিস্ময়ে দেখলো মিস ম্যাসন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার দু'পায়ের জুতোর কাঁটা দিয়ে ববকে সহজেই বশে এনে ফেলছে। একবার তো ববের কোমল নাকে এমন সজোরে মিস ম্যাসন চাবুক চালালো যে বব সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনের পা দুটো জমিতে নামিয়ে আনলো।

—আমি ওকে কিছুটা ছুটিয়ে নিয়ে আসি? মিস ম্যাসন অনুমতি চাইলো।

ডেলাইট সম্মতি জানালে চোখের নিমিষে মিস ম্যাসন বব সহ অদৃশ্য হয়ে যায়। ডেলাইট উৎকণ্ঠা নিয়ে মিস ম্যাসনের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে।

মিস ম্যাসন ফিরে এলে ডেলাইট সহর্ষে বলে ওঠে—"দারুণ"। মিস ম্যাসনও বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ডেলাইটের দিকে তাকায়।

ডেলাইট ও মিস ম্যাসন আরো কিছুক্ষণ পাশাপাশি ঘুরে বেড়ায়। এই সময়ে ডেলাইট মনে মনে বলে, এই মেয়ে যথার্থই বীরপুরুষের সহধর্মিনী হবার যোগ্য। এই মেয়েটি কিনা সপ্তাহের ছ'টা দিন অফিসে টাইপরাইটার নিয়ে কসরৎ করে। মোটেই ওই জায়গাটা এই মেয়ের উপযুক্ত স্থান নয়। এই মেয়ের উচিত একজন যথার্থ পুরুষের সহধর্মিনী হওয়া এবং জীবনটাকে সহজভাবে উপভোগ করা। সিল্ক সাটিন আর হীরে জহরত এবং কুকুর ঘোড়া এইসব নিয়েই সে থাকবে।

সেদিন বিকেলে যে রাস্তাটা বার্কলের গেট পর্যন্ত গিয়েছে সেখান থেকে তারা বিদায় নেয়। গাছের জটলার ফাঁক দিয়ে মিস ম্যাসন অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ডেলাইট সংগোপনে যতক্ষণ তাকে দেখা সম্ভব ততক্ষণই তাকে দেখতে থাকে। তারপর মিস ম্যাসন দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সে ওকল্যাণ্ডের দিকে ফিরতে থাকে। ফেরার পথে সে মনে মনে বলে ওই মাটির পাহাড়গুলো আমাকে কিনতেই হবে তাহলে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার একটা যুক্তিসংগত কারণ আমার থাকবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনাটি তার মাথায় বেশিদিন রইলো না কারণ পরের রবিবারে তাকে ঘোড়া এবং কুকুর নিয়ে একা একাই ঘুরে বেড়াতে হলো। বার্কলের সব কটি পিছনের রাস্তায় হন্যে হয়ে সে মিস ম্যাসনকে খুঁজে

বেড়ালো। পরের রবিবারেও সেই একই অভিজ্ঞতা। ডেলাইট মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠলো। একটা আশঙ্কাতেও সে কণ্টকিত হয়ে উঠলো। যদিও অফিসে সে নির্বিকার ভাবটাই বজায় রাখলো। মিস ম্যাসনের আচরণও এতই স্বাভাবিক যে তার পক্ষে কিছু ভেবে নেওয়া সম্ভব হলো না। সেই একঘেয়ে রুটিন মাফিক কাজ চলতে লাগলো যদিও কাজটা ডেলাইটের কাছে অত্যন্ত তিক্ত মনে হতে লাগলো। বেদনা মিশ্রিত অনুভূতি দিয়ে সে উপলব্ধি করলো এই পৃথিবী একটি মানুষকে তার স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক হতে দ্যায় না। একদিন সে তার ডেস্ক ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে—কী লাভ মিলিওনিয়ার হয়ে? এর একটু আগেই মিস ম্যাসন ডিকটেশন নিয়ে চলে গিয়েছে।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিক এবং আর একটি রবিবার আসন্ন। ডেলাইট স্থির করলো মিস ম্যাসনের সঙ্গে এবারে সে কথা বলবে। অফিস টফিস আর সে মানবে না। তার যেমন প্রকৃতি সে সোজাসুজি কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলো। মিস ম্যাসন কাজ শেষ করে তার পেন্সিল এবং নোট প্যাড গুছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েছে ঠিক তখনই ডেলাইট মুখ খুললো।

—আর একটা কথা আছে মিস ম্যাসন। আশা করি খোলা মনে পরিষ্কার কথা বলার জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। বুদ্ধিমতী মহিলা হিসেবে আপনাকে আমি গোড়া থেকেই পছন্দ করি। তাই আমার বিশ্বাস আমি যা বলবো তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি বোধহয় বছর খানেক আমার অফিসে আছেন। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আমার আচরণে কখনই আমি সীমা ছাড়িয়ে যাইনি। আমার অফিসে চাকরি করেন বলে আমি সচেতনভাবে সাবধান থাকি যাতে এমন কিছু না ঘটে যা আপনার সম্মানের পক্ষে আঘাতজনক। কিন্তু একইভাবে আমার সচেতনতা নিশ্চয়ই মানবিক লক্ষণগুলিকে হ্রাস করে না। আপনি জানেন আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। তার মানে এই নয় যে আমি দয়াপ্রার্থী। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো আপনার সঙ্গে ওই দুটি রাইডের একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। আমি আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না যদি আমি প্রশ্ন করি বিগত দুটি রবিবার কেন আপনি রাইডিং-এ আসেননি।

এই সহজ প্রশ্নটি করতে ডেলাইটকে অনেক মানসিক পরিশ্রম করতে হলো ফলে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে সুরু করেছে। উৎকণ্ঠায়

সে মিস ম্যাসনের উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ মিস ম্যাসন চুপ করে রইলো তারপর ধীরে ধীরে বললো, —হ্যাঁ রাইডিং আমি করেছি তবে অন্য দিকে।

—কিন্তু কেন… ? প্রশ্নটা ডেলাইট শেষ করতে পারলো না। যদিও কিছুক্ষণ পরে আবার সে প্রশ্ন করলো।

—খোলাখুলি ভাবে কথা বলুন মিস ম্যাসন ঠিক যেভাবে খোলামন নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কেন আপনি পিয়েডমন্ট পাহাড়ে রাইডিং করতে যাননি ? আমি আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি।

মুহূর্তের জন্যে মিস ম্যাসন ডেলাইটের চোখের দিকে তাকায়। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে মৃদু হেসে বলে, ঠিক ওই কারণেই আমি পিয়েডমন্ট হিল্‌স-এ যাইনি। আমার মনে হয় মিঃ হার্নিশ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন আমার কথা।

বিষণ্নভাবে মাথা নাড়লো ডেলাইট। তারপর বললো,

—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি আবার বুঝতে পারিওনি। আমি ঠিক শহুরে কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত নই। কিছু কিছু কাজ আছে যা অন্যের করা উচিত নয়, কিন্তু যতক্ষণ সেই কাজ আমি নিজে না করছি ততক্ষণ আমি কিছু মনে করি না।

—কিন্তু আপনি যখন সেই কাজ করেন ?—খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা করলো মিস ম্যাসন।

হ্যাঁ সেই কাজ আমি করি। নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্যে সে আবার বললো.—যে কাজ অন্যকে আঘাত করে না, যার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই সেই কাজই আমি করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ওই রাইডিং-এর কথা।

অস্বস্তির ভাব কাটাবার জন্যে মিস ম্যাসন পেন্সিলটা নিয়ে হাত বদল করতে করতে বললো,—এই রাইডিং-এর ব্যাপারটা লোকে ভালো চোখে দেখবে না। আমি আপনাকে ভেবে দেখতে বলছি। আপনি তো পৃথিবীটাকে চেনেন মিঃ হার্নিশ। আপনি একজন মিলিওনিয়ার।

—'জুয়াড়ী'—ডেলাইট রুক্ষস্বরে বললো।

মিস ম্যাসন ডেলাইটের বক্তব্যকে যেন মেনে নিয়েই বললো,—এবং আমি তার স্টেনোগ্রাফার।

—আপনি আমার চেয়ে হাজার গুণ ভালো…। ডেলাইটকে বাধা দিয়ে মিস ম্যাসন বললো,

—কথাটা তা নয়। সমস্যাটা খুব সাধারণ, সেই ভাবেই এর বিচার করতে হবে। আমি আপনার অফিসে কাজ করি। আমি আর আপনি কি ভাবলাম তাতে কিছু আসে যায় না, আসে অন্য লোকে কি ভাবলো তাই নিয়ে। আমার মনে হয় আপনাকে এর বেশি কিছু বলতে হবে না।

মিস ম্যাসনের এমন শীতল ও চাঁছাছোলা কথাবার্তা যেন ওর উপযুক্ত নয়। অন্ততঃ ডেলাইটের তা-ই মনে হলো। মিস ম্যাসনের বিব্রত নারীত্ব, দেহের সুগোল রেখা, স্তনের ওঠানামা এবং চিবুকের ওপর উত্তেজনার রং দেখে ডেলাইট লজ্জিত বোধ করলো।

—মিস ম্যাসন আমি খুবই দুঃখিত, আমি আপনাকে আপনার প্রিয় জায়গায় রাইডিং করতে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।—ডেলাইট উদ্দেশ্যহীন ভাবে বললো।

না আপনি আমাকে ভীত করেননি। কিছুটা রাগতভাবে মিস ম্যাসন প্রতিবাদ জানিয়ে বললো।

—আমি মোটেই স্কুলের নরম প্রকৃতির মেয়েদের মতো নই। নিজেকে রক্ষা করতে আমি জানি। বিন্দুমাত্র ভীত না হয়েই নিজেকে আমি রক্ষা করে আসছি অনেকদিন থেকেই দুটি রবিবার আপনার সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত যে আপনাকে কিংবা ববকে আমি ভয় পাইনি। কথাটা তা নয়। নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই কিন্তু সংসার আমাদের বাধ্য করে অনেক দিক থেকে সাবধান হতে। সমস্যাটা সেখানেই। আমি আর আমার মনিব প্রতি রবিবার একটা জায়গায় মিলিত হয়ে রাইডিং-এ অংশ নিই এই নিয়েই লোকেরা কথা বলবে। যদিও ব্যাপারটা হাস্যকর তবু এটা বাস্তব সত্য। যদি এই অফিসের কোনো কেরানীর সঙ্গে আমি রাইডিং-এ বেরোতাম তাহলে কোনো কথা উঠতো না কিন্তু আপনার সঙ্গে ?—না তা হয় না।

—কিন্তু পৃথিবীর মানুষ এই সংবাদ রাখেও না রাখার প্রয়োজনও নেই। ডেলাইট উত্তেজিতভাবে বলে।

—একদিক দিয়ে আমি বলবো এটা আরো খারাপ। কোনো অপরাধ বোধ নেই অথচ পিছনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কোনো একটা অন্যায় করার জন্যে। আমার তো মনে হয় প্রকাশ্যে কোনো কাজ করার মধ্যে সৌন্দর্য ও সাহসিকতা থাকে।

—সপ্তাহের কোনো কাজের দিনে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে যাওয়া।

মিস ম্যাসন মাথা নাড়ে।

—আমি এদিকটা ভাবিনি। তবে এই প্রস্তাব অনেক ভালো। প্রকাশ্যে আমি যে কোনো কাজ করতে পারি, যা লোকের জ্ঞাতার্থে ঘটবে। তার মানে এই নয় যে আমাকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানাতে আপনাকে আমি বলছি।

একটু হেসে মিস ম্যাসন বলে,—আশা করি আপনি আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন।

—তাহলে প্রকাশ্যেই বা আমার সঙ্গে রাইডিং-এ অংশ নিতে পারবেন না কেন?

মিস ম্যাসনের মাথা নাড়ার মধ্যে ডেলাইট যেন একটা অতি সূক্ষ্ম দুঃখ প্রকাশের ভাব দেখতে পেলো। মিস ম্যাসনকে পাওয়ার জন্যে প্রবল ইচ্ছার তাড়নায় ডেলাইট যেন পাগলের মতো উন্মত্ততা নিয়ে বলতে সুরু করলো ঃ

—দেখুন মিস ম্যাসন আমি জানি অফিসের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আপনি পছন্দ করছেন না। আমিও পছন্দ করি না। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া অফিসের মধ্যে স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে আমার অন্য কোনো কথা থাকেতেই পারে না। আগামী রবিবার আমার সঙ্গে রাইডিং করতে যেতে আপনি রাজি আছেন কি? তাহলে খোলাখুলি আলোচনা করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো। পাহাড়ের রাস্তায় আপনি ব্যবসা সংক্রান্ত কথার বাইরে অন্যকথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারবেন। আমি অনুমান করে নিতে পারি যে আমাকে দেখার ও চেনার অনেক সুযোগ আপনি পেয়েছেন। আমার মনে হয় আমি যে ঘোরপ্যাঁচওলা লোক নই তা আপনি জানেন। আমি মুক্ত স্বভাবের মানুষ। আমি···আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি এবং···মানে এই কথাটাই বলতে চাই···।

ডেলাইট কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। টেবিলের ওপর রাখা তার হাতটা যে কাঁপছে তা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ডেলাইট শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে চেষ্টা করলো।

—আমি কঠিন সত্যের মুখোমুখি হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। জীবনে কোনোদিন আমি এত কঠিন হইনি। আমি···আমি···আমি নিজেকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারছি না। তবে আমি সত্যের মর্যাদা দেবো, ব্যাস আর কিছু বলার নেই। বলুন আপনি রাজি কি না? শুধু পরের রবিবার? আগামীকাল?

ডেলাইট স্বপ্নেও ভাবেনি যে মিস ম্যাসনের মৌন সম্মতি পাওয়া যাবে। ততক্ষণে ডেলাইটের কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে গিয়েছে।

১২

অবশ্য লোকে কি বলে, কি বলতে চায় তা অনুমান করা শক্ত। ডেলাইট বিদ্রোহী ববের কানে চাবুক মেরে অসন্তোষ নিয়ে নিজের উচ্চারিত কথাগুলি নিয়ে ভাবতে সুরু করে দিলো। ওরা যা বলে তা বোধহয় ওরা বুঝে বলে না।

—আমার বক্তব্য হলো আপনি আমার মুখের ওপর বলে দিয়েছেন যে আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চান না। আপনি তার কারণও দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো যে ওইটিই আপনার আসল কারণ। এমনও হতে পারে আপনি আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান না এবং পাছে আমি আঘাত পাই সেই ভয়ে বলতে পারছেন না। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন যেখানে আমি অবাঞ্ছিত সেখানে আমি মাথা গলাই না। যদি আমি বুঝতে পারি আমার সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তবে আমি নিঃশব্দে সরে যাবো।

মিস ম্যাসন ডেলাইটের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে। কোনো কথা না বলে ঘোড়া চালিয়ে যায়। ডেলাইটের মনে হয় অমন সুন্দর মিষ্টি হাসি জীবনে সে কোনো দিন ছ্যাখে নি। মিস ম্যাসনের আজকের এই হাসি অন্যদিনের হাসির চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র। তবে নিঃসন্দেহে এই হাসির মধ্যে সচেতনতা নেই! দুটি মানুষের অন্তরঙ্গতার মধ্যে এই হাসি আসবেই। যে কোনো অপরিচিত মানুষের মধ্যে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের পর বন্ধুত্বের প্রকাশস্বরূপ এই জিনিসটা ঘটবেই। তবে ডেলাইটের ওপর মিস ম্যাসনের এই হাসিটা একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কী মিষ্টি, কী অনন্য-সাধারণ এই হাসি। অন্য কোনো মেয়ে ঠিক এভাবে হাসতে জানে না। ডেলাইট এ সম্পর্কে নিশ্চিত।

ডেলাইটের পক্ষে দিনটা অত্যন্ত সুখের দিন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছে। তারপর দিনের আলো যখন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, পার্কলের গেটটাও কাছাকাছি এসে গিয়েছে তখন ডেলাইট গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটির উত্থাপন করে।

ডেলাইটের শেষ যুক্তির উত্তরে মিস ম্যাসন বলতে শুরু করলে ডেলাইট কৃতজ্ঞ চিত্তে শুনতে থাকে।

—ধরুন আমি যে কারণটা দেখিয়েছিলাম ওইটিই একমাত্র কারণ। আপনাকে আমি জানতে চাইনা এই প্রশ্নটা আসে কি?

—দেখুন আমার মনে হয় যেহেতু আমার অধীনে আপনি একটি ভালো চাকরী করেন তাই আসল ধারণা আপনি গোপন রাখছেন পাছে আমি আহত হই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কারণেই আপনি আসল কারণটা আমাকে বলছেন না। মিস ম্যাসন আপনি সত্য কথাটা বলুন। আমি কথা দিচ্ছি কোনোরকম বিদ্বেষ না নিয়েই আমি সত্যকে মেনে নেবো।

মিস ম্যাসন চোখ তুলে তাকালো। তার চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছে, ঠোঁট কাপছে।

—ওহ্ এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। আপনি আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন মিথ্যে কথা বলার। আপনাকে আঘাত করে নিজেকে রক্ষা করার অথবা আমার রক্ষাকবচ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্য কথা বলা তাহলে আপনার ভাষায় আপনি আর জেদ ধরবেন না।

ডেলাইটের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটলো।

—আমি দারুণ খুশি হয়েছি। মিস ম্যাসন সত্যিই আপনার কথায় আমি খুশি হয়েছি।

কিন্তু এতে আপনার উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আজই আমাদের শেষ রাইড এবং······আর ওই যে গেট।

ডেডে ঘোড়াকে গেটের দিকে ঘুরিয়ে নিচু হয়ে গেট খুলে গেটের ওপারে চলে যায়।

ডেলাইট তাকে অনুসরণ করছে দেখে মিস ম্যাসন আর্তস্বরে বলে ওঠে, —না, মিঃ হার্নিশ না।

বিনম্রভাবে নিষেধ মেনে ডেলাইট ববকে গেটের বাইরে নিয়ে আসে এবং গেটটা দুলতে দুলতে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আরো কিছু বলার ছিলো তাই মিস ম্যাসন ঘোড়া ছোটালেন না।

—একটা কথা শুনুন মিস ম্যাসন।—আন্তরিকতার গভীর সুর বেজে উঠলো ডেলাইটের কণ্ঠে।

—আমি আপনাকে একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারি, বোকা বানাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা আমার নেই। আমি আপনাকে পছন্দ করি। আমি আপনাকে চাই। জীবনে কোনোদিন এত সততার সঙ্গে আমি কিছু

চাইনি। আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো আবিলতা নেই অথবা অন্য কিছু। আমার উদ্দেশ্য একান্তভাবেই সং।

কিন্তু মিস ম্যাসনের মুখের ভাব দেখে ডেলাইটকে থামতে হলো। ওই মুখে রাগের প্রকাশ কিন্তু সে আবার হাসছেও।

—ওই কথাগুলো আর কোনোদিন বলবেন না। এটা যেন অনেকটা বিবাহ প্রতিষ্ঠানের মতো,—উদ্দেশ্য মহৎ, লক্ষ্য—বিবাহ। আপনার কাছ থেকে এই ব্যবহার প্রত্যাশিত নয়।

শহরে এসে বসবাস করার পর থেকে ডেলাইটের গায়ের চামড়া অনেক সাদা হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ায় ডেলাইটের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ডেলাইট দেখলো মিস ম্যাসন করুণার দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মিস ম্যাসনের অভিজ্ঞতায় কোনো বয়স্ক মানুষকে বাচ্চা ছেলেদের মতো এভাবে লাল হয়ে উঠতে দেখেনি। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে সেও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কঠিন কথা বলে ফেলার জন্যে তাকে অনুতপ্তও মনে হচ্ছে।

অত্যন্ত ধীরে কিছুটা তোতলামি করে ডেলাইট কথা সুরু করে। পরে সামলে নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলে।

—দেখুন মিস ম্যাসন আমি একজন অসংস্কৃত রুক্ষ মানুষ। আমি নিজেও তা জানি। অনেক ব্যাপারেই আমি অজ্ঞ। যাকে বলে শিক্ষা-সংস্কৃতি—তার কোনো শিক্ষাই আমি পাইনি। আমি কোনোদিন কাউকে ভালবাসিনি, আমাকেও কেউ ভালবাসেনি। আমি জানি না কিভাবে এপথে অগ্রসর হতে হয়। মূর্খের মতো স্থূলতাই শুধু আমার আছে। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো এই যে, মুর্খের উক্তির অন্তরালে মানুষটার প্রকৃত অনুভূতি আপনাকে বুঝে নিতে হবে। এই আমি। সূক্ষ্ম কলা-কৌশলে অজ্ঞ কিন্তু সং।

ডেডে ম্যাসনের পাখির মতো একটা অভ্যাস রপ্ত আছে। এক মুড থেকে অন্য মুডে খুব তাড়াতাড়ি সে উড়ে যেতে পারে।

গেটের ওপার থেকে সে বললো—হেসেছিলাম বলে ক্ষমা করবেন আমায়। আমি ঠিক বিদ্রূপ করার জন্যে হাসতে চাইনি। আসলে বিস্ময়, অপ্রত্যাশিত…।

হঠাৎ ভয়ে পাছে নিজের অনুভূতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে এই ভয়ে সে বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না।

ডেলাইট সেই অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করার চেষ্টা করে বলে,—আপনি বলতে চাইছেন যে এই জাতীয় প্রস্তাব শুনতে আপনি অভ্যস্ত নন। ধরুন এই জাতীয় প্রস্তাব—"কেমন আছেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দারুণ খুশি হলাম, আপনি কি আমার হতে পারেন না ইত্যাদি।"

মিস ম্যাসন হাসিতে ফেটে পড়লো। সেই হাসিতে ডেলাইটও যোগ দিলো। একটা সুস্থ পরিবেশ আবার ফিরে এলো দু'জনের মধ্যে। ডেলাইটও আবার নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলো। তার হৃদয় ও মস্তিষ্ক সবল হয়ে উঠলো।

—দেখুন তাহলে আপনিই প্রমাণ করে দিলেন যে আমার পরিস্থিতিটা জটিল। আমার অবস্থাটা অনেকটা জলের বাইরের মাছের মতো। অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি এবং আমি একটা কোণায় পড়ে গেছি। আমার যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান আছে যে বিয়ে করার যুক্তি হিসেবে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে কোনো মানুষের তর্ক করা উচিত নয়। এই জ্ঞানটুকু আছে বলেই আমি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। এক নম্বর,—আমি অফিসে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি না। দুই,—আপনি বলছেন অফিসের বাইরে আমার সঙ্গে আপনি মিলিত হবেন না। তিন,—আপনার যুক্তি হচ্ছে যেহেতু আমার অধীনে আপনি কাজ করেন তাই লোকে নিন্দে করবে। চার নম্বর—আমি শুধুই আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই এবং আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। পাঁচ নম্বর,—আপনি গেটের ওপাশে রয়েছেন, ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আর আমি গেটের এপাশে বেপরোয়া হয়ে উঠেছি কিছু বলার জন্যে যাতে আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখেন। ছ'নম্বর,—বলা হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে আমি চাইছি আপনি পুনর্বিবেচনা করুন।

ডেলাইটের আবেদনের ভাষা শুনে ও আবেদনের ভঙ্গি দেখে মিস ম্যাসন একটা অননুভূত আনন্দের আস্বাদ পেলো। সত্যিই ওই মুখে বিব্রত অনুভূতির ছাপ, ভাষায় অলঙ্করণের অভাব মানুষটির সততা ও আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। সাধারণ স্তরের যে সব মানুষ তার পরিচিত তাদের তুলনায় এই মানুষটির স্বাতন্ত্র্যও সহজেই চোখে পড়ে। ডেলাইটের শেষদিকের কথাগুলি মিস ম্যাসনের কানে পৌঁছায়নি কারণ ততক্ষণে নিজের অন্তর্লীন চিন্তার গভীরে সে ডুবে গিয়েছে। শক্তিমান পুরুষের ভালোবাসা যে কোনো সুস্থ নারীর কাছে একটা মস্ত প্রলোভনের বস্তু। বন্ধ গেটের ওপারে অপেক্ষমান বার্নিং ডেলাইটের দিকে তাকিয়ে মিস ডেডে ম্যাসনও

সেই প্রলোভন উপলব্ধি করে। জীবনে আর কোনোদিন এমন সুতীব্র প্রলোভন সে উপলব্ধি করেনি। তার মানে এই নয় যে বার্নিং ডেলাইটকে বিয়ে করার কথা সে ভাবছে, স্বপ্নেও এমন কল্পনা সে কোনোদিন করেনি। ডেলাইটকে বিয়ে করার বিরুদ্ধে তার অজস্র যুক্তি আছে কিন্তু তাই বলে আর একবার দেখা না করার কি যুক্তি আছে? সে নিশ্চয়ই ভয়ংকর দর্শন নয় বরং উল্টোটাই সত্যি। প্রথম যেদিন তাকে দেখেছিলো সেইদিনই ইণ্ডিয়ানদের মতো চর্বিহীন মুখাবয়ব এবং ইণ্ডিয়ানদের মতই দীপ্ত চোখ তাকে আকৃষ্ট করেছিলো। তার অপূর্ব পেশীসমন্বিত চেহারা ছাড়াও তার আকৃতি অনেক দিক থেকেই অনন্য পুরুষালী সৌন্দর্যের আকর। উত্তরের এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কতো না রোমান্সের অলঙ্কার। আর্কটিক প্রদেশ থেকে নেমে এসে দক্ষিণ দেশের মানুষদের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধেও সে অপরাজেয় বীর।

রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো বর্বর, জুয়াড়ী, অমিতব্যয়ী, এমন একটি মানুষ যার কোনো নীতিবোধ নেই, যার ক্রোধ কখনো তৃপ্ত হয় না, যে তার বিরোধীদের মুখ গুড়ো গুড়ো করে দ্যায়—ও হ্যাঁ যতো কঠিনতম নামে তাকে উল্লেখ করা হয় সবই মিস ম্যাসন জানে। তবু এই মানুষটিকে সে কোনোদিনই ভয় পায়নি। "বার্নিং ডেলাইট" নামকরণের একটা গূঢ়ার্থ আছে, এই নামকরণের মধ্য দিয়ে তার সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই বোঝানো হয়ে থাকে। দৈনিক সংবাদপত্রে, ম্যাগাজিনে তার ক্লনডাইক অভিযানের কতো কথাই না প্রকাশিত হয়েছে! সব কিছু বলার পরে "বার্নিং ডেলাইটে"র আর একটি প্রবল গূঢ়ার্থ আছে; তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে কোনো নারীর কল্পনাকে সে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে ঠিক যেভাবে মিস ম্যাসনের হৃদয়কে সে স্পর্শ করেছে। তাদের দু'জনের মাঝখানে রয়েছে গেটের বাধা তবু ওই কঠিন মানুষটির সরলতার আবেগান্বিত কণ্ঠস্বর মিস ম্যাসনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া ডেডে ম্যাসন যতই হোক একজন নারী তো। নারীসুলভ আত্মশ্লাঘাও তার পুরোমাত্রায় আছে। এই পটভূমিকায় বিচার করলে এমন একজন অনন্য-সাধারণ মানুষের কাছে তার এতখানি গুরুত্ব সেই সেক্স-ভ্যানিটি বা নারী-সুলভ আত্মশ্লাঘাকেই পরিতৃপ্ত করছে।

মিস ম্যাসনের চিন্তাপ্রবাহে আরো একটি ধারা যুক্ত হয়েছে তা হলো তার ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবন। জীবনের মৌল প্রেরণা তার চাহিদার দূরাগত একটা ধ্বনি মনের অবচেতনে কোন এক অশ্রুত সঙ্গীতের বাণী বুঝি

বহন করে আনছে। এই অনুভূতিটাই এই মানুষটির সঙ্গে পাহাড়ীপথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর প্রবল একটা প্রলোভনে তাকে উদ্বুদ্ধ করছে। শুধু এই পাশাপাশি রাইডিং-এর আনন্দ আর কিছু নয় কারণ সে ভালোভাবেই জানে এই মানুটির জীবনের পথ কখনই তার পথ হতে পারে না। অন্যদিকে সাধারণ নারীসুলভ ভীতি তার এতটুকু নেই। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে এই আত্মবিশ্বাস তার প্রবলভাবেই আছে। তাহলে কেনই বা সে রাজি হবে না। খুব বেশি কিছু তো সে তার কাছে চায়নি।

অত্যন্ত একঘেয়ে নীরস তার জীবন। সে খায়, ঘুমোয় আর চাকরি করে—ব্যাস এই-ই সব। যেন এক সমীক্ষায় তার অস্তিত্বের স্বরূপ আজ ধরা পড়লো। সপ্তাহের ছ'টা দিন অফিস, ফেরিতে যাতায়েতের জন্যে আরো কিছুটা সময় নষ্ট। তারপর শুতে যাওয়ার আগে কিছুটা সময় চুরি করে পিয়ানোর সামনে গানের রেওয়াজ করে নেওয়া, নিজের জামাকাপড় ইস্তিরি করা, ছোটখাটো সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি। সপ্তাহের দুটো দিন বিকেলে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, শনিবার বিকেলটা ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো। সপ্তাহের ছ'টা দিন এইভাবে ঠাসবুনোন কাজের মধ্যে তার দিন কাটে। শুধু রবিবার বিকেলটা তার একান্ত একার, একটি মুক্তির দিন। সেইদিন ম্যাবের পিঠে চড়ে পবিত্র পাহাড়ের কোলে সে নিজেকে ফিরে পায়। কিন্তু এও তো, নিঃসঙ্গ একক ভ্রমণ। তার জানাচেনা কেউ-ই ঘোড়ায় চড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মেয়েকে সে রাইডিং-এ আগ্রহান্বিত করে তুলতে চেয়েছিলো। ভাড়া করা ঘোড়ায় দু' একটি দিন তার সঙ্গী হয়েছে কিন্তু তারপরেই তাদের আগ্রহ ফুরিয়ে গিয়েছে। ম্যাডোলিনের নিজেরই ঘোড়া ছিলো, কয়েকমাস খুবই উৎসাহের সঙ্গে রাইডিং করেছে কিন্তু জীবনের লক্ষ্য ছিলো বিয়ে করা সুতরাং একদিন সে বিয়ে করে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গ্যালো। বছরের পর বছর একা রাইডিং করতে করতে ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক।

এই মানুষটাকে আজ যেন মনে হচ্ছে নেহাৎই বালক। অথচ সে মিলিওনিয়ারদের মধ্যেও বিগ জায়ান্ট। স্যান ফ্রান্সিসকোর অর্ধেক ধনীলোক তাকে ভয় পায়। এমনই একটি বালক! প্রবল প্রতাপান্বিত এই মানুষটির মধ্যে এমন একটি দিক থাকতে পারে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

—আচ্ছা লোকেরা কি করে বিয়ে করে?—ডেলাইট এইভাবে কথা

সুরু করলো।

এক নম্বর : তারা প্রথমে মিলিত হয়। দু নম্বর : পরস্পরের দৃষ্টিকে তাদের ভালো লাগে। তিন নম্বর : তাদের পরিচয় নিবিড় হয়। চার নম্বর : তারা বিয়ে করে অথবা করে না, পরিচিত হবার পর একজনকে আরেকজনের কতটা ভালো লাগে তারই ওপর নির্ভর করে তারা বিয়ে করবে কিংবা করবে না। কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না আমরা পবস্পরকে পছন্দ করি কি না তা কি করে বোঝা যাবে যদি আমরা মিলিত হবার সুযোগই না পাই।

হঠাৎই মিস ম্যাসনের মুডের একটা পরিবর্তন এসে যায়। পরিস্থিতিটা তার কাছে অস্বাভাবিক উদ্ভট মনে হয়। তার খুব জোরে হাসতে ইচ্ছে করে। রাগে নয়, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো নয়, এক রকম মজা পেয়ে তার হাসতে ইচ্ছে করছে। সত্যিই মজার পরিস্থিতি। সে একজন সামান্য স্টেনোগ্রাফার আর ওই মানুষটি একজন কুখ্যাত এবং শক্তিমান জুয়াড়ী, মিলিওনিয়ার। এমন একটি মানুষ তার একজন কর্মচারীর সঙ্গে কি না পরিচয়পর্ব এবং বিবাহের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে চলেছে। এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড অসঙ্গতি রয়েছে। কোনোমতেই এই অসঙ্গতিকে সে মেনে নিতে পাবে না। চোরা উদ্দেশ্য নিয়ে পাহাড়ে মিলিত হবার এই প্রোগ্রাম কখনই সে চালিয়ে যেতে পারে না। না আজই শেষ, এর পর কোনোদিনই আর সে মিলিত হবে না। প্রত্যাখ্যাত হলে ইনি নিশ্চয়ই অফিসেই তার পাণিপ্রার্থনা করবে সেক্ষেত্রে তাকে এই চাকরিটা ছেড়েই দিতে হবে এবং তাহলেই এই পর্বের সমাধান ঘটবে। পরিস্থিতিটা কল্পনা করা খুব সুখের নয় কিন্তু পুরুষের জগৎটা বিশেষ করে শহরের, তার মোটেই সুস্থ, সুন্দর মনে হয় না।

ডেলাইট ব্যাখ্যা করে বলছিলো,—আমাদের মধ্যে তো লুকোচুরিব ব্যাপার নেই। আমরা বলিষ্ঠ মন নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। যদি কেউ আমাদের দেখে ফেলে তাদের দেখতে দিন। যদি কেউ কিছু এই নিয়ে বলতে চায় তাদের বলতে দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বিবেক মুক্ত এবং অনাবিল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বিব্রত বোধ করার কোনো কারণ থাকতেই পারে না। 'হ্যাঁ' এই শব্দটা শুধু একবার উচ্চারণ করুন -বব তাহলে সুখীতম জীবিত মানুষকে তার পিঠে আরোহী হিসেবে পাবে।

মিস ম্যাসন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। পরক্ষণেই সে ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে যায়। ম্যারও. এতক্ষণ অলসভাবে দাঁড়িয়ে ধৈর্য হারিয়ে

ফেলেছে, সে এখন ঘরে ফেরার জন্যে চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

—সত্যিই অনেক দেরী হয়ে গ্যাছে অথচ আমরা কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারলাম না। আর একটা রবিবার……আমি এমন কিছু বেশি চাইছি না।—ডেলাইট অনুনয়ের ভঙ্গিতে দ্রুতলয়ে বলে ফেললো।

—আমরা তো প্রায় সারাটা দিনই একসঙ্গে কাটালাম।

—কিন্তু এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা আমরা অনেক দেরীতে সুরু করেছি। পরের রবিবার প্রথমেই আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনা করে নেবো। আমার কাছে এটা একটা ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বলুন. রাজী হোন, শুধু আগামী রবিবার।

—পুরুষরা কি সত্যিই কোনোদিন সততা রক্ষা করে চলে? আপনি খুব ভালো করেই জানেন আগামী রবিবার বলতে আপনি অনেক অনেক রবিবার বোঝাচ্ছেন।

ডেলাইট অনেকটা বেপরোয়াভাবে বলে ফেললো,—তবে তাই হোক, অনেক রবিবারই হোক। (সেই মুহূর্তে মিস ম্যাসনের মনে হলো এতো হ্যাণ্ডস্যাম সে তাকে আর কোনোদিন দ্যাখেনি)। বলুন, শব্দটা অন্তত একবার উচ্চারণ করুন, আগামী রবিবার পেইডেমেণ্ট পাহাড়ের কাছে…।

মিস ম্যাসন লাগাম হাতে তুলে নিলো যাত্রা সুরুর উদ্যোগ হিসেবে তারপর বললো ঃ

"গুড নাইট" "এবং…"

"হ্যাঁ"—নিচু এবং অনুরোধাত্মক স্বরে ডেলাইট বললো।

—"হ্যাঁ"—খুব নিচু স্বরে বললেও বেশ স্পষ্টই উচ্চারণ করলো মিস ম্যাসন।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চলা সুরু করার পর মিস ম্যাসন একবারও পিছন ফিরে তাকায় নি, নিজের মনকেই সে তখন বিশ্লেষণ করছিলো। মনকে সে সম্পূর্ণই প্রস্তুত করে ফেলেছিলো—"না" বলার জন্যে অথচ তার ঠোঁট বললো—"হ্যাঁ"। কেন এমন হলো? এর পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে সে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বার্নিং ডেলাইট তুচ্ছ করার মতো মানুষ নয়। তার মধ্যে যতই বালকসুলভ সরলতা থাক মূলতঃ সে প্রভুত্বকামী পুরুষজাতির উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। মিস ম্যাসন সম্মতি জানিয়ে নিজেকে এক অনিবার্য সংঘর্ষের সম্মুখীন করে ফেললো। নিজের কাছেই সে বার বার কৈফিয়ৎ তলব করলো যখন তার মনের এতটুকু ইচ্ছা ছিলো না তখন কেন সে "হ্যাঁ" বললো।

১৩

অফিসের জীবন একই ভাবে চলছে কাজে কিংবা কথায় একটুকু হেরফের হয়নি। অফিসে এদের দু'জনের সম্পর্ক যেমনটি ছিলো তেমনই আছে। প্রতি রবিবার পরবর্তী রবিবারের রাইডিং-এর প্রোগ্রাম হয়ে যাচ্ছে, অফিসে এই নিয়ে তাদের কোনো কথাই হয় না। ডেলাইট এইদিক থেকে দারুণ সাবধানী। মিস ম্যাসন কোনো কারনে চাকরি ছেড়ে দিক তা সে কোনোমতেই চায় না। কোনো মূল্যেই সে তার অফিস থেকে ডেডে ম্যাসনকে হারাতে চায় না। মিস ম্যাসন কাজ করছে এই মূল্যটাই তার কাছে অপরিমেয় আনন্দের উৎস। বেশিক্ষণ ডিকটেশন দিয়ে কিংবা কোনো কাজ আবিষ্কার করে বেশিক্ষণ অফিসে আটকে রাখা এইসব করে সে তার অনাবিল আনন্দকে মাটি করে না। স্বার্থসিদ্ধির উর্ধে তার এই আচরণ আসলে পরিচ্ছন্ন খেলার প্রতি ভালোবাসা। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে পাওয়ার চাইতে তার মধ্যে কোথায় যেন ভালোবাসার প্রতি মহত্তর মূল্যায়নের একটা অনুভূতি আছে। উভয়ের কাছেই স্বীকৃত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সে নিজেকে ভালোবাসার যোগ্য করে তুলতে চায়।

অন্যদিকে যদি সে দক্ষ ফন্দিবাজ হতো তাহলে বোধহয় এমন বিজ্ঞতা-প্রসূত পন্থা তার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হতো না। পাখির মতো স্বাধীন সত্তার অনুরাগী মিস ম্যাসন জোর জবরদস্তিকে কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাই ডেলাইটের মার্জিত আচরণকে সে মনে মনে বিশেষ তারিফ করে। সচেতনভাবেই সে একে প্রশংসনীয় বলে বোধ করে কিন্তু সব সচেতনতার গভীরে লূতাতন্তুর মতো সূক্ষ্ম এর প্রভাব কাজ করে যায়। কয়েকটি অসাধারণ মুহূর্ত ছাড়া ডেলাইটের ব্যক্তিত্ব কখনই তাকে গ্রাস করার চেষ্টা করেনি। স্বপ্নেও যে বন্ধনের কথা ভাবা যায়নি সংগোপনে একটির পর একটি সুতো সেই বুননের কাজটি অলক্ষ্যে করে গিয়েছে। সচেতনভাবে সে যখন 'না' বলতে চেয়েছিল তখন তার মুখ দিয়ে কেন "হ্যাঁ" বেরিয়ে এসেছিলো সেই রহস্যের সূত্র বোধহয় এখান থেকেই পাওয়া যায়। ভবিষ্যতেও কি এই একই কারণে তার বিচার বুদ্ধির রায় উপেক্ষা করে অনেক সময়েই সে অনিচ্ছাকৃত সম্মতি জানাবে?

ডেডে ম্যাসনের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ডেলাইটের একটা মস্তো উপকার হয়েছে। আগের মতো সে আর মদ খায় না। মদের প্রতি তার আকর্ষণ অনেক কমে গিয়েছে। মদের কুফল সম্পর্কে সে এখন অনেক সচেতন। একদিক থেকে ডেডে ম্যাসনই সেই প্রয়োজনীয় সংযমের

কাজটা করছে। মিস ম্যাসনের চিন্তাটাই যেন ককটেলের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। অন্তত সে যে ককটেলের একটা বড়ো অংশ পূরণ করে দিচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শহর জীবনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং জুয়া খেলার সামিল তার ব্যবসার অত্যধিক চাপ তাকে ককটলের পথে নিয়ে গিয়েছিলো। একটা স্থায়ী উঁচু দেওয়াল সব সময়েই থাকা দরকার যার ছায়ায় সে একটু শান্তি পেতে পারে। ডেডে ম্যাসন সেই দেওয়ালেরই একটি অংশ। তার ব্যক্তিত্ব, হাসি, কণ্ঠস্বরের অনুরণন, চোখের সেই অবাস্তব সোনালী আলো, চুলের ওপর আলোকসম্পাত, তার তনুদেহের রেখা, ঘোড়ার পিঠে তার বিশেষ ভঙ্গি—সব কিছুই যখন ডেলাইটের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তখন সে এতই মসগুল হয়ে থাকে যে তখন ককটেল, স্কচ-হুইস্কি সোডার অভাববোধ কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এদের আদর্শ, লক্ষ্য যতই উঁচু হোক মেলামেশায় গোপনীয়তা দুজনকেই মেনে নিতে হচ্ছে। সার কথা হলো মেলামেশার সুযোগটা ওদের চুরি করেই পেতে হচ্ছে। বুক ফুলিয়ে সংসারের চোখের সামনে ওরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারছে না। বরং উলটোটাই সত্যি। তারা এমন জায়গা বেছে নিচ্ছে যেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের এই রাইডিং স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। বার্কলের পিছন দিকে অজস্র গেটসমন্বিত পথের মাঝামাঝি তারা মিলিত হয়। এই পথে বড়োজোর কৃষকদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। এদের যাতায়াতের পথ এটা। খবরের কাগজ এরা পড়ে না সুতরাং ডেলাইটকে এদের চেনার প্রশ্ন ওঠে না।

ডেডের মধ্যে ডেলাইট একজন দক্ষ হর্সওম্যানকে আবিষ্কার করে। শুধু যে সে রাইডিং-এ ভালো তাই-ই নয়, ওর সহনশীলতা ও ধৈর্য্য অসীম। এমন দিন যায় যেদিন ষাট থেকে সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে। বেশি পরিশ্রম হচ্ছে এমন অভিযোগ ডেডে কোনোদিনই করেনি।

সুদীর্ঘ পথভ্রমণের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সম্পর্কে ওরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। মিস ম্যাসন যেমন সুমেরু প্রদেশের ভ্রমণ এবং গোল্ড মাইনিং সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে ডেলাইটও তেমনি মিস ম্যাসনের ক্যাটল ফার্মের জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছে। বাবার উচ্চাকাঙ্খা ব্যর্থ হওয়া এবং অকাল মৃত্যুর ফলে মিস ম্যাসনকে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে শহরে চাকরি নিতে হয়। ভাইয়ের সম্পর্কেও সে অনেক কথা বলে। ভাইকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে তার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং বর্তমানে আশা-ভঙ্গের বেদনাদায়ক অনুভূতির কথাও সে জানায়।

ডেলাইটের মনে হয় এই মেয়ের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা যত কঠিন মনে হয়েছিলো তা নয়। অচিরেই একটা সমঝোতায় আসতে পারবে বলে তার বিশ্বাস এখন দৃঢ় হয়। তবে সে সচেতন যে মিস ম্যাসন সম্পর্কে যতই সে জানুক রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতির অনেক কিছুই তার এখনো অজানা। এ যেন এক কূলহীন, মানচিত্রহীন অসীম দরিয়া যার সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে যতই দুর্জ্ঞেয় হোক এই দরিয়া তাকে পার হতেই হবে।

নারীজাতি সম্পর্কে তার জীবনভর ভয়ের এই একটাই কারণ—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই এদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় চিরকাল বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়ার পিঠে ওই যে ডেডে ম্যাসন, পাহাড়ের গা থেকে ফুল সংগ্রহ করে যে ডেডে ম্যাসন কিংবা তার অফিসে যে ডিকটেশন নেয় সেই মেয়েকে সে বুঝতে পারে কিন্তু তার ঘন ঘন মুডের পরিবর্তন, কখনো রাইডিং-এ অংশ নিতে অস্বীকার করা কখনো সম্মত হওয়া এর অন্তরালের মানসিকতাকে সে বুঝতে পাবে না। ডেডের চোখের আলোব হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়া কিংবা তার গুনগুনানি কিংবা অস্ফুট কণ্ঠস্বর এসব যেন দেখার কিংবা শোনার নয়। এই সবের মধ্যে সে রহস্যময়ী নাবীর সুগভীর আত্মিক ঐশ্বর্য দেখতে পায়, আকৃষ্ট হয় কিন্তু এই সম্পদ ধরাছোঁয়ার অতীত বলে মেনে নেয়।

মিস ম্যাসনের আর একটি দিক আছে যার সম্পর্কে ডেলাইট সচেতন ভাবে অজ্ঞ। ডেডে ম্যাসন বইয়ের জগতের সঙ্গে পরিচিত। এই বইয়ের মধ্যেই নাকি আছে দুর্জ্ঞেয়, ভয়াবহ রহস্যময় বস্তু যার নাম নাকি "সংস্কৃতি"। তবে ডেলাইট বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, সংস্কৃতি কখনই তাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতায় বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি। সে নিজেও যেমন ঘরোয়া মানসিকতার ডেডে ম্যাসনের মধ্যে ও সে সেই ঘরোয়া মানসিকতার পরিচয় পেয়েছে। বই কিংবা শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে ডেডে ম্যাসন কোনোদিনই কথা তোলেনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ফুল, পাহাড় এবং সূর্যালোক ও ঘোড়া এতেই সে আনন্দ পায়, সেই অনুভূতির কথাই সে বলে। ডেলাইটও নতুন এক জগৎ,—বৃক্ষ ও ফুলের বনে এসে পড়েছে। ডেডে ম্যাসন এখানে তার গাইড। বিভিন্ন জাতের ওক, ম্যাড্রোনো, মানজনিটা, ফুলের অজস্র বৈচিত্র্য সম্পর্কে ডেডে ম্যাসন তাকে অবহিত করে তোলে। মিস ম্যাসনের অসাধারণ অরণ্য-দৃষ্টি ডেলাইটের পক্ষে আর একটি আনন্দের উৎস। মুক্ত আকাশের নিচে এই শিক্ষাকেন্দ্র, কোনো কিছুই তুচ্ছ করার মতো নয়। একদিন পরীক্ষা নেওয়া হয়। কে কতো বেশী পাখির বাসা আবিষ্কার করতে পারে। দিনের শেষে

ডেলাইট মাত্র তিনটি পাখির বাসা আবিষ্কার করতে পারলো। তার মধ্যেও একটি সম্পর্কে মিস ম্যাসন সংশয় প্রকাশ করলো। ডেলাইটকে পরাজয় স্বীকার করতেই হলো। মিস ম্যাসনকে প্রশস্তি জানিয়ে ডেলাইট বলে, আপনার সাফল্যের কারণ হচ্ছে আপনি নিজেই যে একটি পাখি; পাখির মন, পাখির চোখ আপনার।

যতই দিন যায় যতই পরিচয় নিবিড় হয় ততই ডেলাইট মিস ম্যাসনের সঙ্গে পাখির স্বভাবের মিল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এই কারণেই সম্ভবতঃ মিস ম্যাসন ঘোড়ায় চড়া পছন্দ করে। ডেলাইট মনে মনে যুক্তি দেখিয়ে বলে ওর এই অভ্যাসটা পাখির ওড়ার স্বভাবের খুবই কাছাকাছি যায়।

আফিম ফুলের বাগান, ফার্ণ, পপলার গাছের সারি, দূরের পাহাড়ের চূড়ায় এক ফালি সূর্যের রশ্মি এই সবই ডেলাইটের কাছে তাৎক্ষণিক আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে, সব কিছুই মনে হয় এক মহান সঙ্গীতেরই প্রকাশ। ডেডে ম্যাসন তো সব সময়েই মনে হচ্ছে গুন গুন করে গান গাইছে। কঠিন পরিস্থিতিতেও গান কখনই তার কণ্ঠ থেকে হারিয়ে যায় না। এমন কি যখন সে ববের মতো দুর্দান্ত ঘোড়ার ওপর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যে হিমসিম খাচ্ছে তখনো।

ডেডে ম্যাসনের ছোটো ছোটো আনন্দের প্রকাশের মধ্যেও ডেলাইট আনন্দ পায়। মিস ম্যাসন যখন সুন্দর পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিসগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ডেলাইট তখন মিস ম্যাসনের দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মিস ম্যাসনের চোখ দিয়েই যেন ডেলাইট এই সুন্দর প্রকৃতি দেখতে শিখেছে। এতদিন তার রঙের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক কয়েটা মাত্র নাম সে জানতো। যেমন লাল, হলুদ, কালো ও বাদামী। রঙের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন মিশ্রিত রঙের নাম এসব সে ডেডে ম্যাসনের কাছ থেকেই শিখেছে। যদিও প্রকৃতির কোলেই সে মানুষ তবু প্রকৃতি দেখার চোখ তার ছিলো না। সেই দৃষ্টি এখন সে মিস ম্যাসনের কাছ থেকে পেয়েছে। ফুলই হোক গাছই হোক কিংবা আকাশের রঙ-ই হোক সব কিছুই এখন সে রূপমুগ্ধতার দৃষ্টি নিয়েই ছাখে।

এই সবের মধ্যেই প্রেমের সোনালী সুতোর নক্সা বোনা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে শুধু ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোতেই ডেলাইটের আনন্দের পাত্র পূর্ণ হয়ে যেতো। তারপর সমস্তরের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে ডেডে ম্যাসনকে নিজের করে পাবার আকাঙ্খাটা প্রবল হতে থাকে। যতই তাকে চেনে ও জানে

আকাঙ্খাটা ততই প্রবল হয়ে ওঠে। যদি মিস ম্যাসন উত্তেজনার খোরাক যোগাতো কিংবা চপল প্রকৃতির সাধারণ মেয়ে হতো তাহলে নিশ্চয়ই তার মনের অবস্থা এমনটি হতো না। কিন্তু তার অনাবিল সরলতা এবং অন্তরঙ্গ সাথী হবার মানসিক সম্পদের প্রাচুর্যই ডেলাইটের সুস্থ হবার প্রকৃত কারণ। এই শেষের গুণটিই ডেলাইটের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দ।

নারীকে এতদিন ডেলাইট সম্পুর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এসেছে। নারী হচ্ছে খেলার সামগ্রী, খেলনা বিশেষ। লোভী পুরুষেব প্রয়োজনে স্ত্রী, সন্তান উৎপাদনের উপলক্ষ্য—নারী সম্পর্কে এই ছিলো তার ধারণা, এই ছিলো প্রত্যাশা। কিন্তু নারীকে বন্ধুরূপে, খেলার সঙ্গীরূপে, আনন্দের অংশীদাররূপে পাওয়া—ডেডে ম্যাসন এই দিক থেকে তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছে।

ডেডে ম্যাসনের গুরুত্ব যতই বাড়ছে ডেলাইটের মনে প্রেমের অগ্নিশিখা ততই জ্বলে উঠছে। অবচেতনভাবে কখনো কখনো তার কণ্ঠস্বরে আদরার্থক শব্দ উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। ঠিকই একই অবচেতনায় তার চোখে অর্থবহ সংকেত—দ্যোতক আগুন জ্বলে উঠছে। ডেডে ম্যাসন যে এ ব্যাপারে অন্ধ তা নয়। কিন্তু অনেক মেয়ের মতো সেও মনে করছে এতটুকু আগুন নিয়ে বিপদের সম্ভাবনা এড়িয়ে সহজেই খেলা করা যায়।

একদিন ডেডে ম্যাসন আক্ষেপের সুরে বলে ওঠে, শীত এসে যাচ্ছে।

তারপর যেন ডেলাইটকে উত্তেজিত করার জন্যে বলে,—শীত এসে গেলে আর রাইডিং হবে না।

ডেলাইট সঙ্গে সঙ্গেই জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করে,—কিন্তু শীতেও আমি এখনকার মতই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

মিস ম্যাসন অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে।

—আমরা তো এই ক'দিনে যথেষ্টই আনন্দ পেয়েছি, আর কি চাই ?

আন্তরিক সহৃদয় দৃষ্টি নিয়ে ডেলাইটের দিকে তাকিয়ে সে বলে,—আমার মনে পড়ছে আপনার সেই উদ্ভট যুক্তি। পরিচিত হওয়া এবং তারপর…। কিন্তু আমাদের এই পরিচয় তো সেই জায়গায় নিয়ে যাবে না। না, তা হয় না, হবেও না। নিজেকে আমি খুব ভালো করে জানি। ওই ভুল আমি করতেই পারি না।

মিস ম্যাসনের মুখের ভাব সিরিয়াস হয়ে ওঠে কিন্তু তা ডেলাইটকে আঘাত করার জন্যে নয়। তার চোখে স্থির দৃষ্টি কিন্তু সেই চোখে সোনালী উজ্জ্বল আলো—নারীর সেই অতল গভীর দৃষ্টি কিন্তু ডেলাইট

এখন আর ওই চোখের দিকে তাকাতে ভয় পায় না।

—দেখুন মিস ম্যাসন আমি মানুষটা খারাপ নই। আপনার ওপরেই বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি। একই সঙ্গে আমি কঠিন ও শক্ত মানুষ। আপনি ভালো করে ভেবে দেখবেন। যদিও আপনাকে আমি ভালোবাসি তবু একবারের জন্যেও কি ভালোবাসার কোনো কথা আপনাকে বলেছি? প্রতিটি মানুষের আলাদা পথ ও মত থাকে। অন্য কেউ এইসব কথা বললে মানানসই হতেও পারে। কিন্তু আমি অন্য ধাতের মানুষ। ভ্রমণ বলতে আমি তীব্র বেগে ছোটা বুঝি। বরফের ওপর দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আমি ভগবানকেও দৌড় করাবো। তবু এখন পর্যন্ত আমি আপনাকে ছোটাইনি। আমার অনুমান এই তথ্যটাই প্রমাণ করে আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি। একথা সত্যি যে আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু একবারের জন্যেও কি কথাটা আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছি। আমি শান্ত এবং ভালো মানুষের মতো থেকেছি যদিও এইভাবে মুখ বুঝে শান্ত হয়ে থাকতে থাকতে কখনো কখনো আমি অসুস্থ বোধ করেছি। আমাকে বিয়ে করতে কখনো আপনাকে বলিনি, এখনো বলছি না। আপনার কাছে আমি শান্তি পেয়েছি, তৃপ্তি পেয়েছি। আমি জানি আপনিই একমাত্র নারী যে আমার স্ত্রী হতে পারে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কি সেকথা বলা যায়? আপনি কি আমাকে সম্পূর্ণভাবে জেনেছেন যা দিয়ে আপনি আপনার মনের রায় নেবেন?

কাঁধের ঝাঁকানি দিয়ে ডেলাইট আবার বলে, জানি না। তবে আমি এখনই কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনাকে সত্যিই জানতে হবে, ভাবতে হবে যে আমার সঙ্গে আপনি একসঙ্গে চলতে পারবেন কি না। তবে আমার কথা বলতে পারি আমি এখন ধীর ও রক্ষণশীল পদ্ধতিতে খেলতে চাই। লুকিয়ে তাস দেখে নিয়ে আমি খেলায় হারতে চাই না।

প্রেম করার এ এক অভিনব সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গি ডেডের অভিজ্ঞতায়। জীবনে সে কোনোদিন এমন ভঙ্গির কথা শোনেনি। এ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে। ডেলাইটের আচরণের মধ্যে কামনার তীব্রতা না থাকলেও একটা আশঙ্কা জড়িয়েই আছে কারণ মিস ম্যাসন লক্ষ্য করেছিলো কিভাবে একবার ডেলাইটের হাত কাঁপছিলো। আর তার চোখে এবং কথায় কামনার আগুন তো সে প্রতিদিনই লক্ষ্য করছে। এই প্রসঙ্গেই কয়েকদিন আগে ডেলাইটের একটা কথা।—আপনি বোধহয় জানেন না, সহনশীলতা, ধৈর্য কাকে বলে।

ডেলাইট তখন তাকে স্টুয়ার্ট নদীতে অনশনে অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কাঠবিড়ালীটাকে গুলি করার ব্যাপারে সে কী অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলো সেই গল্প শোনায়।

—তাহলেই দেখছেন সঠিক লেনদেনের জন্যে এই শীতেও আমাদের মিলিত হতে হবে। খুব সম্ভবতঃ আপনি এখনো মনস্থির করতে পারেননি।

মিস ম্যাসন বাধা দিয়ে বলে,—আমার মন গোড়া থেকেই স্থির হয়ে আছে। আপনাকে চেনার বা জানার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আমার কাছে সুখ শান্তি অন্য জিনিস। আমার সুখ ও পথে নেই। মিঃ হার্নিশ আপনাকে আমি পছন্দ করি কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। এর আর অন্য কোনো অর্থ নেই।

—তার মানে আপনি আমার জীবনধারা পছন্দ করেন না।—ডেলাইট সোজাসুজি প্রশ্ন করে।

প্রশ্নটা করার পর ডেলাইটের মনে হয় তার সাড়া জাগানো কীর্তিকলাপ নিয়ে খবরের কাগজে তার সম্পর্কে যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছিলো সম্ভবতঃ নারীসুলভ ভদ্রতায় মিস ম্যাসন সেগুলিকে সত্য বলে মেনে নেবে না।

কিন্তু মিস ম্যাসনের চাঁছাছোলা আপোসহীন উত্তর শুনে ডেলাইট অবাক হয়ে যায়।

—না, আমি পছন্দ করি না।

—হ্যাঁ আমি জানি কোনো কোনো অভিযানে আমি খুবই নির্মম হয়ে পড়েছিলাম।—কৈফিয়তের সুরে ডেলাইট বলে।

—না আমি ওই নিয়ে কিছু বলছি না। যদিও আমি সবই জানি এবং একথাও বলবো না যে আমি ওইসব পছন্দ করেছি। কিন্তু ওই-ই আপনার জীবন। ওই-ই তো আপনার ব্যবসা। অনেক মেয়েই আপনার মতো মানুষকে বিয়ে করে সুখী হবে কিন্তু আমি হবো না। যতই আমি সেই মানুষটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো ততই আমি অসুখী হতে থাকবো। এবং আমার এই অসুখী সত্তা তাকেও অসুখী করে তুলবে। সেক্ষেত্রে আমি ভীষণ ভুল করবো। আমাকে বিয়ে করে সেও মারাত্মক ভুল করবে। কিন্তু তার কাছে আঘাতটা তত মারাত্মক হয়ে উঠবে না কারণ তখনো তার ব্যবসা তো থাকবেই।

—ব্যবসা!—ডেলাইট ভ্রূকুটি করে।

—আমার ব্যবসার মধ্যে অন্যায়টা কি দেখলেন? আমার ব্যবসার

মধ্যে তো জাল জোচ্চুরি কিছু নেই যা অধিকাংশ ব্যবসাদারদের ক্ষেত্রে থাকে। বড়ো বড়ো কর্পোরেশন থেকে গলির মুদিখানা দোকান পর্যন্ত সর্বত্রই মিথ্যা, জোচ্চুরি, ভেজাল, ঠকানো ইত্যাদি থাকবেই। আমার ব্যবসা তো সে ধরণের নয়। আমি খেলার ঋজু নিয়ম মেনে চলি। আমি কথার খেলাপ করি না। মিথ্যা কথা বলি না, কারোকে ঠকাইও না।

আলোচনার বিষয়বস্তু হঠাৎই পরিবর্তিত হওয়াকে মিস ম্যাসন মনে মনে স্বাগত জানালো। একই সময়ে নিজের মনকে খুলে ধরার একটা সুযোগ পেয়েও সে খুশি হলো।

পাণ্ডিত্যের ভঙ্গিতে মিস ম্যাসন তার বক্তব্য বলতে সুরু করলো। —প্রাচীন গ্রীসে তাকেই সুনাগরিক বলে গণ্য করা হতো যে একটি বাড়ি তৈরি করেছে কিংবা একটি বৃক্ষ রোপন করেছে।

মিস ম্যাসন তার উদ্ধৃতিটি সম্পূর্ণ না করেই উপসংহার টেনে প্রশ্ন করে. আপনি একটাও বাড়ি তৈরী করেছেন কিংবা একটিও গাছ লাগিয়েছেন?

ডেলাইট এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না কারণ সে এইসব যুক্তি, প্রশ্নের অন্তরালে আসল উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে পারছে না। সে শুধুই মাথা নেড়ে জানায় না করেনি।

—বেশ। দু'বছর আগে শীতের সময়ে আপনি কয়লা নিয়ে এক ধরণের ব্যবসা করেছিলেন।

—হ্যাঁ করেছিলাম। একান্তই স্থানীয়ভাবে। মাল গাড়ির অভাব এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্ট্রাইকের সুযোগ আমি নিয়েছিলাম।

—কিন্তু নিজে আপনি কোনোদিন খনি কেটে কয়লা তোলেননি। তবু টন প্রতি চার ডলার বেশি দামে লোককে আপনি কয়লা কিনতে বাধ্য করেছিলেন এবং অনেক টাকাও করেছিলেন। একেই আপনি বলেন ব্যবসা। গরীব লোকদের বেশি দামে কয়লা কিনতে আপনি বাধ্য করে-ছিলেন। আপনি বলেন আপনার খেলাটা নাকি পরিচ্ছন্ন, যুক্তি-সংগত কিন্তু আপনার হাত আপনি গরীব লোকদের পকেটে ঢুকিয়ে তাদের টাকা পয়সা বের করে এনেছিলেন। আমার বসার ঘরের চুল্লি জ্বালাবার জন্যে আমাকে সে বছর কয়লা কিনতে হয়েছিলো এগারো ডলারের পরিবর্তে পনেরো ডলার দিয়ে। আমার কাছ থেকে আপনি চার ডলার ছিন্তাই করে নিয়েছেন। এই লোকসান সইবার মতো ক্ষমতা আমার ছিলো কিন্তু হাজার হাজার গরীব লোক এই লোকসান সহ্য করতে পারেনি।

আপনি হয়তো একে আইন সংগত জুয়া বলবেন কিন্তু আমার কাছে এটা দিনে দুপুরে ডাকাতির মতই মনে হয়।

অভিযোগ শুনে কিংবা আক্রমনের মুখে পড়ে ডেলাইট বিন্দুমাত্র লজ্জিত হলো না। লজ্জা পাবার ভানও করলো না। তার তখন মনে পড়লো সেই বুড়ির কথা যে সোনোমা পাহাড়ে মদ তৈরি করতো। তারই মতো কোটি কোটি মানুষকে ব্যবসাদাররা অহরহই লুঠ করছে।

—দেখুন মিস ম্যাসন, আপনি আমাকে ছোটো একটি ফাঁদে ফেলেছেন। আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে অনেকদিন থেকেই ব্যবসা করতে দেখছেন। আপনি বোধহয় ভালো করেই জানেন যে গরীবদের শোষণ করা আমার পেশা বা অভ্যাস নয়। আমার আক্রমণের লক্ষ্য রাঘব বোয়ালরা। ওরাই আমার আহার্য্য। ওরা গরীবদের ঠকায়, লুঠ করে, আমি ওদের লুঠ করি। এই কয়লার ব্যাপারটা নেহাৎই একটা ব্যাতিক্রম। গরীবদের ক্ষতি করা মোটেই আমার লক্ষ্য ছিলো না, লক্ষ্য ছিলো বড়ো বড়ো ডাকাতরা। হ্যাঁ তাদের আমি জব্দও করেছি। গরীবরা মাঝখানে এসে পড়েছিলো, তারা আহত হয়েছে তার জন্যে আমি দুঃখিত। এই ব্যাতিক্রমটা বাদ দিলে গরীবদের সঙ্গে আমার ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই।

ডেলাইটের আহত সত্ত্বা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। আবেগে উদ্দীপ্ত হয়েই সে আবার বললো,—আপনি কি দেখতে পান না যে খেলা মানেই জুয়া খেলা। প্রতিটি লোক জুয়া খেলছে নিজের নিজের পদ্ধতিতে একভাবে বা অন্যভাবে। কৃষক জুয়া খেলছে আবহাওয়ার বিরুদ্ধে এবং বাজার জুয়া খেলছে তার শস্য নিয়ে। একই ভাবে ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশনও জুয়া খেলছে। অধিকাংশ ব্যবসাদারদের ব্যবসাই হচ্ছে সরাসরি গরীবদের ওপর ডাকাতি। কিন্তু আমি কখনই ওই জাতের ব্যবসা করিনি। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমি সব সময়েই ডাকাতদের পিছনেই লেগে আছি।

মিস ম্যাসন স্বীকার করে তার বক্তব্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

—এক মিনিট অপেক্ষা করুন।

কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনের মাঝে নীরবতা নেমে আসে। নীরবেই তারা ঘোড়া চালিয়ে যায়।

মিস ম্যাসন কিছুটা ভেবে নিয়ে বলে,—আমি যা বুঝেছি তা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম।

কিছু কাজ আছে যা যুক্তিসংগত। যেমন কৃষক মাঠে কাজ করে তারপর সে গম উৎপন্ন করে। সে এমন একটা কিছু উৎপন্ন করে যা দিয়ে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। মানুষের যা উপকারে লাগে। সে এমন একটা কাজ করে যাকে সৃষ্টি বলা যায়।

—হ্যাঁ, কৃষক গম উৎপন্ন করে তারপর রেল চড়া হারে ভাড়া নেয় এবং বাজার তার উৎপন্ন দ্রব্য যে দরে কেনে তারপর তারই খাওয়া জোটে না। রেল ও বাজারের দালাল এইভাবে কৃষককে শোষণ করে।

ডেডে ম্যাসন হেসে ফেলে এবং তারপর হাত তুলে বলে,—আচ্ছা এক'মিনিট দাঁড়ান। আপনি আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছেন। কৃষককে ওরা শোষণ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে কথা ঠিক কিন্তু তবু তার উৎপাদিত গম থেকেই যায়। তার কাজের ফসল থেকেই যায়। টন টন গম সে উৎপন্ন করে, বেল তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আমার বক্তব্য হলো কৃষক যে কাজ করে তাব একটা স্থায়ী সৃষ্টির মূল্য আছে। একেই আমি আইনসংগত কাজ বলি।

—কিন্তু রেল যে কৃষকের সব কিছু লুঠ করে নেয়।

—হ্যাঁ ওদের কাজ কিছুটা আইনসংগত কিছুটা নয়। আমি আপনার প্রসঙ্গেই আসছি। আপনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। আপনার ব্যবসা যখন উঠে যাবে তখন আপনার কাজের কোনো চিহ্নই থাকবে না। সেই কয়লার প্রসঙ্গেই আসা যাক। আপনি কয়লা তোলেননি, বাজারেও পৌঁছে দেননি। গাছ লাগানো কিংবা বাড়ি তৈরির কথা আমি এই অর্থেই বলেছিলাম। আপনি একটিও গাছ লাগাননি, একটিও বাড়ি তৈরি করেননি।

ডেলাইট প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

—পৃথিবীতে এমন কোনো নারী আছে যে বিজনেস সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করতে পারে আমার ধারণা ছিলো না। আপনি আমাকে সত্যিই এই দিকটা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছেন। তবে আমার সমর্থনেও কিছু বলার আছে। আমার বক্তব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। এবারে শুনুন। আমাদের পরমায়ু বড়োই কম। আমাদের মধ্যে অনেকেই মৃত হয়ে আছে। জীবনটা একটা বড়ো জুয়া খেলার মতই। কেউ কেউ ভাগ্যবান হয়ে জন্মেছে, কেউ কেউ দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। প্রত্যেকেই টেবিলে বসেছে খেলতে। সকলেরই উদ্দেশ্য অন্যকে ঠকানো, অন্যের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেওয়া। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই ঠকে, নিঃস্ব

হয়ে যায়। এরা জন্মেছেই ঠকবার জন্যে। আমার মতো একজন লোক এখানে এসে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে নিলো। আমার সামনে দুটি পথ খোলা। হয় আমাকে হেরে যাওয়াদের দলে মিশতে হয় অথবা লুণ্ঠনকারীদের দলে। শোষিত, পরাজিতদের দলে যোগ দিয়ে আমি কিছুই পাবো না। এমন কি আমার মুখের কাছ থেকে রুটির টুকরোটোও লুণ্ঠনকারীরা কেড়ে নেবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি খাটবো, খাটতে খাটতে একদিন মরে যাবো। পরিশ্রম করা ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকবে না। শুধু কাজ আর কাজ। গালভরা একটা কথা সমাজে চালু আছে। শ্রমের মর্যাদা। ডিগনিটি অফ লেবার। কিন্তু আপনাকে আমি বলছি শ্রমের মর্যাদা বলে কিছু নেই। Dignity of Labour is a lie.

এবারে আমার দ্বিতীয় পথ সম্পর্কে বলি। লুণ্ঠনকারীদের দলে যোগ দেওয়া। আমি এই পথটিই বেছে নিয়েছি। এই খেলায় জিতে আমি মোটরগাড়ি চড়ি, নরম বিছানায় শুই।

দু' নম্বর : লুঠ করার, ঠকানোর, ডাকাতি করার একটা মধ্যপন্থা আছে। যেমন পরিবহনের খরচ নেয় রেল কিংবা বাজারে যারা মাল কেনা-বেচা করে। আমার পক্ষে এই খেলাটা বড়োই স্লো গেম। আমি চাই আমার প্রাপ্যটা তাড়াতাড়ি পেতে।

কিন্তু আপনি আরো জিততে চান কেন? আপনার তো কোটি কোটি টাকা আছে। একসঙ্গে আপনি তো আর দুটি গাড়ি চড়তে পারেন না কিংবা একসঙ্গে দুটি বিছানায় শুতে পারেন না।

—তিন নম্বর এর উত্তর দেবে। মানুষ এবং জিনিস এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে পছন্দেরও হেরফের হয়ে যাচ্ছে। খাদ্য হিসেবে খরগোস সব্জি পছন্দ করে। আবার কাঠবিড়াল পছন্দ করে মাংস। হাঁস জলে সাঁতার কাটে, মুরগী জল এড়িয়ে চলে। কোনো মানুষ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, কেউ প্রজাপতি সংগ্রহ করে। কেউ ছবি আঁকে, কেউ নৌকো চালায়। কেউ শিকারে মজা পায়, কেউ ঘোড়দৌড়ে। কারো কারো আগ্রহ অভিনেত্রীদের সম্পর্কে। কি করা যাবে বলুন তো? কেউ কি আর নিজের পছন্দ ছেড়ে অন্যের পছন্দ গ্রহণ করবে?

এখন আমি জুয়া পছন্দ করি। বড়ো জুয়া। এই খেলাটাই আমার ভালো লাগে। আমি বড়ো অঙ্কের জুয়া খেলি এবং সদ্য সদ্য ফল চাই। কি করা যাবে বলুন, আমি যে এইভাবেই তৈরি হয়েছি।

—কিন্তু এই টাকা দিয়ে আপনি কল্যাণমূলক কাজ করেন না কেন?

ডেলাইট হেসে ফেলে।

—আমার টাকা দিয়ে অন্যের ভালো করবো? কথাটা কি রকম হলো জানেন? যেন ভগবানের গালে চড় মেরে বলা,—আপনি পৃথিবীটাকে মোটেই ভালোভাবে চালাতে পারছেন না। এবং আপনি খুবই খুশি হবেন যদি ভগবান সরে দাঁড়ান যাতে পৃথিবীটাকে চালাবার একটা সুযোগ আপনি পান। দেখুন ভগবানের চিন্তা করে রাত জাগলে আমার চলে না সুতরাং আমাকে অন্য পথ দেখতে হয়েছে। দেখুন ব্যাপারটা খুব মজার। একটা লোককে মাথা ফাটিয়ে তার সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে আমি অনেক টাকার মালিক হলাম। তারপর আমি অনুতপ্ত হলাম এবং ব্যাণ্ডেজ কিনে লোকটির চিকিৎসা করালাম।

বিচারের ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

টাকা দিয়ে কি সত্যি ভালো কাজ করা যায়? যদি ভাবা যায় প্রতি মুহূর্তে একজন করে ডাকাতের হৃদয়ের পরিবর্তন হলো। তারা তখন সবাই এ্যাম্বুলেন্স চালাতে লাগলো। কার্নেগসী ঠিক এই কাজই করেছিলো। হোমস্টেডের হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে সে কতো লোকের যে মাথা ফাটিয়েছিলো তার ইয়ত্তা নেই। ওকে পাইকারি মাথা-ফাটানো লোক বলা যেতে পারে অনায়াসেই। সহজেই ঠকানো যায় এমন লোকদের কাছ থেকে সে কয়েকশো মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিলো। এখন সে সেই টাকা ফেরত দেবার ব্রত নিয়েছে। বিচারের ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

সিগারেট পাকাতে পাকাতে ডেলাইট কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিস ম্যাসনের দিকে তাকায়। ডেলাইটের উত্তর এবং তার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণীকরণ মিস ম্যাসনের কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। সুতরাং সে আবার তার আগের বক্তব্যেই ফিরে যায়।

—দেখুন আমি যে আপনার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠবো না, তর্কে হেরে যাবো তা আপনি জানেন। মেয়েরা যদি যথার্থ কথাও বলে পুরুষদের তাতে কিছু এসে যায় না। তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। তারা যা বলে তা শুনলে যুক্তিসংগতই মনে হয়। তা সত্ত্বেও মেয়েরা জানে যে পুরুষরা ভুল করছে। কিন্তু তর্ক না করেও বলা যায় পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে যার নাম সৃষ্টির আনন্দ, ক্রিয়েটিভ জয়। ইচ্ছে করলে এর নাম আপমি গ্যাম্বলিং দিতে পারেন। যাই-ই বলুন কিছু সৃষ্টি করতে পারলে আমি আনন্দ পাই। সারাদিন ধরে পাশার গুটি খেলার চাইতে কিছু একটা করা যার মধ্যে একটা সৃষ্টির আনন্দ আছে—আমার মনে হয়

সেই কাজের গুরুত্ব অনেক। যখন কয়লার দাম বেড়ে গিয়ে টন প্রতি পনেরো ডলার হয়েছিলো তখনো আমি মাঝে মাঝে জল গরম করে সাবান দিয়ে ম্যাবকে স্নান করাতাম। গা ঘষতে ঘষতে যখন ওর গায়ের আসল রংটা বেরিয়ে আসতো, সাটিনের মতো ঔজ্জ্বল্য বেরিয়ে আসতো ওর শরীর থেকে তখন কী যে আনন্দ পেতাম আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। একইভাবে একজন মানুষ সম্ভবতঃ বাড়ি তৈরি করে কিংবা গাছ লাগিয়ে আনন্দ পায়। সেই বাড়ি কিংবা গাছের দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে পারে এটা আমার, আমারই সৃষ্টি। যদি এমন হয় আপনার মতো কেউ একজন এসে তার বাড়ি, তার গাছ কেড়ে নিলো তবুও তার বাড়িটা এবং গাছটা থেকেই যাবে। মিঃ হার্নিশ আপনার কোটি কোটি টাকা দিয়েও আপনি তার সৃষ্টিকে কেড়ে নিতে পারবেন না। এরই নাম সৃষ্টির আনন্দ, জুয়ার চেয়ে অনেক অনেক মহত্তর আনন্দের উৎস এইসব কাজ। ইউকনে থাকতে আপনি কি সত্যিই এই জাতীয় কাজ কিছু করেন নি? যেমন ধরুন কাঠের কেবিন তৈরি করা কিংবা যানবাহনের উপযোগী পাটাতন তৈরি? যদি করে থাকেন তাহলে স্মরণ করে দেখুন কতো আনন্দ পেয়েছিলেন তখন।

মিস ম্যাসন যখন ইউকনের প্রসঙ্গ তুলে কাঠের কেবিন তৈরি ও অন্যান্য কথা বলছিলো তখন ডেলাইটের মানসপটে ভেসে উঠেছিলো ইউকন সংশ্লিষ্ট অনেক স্মৃতি। ক্লনডাইক নদীতীরে বিস্তৃত এক পতিত জমি তার চোখে ভেসে ওঠে। তারপর সেখানে ভেসে ওঠে কাঠের কেবিন, ওয়্যার হাউস এবং বড়ো বড়ো কাঠের বাড়ি যেখানে তার করাতকল খোলা হয়েছিল। এ সবই তার নিজের তৈরি। তার করাতকলে দিনরাত তিনটি শিফটে কাজ হতো।

—মিস ম্যাসন আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন। আমি ওখানে কয়েকশো বাড়ি তৈরি করেছিলাম। আমার মনে পড়ছে ওই বাড়িগুলি দেখে আমি গর্ববোধ করতাম। তারপর ওফিরের কথা। একটি ঈশ্বর পরিত্যক্ত বল্গা হরিণের চারণভূমি। আমি জায়গাটার চেহারা কিভাবে পাল্‌টে দিয়েছিলাম যদি দেখতেন। আশি মাইল দূর থেকে খাল কেটে জল এনেছিলাম, জল-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলাম। বৈদ্যুতিক আলোয় তিনটি শিফটে আমার লোকেরা কাজ করতো। চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলাম আমি ওফির-এর উন্নতির জন্যে। সত্যিই যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তখন আমার গর্ব হয়।

ডেডে ম্যাসন ডেলাইটকে উৎসাহিত করার জন্যে বলে,—ওখানে আপনি যা জয় করেছেন তার দাম টাকার চাইতে অনেক বেশি। জানেন, যদি আমার অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমি কি করতাম ? আমি দক্ষিণের ও পশ্চিমের পাহাড়-সংলগ্ন বনজঙ্গল কিনে নিতাম। তারপর বনজঙ্গল সাফ করে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগাতাম। কিছু করার আনন্দেই এ কাজ আমি করতাম। তবু ধরুন আমার মধ্যে একটা জুয়াড়ী মন রয়েছে, যে কথাটা আপনি সব সময়েই বলেন। সে ক্ষেত্রে এই গাছ থেকেও আমি অনেক টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করতাম। কয়লার সরবরাহ না বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর পরিবর্তে আমি হাজার হাজার টন জ্বালানী কাঠের সরবরাহ করতে পারতাম। যারা ফেরি পেরিয়ে প্রতিদিন এখানে আসে তারা ইউক্যালিপটাস শোভিত বনভূমি দেখে কতই না আনন্দ পাবে। কিন্তু কয়লার দাম চার ডলার বাড়ানোয় কে খুশি হ[illegible]লুন তো ?

এবার ডেলাইটের পালা এলো নীরব হয়ে থাকার। ওদিকে মিস ম্যাসন উত্তর শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

—আমি যদি ওই জাতীয় কিছু কাজ করি আপনি কি খুশি হবেন ?

—কিছু ভেবে নিয়ে অবশেষে ডেলাইট এই প্রশ্নটা করলো।

মিস ম্যাসন সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলে,—আমার মনে হয় যদি আপনি এই রকম কিছু করেন তাহলে মানুষের উপকার হবে এবং আপনার পক্ষেও ভালো হবে।

১৪

এই ঘটনার পর অফিসের সবাই বুঝতে পারলো ডেলাইটের মনে সম্পূর্ণ নতুন ও বিরাট কোনো পরিকল্পনার চিন্তা ভেসে বেড়াচ্ছে। মাসের পর মাস গুরুত্বহীন কয়েকটি লেনদেন ছাড়া কোনো কিছুতেই ডেলাইটের আগ্রহ ছিলো না। কখনো কখনো ডেস্কের সামনে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দ্যাখা যায়। আসলে তার মন তখন পাড়ি দিতো ওকল্যাণ্ড বে-র অপর পারে। কোনো এক সুখচিন্তায় তার মন যে বিভোর হয়ে আছে তা বোঝা যেতো। কিছু নতুন ধরনের লোক আজকাল তার কাছে আসে, তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ হয়। এই জাতীয় লোককে এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি।

এক রবিবারে ডেডে ডেলাইটের নতুন পরিকল্পনার কথা জানতে পারলো।

ডেলাইট এইভাবে সুরু করলো: সেদিন আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিলো তারপর আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। এত-দিনে সেই আইডিয়াটা আমি পেয়ে গেছি। আমার পরিকল্পনার কথা শুনলে আপনার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে। এটা হচ্ছে সেই জাতীয় কাজ যাকে আপনি যুক্তিসংগত কাজ বলেন আবার একই সময়ে এটা ভগবানকে ভয় পাইয়ে দেবার মতো একটা জুয়া যা আজ পর্যন্ত কোনো জুয়াড়ী স্বপ্নেও ভাবেনি। হ্যাঁ গাছ তো লাগানো হবেই, লক্ষ লক্ষ গাছ লাগানো হবে। কিন্তু তা ছাড়াও অনেক কিছু। আমি এখানকার সব জমি, সব পাহাড় কিনে নেবো। বার্কলে থেকে স্যাল লিয়াড্রোর চারপাশের সব জমি[illegible] কিছু কিছু জমি আমি ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছি। সব কিছু নিঃশব্দে করতে হবে। আমি কি করতে চলেছি অন্যেরা তা অনুমান করার আগেই আমাকে পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ শেষ করতে হবে।

গর্বিত ভঙ্গিতে ডেলাইট খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে, এতো দ্রুত আমার কাজ হবে যে মনে হবে এক মিনিটে দু' মিনিট জন্ম নিচ্ছে।

ডেলাইটের রহস্যপ্রীতি দেখে মিস ম্যাসন হেসে ফ্যালে।

ডেলাইট মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিস ম্যাসনের খুশিতে উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মিস ম্যাসনের হাসার ভঙ্গিটা ডেলাইটের দারুণ ভালো লাগে। ঠিক বাচ্চা ছেলেদের মতো পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে সে হাসে। হাসার সময় তার অপূর্ব শুভ্রোজ্জ্বল দাঁতগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতো সুন্দর দাঁত ডেলাইট জীবনে দেখেনি। এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত ডেলাইট যত মেয়েকে দেখেছে বিশেষ করে তাঁদের দাঁত লক্ষ্য করেছে এবং মনে মনে মিস ম্যাসনের দাঁতের সঙ্গে অন্যান্য মেয়েদের দাঁতের তুলনা করেছে।

মিস ম্যাসনের হাসি শেষ হলে ডেলাইট আবার কথা সুরু করে।— স্যান ফ্রান্সিসকো এবং ওকল্যাণ্ডের মধ্যে যে ফেরির ব্যবস্থা রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস-এ এতো খারাপ ব্যবস্থা আর কোথাও নেই। সপ্তাহে দু'-দিন আপনাকে পার হতে হয়। এক পিঠে আপনার কতো সময় লাগে? যদি আপনার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে চল্লিশ মিনিট। আমি আপনাকে কুড়ি মিনিটে পার করে দেবো। তাহলে প্রতিদিন যাতায়াতে

আপনার চল্লিশ মিনিট সময় বাঁচবে। বছরে বারো হাজার মিনিট কম সময় লাগবে। তাহলে বছরে তুশো ঘণ্টা সময় বাঁচবে। এই হিসেবটা হলো একজনের। ধরুন এই রকম হাজার হাজার লোকের যদি বছরে তু'শো ঘণ্টা সময় আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি তাহলে কেমন হয়।

মিস ম্যাসন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো ডেলাইটের উৎসাহিত উদ্দীপ্ত পরিকল্পনার কাহিনী। শুনতে শুনতে সেও যেন এই উৎসাহের সংক্রমণে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। যদিও সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না কিভাবে এই সময় বাঁচানোর ব্যবস্থা হবে।

—চলুন ওই পাহাড়টার দিকে যাই। চূড়ায় উঠে আমি আপনাকে এমন কিছু দেখাবো যে তখন আপনি বুঝবেন আমি সুস্থ কথাবার্তাই বলছি।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিলো বলে ঘোড়াদের বেশ অসুবিধা হচ্ছিলো। বব এতই বিরক্ত যে সে একবার ম্যাবকে এমন ধাক্কা দেয় যে মিস ম্যাসন প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো। যাই হোক মিস ম্যাসনকে সাহায্য করে এবং ববকে সংযত করে ডেলাইট পাহাড়ের সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছয় যেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সব কিছু দেখা যায়। ওই যে নিচে দেখা যায় ওকল্যাণ্ড আর উপসাগরের ওপারে স্যান ফ্রান্সিসকো। ওই তুই শহরের মধ্যবর্তী স্থানে জলে ভাসছে সাদা ফেরী বোটগুলো। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে বার্কলে ও বাঁয়ে ওকল্যাণ্ড ও ম্যাললিণ্ডোর মধ্যবর্তী ছড়ানো ছিটোনো অনেকগুলি গ্রাম।

জনবসতির দিকে হাত দেখিয়ে ডেলাইট বললো,-ওই-দেখুন। ওখানে কত লোক থাকে? কয়েক হাজার হবে। সংখ্যাটাকে সহজেই কয়েক লক্ষ করা যায়। যেখানে এখন একজন থাকে সেখানে তখন পাঁচজন থাকবে। সংক্ষেপে এবার আমার স্কীমটা বলবো। কেন ওকল্যাণ্ডে বেশী লোক থাকে না? কারণ হচ্ছে ওকল্যাণ্ড থেকে স্যান ফ্রান্সিসকো যাবার সুবন্দোবস্ত নেই। তা ছাড়া ওকল্যাণ্ড ঘুমিয়ে আছে। অথচ বসবাস করার পক্ষে ওকল্যাণ্ড স্যান ফ্রান্সিসকোর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা। এবারে ধরে নিন আমি ওকল্যাণ্ড, বার্কলে, আলামেডা, স্যান লিণ্ডো ও ও অন্যান্য সব স্ট্রীট রেলওয়ে গুলিকে কিনে নিয়ে বিচ্ছিন্ন সংস্থা গুলিকে একটি দক্ষ ম্যানেজমেন্টের অধীনে নিয়ে আসবো। তারপর ধরে নিন আমি ভালো জেটি তৈরী করে অত্যাধুনিক বোট চালিয়ে পারাপারের সময় অর্ধেক কমিয়ে দেবো। তখন এপারে বসবাস করার জন্যে লোকের

আগ্রহ বাড়বে। বাড়ি করার জন্যে তারা জমি কিনতে চাইবে। ইতিমধ্যে বসবাস করার মতো সব জমি আমি কিনে রাখবো। এখানে জমি এতো সস্তা কেন? কারণ এখানে ভালো রাস্তা নেই, রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো নেই, দ্রুতগামী যানবাহন নেই। এই ব্যবস্থাগুলো যখন আমি করে ফেলবো জমির দর তখন হু হু করে বেড়ে যাবে। তখন আমি জমি বিক্রী করতে সুরু করবো।

রাস্তা তৈরি করতে আমার যা খরচ পড়বে তা আমি জমি বিক্রি করে তুলে নেবো। এবার ওই টাকা অন্য খাতে ব্যয় হবে। স্যান ফ্রান্সিসকোর বন্দরে বেশি জাহাজ ঢোকার সুযোগ সীমিত হয়ে এসেছে। আমি তখন ওয়াটার ফ্রন্ট ও টাইড-ল্যাণ্ডস-এর দিকে হাত দেবো। এখানকার জল অগভীর। ড্রেজার দিয়ে পলি তুলে উপসাগরের তীরকে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করে তুলবো। এর উপযোগী বিশাল জেটিও তৈরী হবে। সুতরাং স্যান ফ্রান্সিসকোতে ভিড় না বাড়িয়ে জাহাজে মাল ওঠানো নামানো এখান থেকেই হতে পারবে। অনেক কারখানাও গড়ে উঠবে আর তিনটি বড়ো রেলরোড মাল পরিবহনের কাজ তো করবেই। তার মানে অন্যেরা অনুমান করার আগেই আমাকে ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার উপযোগী জায়গা কিনে রাখতে হবে। জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে তোলারও ব্যবস্থা হবে। এবং সর্বত্রই আমি থাকবো কারণ এই জায়গাটাই হবে আমার বিজনেস প্রপার্টি, একই সঙ্গে হোম প্রপার্টি। এবারে বলুন আপনি কি ভাবছেন?

মিস ম্যাসনের অবশ্য কিছু বলার সুযোগ ছিলো না কারণ ডেলাইট তখন তার স্বপ্নের শহরের কল্পনায় বিভোর। এমন একটি আধুনিক শহর সে গড়ে তুলবে যা হয়ে উঠবে প্রাচ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মূল কেন্দ্র।

তারপর হবে জলের ব্যবস্থা। আধুনিক শহরের পক্ষে জল সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত ধরনের হওয়া চাই। ওকল্যাণ্ডে এখন দুটি সংস্থা রয়েছে তারা পরস্পরের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মতো ঝগড়াঝাঁটি করছে এবং দুটি সংস্থাই ভেঙে পড়ার মুখে। কোম্পানী দুটিকে কিনে নিয়ে যোগ্য লোক দিয়ে আমি পরিচালনার ব্যবস্থা করবো। সব কিছুই গড়ে উঠবে মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমি নিশ্চিত যে প্রচুর মানুষ এখানে আসবে বসবাসের জন্যে, প্রচুর মানুষ আসবে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে। প্রচুর শ্রমিক আসবে জীবিকার প্রয়োজনে। অতি আধুনিক হোটেলও তৈরি হবে। প্রথম

দিকে অনেক লোকসান হবে কিন্তু এর যা ফলশ্রুতি তা আমার লোকসান পুষিয়ে দেবে। ও হ্যাঁ, এছাড়া পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ ইউক্যালিপটাস গাছ তো লাগানোই হবে।

এতক্ষণে মিস ম্যাসন কথা বলার সুযোগ পেলো।

—আপনার পরিকল্পনার রূপ দিতে হলে তো অনেক টাকার প্রয়োজন। এত টাকা কি আপনার আছে?

—আমার আছে তিন কোটি। প্রয়োজনে আমি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবো।

* * *

এর পরের সপ্তাহগুলিতে ডেলাইট হয়ে পড়লো ব্যস্ততম মানুষ। অফিসে বসার সময়ই তার হয় না। অধিকাংশ সময়েই সে ওকল্যাণ্ডে থাকে। অফিসটা ওকল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনাও তার আছে। কিন্তু প্রাথমিক কাজগুলো গোপনে সারতে হবে বলে এখনই ওকল্যাণ্ডে অফিস স্থানান্তরিত করতে সে চায় না। প্রতিটি রবিবার পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দু'জনে সেই পরিকল্পিত শহরটির দিকে তাকিয়ে থাকে। যত জমি তাদের চোখে পড়ে তার অধিকাংশেরই মালিক এখন ডেলাইট।

অত্যন্ত দ্রুত, বিদ্যুতের গতিতে সব কাজ হয়ে চলেছে। এটাই ডেলাইটের কাজের রীতি। ওকল্যাণ্ডের আশ পাশের লোকদের বুঝতে দেরী হলো না যে, যেকোনো কারণেই হোক জমির দর বেড়ে যাচ্ছে। অনেকেই জমি কিনতে এগিয়ে এলো। কিন্তু ডেলাইটের হাতে সব সময়েই নগদ টাকা মজুত থাকে। অন্যেরা বাজার তেজী হয়ে উঠবে অনুমান করার আগেই তার কাজ শেষ হয়ে যায়। এদিকে তার এজেন্টরা কাজে লেগে গিয়েছে ফ্যাক্টরীর জন্যে পতিত জমি কেনার কাজে। ডেলাইট নিজে পৌরপিতাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে জলের কোম্পানীদুটিকে ও স্বাধীন স্ট্রিট রেলওয়েজগুলিকে নিজের অধীনে নিয়ে এসেছে। টাইড-ল্যাণ্ডসগুলি নিয়ে অনেকদিন ধরেই মামলা মকদ্দমা চলছিলো। ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে বেশি টাকায় অধিকাংশ টাইড-ল্যাণ্ডস কিনে নিয়ে এবং পৌরপিতাদের কাছ থেকে লীজ নিয়ে এক এক করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলছে সে।

ওকল্যাণ্ড যখন অভূতপূর্ব কর্মোদ্যোগে জেগে উঠলো তখন ব্যবসায়ী মহল উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো এসবের মানে কি? ঠিক সেই সময়ে ডেলাইট গোপনে প্রধান রিপাবলিক্যান সংবাদপত্র ও প্রধান

ডেমোক্রাটিক মুখপত্রটি কিনে নেয়। তারপরেই বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে সে ওকল্যাণ্ডে তার নতুন অফিস বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগায়। শহরে প্রথম যে চারতলা বাড়িটা হবে সেখানেই হবে তার নতুন অফিস। কত যে ডিপার্টমেন্ট হবে আর কত যে কর্মচারী লাগবে তার ইয়ত্তা নেই।

একদিন ডেলাইট ডেডেকে বললো আমি যে কতগুলো কোম্পানীর মালিক শুনলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে। নামগুলো বলছি শুনুন। আলমেডা এ্যাণ্ড কন্ট্রা কোস্ট ল্যাণ্ড সিণ্ডিকেট; দি কনসলিটেড স্ট্রীট রেলওয়েজ; দি ইয়েরবা বুয়েনা ফেরী কোম্পানী; দি ইউনাইটেড ওয়াটার কোম্পানী; দি পিয়েডমেণ্ট রিয়ালটি কোম্পানী; দি ফেয়ার ভিউ এ্যাণ্ড পোরটোলা হোটেল কোম্পানী এবং আরো আধ ডজন কোম্পানী। এতো নাম মনে রাখা তো সহজ কাজ নয় তাই নোট বইতে সব লিখে রেখেছি। এ ছাড়া শিপ বিল্ডিং কোম্পানীর নামকরণ কি হবে তা এখনো স্থির করে উঠতে পারিনি। তার আগে অবশ্য জেটি তৈরির কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। পোকার খেলা দিয়ে আমার জীবন সুরু হয়েছিলো এবার সব জুয়াকে হার মানাবে আমার এই নতুন খেলা।

১৫

কয়েকটা মাস ডেলাইট কাজের মধ্যে ডুবে রইলো। জলস্রোতের মতো টাকা খরচ হতে লাগলো কিন্তু ফেরৎ কিছু আসছে না। সাধারণভাবে জমির দর বাড়া ছাড়া ওকল্যাণ্ডের মানুষ ডেলাইটের নতুন অর্থনৈতিক অভিযানের তাৎপর্য বুঝতে পারছে না। নতুন শহর অপেক্ষায় আছে লোককে দেখাবার জন্যে যে ডেলাইট কি করতে চায়। এদিকে বিভিন্ন বিভাগে দেশের সবচেয়ে দক্ষ সবচেয়ে মেধাবী মানুষদের দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে ডেলাইট নিয়ে এসেছে। এক একটি পরিকল্পনার রূপায়ণে সে এক একজন দক্ষ মানুষের মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উইলকিনসনকে দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে সে চিকাগো থেকে নিয়ে এসেছে স্ট্রিট রেলওয়ে সংস্থার প্রধান হিসেবে। একইভাবে শহরের বৈদ্যুতিকরণ, ডক নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে দেশের সেরা দক্ষ মানুষদের নেতৃত্বে।

ডেলাইটের দৃঢ় ধারণা দুশো হাজার লোক কয়েক বছরের মধ্যেই

ওকল্যাণ্ডে বসবাসের জন্যে আসবে। এদের মনোরঞ্জনের জন্যে থিয়েটার হল, সিনেমা হল ও সেলুন তৈরির কাজ ডেলাইট নিজের উদ্যোগেই সুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু যত কাজের চাপই থাক রবিবার দিনটা সে ডেডে ম্যাসনের জন্যেই রেখে দিয়েছে। সেদিন মিস ম্যাসনের সঙ্গে রাইডিং-এর আনন্দ তার উপভোগ করা চাই-ই। তবু অপ্রত্যাশিত ভাবে এই প্রোগ্রাম একদিন বন্ধ হয়ে গেল! শীতের প্রকোপ কিংবা বর্ষার কারণে কিন্তু নয়। এক শনিবার বিকেলে ডেডে ম্যাসন তাকে বললো যেন আগামীকাল ও পরবর্তী রবিবারগুলিতে সে তাকে প্রত্যাশা না করে, তারপক্ষে আর কোনোদিন রাইডিং-এ যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ জানতে চাইলে ডেডে বললো,

—আমি ম্যাবকে বিক্রি করে দিয়েছি।

আঘাতটা এতই অপ্রত্যাশিত ও তীব্র যে ডেলাইট অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না। মিস ম্যাসনের এই কাজটা (ম্যাবকে বিক্রি করে দেওয়া) তার পক্ষে যে কত বড়ো ক্ষতি এই মুহূর্তে সে নিজেও তার পরিমাণ নির্ণয় করে উঠতে পারছে না। মিস ম্যাসনের এই কাজটা তো চরম বিশ্বাস ঘাতকতারই সামিল। হয়তো খুব আর্থিক সংকট চলছে কিন্তু তাকে এতদিন দেখার পরেও কি সে চিনতে পারেনি? তাকে একবার জানানো কি উচিত ছিলো না? অথবা···

—কি ব্যাপার, কি কারণে?—ডেলাইট কোনোমতে প্রশ্নটা করে উঠতে পারলো।

ঘোড়ার খাদ্যের দর এখন পঁয়তাল্লিশ ডলার প্রতি টন। আমার পক্ষে আর ওকে পোষা সম্ভব হচ্ছে না।

—এইটিই কি একমাত্র কারণ?

ডেলাইটের মনে পড়ছে একবার মিস ম্যাসন তাকে বলেছিলো পাঁচবছর আগে যখন ঘোড়ার খাদ্যের দর বেড়ে গিয়ে পঁয়ষট্টি ডলার হয়েছিলো সেই সময়েই সে ম্যাবকে কিনেছিলো। তাই মিস ম্যাসনের দেওয়া যুক্তিটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।

—না একমাত্র কারণ নয়। আমার ভাইয়ের চিকিৎসার খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য হয়েছি। দুদিকের খরচ সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং একজনকে তো আমাকে বিসর্জন দিতেই হবে তাই ভাইকে রেখে আমার ম্যাবকে বিসর্জন দিলাম।

অবর্ণনীয় বিষন্নতায় ডেলাইট আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। বিরাট এক শূন্যতা সম্পর্কে সে যেন হঠাৎই সচেতন হয়ে পড়লো। মিস ম্যাসনকে বাদ দিয়ে রবিবারগুলো সে কাটাবে কি করে? বিব্রত, বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে সে আঙ্গুল দিয়ে টেবিল বাজাতে সুরু করলো।

—কে কিনেছে ম্যাবকে?

ডেডে ম্যাসনের চোখে যেন একটা আগুনের শিখা মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠলো। ডেলাইট খুব ভালোভাবেই জানে এই আগুনের মানে কি? আত্মসম্মান বিপন্ন বোধ করলেই, খুব রেগে গেলেই মিস ম্যাসনের চোখে এমনই অগ্নিশিখা ঝলসে ওঠে।

—আপনি নিশ্চয়ই ম্যাবকে কিনে আমাকে ফেরৎ দেওয়ার মতো কাজের কথা ভাবছেন না।—মিস ম্যাসন রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করেই বললো কথাটা।

—আমি অস্বীকার করবো না। আমার মাথায় সেই চিন্তাই এসেছিলো। তবে আপনার অনুমতি না নিয়ে কখনই আমি একাজ করতাম না। আমি জানি ম্যাব আপনার কাছে কতখানি। ওকে হারানো আপনার পক্ষে যে কতখানি আঘাত তাও আমি বুঝি। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার নিজের জন্যেও দুঃখ হচ্ছে। আগামীকাল রাইডিং-এর সময়ে আপনি পাশে থাকবেন না এই বাস্তব সত্যটা মেনে নিতে আমার পক্ষে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। জানি না নিজেকে নিয়ে আমি কি করবো!

মিস ম্যাসনও করুণ স্বরে বললো,—আমিও জানি না কিভাবে আমার দিন কাটবে ভাবছি আবার সেলাইয়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো।

—কিন্তু আমার তো সেলাই নেই।

ডেলাইটের কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর ফুটে উঠলেও তার মনের গভীরে কোথায় যেন একটা খুশির সুরও বেজে উঠলো। মিস ম্যাসনের কথায় নিঃসঙ্গতার সুর বেজে উঠেছিলো। এতে অন্তত প্রমাণ হয় মিস ম্যাসনের জীবনে তারও একটা ভূমিকা আছে! খুব একটা অপছন্দ করার মতো মানুষ সে নয় তাহলে।

—মিস ম্যাসন আমার মনে হয় আপনি পুনর্বিবেচনা করবেন। শুধু ম্যাবের জন্যেই নয় আমার জন্যেও। টাকা দিয়ে বরফ কাটার ব্যাপার এটা নয়। একজন তরুণীকে কেউ যদি ফুলের স্তবক কিংবা এক বাক্স মিষ্টি উপহার পাঠায় আর আমি যদি ম্যাবকে কিনে আপনাকে উপহার

দিই দুটো জিনিস তো একই। এখনো পর্যন্ত আপনাকে আমি ফুল কিংবা মিষ্টি কিছুই পাঠাইনি।

এই পর্যন্ত বলেই ডেলাইট লক্ষ্য করলো মিস ম্যাসনের চোখে সেই আগুন জ্বলে উঠতে বেশি দেরি নেই। যাতে প্রত্যাখ্যাত না হতে হয় তাই সে কথা ঘুরিয়ে বলে,

—ধরুন ম্যাবকে আমি কিনলাম, আমার সম্পত্তি হিসেবে সে আমার কাছেই থাকবে। আপনার যখন রাইডিং করার ইচ্ছে হবে তখন ম্যাবকে ধার হিসেবে আমি আপনাকে দেবো! এর মধ্যে তো অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। যে কেউ যেকোনো মানুষের কাছ থেকে ঘোড়া ধার নিতে পাবে।

মিস ম্যাসনের মাথা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে ডেলাইট প্রত্যাখ্যান দেখতে পেলো।

ডেলাইট তখন আর একটি যুক্তির অবতারণা করলো।

—প্রচুর লোক নারী সঙ্গিনী নিয়ে রাইডিং উপভোগ করে। এতে অন্যায় কিছু নেই। এবং এক্ষেত্রে নারী সঙ্গিনীকে ঘোড়া সরবরাহের দায়িত্ব পুরুষ সঙ্গীরই। আগামীকাল যদি একইভাবে আপনাকে রাইডিং এ আমন্ত্রণ জানাই আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে?

মিস ম্যাসন আগের মতই মাথা নাড়ালো এবং উত্তর দিতে অস্বীকার করলো। শুধু এইটুকুই নয়। মিস ম্যাসন দরজার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত করলো যার মানে দাঁড়ায় ব্যবসা বহির্ভূত আলোচনা সমাপ্ত করার সময় হয়ে গিয়েছে। সব বুঝেও ডেলাইট মরীয়া হয়ে আর একবার চেষ্টা করলো।

—জানেন মিস ম্যাসন এই পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধু নেই। আমি প্রকৃত বন্ধুর কথাই বলছি। সেই বন্ধু মেয়েও হতে পারে পুরুষও হতে পারে। আপনি আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি কাছে থাকলে ভালো লাগে, দূরে গেলে খারাপ লাগে। হেগান হচ্ছে আমার আর একজন কাছের মানুষ কিন্তু তার মনের দূরত্ব আমার থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে। হেগানের একটা বড়ো লাইব্রেরী আছে আরো কিসব উদ্ভট সাংস্কৃতিক আকর্ষণ ওর আছে। অবসর সময়ে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও আরো অনেক ভাষায় লেখা বই পড়ে, নাটক লেখে কবিতা রচনা করে। তাই বলছিলাম আপনি ছাড়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর কেউ নেই। আপনি জানেন বৃষ্টি না হলে সপ্তাহে একদিন আমরা কতো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি।

আপনার ওপর আমার একটা নির্ভরতা এসে গেছে। আপনি আমার কাছে অনেকটা মানে…।

—এক ধরনের অভ্যাস।—মিস ম্যাসন হেসে অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করে ছ্যায়।

—হ্যাঁ ঠিক তাই। ম্যাব আর তার পিঠে আপনি। কখনো গাছের ছায়ায় ছায়ায় কখনো উজ্জ্বল সূর্যালোকে এই দৃশ্যটি দেখার জন্যে সপ্তাহের ছ'টা দিন সহজেই অপেক্ষা করা যায়। যদি আপনি আমাকে একবার অনুমতি দিতেন……।

—না, না, অনুমতি আমি দিচ্ছি না।

ডেডে ম্যাসন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। কি একটা অস্থিরতায় তাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। প্রিয় পোষা জন্তুটির জন্যে তার চোখ ভিজে উঠেছে।

—দয়া করে ম্যাবের নাম আর আমার কাছে কোনোদিন উল্লেখ করবেন না। আপনি যদি ভেবে থাকেন ম্যাবকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সহজ কাজ তাহলে আপনি ভুল করবেন। তবু একথা ঠিক ম্যাবের সঙ্গে আমার আর কোনোদিনই দেখা হবে না, ম্যাবকে আমি ভুলে যেতে চাই।

ডেলাইট আর একটিও কথা বলে না। মিস ম্যাসনও নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

আধঘণ্টা পরে জোন্স নামে একটি যুবকের সঙ্গে ডেলাইটের কিছু গোপন পরামর্শ হলো। এই জোন্সের এক সময় স্বপ্ন ছিলো সাহিত্যিক হবার। কাঠ-কয়লা, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদির ব্যবসা করে কিছু পয়সা জমলে একবছর সে শুধু লিখবে মনস্থ করছিলো। রেলকোম্পানীর ভাড়া দেওয়ার পর ব্যবসায়ে লাভের মুখ সে দেখতে পায়নি। অতএব লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে সে লিফ্‌ট-ম্যানের চাকরি নেয়। এখানেই একদিন শ্রমজীবী যুবকের উদ্ধত আচরণ দেখে ডেলাইট কৌতূহলী হয়ে খোঁজ খবর নেয়। পরে সে জোন্সকে নিজের কোম্পানীতে চাকরি দিয়ে একবছরের জন্যে সবেতন ছুটি মঞ্জুর করে। জোন্স-এর সাহিত্য প্রচেষ্টা সফল হয়নি। উপন্যাস সে একটা লিখেছিলো কিন্তু সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই আশাহত লেখককে ডেলাইট এখন তার নিজস্ব সিক্রেট সার্ভিসের কাজে ব্যবহার করছে। জোন্স একটি পোড় খাওয়া যুবক। সে আর কোনো কিছুতেই বিস্মিত

হয় না। যখন তাকে ভার দেওয়া হলো বাদামী রঙের একটি অশ্বিনীর ক্রেতাকে খুঁজে বার করার তখন সে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলো না। সে শুধু প্রশ্ন করলো,—কত দর পর্যন্ত আমি উঠবো ?

—যে কোনো দামে তুমি ওকে কিনবে। ওকে তোমাকে কিনতেই হবে এই কথাটা শুধু মনে রেখো। তবে খুব দরাদরি করবে যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না হয় বিক্রেতার। তারপর সোনোমার একটা ঠিকানায় ওকে তুমি পৌঁছে দেবে। ওখানে অশ্বশালায় আমার কেয়ারটেকারের জিম্মায় তুমি ওকে রেখে আসবে এবং তাকে বলবে যেন ম্যাবের যত্নের কোনো ত্রুটী না হয়। তারপর সব তুমি ভুলে যাবে। কার কাছ থেকে কিনেছো তার নামও আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু তুমি যে কিনেছো এবং ওকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছো এই খবরটুকু ছাড়া আমাকে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে ?

সেই সপ্তাহটা তখনো শেষ হয়নি। একদিন ডেলাইট ডেডের চোখে এমন একটা আলোর ঝলক দেখতে পেলো যাতে বোঝা যায় কোনো অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে।

ডেলাইট বলিষ্ঠভাবেই প্রশ্ন করে—কোনো গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার ?

অনেক কষ্টে মিস ম্যাসন বললো—'ম্যাব'।

—জানেন যে লোকটা ম্যাবকে কিনেছিলো ইতিমধ্যেই সে ওকে বিক্রি করে দিয়েছে। যদি আমার কোনো সময় মনে হতো আপনার দ্বারা কিছু করা সম্ভব তার আর সুযোগ রইলো না।

ডেলাইট উত্তরে বললো,—আপনি কার কাছে বিক্রি করেছেন তার নামই তো আমি জানি না। তা ছাড়া এ ব্যাপারে মাথা গলানো আমি যুক্তিযুক্ত মনে করছি না। ঘোড়াটা আপনার, আপনি তাকে নিয়ে কি করবেন সে ব্যাপারে আমার তো কিছু বলার থাকতে পারে না। তবে আপনার প্রিয় ম্যাবকে ফিরে পাননি এটা নিশ্চয়ই দুঃখের ব্যাপার। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। একটা মর্মস্পর্শী বিষয় থেকে আমি আপনার কাছে আর একটা বিষয়ের অবতারণা করবো। এতে আপনার স্পর্শকাতর হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ বিষয়টা একান্তভাবে আপনার স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়।

মিস ম্যাসন ডেলাইটের চোখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং অপেক্ষা করতে থাকে তার বক্তব্য শোনার জন্যে।

—বিষয়টা আপনার ভাইয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। আপনার যতটুকু ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য আপনার ভাইয়ের দরকার। ঘোড়া বিক্রি করার টাকা দিয়েও আপনি তাকে জার্মানীতে পাঠাতে পারছেন না। আপনার ভাইয়ের ডাক্তারই বলেছে ওকে জার্মানীতে পাঠানো দরকার। সেই জার্মান বিশেষজ্ঞ অরথোপেডিক সার্জেন প্রকৃতপক্ষে একজন অস্থির যাদুকর। আমি আপনার ভাইকে জার্মানীতে পাঠাতে চাই এবং যাতে সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে চাই।

মিস ম্যাসন বিন্দুমাত্র রাগ প্রকাশ না করে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে—আহা যদি তা সম্ভবপর হতো।

তারপর মাথা নেড়ে বলে,—কিন্তু তা হবার নয়। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে আপনার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য আমি নেবো না।

—'থামুন আমাকে বলতে দিন।'

মিস ম্যাসনকে থামিয়ে দিয়ে ডেলাইট প্রশ্ন করে,—তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হলে ভগবদ্বাক্য প্রচারার্থে প্রেরিত যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের কোনো একজনের কাছ থেকে আপনি কি পানীয় জল গ্রহণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করবেন না? না কি আপনি তার কোনো কু উদ্দেশ্য আছে মনে করে ভয় পাবেন? না কি লোকে কি বলবে সেকথা ভাববেন?

—আপনার উপমার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।—মিস ম্যাসন আগের মতই অসম্মতির ভাব প্রকাশ করে।

—মিস ম্যাসন শুনুন তাহলে। আপনার মাথা থেকে কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিন। টাকা সম্পর্কে আপনার এই ছুৎমার্গের মতো মজার জিনিস আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। আচ্ছা ধরুন, আপনি পা পিছলিয়ে পাহাড়ের একটা খাড়াই থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন তখন কি আমার উচিত হবে না হাত বাড়িয়ে আপনাকে ধরে ফেলা? নিশ্চয়ই আমার তা করা উচিত। কিন্তু ধরুন আপনার অন্য ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন অর্থাৎ আমার হাতের শক্তি নয়, আমার পকেটের শক্তির সাহায্য আপনার দরকার। এটা নিশ্চয়ই অন্যায় কারণ লোকে তাই বলবে? কেন লোকে এর মধ্যে অন্যায় দেখতে পায়? কারণ লুঠেরার দল চায় নিপীড়িত নিঃস্বরা সৎ হবে, টাকাকে তারা শ্রদ্ধা করবে। নিপীড়িত নিঃস্ব বঞ্চিতরা যদি সৎ না হয়, টাকাকে যদি তারা শ্রদ্ধা না করে তাহলে লুঠেরাদের ঠাঁই হবে কোথায়? আপনি কি এ জিনিসটা দেখতে পান না? লুঠেরাদের কারবার

হাতধরা নিয়ে নয়, ডলার নিয়ে। তাই হাত ধরে সাহায্য করার ব্যাপারটা বড়োই মামুলি কিন্তু ডলার হলো পবিত্র একটা ব্যাপার এতই পবিত্র যে আপনাকে সামান্য কিছু ধার দিতেও আমাকে আপনি বাধা দেবেন।

মিস ম্যাসনের নীরব প্রতিবাদ লক্ষ্য করে ডেলাইট আবার নতুন যুক্তির অবতারণা করে।

—দেখুন মিস ম্যাসন যখন আপনি উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছেন তখন যদি আমি আমার হাতের শক্তি প্রয়োগ করি তাতে অন্যায় কিছু হবে না। কিন্তু ওই হাতের শক্তি দিয়েই যদি আমি পাথর ভেঙে দু' ডলার রোজগার করি তাহলে সেই দু' ডলার আপনি গ্রহণ করবেন না। অথচ দ্বিতীয়টাও কিন্তু হাতেরই শক্তি যদিও অন্যরূপে। তা ছাড়া এই প্রস্তাবের মধ্যে আপনার কাছে কিছু দাবি করা হচ্ছে না। এমনকি আপনাকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে তাও নয়। এটা অনেকটা হাতের শক্তি দিয়েই সাহায্য করা যেন আপনার ভাই কোনো উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। আপনার ভাই পাহাড় থেকেই পড়ে গিয়েছিলো। এখন যা তার প্রয়োজন তা হচ্ছে জার্মানীতে গিয়ে তার পা দুটিকে স্বাভাবিক করে নিয়ে আসা। আমি শুধু আমার শক্ত হাত দুটি দিয়ে ওকে সাহায্য করতে চাই।

আমার ঘরে যদি কোনোদিন যান তো দেখতে পাবেন যে ঘরটি সাজানো হয়েছে ঘোড়ার বিভিন্ন রকমের লাগাম দিয়ে। এক আধটা নয়, শ'য়ে শ'য়ে এসব আমি কিনেছি। অথচ এসব জিনিসের কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আর এতে আমার যা খরচ হয়েছে সেই অঙ্কটাও চমকে ওঠার মতো। কনভিক্টরা এগুলো তৈরি করে আমি কিনি। এক রাত্তিরে হুইস্কির পিছনে আমি যত টাকা খরচ করি সেই টাকায় আপনার ভাইয়ের মতো ডজন খানেক অসুস্থ লোককে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে চিকিৎসা করাতে আমি পারি। মনে রাখবেন এতে আপনার কোনো ভূমিকা নেই। আপনার ভাই যদি এই সাহায্যকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ভালো কথা। এটা তারই বিচার্য বিষয়। যখন পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার সময়ে তাকে আমি বাঁচাতে চলেছি তখন আপনি মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন না।

এতো যুক্তি এতো কথার পরেও যখন মিস ম্যাসন তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে অস্বীকার করলো তখন ডেলাইটের যুক্তির পথ বেদনাদায়ক মোড় নিলো।

মিস ম্যাসন আমার আশঙ্কা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনি আপনার ভাইয়ের কল্যাণের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

আপনার ধারণা এটা আমার পাণি প্রার্থনার একটা অছিলা। কিন্তু তা ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে আপনি ধরে নিতে পারেন ওই কনভিক্টদের সঙ্গেও আমার প্রেমের সম্পর্ক যেহেতু তাদের কাছ থেকে আমি লাগাম কিনি। আমাকে বিয়ে করার কথা আপনাকে আমি কোনোদিন বলিনি। আপনার সম্মতি কেনার চেষ্টা অন্ততঃ আমি কোনোদিন করবো না। যদি কোনোদিন তেমন প্রস্তাব আমি নিয়ে আসি তাহলে জানবেন তার পেছনে কোনো গোপন উদ্দেশ্য থাকবে না।

ভেডে ম্যাসনের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললো.—যদি আপনি জানতেন, কিরকম উদ্ভট কথা আপনি বলছেন তাহলে আর কথা বাড়াতেন না। আর কোনো মানুষের কাছে আমাকে কখনই এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন যে আমাকে বিয়ে করার কথা এখনো আপনি আমাকে বলেন নি। কখন আপনি সেই কথাটি বলবেন তার জন্যে আমি অপেক্ষা করে নেই। আপনাকে আমি গোড়া গেকেই জানিয়ে দিয়েছি যে আপনার কোনো আশা নেই। তবু আপনি কথাটাকে খাঁড়ার মতো আমার মাথার ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছেন যে কখনো, কোনোদিন, কোনো সময়ে আপনি আমাকে বলবেন আপনাকে বিয়ে করতে। ঠিক আছে এখনই জিজ্ঞেস করুন, এখনই উত্তর পাবেন এবং এখনই সব কিছুর সমাধি হয়ে যাবে।

ডেলাইট মিস ম্যাসনের মুখের দিকে অত্যন্ত সৎ ও প্রশস্তির দৃষ্টি নিয়ে তাকায় এবং বলে,

— মিস ম্যাসন আপনাকে আমি যে ভীষণভাবে চাই তাই তো এখনই সেই অনুরোধ আপনাকে আমি করবো না। সম্ভাবনাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে যে আমি চাই না।

কথাগুলো যে আন্তরিক শুধু তা-ই নয়, এমন কল্পনাপ্রবণ খেয়ালী ভঙ্গিতে কথা বলা যে মিস ম্যাসন হেসে ফ্যালে।

—তাছাড়া আপনাকে আগেও আমি বলেছি এই ব্যাপারে আমি যথার্থই শিশু। জীবনে আমি কোনোদিন কারো সঙ্গে প্রেম করিনি এবং আমি কোনো ভুল পদক্ষেপ করতে চাই না।

—কিন্তু আপনি তো প্রায়ই এই কথাটা বলেন। কোনো পুরুষই নারীর মাথার ওপর প্রস্তাবের একটা খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখে তার সঙ্গে প্রেম করে না।

—ঠিক আছে ওই ভুল আর আমি করবো না। যাই হোক আমরা যুক্তির পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছি। আমার সোজা কথা যা একটু আগে বলেছি তা এখনো স্থির আছে। যে কোনো কারণেই হোক আপনি আপনার ভাইয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আপনাকে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে এবং তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে হবে। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ আপনি আমাকে দেবেন? আমি তার কাছে কঠিন এক ব্যবসার প্রস্তাব রাখবো। ভালো হয়ে সে যাবেই এটাই আমার বাজি থাকবে এবং তারপর সুদসহ আমার টাকা ফেরৎ চাইবো।

মিস ম্যাসনকে স্পষ্টতই ইতস্তত করতে দেখা যায়।

—মিস ম্যাসন আর একটা কথা মনে রাখবেন পা দুটো আপনার ভাইয়ের আপনার নয়।

মিস ম্যাসন এখনো সম্মতি জানাতে পারেনি। কিন্তু ডেলাইট এতক্ষণে যে তার পায়ের তলার মাটি শক্ত করে নিয়েছে তা বোঝা যায় তার পরের কথায়।

—জেনে রাখুন আমি একাই তার সঙ্গে আগামীকাল দেখা করতে যাচ্ছি। সেও একজন পুরুষমানুষ। মেয়েরা কাছে না থাকলে আমি ঠিকই তার সঙ্গে একটা সমঝওতায় আসতে পারবো। হ্যাঁ কালই বিকেলে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

১৬

ডেলাইট মিস ম্যাসনকে বলেছিলো তার প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই। তার বক্তব্যের মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি ছিলোনা। কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে তার মৌখিক পরিচয়, শ'খানেক লোকের সঙ্গে গেলাসের বন্ধুত্ব থাকলেও মূলতঃ সে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। একজন মানুষকেও সে পায়নি যার সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ হতে পারে। নাগরিক জীবনে বন্ধুত্বের অবকাশ কম। আলাস্কায় যা সম্ভব ছিলো স্যান ফ্রান্সিসকোতে তা সম্ভব নয়। এখানকার সভ্য জগতে মানুষের কথার চাইতে চুক্তির দাম বেশি। ইউকনের সেই পুরণো দিনগুলো কতই না স্বতন্ত্র ছিলো। বণ্ড্স-এর কোনো প্রয়োজনই হতো না। একজন যখন বলতো তার এই পরিমাণ

সম্পত্তি আছে তখন তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। এই বিশ্বাসের আবহাওয়াটাই এখানে অনুপস্থিত।

একমাত্র ল্যারি হেগানেরই সেই যোগ্যতা ছিলো। ল্যারি হেগানই ডেলাইটের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারতো। ডেলাইটের ব্যবসায়িক অভিযানে হেগান পরামর্শদাতার ভূমিকায় অত্যন্ত সফল, আন্তরিকতায় উত্তীর্ণ। মানুষটাকে অদ্ভুত ধরণের প্রতিভাধর বলা যায়। নেপোলিয়নের মতো তার আইনজ্ঞান। যা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তার অনুমানশক্তি অত্যন্ত প্রখর। অনুমানশক্তিতে সে ডেলাইটকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু অফিসের বাইরে ডেলাইটের সঙ্গে তার কোনো বিষয়েই মিল নেই। কাজের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেই সে গ্রন্থের জগতে ডুবে যায়। গ্রন্থ এমন একটা বিষয় যা ডেলাইটের কাছে দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। এ ছাড়া হেগান দীর্ঘকাল ধরে একটা নাটক লিখে যাচ্ছে যা হয়তো চিরকালই পাণ্ডুলিপির আকারে থেকে যাবে। আহার ও পাণীয়ের দিক থেকেও তার অভ্যাস সন্ন্যাসীদের মতই। সুতরাং এহেন মানুষ ডেলাইটের অন্তরঙ্গ হতে পারে না।

ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে রাইডিং প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে ডেলাইট আবার মদের দিকে ঝুঁকেছে। ককটেল-ই এখন তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। আর তার লাল মোটর গাড়িতে চড়ে গতির খেলায় মেতে ওঠাও নতুন করে সুরু হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে সে আর বেড়াতে যায় না। ববকে নিয়মিত ব্যায়াম করাবার জন্যে একজন দক্ষ সহিস সে নিযুক্ত করেছে। স্যানফ্রান্সিসকোতে গোড়ার দিকে এক একটা বড়ো ঝুঁকি নেওয়ার মাঝখানে কিছুদিন সে ছুটি উপভোগ করতে পারতো। কিন্তু ওকল্যাণ্ড সিটি গড়ার কাজে হাত দেওয়ার পর থেকে চিন্তাভাবনার মুক্তি চিরতরে বিদায় নিয়েছে। এতই জটিল তার এবারের খেলা যে একটা সমস্যার সমাধান করতে না করতেই আর একটা সমস্যা এসে উপস্থিত হয়। একটা সমস্যার সমাধান হলেই সে লাল গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মুক্তির প্রত্যাশায় অর্থাৎ ডাবল মার্টিনির মধ্যে ডুবে থাকতে। তবে সে মাতাল কখনই হয় না। তার দেহ ও মনের ধাত এতই কঠিন যে মদের সাধ্য নেই তাকে কাবু করে। নিয়মিত মদ্যপায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ সে পান করতে পারে কিন্তু তার জাগ্রত চেতনা কখনই এতটুকু টোল খায় না।

পর পর ছ'টি সপ্তাহের শেষের দিন ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে তার দেখা

হয়নি। অবশ্যই অফিসে চোখের দেখা হয়েছে কিন্তু সেখানে সে কোনো প্রস্তাব মিস ম্যাসনের কাছে রাখেনি। কিন্তু সপ্তম রবিবার মিস ম্যাসনের জন্যে তার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সংযমের বাঁধ ভেঙে ছায়। ভয়ংকর দুর্যোগ-পূর্ণ একটা দিন। দক্ষিণ-পূর্ব ঝড়ের তাণ্ডব ও সঙ্গে মুষলধারায় বর্ষণ শহরটাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও ডেলাইট তার মনকে মিস ম্যাসনের চিন্তা থেকে দূরে সরাতে পারেনি। বারে বারেই তার চোখের পর্দায় একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছে। জানালার সামনে বসে মিস ম্যাসন সেলাইয়ের মেসিনে কি যেন সেলাই করে চলেছে। দুপুরের খাওয়ার আগে যখন তার ঘরে ককটেল পরিবেশনের সময় হয় তখন সে জানিয়ে ছায় আজ তার ককটেলের প্রয়োজন নেই। মানসিক অস্থিরতায় সে নোট বইয়ের পাতা ওলটাতে থাকে। ডেডের টেলিফোন নম্বরটা খুঁজে পেতেই সে ডায়াল ঘোরায়।

ফোনটা প্রথমে ধরেছিলো বাড়িউলীর মেয়ে। মিনিটখানেক পরেই অবশ্য সেই কণ্ঠস্বরটি সে শুনতে পায় যে কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে সারাদিন তার অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত হয়েছিলো।

—আমি শুধু এইটুকুই বলবো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। না জানিয়ে আসতে চাই না বলেই ফোন করলাম।

—কেন? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?—মিস ম্যাসন জিজ্ঞেস করলো।

—সাক্ষাতেই সব বলবো।

এইটুকু বলেই সে ফোন ছেড়ে ছায়।

লাল গাড়িটা অনেক দূরে রেখে পায়ে হেঁটে সে বার্কলের তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িতে পৌঁছয়। মুহূর্তের জন্যে সে একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলো কিন্তু পরের মুহূর্তেই দ্বিধা কাটিয়ে সে কলিং-বেল টেপে। সে ভালো-ভাবেই জানে যে মিস ম্যাসেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে এই কাজটি করছে। সংবাদপত্র-খ্যাত, মালটি মিলিওনিয়ার এলাম হার্নিশের মতো একজন মানুষকে রবিবার নিজের ফ্ল্যাটে স্বাগত জানাতে বাধ্য করায় সে যে মিস ম্যাসনকে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাও সে জানে। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে মিস ম্যাসন কখনই তুচ্ছ মেয়েলীপনা করবে না।

এই দিক থেকে ডেলাইটকে হতাশ হতে হলো না।

মিস ম্যাসন নিজেই হলঘরের দরজা খুলে তার সঙ্গে করমর্দন করলো। ডেলাইট তার বর্ষাতি ও টুপি হুকে ঝুলিয়ে মিস ম্যাসনের দিকে তাকালো কোন দিকে যেতে হবে সেই নির্দেশের অপেক্ষায়।

বৈঠকখানা ঘর থেকে হৈ হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছিলো। ডেলাইট কয়েকটি কলেজের ছেলের মুখও দেখতে পেলো।

—ওরা আজ ওখানে জাঁকিয়ে বসেছে, সুতরাং আপনাকে আমার ঘরেই আসতে হবে।

হলঘরের ডানদিকের একটা দরজা পেরিয়ে ডেলাইট মিস ম্যাসনকে অনুসরণ করে তার ঘরে এসে পৌঁছয়। ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে ডেলাইট কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। ভয়ংকর বিভ্রান্তিকর অবস্থা। মিস ম্যাসনের দিকে দৃষ্টিপাত না করার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে মিস ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনই তার মনের বিভ্রান্তিকব অবস্থা যে মিস ম্যাসন যে তাকে চেয়ারে বসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তা সে শুনতে পায়নি।

তাহলে এটিই মিস ম্যাসনের কোয়ার্টারস ? মিস ম্যাসনের আচরণে শীতলতাও নেই, উষ্ণতাও নেই। এটাই অবশ্য প্রত্যাশিত। একটি ঘরকেই দুটি ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেখানে ডেলাইট দাঁড়িয়ে আছে বলা বাহুল্য সেটি হচ্ছে মিটিং রুম। অন্য যে ঘরটি সে দেখতে পাচ্ছে সেটি মিস ম্যাসনের বেড রুম।

বেড রুমে রয়েছে একটি ড্রেসিং টেবিল ও তাতে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রয়েছে কয়েকটি চিরুনী, ব্রাস ও কিছু কসমেটিক। কিন্তু ঘরটিতে বেডরুমের কোনো চিহ্নই নেই। গোলাপী রঙের ঢাকা দেওয়া গদি মোড়া চওড়া একটি কোচ ঘরে রয়েছে সম্ভবতঃ ওইটিই মিস ম্যাসনের শয্যা। কিন্তু ডেলাইটের অভিজ্ঞতায় এমন শয্যার কথা কখনো সে শোনেনি বা ছাখেনি।

ঘরের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় বিহ্বল মুহূর্তে খুঁটিয়ে সে সব কিছু দেখতে পারেনি। তবে তার তাৎক্ষনিক অনুভূতি হলো উষ্ণতা, শান্তি ও সৌন্দর্য। কাঠের মেঝেতে কার্পেট পাতা নেই কিন্তু দেওয়াল কিছু বন্য পশুর ট্যান করা চামড়া দিয়ে সাজানো। কিন্তু যে জিনিসটা মুহূর্তের জন্যে ডেলাইটের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করলো তা হচ্ছে একটি ভেনাসের মূর্তি। দেওয়ালে ঝোলানো সিংহের চামড়ার ব্যাকগ্রাউণ্ডে—মূর্তিটি দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

তবে ডেডে ম্যাসনই ডেলাইটের সমগ্র চেতনা ও অনুভূতিকে অধিকার করে আছে। যেদিন থেকে মিস ম্যাসনকে সে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে সেদিন থেকেই তার মনে হয়েছে মিস ম্যাসন পরিপূর্ণ নারী। তার দেহের রেখা, তার চুল, তার চোখ, তার কণ্ঠস্বর এবং পাখির মতো তার হাসি এই সবই তার ধারণাকে পুষ্টি জুগিয়েছে। কিন্তু এই লম্বা গাউন পরিহিতা মিস ম্যাসন যৌন অনুভূতিকেও চঞ্চল করে তুলছে। অফিসে এবং রাইডিং-এর সময়ে মিস ম্যাসনের এক ধরনের বেশবাস দেখতে অভ্যস্ত তার চোখে আজকের বেশ যেন একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিলো। কী নমনীয় কোমল তার তনুদেহখানি! এই শান্ত সুন্দর পরিবেশের সঙ্গে মানানসই যেন তার অনিন্দ্যসুন্দর তনুদেহ। অফিসের পরিবেশেও সে যেমন মানানসই এখানে নিরলংকার ঘরোয়া পরিবেশেও সে তেমনি মানানসই।

—আপনি বসবেন না?—মিস ম্যাসন আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দ্যায়।

বুভুক্ষু পশুর মতই এখন ডেলাইটের অনুভূতি। মিস ম্যাসনের জন্যে তার ক্ষুধা এখন তাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে তোলে। এক টুকরো সুস্বাদু আহার্যের জন্যে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে সে। ধৈর্য, কূটনীতি সবই যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। এতটুকু সময় আর সে নষ্ট করতে চাইছে না। ঝাঁপিয়ে পড়াটাও যেন যথেষ্ট দ্রুত নয়। কিন্তু যদি তাব মস্তিষ্ক সুস্থ থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে বুঝতো এই পথে কখনই সাফল্য আসে না।

—দেখুন মিস ম্যাসন···।—কামনার আবেগে তার গলা কেঁপে উঠলো। —একটা কাজ আমি কখনই অফিসে বসে করতে চাই না। বুঝতেই পারছেন অফিসে আপনার কাছে আমি কোনো প্রস্তাব করতে পারি না। সেই কারণেই আজ আমি এখানে এসেছি। মিস ম্যাসন, আমি আপনাকে চাই, ভীষণভাবে চাই!

বলতে বলতেই ডেলাইট মিস ম্যাসনের দিকে এগিয়ে যায়। তার কালো চোখ দুটিতে তখন কামনার দগদগে আগুন। শরীরের সব রক্তই যেন উঠে এসেছে তার গালে।

এমন হঠকারীর দ্রুততায় ডেলাইট এগিয়ে এলো, মিস ম্যাসন যে আতঙ্কে চিৎকার করে পিছিয়ে আসবে তার আর সময় রইলো না।

কোনোক্রমে সে ডেলাইটের একটি হাত ধরে ফেললো। মিস ম্যাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া হলো। ডেলাইটের শরীরের সব রক্ত

জমা হয়েছিলো তার গালে অন্যদিকে মিস ম্যাসনের গাল রক্তশূন্য হয়ে উঠলো। যে হাত দিয়ে সে ডেলাইটকে প্রতিহত করেছে সেই হাতটি তার কাঁপছিলো। কিছুক্ষণ পরে তার হাতটি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো। মিস ম্যাসন কিছু বলার চেষ্টা করলো কিংবা কোনো একটা কাজ যাতে এই বিদঘুটে পরিস্থিতিটাকে অন্যদিকে ঘোরানো যায়। পরিবেশকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলা যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মাথায় কিছু এলো না। তার শুধু গলা ছেড়ে হাসতে ইচ্ছে করলো। এই প্রবণতাটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের মতো স্বতস্ফূর্ত রসবোধ থেকে। ঘটনাটা একদিক থেকে বেশ মজার কিন্তু এর উপহাসাস্পদ দিকটাও তার কাছে অনাবৃত হয়ে পড়লো।

হত্যাকারীর পদশব্দে আতঙ্কিত হয়ে যখন কোনো লোক বুঝতে পারে যে যাকে সে হত্যাকারী ভেবেছিলো সে নেহাৎই একজন নিরীহ পথচারী ক'টা বেজেছে জানতে চাইছে তখন মনের অবস্থা যা হয় এই মুহূর্তে মিস ম্যাসনের মানসিক অবস্থাও ঠিক তাই।

অতি দ্রুত ডেলাইট তার সুস্থ চেতনায় ফিরে এলো।

—আমি জানি আমার চেয়ে বড়ো মূর্খ কেউ নেই। আমি···আমি··· আমি জানি আমার অনেক আগেই বসা উচিত ছিলো। মিস ম্যাসন আপনি ভয় পাবেন না, আমি সত্যিই ভয়ংকর নই।

মিস ম্যাসন নিজেও একটি চেয়ারে বসে পড়লো। একটু হেসে সে বললো,—না আমি ভয় পাইনি। যদিও আমি স্বীকার করছি মুহূর্তের জন্যে আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

মিস ম্যাসন চেয়ারটায় বসলো তার পাশে একটা ঝুড়িতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম লেস, মসলিন ও আরো কিছু সেলাইয়ের সামগ্রী উপছে পড়ছে।

ডেলাইটের কণ্ঠে আবার ক্ষমা প্রার্থনার সুর বেজে উঠলো।

—জানেন মিস ম্যাসন এক এক সময় আমরা বড়োই মজার খোরাক যোগাবার সামগ্রী হয়ে উঠি। এই দেখুন না আপনার গলায় দড়ির গিট বেঁধে বশীভূত করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার আছে। মানুষ বলুন, পশু বলুন বা অন্য কিছু সবার ওপরেই আমি আমার ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে থাকি। আবার সেই আমিই একটি নিরীহ ভেড়ার মতো এই চেয়ারে বসে আছি। আপনি নিশ্চয়ই আমার ভিতর থেকে কাঠিন্যটুকু নিংড়ে নিয়েছেন।

ডেলাইটের এই কথাগুলোর যোগ্য উত্তর দেবার অনেক চেষ্টা করলো মিস ম্যাসন। অন্ধের মতো উপযুক্ত শব্দের জন্যে সে হাতড়ে বেড়ালো

কিন্তু ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হওয়ার কারণ তার চিন্তা এখনো ডেলাইটের এই আকস্মিক ভয়ংকর রূপ নিয়ে এগিয়ে আসার তাৎপর্য আবিষ্কারেই ব্যাপৃত রয়েছে। ডেলাইটের অসংলগ্ন কথাবার্তার তাৎপর্যও সে বোঝার চেষ্টা করছে। যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে তা হলো লোকটির নিশ্চিত বোধ যে তাকে সে পাবেই। লোকটির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তাকে সে পাবেই তাই বোধহয় সে এখন ভালোবাসার গতি প্রকৃতি নিয়ে ভাবছে।

মিস ম্যাসন লক্ষ্য করলো ডেলাইট তার একটি হাত অসচেতনভাবে কোটের সাইড পকেটে গলিয়ে দিলো। মিস ম্যাসন জানে ওই পকেটে তামাক ও সিগারেটের কাগজ থাকে।

—যদি চান তাহলে আপনি ধূমপান করতে পারেন।

ডেলাইট সচকিত হয়ে পকেট থেকে তার হাতটা বের করে আনলো। তার হাত সরাবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় পকেটের ভিতরে কোনো কিছুর খোঁচা খেয়ে সে হাতটা তুলে নিলো।

—না ধূমপানের কথা আমি চিন্তা করছি না। আমি চিন্তা করছি আপনারই কথা। যখন কোনো একজন পুরুষ কোনো নারীকে তীব্র-ভাবে কামনা করে, তাকে বিয়ে করতে চায় তখন তার কি করা উচিত? সেই চিন্তাই আমি করছি। এর যে একটা শিল্প সম্মত স্টাইল আছে তা আমার জানা নেই। তবে সহজ ইংরিজিতে আমার মনোভাব আমি প্রকাশ করতে পারি, আমার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আমি ভীষণভাবে আপনাকে চাই। সর্বক্ষণই আপনি আমার মন জুড়ে রয়েছেন। এখন যা আমি জানতে চাই তা হলো আপনিও কি আমাকে চান? ব্যাস এইটুকুই।

অত্যন্ত ধীর স্বরে মিস ম্যাসন বললো,—আমার···আমার মনে হয় এ প্রশ্ন আপনার করা উচিত নয়।

মিস ম্যাসন যে তার শেষ উত্তর দিয়ে দিয়েছে তা না বোঝার ভান করে ডেলাইট বললো—মিস ম্যাসন আমার মনে হয় উত্তর দেবার আগে আপনার কয়েকটা জিনিস জানা দরকার। জীবনে আমি কোনোদিন মেয়েদের পিছনে ঘুরিনি। খবরের কাগজের সংবাদগুলো সম্পূর্ণই মিথ্যা। সংবাদপত্রে এবং সাময়িকপত্রে আমাকে "লেডি কিলার" রূপে চিহ্নিত করে যে রসালো সংবাদ আপনি পড়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এতটুকু সত্য নেই ওই সব খবরের মধ্যে। তাস খেলা ও হুইস্কি খাওয়ায় আমার

বাড়াবাড়ি থাকতে পারে কিন্তু কখনই আমি মেয়েদের পিছনে ঘুর-ঘুর করিনি। মেয়েরা চিরকালই আমার আগ্রহের বাইরে ছিলো। হ্যাঁ, একটি মেয়ে আমারই জন্যে আত্মহত্যা করেছিলো কিন্তু আমি কখনই বুঝতে পারিনি যে সে আমাকে তীব্রভাবে চায়। যদি বুঝতাম নিশ্চয়ই তাহলে তাকে আমি বিয়ে করতাম। ভালবেসে নয়, আত্মহত্যা রোধ করার জন্যেই তাকে আমি বিয়ে করতাম। তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্যে কোনো উৎসাহই তাকে আমি দিইনি তা সত্ত্বেও সে কেন ফুটন্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল তা আমি জানি না। এত কথা বললাম কারণ আমি জানি ওই সংবাদগুলো আপনি পড়েছেন সুতরাং আমার মুখ থেকেই আপনার সবকিছু জানা উচিত।

—"লেডি কিলার!" মিস ম্যাসন এর চেয়ে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। সারাজীবন আমি মেয়েদের ভয় পেয়েই এসেছি। আপনিই আমার জীবনের প্রথম মহিলা যাকে দেখে আমি ভয় পাইনি। সত্যিই আশ্চর্য হবার মতো একটা ঘটনা। আপনাকে দেখে কেন যে আমি ভয় পাইনি তার কারণ আমি জানি না। হয়তো আমার দেখা ও জানা মহিলাদের চেয়ে আপনি স্বতন্ত্র। হয়তো আমাকে জয় করার, আমাকে অধিকার করার কোনো চেষ্টা আপনি করেননি তাই। "লেডি কিলার"! কেন? চিরকাল মেয়েদের দেখে আমি তো ভয়ে পালিয়েই এসেছি। আমি যে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছি তার কারণ আমার মনে হয় হাওয়ার বিরুদ্ধে চলার মতো প্রবল শক্তি আমার মধ্যে আছে। কোনোদিন আমি হোঁচট খাইনি বা পা ভাঙিনি।

—আপনাকে দেখার আগে বিয়ে করার কথা কোনোদিন আমার মনেই হয়নি। দেখা হওয়া, মেলামেশার সুযোগ পাওয়ারও অনেকদিন পরে তবে আপনাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার মনে জেগেছে। প্রথম থেকেই আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছি, কিন্তু এই অন্তরঙ্গতা যে এতদূর গড়াবে তা কিন্তু কোনোদিন ভাবিনি। আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না আমার মনের অবস্থা। সারারাত আমি ঘুমোতে পারি না। আপনার চিন্তা আমার ঘুম কেড়ে নেয়।

অনেক কথা বলার পরেও সব কথা বলা হয় না তবু ডেলাইটকে থামতেই হয়। কিছু শোনার জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকে। মিস ম্যাসন সেলাইয়ের ঝুড়িটা নিয়ে সেলাই করতে বসে যায় সম্ভবতঃ সে তার অস্থির স্নায়ুগুলোকে সংযত করতে চায় কিংবা তার চিন্তাভাবনাকে সুশৃঙ্খল করে

তুলতে চায়। মিস ম্যাসন মাথা নিচু করে সেলাই করতে থাকে। ডেলাইট তখন চোখ দিয়ে তাকে গিলে খাবার চেষ্টা করে। মিস ম্যাসনের সুদক্ষ আঙুলগুলোকে ডেলাইট লক্ষ্য করতে থাকে। এই আঙুল দিয়েই সে ববের মতো উদ্ধত অসংযত ঘোড়াকে বশ করে, এই আঙুল দিয়েই এত দ্রুত সে টাইপ করে যে অত দ্রুত কোনো মানুষ কথাও বলতে পারে না। সেই আঙুল দিয়েই আবার সেলাইয়ের মতো সূক্ষ্ম কাজও কত দ্রুতই না সে সম্পন্ন করছে। ঘরের কোণে ওই যে পিয়ানোটা দেখা যাচ্ছে ওই আঙুল দিয়ে নিশ্চয়ই সে সুন্দর সুরও ধ্বনিত করে তোলে।

আর একটি একান্ত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য ডেলাইটের নজরে পড়ে। মিস ম্যাসনের চটি। কতো ছোটো ব্রোঞ্জের চটি। মিস ম্যাসনের পা যে এতো ছোটো তা সে কোনোদিন ভাবতে পারেনি। অফিসে স্যু পরিহিতা এবং ঘোড়ায় চড়ার সময়ে রাইডিং বুট তার পায়ে সে দেখেছে তার থেকে বোঝা যায় নি তার পায়ের মাপ এত ছোটো। ব্রোঞ্জের ছোটো চটি দুটি ডেলাইটকে এতই মুগ্ধ করেছে যে বার বার তার চোখ গিয়ে পড়ছে ওই চটি দুটির ওপর।

দরজায় একটা টোকা পড়ায় মিস ম্যাসন উঠে যায়। ডেলাইট মিস ম্যাসনকে বলতে শোনে, "ওকে বলুন দশ মিনিট পরে ফোন করতে।" মিস ম্যাসন যে সর্বনাম ব্যবহার করলো তাতে বোঝা গেল কোনো পুরুষমানুষ তাকে ফোন করছিলো। সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝলক ঈর্ষা যেন ডেলাইটকে দংশন করে গল। ডেলাইট মনে মনে স্থির করে ফেললো, যে-ই ফোন করুক টাকা দিয়ে সে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। তবে ডেডে ম্যাসনের মতো মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি ব্যাপারটা তার কাছে দারুন বিস্ময়কর মনে হলো।

মিস ম্যাসন ফিরে এলো। ডেলাইটের দিকে ফিরে মৃদু হেসে সে আবার তার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ডেলাইটের দৃষ্টি তখন একবার মিস ম্যাসনের চটি, একবার তার সুদক্ষ হাত দুটির দিকে ঘুরতে লাগলো। একবার তার মনে হলো মিস ম্যাসনের মতো সুদক্ষ স্টেনো-গ্রাফার দ্বিতীয়টি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এও মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো বনেদী ঘরে তার জন্ম এবং ভালো শিক্ষার ঐতিহ্য তার ওপরে বর্তেছে। এ ছাড়া তার ঘরের অলংকরণ, তার পোশাক এবং পোশাক পরার বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

মিস ম্যাসনের নীরবতা ডেলাইটের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো।

সেটা ভাঙার জন্যেই সে বললো,—দশ মিনিট সময় তো ফুরিয়ে এলো।

আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না। মিস ম্যাসন অবশেষে মুখ খুললো।

—আপনি আমাকে ভালোবাসেন না?

মিস ম্যাসন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

—আপনি আমাকে পছন্দ করেন? সামান্যতম পছন্দ?

এবারেও মিস ম্যাসন মাথা নাড়ায় কিন্তু তার ঠোঁটের ওপর এক টুকরো হাসি খেলে যায়। তবে এ হাসি বিদ্রূপের নয়।

ডেলাইট বললো, আপনি আমাকে আরো কিছু কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। প্রথম দিকে আপনাকে আমার শুধুই ভালো লাগতো তারপর তার পরিণতি কি হয়েছে আপনি জানেন। আপনার হয়তো মনে পড়বে একসময় আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার জীবনধারা আপনার পছন্দ নয়। দেখুন সেই আমি কতো পালটে গেছি। ব্যবসার জুয়ার দিক থেকে আমি সম্পূর্ণই সরে এসেছি। আপনি যাকে বলেন "যুক্তিসংগত" "আইন-সংগত" আমি তো এখন সেই কাজই করছি। যেখানে একশো লোক বসবাস করতো সেখানে এখন তিন হাজার লোক বসবাস করছে। আগামী বছরে কুড়ি লক্ষ ইউক্যালিপটাস ওই পাহাড়ে জন্মাবে। সত্যি করে বলুন আপনি কি আমাকে একটুও পছন্দ করেন না?

সেলাই থেকে মাথা তুলে মিস ম্যাসন বলে,—একটু কেন আপনাকে আমি খুবই পছন্দ করি কিন্তু···

মিস ম্যাসনের কথা শেষ করার অপেক্ষায় ডেলাইট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো কিন্তু যখন সে বুঝলো মিস ম্যাসন তার কথা অসমাপ্তই রাখতে চায় তখন ডেলাইট নিজেই কথা বলা সুরু করলো:

—নিজের সম্পর্কে আমার কোনো বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা নেই তাই আমি যদি বলি যে আমি নিজেকে একজন ভালো স্বামীরূপে গড়ে তুলতে পারবো তাহলে তাকে দম্ভোক্তি বলা চলে না। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমি ছিদ্রসন্ধানী নই। স্ত্রী হিসেবে আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না। আমি বুঝতে পারি আপনার মতো একজন মহিলার স্বাধীণতা খর্ব করা যায় না। তাই বলছিলাম আপনার ওপর কোনো বন্ধন আরোপিত হবে না। আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই চলাফেরা করতে পারবেন। যা আপনার মন চাইবে আমি আপনাকে সব কিছু দেবো।

—শুধু নিজেকেই আপনি দিতে পারবেন না।

আকস্মিকভাবে এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণস্বরে ডেলাইটকে বাধা দিয়ে মিস ম্যাসন এই মন্তব্যটুকু করে।

মুহূর্তের জন্যে ডেলাইট বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো ঃ

—নিজেকে দেওয়া বলতে কি বোঝায় আমি জানি না। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি আমি সহজ সোজা সঠিক এবং সৎ থাকবো। বিভক্ত অনুরাগের প্রতি আমি লালায়িত নই।

—আমি তা বলতে চাইনি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীকে না দিয়ে আপনার মন আপনি ওকল্যাণ্ডের তিন হাজার মানুষকে দেবেন, দেবেন আপনার ওই স্ট্রীট রেলওয়েকে, ফেরি সার্ভিসকে, কুড়ি লক্ষ ইউক্যালিপটাস গাছকে—অর্থাৎ আপনার নতুন ব্যবসাকে—এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে ডেলাইট বললো,—আমি তা কখনই হতে দেবো না। আমি একান্তই আপনার হয়ে যাবো, আপনার ইচ্ছার দ্বারাই আমি চালিত হবো।

—এখন আপনি তাই ভাববেন কিন্তু পরে আপনি সম্পুর্ণ বদলে যাবেন।

মিস ম্যাসন হঠাৎই স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলো। রুক্ষস্বরে সে বলে উঠলো ঃ

এই জাতীয় কথাবার্তা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এ যেন দর কষাকষি চলছে। "আপনি কতো দিতে পারবেন?" ..."আমি এতোটা দেবো", "আমি আরো বেশি চাই"—হ্যাঁ এই জাতীয় দরাদরি। আমি আপনাকে পছন্দ করি কিন্তু তা বিয়ে করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—আপনি কি করে জানলেন?

—কারণ আপনাকে আমি কম পছন্দ করি, খুবই কম।

ডেলাইট বোবার মতো চুপ করে বসে রইলো। আঘাতটা যে কী নিদারুণ হয়ে তার বুকে বিঁধেছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

মিস ম্যাসন কেঁদে ফেললো। বোঝাই যাচ্ছে সে তার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বললো,—ও আপনি কিছুতেই আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আপনি যেভাবে নিয়েছেন আমি কখনই সে অর্থে বলিনি। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

—যতই আপনাকে আমি জেনেছি ততই আপনাকে আমি পছন্দ

করেছি। একই সময়ে আবার যতই আপনাকে জেনেছি ততই আপনাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার কমেছে।

মিস ম্যাসনের এই হেঁয়ালী উক্তি ডেলাইটকে আরো বিহ্বল, আরো হতবুদ্ধি করে তুললো। সেটা বুঝতে পেরেই মিস ম্যাসন বললো,—আপনি এখনো বুঝতে পারেননি? আমি সহজেই মিঃ এলাম হার্নিসকে বিয়ে করতে পারতাম। ক্লনডাইক থেকে সদ্য আগত দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে অনেকদিন আগে প্রথম যখন দেখেছিলাম তখন তাকে আমি সহজেই বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আমার চোখের সামনে এখন যে মিঃ হার্নিশ বসে আছেন তাকে আমি বিয়ে করতে পারি না।

ডেলাইট ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায়। তারপর বলে, আপনার এই একটা কথা আমার কাছে অনেক কথা মনে হচ্ছে। তার মানে একজনকে যতই আপনি জানবেন ততই তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আপনার কমবে। ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার জন্ম দেয়,—আমার অনুমান আপনি এই মানেই করতে চাইছেন। familiarity breeds contempt.

—না না কখনই তা নয়।—ভেডে ম্যাসন গলা চড়িয়েই কথাটা বললো। কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় আবার টোকা পড়লো।

—সেই দশ মিনিট পেরিয়ে গিয়েছে।—ডেলাইট মন্তব্য করলো।

মিস ম্যাসন ফোন করতে চলে যাবার পর ডেলাইট আর একবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। রেড ইণ্ডিয়ানদের মতই ডেলাইটের পর্যবেক্ষণীশক্তি অত্যন্ত দ্রুত। উষ্ণতা, আরাম ও সৌন্দর্যের যে অনুভূতি তার আগে হয়েছিলো এখনো তা বজায় আছে। যদিও সে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করে উঠতে পারছে না। যে সরলতা তাকে মুগ্ধ করে তা নিশ্চয়ই ব্যয়সাপেক্ষ সরলতা। মনে হয় ঘরের দামী জিনিসগুলো তার বাবার আমলের। কাঠের মেঝের ওপর নেকড়ের চামড়ার আচ্ছাদন এমন যে হতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। দামী কার্পেটকেও এই মেঝে হার মানায়। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে সে বইয়ের আলমারীর দিকে তাকায়। কয়েকশো বই রয়েছে ওই আলমারীতে। এই বই ব্যাপারটা তার কাছে এক পরম বিস্ময়। সে কিছুতেই ভেবে পায় না মানুষ এতো লেখার উপাদান কোথায় পায়? লেখার বিষয় ও পড়ার বিষয় নিশ্চয়ই কাজ করার সঙ্গে তুলনা হয় না। সে নিজে সুখ্যাত কাজের মানুষ তাই একমাত্র কাজ করার মানেই তার কাছে বোধগম্য।

তার দৃষ্টি এবারে স্থানান্তরিত হয় সেই ভেনাসের মূর্তির ওপর তারপর তা সরে যায় উজ্জ্বল একটি পিতলের কেটলি ও একটি পিতলের চ্যাফিং-ডিসের* দিকে। চ্যাফিং-ডিসের ব্যাপারটা ডেলাইটের অজানা নয়। সে শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলো তবে কি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে মিস ম্যাসন এখানে খাওয়া দাওয়া করে। দেওয়ালে কয়েকটি জল রঙের ছবি দেখে ডেলাইট অনুমান করে নেয় ছবিগুলো মিস ম্যাসনেরই আঁকা। দেওয়ালে কয়েকটা ঘোড়ার ছবিও রয়েছে তবে পিয়ানোর ওপর ভেনাসের মূর্তিটাই আবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পৃথিবীর শেষ সীমানায় মানুষ হওয়া তার মনের কাছে এই ব্যাপারটা বড়োই খাপছাড়া মনে হলো। একজন সুরুচি সম্পন্না তরুণী এমন একটি নগ্ন মূর্তি (নীতি-বিগর্হিত যদি নাও হয়) নিজের ঘরে প্রদর্শনীর বস্তু হিসেবে রেখেছে এটা কেমন যেন অসংগতি মনে হয়। কিন্তু ডেলাইট বিশ্বাসের জোরেই ব্যাপারটাকে ভালো বলে মেনে নেয়। যেহেতু কাজটা ডেডের সুতরাং এর মধ্যে কোনো অসংগতি থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সংস্কৃতির সঙ্গে এই ব্যাপারটার কোনো যোগ আছে। ল্যারি হেগানও একজন সংস্কৃতিবান মানুষ। তার লাইব্রেরীতেও এই জাতীয় ছবি আছে। কিন্তু ল্যারি হেগানের মধ্যে একটা অসুস্থ মানসিকতার আঁচ ডেলাইট পেয়েছে। কিন্তু ডেডে ম্যাসন সূর্যালোকের মতো বলিষ্ঠ, কলুষতামুক্ত। এমন পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারিণী যদি তার পিয়ানোর ওপর নগ্ন নারীমূর্তি সাজিয়ে রাখে তবে তাকে সঠিক কাজ বলে মেনে নিতেই হবে। ডেডে এমন এক নারী যার প্রতিটি কাজের মধ্যে সুসংগতি আছে। তা ছাড়া সংস্কৃতি ব্যাপারটা কি সে সম্পর্কে সে তো সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

মিস ম্যাসন ফিরে আসে এবং তার চেয়ারে গিয়ে বসে। ডেলাইট তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়।

মিস ম্যাসন চেয়ারে বসতেই ডেলাইট আর দেরী করে না।

—মিস ম্যাসন আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি অন্য কারোকে বিয়ে করার কথা ভাবছেন!

মিস ম্যাসন খুশি মনেই হেসে ওঠে এবং মাথা নাড়ায়।

---

* চ্যাফিং ডিস: একটি তামার পাত্র যার তলায় একটি চুল্লি থাকে কাঠকয়লার আগুনে ওই পাত্রে রান্না করা যায় অথবা খাবার টেবিলে গরম খাদ্য পরিবেশন করা যায়।

—আমাকে আপনি যতটা পছন্দ করেন তার চেয়েও বেশি কি কাউকে পছন্দ করেন? ধরুন যে মানুষটি একটু আগে ফোন করেছিলো সে হতে পারে কি?

না এমন কেউ নেই। আমি এমন কাউকেই জানি না যাকে আমি বিয়ে করতে পারি। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে আমি বোধহয় বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে নই। অফিসের কাজ আমার সেই গুণটাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

ডেলাইট তার দৃষ্টি দিয়ে মিস ম্যাসনের মাথা থেকে তার পায়ের চটি পর্যন্ত দ্রুত একবার নিরীক্ষণ করে নেয়। এই জরিপের কাজের ফলে তার চিবুক রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। একই সময় সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

—আমার তো মনে হয় আপনার মতো বিবাহযোগ্যা মেয়ে খুব কমই আছে। এবারে আর একটা প্রশ্ন করি। দেখুন গোলমালটা কোথায় আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আচ্ছা এমন কেউ কি আছে যাকে আমারই মতো আপনি পছন্দ করেন?

মিস ম্যাসন উত্তেজিতভাবে বললো—আপনার আচরণটা খুবই অশোভন। যদি আপনি চুপ করেন এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, যে কাজটা আপনি নিজেই পছন্দ করেন না সেই কাজটিই আপনি করছেন অর্থাৎ অহেতুক একজনকে জ্বালাতন করছেন। আপনার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আমি আর দেবো না। আসুন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি। বব কেমন আছে?

* * *

আধঘণ্টা পরে টেলিগ্রাফ এভিনিউ রোড ধরে ওকল্যাণ্ডের পথে ডেলাইট গাড়ি চালাতে চালাতে একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে তার ব্রাউন-পেপার কাগজে পাকানো সিগারেট ধরায়। ধূমপান করতে করতে আজকের ঘটনাবলীকে সে মনে মনে বিশ্লেষণ করতে থাকে। মোটের ওপর খারাপ নয়—এই হলো তার সিদ্ধান্ত। তবু এমন কতগুলো কথা আজ সে শুনেছে যেগুলি বিভ্রান্তিকর। সেই যে কথাটা—যতই সে তাকে জেনেছে ততই তার ভালো লেগেছে আবার যতই সে তাকে জেনেছে ততই তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে তার কমেছে। এই উক্তিটা তার কাছে মস্তো এক ধাঁধা মনে হচ্ছে।

তবে সে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এর মধ্যে উল্লসিত হয়ে ওঠার

মতো কারণও আছে। তাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে তার তিরিশ মিলিয়ন ডলারকেও প্রত্যাখ্যান করা। এক সময় যার সুদিন ছিলো (বাবা বেঁচে থাকতে) এবং বর্তমানে যে স্টেনোগ্রাফার মাসে মাত্র নব্বুই ডলার মাইনে পায় তার পক্ষে এতো টাকা প্রত্যাখ্যান করা চারটিখানি কথা নয়। টাকার প্রতি যে তার কোনো মোহ নেই এটা পরীক্ষিত সত্য। আজ পর্যন্ত যতো মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে সবাই তাকে গিলে খেতে চেয়েছে কারণটা আর কিছু নয় তার টাকা।

—হায় ভগবান, এই নগর পত্তন করে আমি যদি একশো মিলিয়ন ডলারের মালিক হই তবে তো সে আর আমার সঙ্গে কথাই বলবে না।

কিন্তু পরিস্থিতিটাকে সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না। তার সেই উক্তিটা "ক্লনডাইক থেকে সদ্য আগত মিঃ এলাম হার্নিশকে সে বিয়ে করতে পারতো কিন্তু বর্তমানের এলাম হার্নিশকে সে বিয়ে করতে পারে না" —তাকে এখনো বিভ্রান্ত করছে। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে এলো যে তাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে পুরনো দিনের ডেলাইটের মতো তাকে হতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব। সে তো আর সময়ের গতির বিরুদ্ধে যেতে পারে না। ইচ্ছে করলেই তো হবে না। অতীতে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ তার কাছে আর খোলা নেই। যেমন ইচ্ছে করলেই সে আর এখন বালকে রূপান্তরিত হতে পারে না।

আর একটা জিনিস তার পক্ষে সন্তুষ্টির কারণ ঘটলো। কিছু স্টেনোগ্রাফারের কাহিনী সে শুনেছে। বসকে প্রত্যাখ্যান করার পর তারা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ডেডে এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে সে। বোকামী করার মতো মেয়ে সে নয়। তবে সে নিজেও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সুতরাং ডেডের সুস্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে তারও অবদান আছে। একথা সত্যি যে দু'বার সে সীমানা লঙ্ঘন করেছিলো কিন্তু এটাকে সে নিয়ম করে নেয়নি। মিস ম্যাসন জানে যে তাকে বিশ্বাস করা চলে। এসব সত্ত্বেও সে নিশ্চিত যে অধিকাংশ তরুণীই যার অধীনে কাজ করছে তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর কাজ ছেড়ে দেবার মতো মূর্খামি করবে। কিন্তু ডেডে সেই জাতের মেয়ে নয়। তার প্রমাণ একবার সে পেয়েছে। ঠিক মতো তাকে বোঝবার পর ভাইকে জার্মানীতে চিকিৎসার জন্যে পাঠাতে আপত্তি করার মতো মূর্খামি সে করেনি।

গাড়িটা হোটেলের কাছাকাছি আসতে সে মুখ দিয়ে আক্ষেপ-সূচক

একটা শব্দ করে।

ইস আজ যা জানলাম তখন যদি এই জ্ঞানটা আমার হতো তাহলে প্রথম দিনেই তার কাছে আমি প্রস্তাবটা রাখতাম। তার মতে তো তখনই ছিলো যথার্থ সময়। সে আমাকে ক্রমশই-বেশি পছন্দ করছে কিন্তু যতই পছন্দ করছে ততই আমাকে বিয়ে করার অনিচ্ছা তার বাড়ছে।

কি মনে হয় তোমার? ডেলাইট নিজেকেই প্রশ্ন করে। নিশ্চয়ই সে তোমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।

১৭

কয়েক সপ্তাহ পরে এক বর্ষণমুখর রবিবারে ডেলাইট আবার ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এই প্রথম সে নিজেকে সংযত রাখার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে ডেডের জন্যে তার ক্ষুধা সব সংযমের বাঁধ ভেঙে ছায়। তাই তার সেই লালরঙের মোটর গাড়ি চালিয়ে একদিন সে বার্কলেতে পৌছয়। ডেডের কোয়ার্টার থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি রেখে বাকী পথটা সে পায়ে হেঁটে যায়। কিন্তু ডেডে তখন বাড়িতে নেই। বাড়িউলীর মেয়ে বললো সে বোধ হয় পাহাড়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে গিয়েছে। তরুণীটি ডেলাইটকে আরো একটু সাহায্য করলো কোনদিকে ডেডের বেড়াতে যাবার সম্ভাবনা তার পথনির্দেশ দিয়ে।

ডেলাইট মেয়েটির নির্দেশ অনুসরণ করে এগোতে থাকে। কোয়ার্টার-গুলো যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে তার কিছুটা পরেই পাহাড়ের সুরু।

বৃষ্টি আসন্ন। বাতাসে বৃষ্টির ভিজে গন্ধ। ঝড় এখনো বিক্ষোভে ফেটে পড়েনি কিন্তু বাতাসের তীব্রতা দেখে অনুভব করা যাচ্ছে ঝড় ওই আসন্ন। মসৃণ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের কোথাও ডেলাইট ডেডেকে দেখতে পেলো না। ডানদিকে খানিকটা খাদে নেমে আবার ওপরে উঠে গেছে বিশাল ইউক্যালিপটাস তরুবীথিকা। এদের ক্ষীণতনু ডালপালা বাতাসে আন্দোলিত হয়ে মর্মর ধ্বনির তরঙ্গ তুলেছে। প্রচণ্ড বাত্যায় আর্তস্বরের মতো ক্ষীণ-শব্দ ধীরে ধীরে এমন বজ্রনির্ঘোষে পরিণত হয় যেন কোথাও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বীণার উচ্চনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। ডেলাইটের দৃঢ় প্রত্যয় হয় এই তরুবীথিকার কোথাও নিশ্চয়ই সে ডেডেকে খুঁজে পাবে। পাহাড়ের ঢালের যেখানে ঝড় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হেনেছে সেখানেই

ডেলাইট তাকে দেখতে পেলো।

বিরক্তিকর না হলেও একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির মতো ডেলাইট আবার প্রস্তাব করলো। তার প্রস্তাবের মধ্যে কপটতার গ্লানি নেই বরং ঝড়ের মতোই তা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা ক্ষমা চেয়ে নেওয়ারও সময় তার নেই। সুরুটা এইরকম ঃ

—আবার সেই পুরনো কথাই বলতে এসেছি। আপনাকে আমার চাই তাই আবার আমি এসেছি। ডেডে আপনাকে রাজি হতেই হবে। যতই এই নিয়ে আমি চিন্তা করছি ততই আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে পছন্দ করেন। এই পছন্দ মোটেই সাধারণ পছন্দ নয়। আমার ধারণা ঠিক কি না বলবেন না ?

করমর্দন করেই সে কথা সুরু করেছিলো কিন্তু ডেডের হাত সে আর ছাড়েনি। মিস ম্যাসন অনুভব করলো তার হাতের ওপর চাপটা বেড়েই চলেছে এবং ধীরে ধীরে ডেলাইট তাকে কাছে টানার চেষ্টা করছে। অসচেতনভাবে সে কিছুটা নতি স্বীকার করে ফেলেছে। মুহূর্তের দুর্বলতার কাছে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি হার মানলো।

—আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন না তো ?

—না। ভয় আমি নিজেকেই পাচ্ছি।—একটা বিষণ্ণ হাসি মিস ম্যাসনের মুখে খেলে গেল।

অধিকতর উৎসাহিত হয়ে ডেলাইট বললো,—আমি যদি আর একটু দুঃসাহসী হই আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না।

অনুনয়ের ভঙ্গিতে মিস ম্যাসন বললো,—দয়া করে এই বিষয়ে আর আলোচনা করবেন না। কোনোমতেই আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

—আমি বাজি ধরতে রাজি আছি।

ডেলাইট ক্রমশই উৎসাহিত বোধ করতে সুরু করেছে। সাফল্য যে এত দ্রুত আসবে তা সে কোনোদিন কল্পনা করেনি। মিস ম্যাসন যে তাকে পছন্দ করে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পছন্দ না করলে সে কখনই এতক্ষণ ধরে তাকে হাত ধরতে দিতো না। এতো কাছাকাছি আসায় মিস ম্যাসনের মধ্যে এতটুকু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না এটাই প্রমাণ করে তার পছন্দের মাত্রা।

মিস ম্যাসন অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলে,—না না এ হতেই পারে না। বাজিতে আপনাকে হারতেই হবে।

এই প্রথম ডেলাইটের মনে একটা সন্দেহের ছায়াপাত হলো। যেন সে একটা সূত্রের সন্ধান পেলো যার সাহায্যে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায়।

—আমাকে স্পষ্ট করে বলুন,—আপনি কি কোনো গোপন বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ ?

ডেলাইটের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর ও মুখের থমথমে ভাব দেখে মিস ম্যাসনের প্রচণ্ড হাসি পায়। পাখির কণ্ঠ থেকে যেমন স্বতোৎসারিত ভাবে গান বেরিয়ে আসে মিস ম্যাসনের ভিতর থেকেও তেমনি নির্মল অকপট এক ঝলক হাসি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো।

ডেলাইট তার উত্তর পেয়ে গেছে আর সেইজন্যেই সে নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো। মনে মনে সে স্থির করে নিলো কথার চাইতে কাজ অনেক ফলপ্রসূ। তাই সে মিস ম্যাসন ও ঝড়ো বাতাসের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে এগিয়ে গেল এবং তাকে কাছে টেনে নিয়ে এলো। ঠিক তখুনি অস্বাভাবিক এক জোরালো ঝড়ো বাতাস তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে গাছের মাথায় প্রচণ্ড শব্দের আলোড়ন তুললো। দু'জনেই নীরবে ঝড়ের সেই প্রলয় সঙ্গীত কান পেতে শুনলো। একরাশ পাতা উড়ে এসে দুজনকেই প্রায় ঢেকে দিলো। ঝড়ের আঁচল ধরে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টিও এসে গেল। ডেলাইট মাথা নিচু করে ঝড়ো হাওয়ায় মিস ম্যাসনের এলোমেলো চুল ও তার মুখখানি দেখলো। মিস ম্যাসনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তার জীবনে এই নারীর ভূমিকা যে কতোখানি নতুন করে আবার সে তীব্রভাবে উপলব্ধি করলো। ডেলাইটের যে হাতখানা মিস ম্যাসনের হাত ধরে আছে তা এমনভাবে কেঁপে উঠলো যাতে মিস ম্যাসনের মধ্যে তার এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে যায়।

আকস্মিকভাবে মিস ম্যাসন মাথা নিচু করলো এবং ধীরে ধীরে ডেলাইটের বুকের ওপর তার মাথা রাখলো। এইভাবেই কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর আবার এক দমকা হাওয়া ওদের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আবার আগের মতো পাতা উড়লো, একরাশ পাতায় ওরা ঢাকা পড়লো। একই রকম আকস্মিকতায় মিস ম্যাসন মাথা তুলে ডেলাইটের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ

—জানেন গতকাল রাতে আমি আপনার জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম। হ্যাঁ, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যেন আপনি ভীষণভাবে ব্যর্থ হন ও সব কিছুতেই হেরে যান।

মিস ম্যাসনের এই অদ্ভুত উক্তি শুনে ডেলাইট কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে

তার দিকে তাকায়।

—সত্যিই আমি হেরে গেছি। আমি সবসময়েই বলে এসেছি যে মেয়েদের কাছে আমি অগভীর হয়ে যাই এবং সত্যিই আপনি আমাকে আমার বুদ্ধির সীমার বাইরে নিয়ে এসেছেন। আমাকে পছন্দ করা সত্বেও কেন আপনি চাইছেন যে আমি সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে যাই।

—আমি তো তা বলিনি।

—হয়তো আমি যেভাবে বললাম সেভাবে আপনি বলেননি তবু সহজ বুদ্ধিতে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেন আপনি আমার পতন চান। আপনার আগের ধাঁধাঁগুলোর সমপর্যায়েরই একটি কথা আজও বললেন। যেমন আগে বলেছিলেন যতই আমাকে পছন্দ করছেন ততই আমাকে বিয়ে করার অনিচ্ছা জাগছে আপনার। আমাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে আপনার ধাঁধাঁগুলোর মানে বুঝিয়ে দিন তো!

ডেলাইট তার হাত দিয়ে মিস ম্যাসনকে জড়িয়ে ধরে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে। মিস ম্যাসন বাধা দেয় না। মাথা নিচু করে ডেলাইটের প্রশস্ত বুকে সে মুখ লুকোয়। ডেলাইট মিস ম্যাসনের মুখ দেখতে পায় না কিন্তু উপলব্ধি দিয়ে সে বুঝতে পারে মিস ম্যাসন কাঁদছে। এতদিনে নীরবতার মর্ম ডেলাইট বুঝতে শিখেছে তাই সে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ মনে করলো। পরিস্থিতি এমনই এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে যে মিস ম্যাসনকে কিছু বলতেই হবে। এ ব্যাপারে ডেলাইট এখন একশোভাগ নিশ্চিত।

—আমি একটুও রোমান্টিক নই। ডেলাইটের মুখের দিকে তাকিয়েই মিস ম্যাসন বললো।

—ভালো হতো যদি রোমান্টিক হতে পারতাম। সেক্ষেত্রে খুব সহজেই নিজেকে বোকা বানাতে পারতাম এবং সারাটা জীবন অসুখী হয়ে কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমার সুতীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি আমাকে রোমান্টিক হতে দ্যায়নি। তাতেও অবশ্য আমি সুখী হতে পারিনি।

মিস ম্যাসন আর কিছু বলেনা। ডেলাইট মিস ম্যাসনের কথা শোনার জন্যে অনেকক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর মুখ খোলে।

—আমার বুদ্ধি এখনো ধোঁয়াটেই রয়ে গেল। আমি যেন অথৈ জলে অপটুভাবে সাঁতার কাটছি। আপনারই উচিত আমাকে সাহায্য করা কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা আপনি করছেন না।

আপনার প্রখর বাস্তববুদ্ধি এবং আমি যাতে ধ্বংস হয়ে যাই তার জন্যে

প্রার্থনা করা—এর কোনো অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।

—লিট্‌ল ওম্যান, আমি আপনাকে দারুণ ভালোবাসি এবং আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই—এইটে হচ্ছে সহজ সরল কথা। আমাকে বিয়ে করবেন কি ?

মিস ম্যাসন মাথা নাড়লো এবং যখন সে কথা বলা সুরু করলো তার মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। ডেলাইট বুঝলো এই ক্রোধ তার বিরুদ্ধেই।

—বেশ, যেমন সোজাসুজি সহজভাবে আপনি প্রশ্ন করলেন আমাকেও সেইভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে দিন।

কিভাবে সুরু করবে ভেবে নিয়ে আবার বললো,—আপনি সৎ এবং অকপট। সাধারণতঃ মেয়েরা যা হয় না কিন্তু আমি সৎ এবং অকপট হবো তাই কি আপনি আশা করেন ? অর্থাৎ আপনাকে এমন কথা বলবো যাতে আপনি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন। কিংবা এমন স্বীকারোক্তি করা যা আমার পক্ষে লজ্জাজনক। এমন আচরণ করবো যা অনেকের কাছেই মনে হবে নারী সুলভ নয়।

মিস ম্যাসন কাঁধের ওপর ডেলাইটের হাতের চাপ অনুভব করলো। ইঙ্গিতটা উৎসাহিত করা কিন্তু ডেলাইট কিছু বললো না। মিস ম্যাসনকেই বলতে হলো।

—আপনাকে খুশি মনেই আমি বিয়ে করতে চাই কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। আপনার মতো মানুষ আমার প্রতি আগ্রহান্বিত এটা আমার পক্ষে গর্বের বিষয়। মুস্কিল হলো আপনার বড়ো বেশি টাকা আছে। সেখানেই আমার প্রখর বাস্তব বুদ্ধি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা জানা সত্বেও যদি আপনাকে বিয়ে করি তাহলে আমি কোনোদিনই আপনাকে—আমার মানুষ, আমার প্রেমিক আমার স্বামী হিসেবে পাবো না। আপনি চিরকালই আপনার টাকার মানুষ হয়ে থাকবেন। আমি জানি আমি মোটেই বুদ্ধিমতী নই। কিন্তু কি করা যাবে, আমি যে আমার মানুষটিকে একান্তভাবেই আমার করে চাই। আপনার পক্ষে কখনই সম্ভব নয় মুক্ত হয়ে আমার কাছে আসা কারণ টাকা আপনাকে অধিকার করে আছে। টাকা আপনার সময় কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সব কিছুই। টাকাই আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছে ওখানে যাও, সেখানে যাও, এই করো সেই করো। আপনি কি তা বোঝেন না ? হতে পারে এটা আমার বোকামি কিন্তু আমি যে এটা অন্তর দিয়ে অনুভব

করি। আমি অনেক বেশি ভালোবাসতে পারি, অনেক কিছু দিতে পারি, অনেক কেন সর্বস্বই দিতে পারি বিনিময়ে আমি সর্বস্ব চাই না কিন্তু অনেক চাই যা আপনার টাকা আপনাকে দিতে দেব না।

…এবং আপনার টাকা আপনাকে ক্রমশই অসুন্দর করে তুলছে। আপনাকে ভালোবাসি একথা বলতে আমি এতটুকু লজ্জিত নই কারণ আপনাকে আমি বিয়ে করবো না। আপনি যখন আলাস্কা থেকে প্রথম এসেছিলেন সেই সময়ে আমি অফিসে আপনাকে প্রথম দেখেই দারুণ-ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তখন আপনার সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না। তখন আপনি ছিলেন আমার হিরো। আপনার পরিচয় তখন স্বর্ণ—অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী ও দক্ষ মাইনার হিসেবে। ভালোবেসে তারা আপনার নাম দিয়েছিলো বার্নিং ডেলাইট। কারণ চির অন্ধকার শীতের দেশে আপনি ছিলেন ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক। আমি জানি না পৃথিবীতে এমন কোন নারী আছে কি না যে তখনকার আপনাকে দেখে প্রেমে না পড়ে পারতো। এখন আর আপনি আগের মতো দেখতে নেই।

মাফ করবেন আমায়, আপনাকে আঘাত দিচ্ছি বলে মাফ করবেন। আপনি সোজা কথা পছন্দ করেন তাই সোজা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর আপনি অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। মুক্ত আকাশের নিচে আপনি মানুষ, মুক্ত আকাশের নিচে আপনি কাজ করেছেন। সেই আপনি বিগত কয়েক বছর শহরে বাস করছেন এবং শহরের যান্ত্রিক জীবনের সব কিছুই মেনে নিয়েছেন। সেই মানুষ আর আপনি নেই, টাকাই আপনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করেছে। আপনি এখন যা হয়েছেন তাকে ঠিক স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বলা চলে না। আপনার টাকা ও আপনার জীবনযাত্রার পদ্ধতিই এই পরিবর্তন এনেছে। যে পুরুষালী স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও শ্রী'র অধিকারী আপনি ছিলেন তা আপনি হারিয়েছেন। প্রচুর মেদ জমেছে আপনার শরীরে। বলা বাহুল্য এই মেদ স্বাস্থ্যের প্রতীক নয়। আমার ওপর আপনি খুবই সহৃদয় ও ভদ্র, কিন্তু আগের মতো আপনি আর সকলের প্রতি সহৃদয় ও ভদ্র নেই। আপনি রুক্ষ ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। আমার চেয়ে বেশি কেউ আপনাকে জানে না। সপ্তাহে ছ'টা দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আপনাকে আমি খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেছি। আপনার অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও আমি জানি। পক্ষান্তরে আমার সম্পর্কে আপনি

কিছুই জানেন না। নিষ্ঠুরতা যে শুধু আপনার মনে ও চিন্তায়ই রয়েছে তা নয় নিষ্ঠুরতার ছাপ আপনার মুখেও পড়েছে। নিষ্ঠুরতা আপনার রেখাপাত করেছে। কিভাবে ওই রেখাগুলো ধীরে ধীরে আপনার মুখে দাগ কেটে বসলো তা আমি দেখেছি। আপনার টাকা জীবনযাত্রার যে পদ্ধতি আপনাকে অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে আপনি তা-ই করেছেন। টাকা আপনাকে পাশবিক আচারণ করতে শিখিয়েছে, টাকা আপনাকে অধঃপতনের রাস্তা দেখিয়েছে। এই প্রবণতা ক্রমশই বাড়বে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি নিদারুণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবেন।

ডেলাইট আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে চাইছিলো। কিন্তু মিস ম্যাসন তাকে থামিয়ে দিলো। মিস ম্যাসন তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে, কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

—না না বাধা দেবেন না। আমাকে শেষ করতে দিন। যেদিন থেকে আপনি আমার সঙ্গে রাইডিং করতে এসেছিলেন তখন থেকে চিন্তা করতে সুরু করেছি। মাসের পর মাস নানা দিক থেকে আমি চিন্তা করে আসছি। এতদিনে আমার মনে যা কিছু জমেছে সবই আজ আমি প্রকাশ করে ফেলতে চাই। আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং সেই ভালবাসাকে মেরে ফেলতে চাই না বলেই আপনাকে আমি বিয়ে করবো না। আপনি ক্রমশই এমন কিছু হয়ে উঠছেন যাকে শেষ পর্যন্ত আমাকে ঘৃণা করতেই হবে। আপনার আর কিছুই করার নেই। আমাকে আপনি যতটা ভালোবাসেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসেন আপনার এই বিজনেস গেমকে। এই ব্যবসা—যা সম্পূর্ণই অর্থহীন তা আপনার সত্ত্বাকে সম্পূর্ণ দাবী করছে। হয়তো অন্য পরিস্থিতিতে আমি আপনার অর্ধাঙ্গিনী হতে পারতাম কিন্তু এই ব্যবসা আপনার নয় দশমাংশ কিংবা একশোর মধ্যে নিরানব্বুই ভাগ কেড়ে নিচ্ছে।..

...একটা কথা মনে রাখবেন আমার কাছে বিয়ে মানে কোনো পুরুষের টাকায় ভোগবৃত্তি পরিতৃপ্ত করা নয়! আমি যে শুধু সেই মানুষটিকেই চাই। আপনি বলছেন আমাকে আপনি চান। ধরে নিন আমি মত দিলাম কিন্তু আপনাকে দিলাম আমার মাত্র এক শতাংশ। ধরে নিন আমার জীবনে অন্য এক আকর্ষণ আছে যা আমার নিরানব্বুই শতাংশ খেয়ে নিচ্ছে, যা আমার সৌন্দর্য কেড়ে নিচ্ছে, চোখের কোণে কালি পড়ে যাচ্ছে, কুৎসিত দেখতে লাগছে আমাকে, তাহলে আপনি আমার অন্য আকর্ষণকে কিভাবে নেবেন? আমার মাত্র এক শতাংশ নিয়ে কি আপনি

সুখী হবেন? এবারে বলুন আমি যে আপনাকে বিয়ে করতে চাই না এতে কি আপনি অবাক হচ্ছেন?

ডেলাইট অপেক্ষা করতে লাগলো মিস ম্যাসনের সব কথা বলা হয়ে গেছে কি না। কিন্তু মিস ম্যাসন আবার বলতে সুরু করলো।

—আমি মোটেই স্বার্থপর নই। একথা আমি মানি যে ভালোবাসার ধর্ম হচ্ছে দেওয়া, পাওয়া নয়। কিন্তু আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে আমার দেওয়াতে আপনার কিছু উপকার হবে না। আপনি একজন অসুস্থ মানুষ। অন্যদের মতো আপনি ব্যবসা করেন না। আপনি মনপ্রাণ সর্বস্ব পণ করে ব্যবসা করেন। আপনি কি বিশ্বাস করেন, কি আপনার লক্ষ্য তাতে কিছু যায় আসে না। স্ত্রী আপনার কাছে ক্ষণিকের বৈচিত্র্য মাত্র। আপনার প্রিয় বব এখন আস্তাবলে মাথা ঠুকছে। আমাকেও হয়তো থাকার জন্যে আপনি বিশাল একটি প্রাসাদ কিনে দেবেন, সেখানে আমিও মাথা ঠুকবো হাপুস নয়নে কাঁদবো কারণ আপনাকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। এই ব্যবসার সঙ্গেই আপনার পরিণয় হয়েছে, এই ব্যবসাই আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। যখন আপনি আলাস্কাতে ছিলেন তখন সর্বস্ব দিয়ে আপনি অভিযানের সামিল হয়েছিলেন। পথ চলায় আপনার মতো দুর্দান্ত গতিবেগ আর কারো ছিলো না, আপনার মতো কঠিন পরিশ্রম করারও ক্ষমতা কারো ছিলো না। ঠিক একই পদ্ধতিতে সর্বস্ব প্রয়োগ করে এখন আপনি ব্যবসা করছেন। আপনি আপনার সামান্যতম শক্তি ও মন হাতে রাখেন না। যখন যে কাজ করেন তাতেই আপনার শরীর ও মন পূর্ণমাত্রায় অংশ নেয়।—হ্যাঁ, আকাশই হচ্ছে আমার লক্ষ্যের সীমা।—মিস ম্যাসনের শেষের দিকের কথাগুলোকে যেন সমর্থন করার জন্যেই ডেলাইট বললো।

—কিন্তু আপনি যদি প্রেমিক-স্বামী হিসেবে খেলাটা ওইভাবে খেলতেন…।

মিস ম্যাসনের কথা আটকে যায়। কিছুটা লজ্জায় কিছুটা উত্তেজনায় তার গাল লাল হয়ে ওঠে, সে চোখও নামিয়ে নেয়।

—আমি আর একটিও কথা বলবো না। আমি বোধহয় ছোটোখাটো উপদেশাত্মক একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম।

অনেকক্ষণ কথা বলে পরিশ্রান্ত মিস ম্যাসন বিশ্রামের জন্যে যেন ডেলাইটের হাতে আশ্রয় নিয়েছে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট যে তাদের শরীরের ওপর দিয়ে এতক্ষণ বয়ে গেছে দুজনেই সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ

অসচেতন। বৃষ্টি এখনো বড়ো আকারে নামেনি। কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ বাত্যাপ্রবাহ অব্যাহত আছে। ডেলাইট রীতিমতো বিব্রত বোধ করছে। কিভাবে সে তার বক্তব্য স্থুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। এতে যেন সে আরো বিব্রত হয়ে পড়েছে তবু তাকে মুখ খুলতেই হলো।

—আমি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছি। মিস ম্যাসন···না ডেডে কারণ ওই নামেই আপনাকে আমি ডাকতে ভালোবাসি—আমি সত্যিই স্তম্ভিত, বজ্রাহত। আমি অকপটে স্বীকার করছি আপনার কথার মধ্যে জোরালো বক্তব্য আছে। আমি যতটুকু বুঝেছি আপনার সিদ্ধান্ত হলো, যদি আমার এক সেণ্টও না থাকে, যদি আমার শরীর থেকে মেদ ঝরে যায় একমাত্র সে ক্ষেত্রেই আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন। না না আমি মোটেই কৌতুক করছি না। আমার পদ্ধতিটাই এইরকম। আমি প্রথমে শস্যটাকে চিনে নিই তারপর সিদ্ধ করে তার সারটুকু বের করে নিই। যদি আমার একটি সেণ্টও না থাকে এবং যদি আমি স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করি তাহলে আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি, তাই তো?

হ্যাঁ, আপনার বক্তব্য ছাপার অক্ষরের মতই পরিস্কার। আপনি যে এতো ভালো ভুল সংশোধন করতে পারেন তা আমার জানা ছিলো না। সত্যিই আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি দারুণ নাড়া খেয়েছি। কিন্তু এখন আমার করণীয় কি? আমার ব্যবসা নিশ্চয়ই আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে, আমাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। আমার হাত পা বাঁধা, সবুজ ঘাসের ওপব চড়ে বেড়াবার কোনো ক্ষমতাই নেই আমার। আমার অবস্থা অনেকটা সেই লোকটির মতো যে ভালুকের লেজটাই শুধু ধবতে পেরেছিলো। আমি ভালুকটাকে ছেড়ে দিতে পারছি না, আপনাকেও ছেড়ে চলে আসতে পারছি না। কিন্তু আপনাকে আমার চাই, চাই-ই তার জন্যে প্রয়োজন হলে আমাকে অনেক কিছুই ছাড়তে হবে।

কি করবো আমি জানি না কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে কারণ কোনোমতেই আপনাকে আমি হারাতে পারি না। আপনাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছাড়ছিও না। আপনাকে একটা কথা জানাই। ব্যবসার জন্যে আমাকে কোনোদিন রাত জাগতে হয়নি।

নিজের পক্ষে সওয়াল করার মতো কোনো যুক্তিই আমার জন্যে আপনি রাখেন নি। আমি জানি যে মানুষটি আলাস্কা থেকে এসেছিলো আমি আর সেই মানুষ নেই। কুকুর নিয়ে সেই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া আমার

সাধ্যে এখন কুলোবে না। আমার মনটাই শুধু কঠিন হয়ে গিয়েছে কিন্তু পেশীগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আমি এক সময় মানুষকে শ্রদ্ধা করতাম, এখন ঘৃণা করি। সারাটা জীবন আমি মুক্ত আকাশের নিচে কাটিয়েছি। আমি এখনো মনে করি আমি খোলা আকাশের নিচেরই মানুষ। গ্লেন এলানে আমি যে গবাদি পশুর খামার তৈরি করার জন্যে (র‍্যাঞ্চ) জমিটা কিনে রেখেছি তা তো আপনি একবার দেখলেনও না। পরিবেশটা আমার এতো ভালো লেগেছিলো যে আমি সঙ্গেই সঙ্গেই র‍্যাঞ্চটা কিনে নিই। যখন ওদিকটায় আমি বেড়াতে যাই তখন স্কুল পালানো ছেলের মতো আমি আনন্দ পাই। গ্রামে যদি কোনোদিন থাকতে পারি তবে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না। শহর আমার কিছুই ভালো করেনি। এই দিক থেকে আপনি দারুন খাঁটি কথা বলেছেন। আমি নিজেও তা জানি। কিন্তু ধরুন আপনার প্রার্থনা ফলে গেল এবং আমার ব্যবসা লাটে উঠলো। তখন তো আমাকে দিন মজুরী করে চালাতে হবে। তাই তো?

মিস ম্যাসন উত্তর দিলো না কিন্তু তার গোটা শরীরের মধ্যেই যেন এর সমর্থন অভিব্যক্ত হচ্ছে।

ধরে নেওয়া যাক ওই ছোট্ট র‍্যাঞ্চটা ছাড়া আমার আর কিছুই রইলো না। ওখানেই পোলট্রি করে, সামান্য কিছু চাষবাস করে কোনোমতে জীবন যাপন করছি। তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি ডেডে?

—সেক্ষেত্রে আমরা তো সর্বক্ষণই কাছাকাছি থাকতে পারবো।

—কিন্তু আমাকে তো চাষ করতে যেতে হবে, সার বীজ কেনার জন্যে শহরে যেতে হবে।

—কিন্তু তখন তো অফিস থাকবে না। লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে না। অন্তহীন মানুষের সঙ্গে সারাদিন ধরে কথা বলতে হবে না। কিন্তু অযথাই আমরা যা সম্ভব নয় সেই সব অবাস্তব বিষয় নিয়ে কথার কচকচি করছি। যদি বৃষ্টি ভেজার হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে এখুনি আমাদের ফেরা উচিত।

এই সেই দুর্লভ মুহূর্ত যখন মিস ম্যাসনকে কাছে টেনে ডেলাইট তাকে চুম্বন করতে পারতো। পাহাড় থেকে হাত ধরাধরি করে সাবধানে তারা সমতলের দিকে নেমে আসছিলো। মিস ম্যাসন তার মাথায় নতুন যে চিন্তাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে তাতেই সে এতো বিব্রত যে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে সে সম্পূর্ণ ভুলে গেল। যা সে করলো তা হচ্ছে মিস ম্যাসনের

হাত ধরে তাকে নিরাপদে পাহাড় থেকে নেমে আসতে সাহায্য করা।

গভীর চিন্তামগ্নতায় সে একসময় বলে উঠলো, তুমি যদি গ্লেন এলানের পরিবেশটা দেখতে।

ইউক্যালিপটাস তরুবীথিকার কাছে এসে ডেলাইট প্রস্তাব দিলো এখান থেকেই তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভালো।

—আমার সঙ্গে দেখলে তোমার প্রতিবেশীরা কিছু বলাবলি করতে পারে।

মিস ম্যাসন কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেবার জন্যে ডেলাইটকে অনুরোধ করলো।

—তবে বাড়িতে আপনাকে আজ আমি আমন্ত্রণ জানাবো না।

বন্য আক্রোশে বাতাস বইছে যদিও বৃষ্টি এখনো নামেনি।

জানো ডেডে সব দিক থেকে বিচার করলে আজকের দিনটি আমার কাছে সবচেয়ে সুখের দিন।

ডেলাইট মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললো। বন্য বাতাসে ডেলাইটের মাথার কালো চুল উড়তে লাগলো।

সত্যিই আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কিংবা অন্যকেউ যিনি তোমার মতো মেয়েকে পৃথিবীতে এনেছেন তার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। নিজেকে চিনতে তুমি আমাকে সাহায্য করেছো। সত্যিই তুমি, তুমিই।

ডেলাইটের কথার খেই হারিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে বলে ওঠে :—ডেডে, ডেডে, আমাদের বিয়ে হবেই। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রাখো যাতে ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে যায়।

কিন্তু ডেডের চোখে আবার জল আসার উপক্রম। মাথা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে কোনোমতে সে সিঁড়ির ওপর পা রাখে।

১৮

ওকল্যাণ্ডে নতুন শহর গড়ার কাজে ডেলাইট যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিলো এতোদিনে তা পয়সার মুখ দেখতে সুরু করেছে ওকল্যাণ্ড ও স্যানফ্রান্সিসকোর মধ্যে ফেরি সার্ভিস পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। পারাপার করতে সময় লাগছে আগের তুলনায় অর্ধেক

কেরি সার্ভিস থেকে ও জমি বিক্রি করে যে টাকা আসছে তা আবার সে বিনিয়োগ করছে বাড়ি তৈরিতে। ব্যাঙ্ক থেকে ও সে ঋণ নিয়ে উন্নয়ন খাতে ব্যয় করছে।

তার এই প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা দেখে মনে হয় ডেডে ম্যাসনের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন কিছুটা ঢিলে হয়েছে। ডেডে ম্যাসন যে অদ্ভুত সমস্যার মুখে তাকে ঠেলে দিয়েছে কিভাবে যে সেই সমস্যার সমাধান হবে সে বিষয়ে এখনো সে মনোস্থির করে উঠতে পারেনি। যদিও তাকে একান্ত করে পাবার ইচ্ছাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। জুয়াড়ীর মতো সহাস্যে সে একটা সিদ্ধান্তে আসে। ভাগ্য তার হাতে এমন একটা তাস পাঠিয়েছে যা সে অনেকদিন পর্যন্ত খেয়ালই করেনি। এটা হচ্ছে ভালোবাসার তাস যা সব তাসকে হারিয়ে দিতে পারে। ভালোবাসা হচ্ছে তুরুপের রাজা তাস, পঞ্চম টেক্কা, পোকার খেলায় জোকার। ওপেনিং, এলেই সেই তাসটি খেলতে হবে। সেই ওপেনিংটা এখনো সে দেখতে পাচ্ছে না। তবু ডেডের কোমল তনু, বার্কলেতে তার ঘরের পরিবেশের উষ্ণ স্মৃতিকে সে কোনোমতেই তার চিন্তার জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে পারে না। তাই কোনো এক বর্ষণমুখর রবিবারে আবার সে ডেডেকে ফোন করে জানিয়ে দেয় সে আসছে।

আবার সেই একই উত্তপ্ত দৃশ্যের অবতারণা। একদিকে ডেডে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা অনুভব করে অন্যদিকে তার সুস্থ বিচারবুদ্ধি এই দুবলতাকে ঘৃণা করে। তাই সে রাগে চিৎকার করে বলে :

—আপনি সব সময়েই বলেন আপনাকে বিয়ে করে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে এবং ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে যাতে বিয়েটা মঙ্গলের হয়। আপনি এও বলেন যে জীবনটা একটা জুয়া। ঠিক আছে, আসুন জুয়াই খেলা যাক। একটা কয়েন নিয়ে টস করুন। যদি হেড পড়ে তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করবো। যদি হেড না পড়ে তাহলে আমাকে একা থাকতে দেবেন এবং জীবনে কোনোদিন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেন না।

ভালোবাসা ও জুয়াড়ী মনোবৃত্তির একটি মিশ্রিত আলো ডেলাইটের চোখে দপ করে জ্বলে ওঠে। অজ্ঞাতেই একটি হাত কয়েন বের করে আনার জন্যে পকেটের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু কি ভেবে সে থেমে যায় এবং চোখে তার বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে।

মিস ম্যাসন তখন আদেশের সুরে বলে,—কি হলো টস করুন, দেরী

করলে আমার মনের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি সুযোগ হারাবেন।

—লিট্‌ল ওম্যান।—রসিকতার ভঙ্গিতে ডেলাইট হাসে কিন্তু তার হাসির ভাবার্থ কিন্তু রসিকতা নয় বরং তার মধ্যে একটা পবিত্র গাম্ভীর্য রয়েছে।

—লিট্‌ল ওম্যান, আমি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে জুয়া খেলে আসছি, আর সেই ডে অফ জাজমেন্ট পর্যন্ত জুয়া খেলে যাবো। কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে যদি জুয়া খেলি তবে আমি চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যাবো। ভালোবাসা এতই বড় ও মহৎ একটি ব্যাপার যে চান্স নেবার প্রশ্নই ওঠে না! ওকে পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। তোমার ও আমার মধ্যে ভালোবাসা একটি সিওর থিং। যদিও আমার জেতার আশা নিরানব্বুই বনাম এক তবুও টস করে আমি ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই না।

* * *

সেই বছরের বসন্তে আমেরিকার অর্থনৈতিক জগতে এক বিরাট আতঙ্ক দেখা দ্যায়। অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম সংকেত পাওয়া গেল যখন ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণ ফেরৎ চাইতে সুরু করলো। ডেলাইট সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতের চিত্রটি অনুমান করে নেয়। একটা ভয়ংকর অর্থনৈতিক ঝড় যে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়ে অনতিবিলম্বে বয়ে যাবে তা সে অনুমান করতে পারে এবং কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করে। কয়েকটি ব্যাঙ্কের পতনের পর টাকার অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। ডেলাইটও এই সংকটের শিকার হয়। শিকার হয় তার কারণ এই প্রথম সে বৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। অতীতে হয়তো এই আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে সে বেশ কিছু কামিয়ে নিতো। বর্তমান ব্যবসায়ে তার সেই সুযোগ নেই। তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সজাগ বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে তাকে নতুন এক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হলো।

তার যুদ্ধটা অনেকটা দেওয়াল ভেঙে পড়ার মতো হলে যেমন দুর্বল জায়গাগুলিতে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ালকে বাঁচানো হয় ঠিক তেমনি। টাকাই হচ্ছে এই তালি দেওয়ার উপকরণ। তার একটা সুবিধা হলো যে এই টাকার অভাবের দিনেও অন্ততঃ তিনটি কোম্পানী থেকে তার টাকার যোগান নিয়মিতভাবেই আসছিলো। এই কোম্পানীগুলো হলো—বুয়েনা ফেরী কোম্পানী; দি কনসিলিডেটেড

স্ট্রীট রেলওয়ে ; এবং ইউনাইটেড ওয়াটার কোম্পানী। এখন আর কেউ জমি কিনছে না বাড়ি করার জন্যে, কিনছে না কারখানার জন্যে জমি। কিন্তু পানীয় জল লোকের চাই-ই, ট্রেনে চড়তেই হয়, নদী পারাপারও করতেই হয়।

সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেখা দিলো ছোটো বড়ো সবশ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ও মেরামত বাবদ খরচ। প্রত্যেকের মাইনে সে আপাততঃ এক চতুর্থাংশ করে দ্যায়, সুদিন এলে বকেয়া মাইনে তারা পাবে। কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রতিবাদ এলে কঠোর ভাষায় সে তাদের ধমকিয়ে নিরস্ত করে। যেমন ম্যাথিউসনকে সে বলেছিলো,—তুমি মাসে দুশো ষাট ডলার মাইনে পাও, জীবনে এত টাকা তুমি কোনোদিন রোজগার করোনি। আমার এখন নগদ টাকার প্রয়োজন। এখন থেকে তুমি পাবে একশো ডলার। ব্যক্তিগত ঋণ পাবার সুযোগ তোমার আছে। আর সব বিলাসিতা বাদ দাও। সুদিন এলে তোমার টাকা সুদ সমেত ফেরৎ পাবে। মনে রেখো আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, আমি বাঁচলে তবেই তুমি বাঁচবে।

কে এই বুক কীপার রজার্স? তোমার ভাগ্নে আমার অনুমান। যাই হোক ও পায় মাসে পঁচাশি ডলার। এখন থেকে ওকে দেবে পঁয়ত্রিশ ডলার। সুদিন এলে বাকী টাকাটা ও সুদসমেত পেয়ে যাবে।

—অসম্ভব।—ম্যাথিউসন বলে। স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা নিয়ে ও এই টাকায় প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।

—'পারবে না', 'অসম্ভব' এসব কথা আমার কাছে বলে লাভ নেই। ইচ্ছে করলে সে চাকরি ছেড়ে দিতে পারে। দুর্বল মনের লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই আমার। বসন্তের কোকিলদের জায়গা নেই আমার কাছে। এই ভয়ংকর বিশ্রী আবহাওয়ায় যারা টিকে থাকতে পারবে না তাদের রেখে আমার কি লাভ? ওকল্যাণ্ডে এখন দশ হাজার লোক কাজ করছে, আরো ষাট হাজার লোক কাজ করছে স্যানফ্রান্সিসকোতে। তারা যদি বাঁচে তোমার ভাগ্নেও বাঁচবে।

ওয়াটার ওয়ার্কস-এর চীফ-কে সে বললো,—তুমি বলছো ফিল্টার পাল্টাতে হবে। দরকার নেই। সব কাজ বন্ধ করে দাও। কয়েকদিন লোকে অপরিশ্রুত জল খাক। ভালো জলের কদর করতে আমি জনসাধারণকে শেখাতে চাই। মালমসলার সব অর্ডার ক্যানসেল করে দাও। কন্ট্রাকটররা মামলা করবে? করুক। বিচারের রায় যখন বেরুবে তার

আগেই আমরা ঘর সামলে নিতে পারবো।

হ্যাঁ এইভাবেই সে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে। অজস্র মানুষ আসছে তার কাছে। কাউকে আশার বাণী শোনাতে হচ্ছে, কাউকে ভয় দেখাতে হচ্ছে। বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে। অসংখ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধূলোয় মিশিয়ে গিয়েছে কিন্তু ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণই তার আচরণে প্রকাশ পায়নি। প্রতিদিন সকালে সে হেগানকে একই কথা বলে।—ওল্ডম্যান সব ঠিক আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সারাদিন এই উৎসাহব্যঞ্জক কথা সে অজস্র মানুষকে শোনাচ্ছে। তুই একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। যে সব ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের সঙ্গে তার রণংদেহী মনোভাব।

প্রতিদিন সকাল আটটায় সে অফিসে এসে উপস্থিত হয়। সকাল দশটা পর্যন্ত মেসিনের মতো কাজ করে। তারপর এ ব্যাঙ্ক থেকে ও ব্যাঙ্কে যায়। সবাইকেই সে বোঝায়, চাকা ঘুরছে সুদিন আসছে। এখন যা করণীয় তা হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় মনের জোর নিয়ে কিছুদিনের মতো টিকে থাকা। সুদিন সত্যিই আসছে। পূর্বাঞ্চলে টাকার বাজার এখন অনেক সক্রিয়। বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় ওয়ালস্ট্রীটের ব্যবসার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলেই এটা বোঝা যায়।

ডেলাইটের দৈনন্দিন রুটিন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় কী পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। সকাল আটটায় সে অফিসে এসে হাজির হয়। দুপুরে তার খাওয়াই হয় না কারণ ওই সময়ে তার অফিসে যে কী ভিড় জমে যায় তা কল্পনা করা যায় না। বিকেলে যখন অফিস বন্ধ হয় তখন তার শরীর ও মন ক্লান্ত, শ্রান্ত, নিঃশেষিত। অফিস থেকে সে সোজা হোটেলে চলে যায়। সেখানে প্রথমে তাকে যা পাঠানো হয় তা হচ্ছে একের পর এক ডাবল মারটিনি। রাত্রের খাওয়ারপরেও তার মাথায় নানান চিন্তা-ভাবনার জট পাকিয়ে থাকে। তখন তার সাহায্যার্থে আসে স্কচ হুইস্কি। না মাতাল সে হয় না বরং আরামদায়ক মৃদু অ্যানেসথেটিকের প্রভাবে সে কিছুক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর তার জিভ ও মুখ শুকনো কষা লাগে, মাথা ঝিম ধরে থাকে। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা এগোবার সাথে সাথে

সব ঠিক হয়ে যায়। ঠিক সকাল আটটায় সে দপ্তরে হাজির হবেই। আবার সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে ডাবল মার্টিনি ও স্কচ হুইস্কি আসে তার শরীর ও মনকে তাজা করার জন্যে। এই-ই এখন তার দৈনন্দিন প্রোগ্রাম। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

১৯

যদিও ডেলাইট তার সহকর্মীদের কাছে হৃদয়বান, অম্লান উৎসাহ ও প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে সে এখন একজন ক্লান্ত ও শ্রান্ত মানুষ। অনেক সময় মদের প্রভাবে তার কাছে চিরন্তন সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যা সুস্থ অবস্থায় হয় না। উদাহরণস্বরূপ একটি রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলা যেতে পারে। সে বিছানার ধারে বসে জুতো খুলছিলো। একটি জুতো তখন তার হাতে ধরা সেই অবস্থায় সে এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। ডেডের সেই স্মরণীয় উক্তিটা তার মনে পড়ে যায়। একই সময়ে একাধিক বিছানায় সে শুয়ে থাকতে পারে না। এক পাটি জুতো তখনো তার হাতে সেই অবস্থাতেই তার চোখ পড়লো দেওয়ালে সাজানো সারি সারি ঘোড়ার গলার লাগাম। জুতোটা হাতে নিয়ে পাশের দুটি ঘরে গিয়ে দেওয়ালে সাজানো লাগামগুলি গুণে আবার ফিরে এসে বিছানার ধারে বসে। তারপর সে তার হাতের জুতোকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে :

—ওই ছোট্টো নারী ঠিক কথাই বলেছিলো। এক সময়ে একটির বেশি বিছানার কোনো প্রয়োজন নেই। একশো চল্লিশটি লাগাম দিয়ে দরকারটা কি? আমি একই সময়ে তো একাধিক ঘোড়ায় চড়তে পারি না। বেচারা বব। ওকে আমি তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চড়তে পাঠালেই ভালো করতাম। তিরিশ মিলিয়ন ডলার! কি হবে অত টাকা দিয়ে? ওই টাকা দিয়ে তো ডেডে ম্যাসনকে কেনা যাবে না। এক পাঁইটের বেশি মদ তো আমি খেতে পারি না তাহলে তিরিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে আমার লাভটা কি? দিনে একশো পাঁইটের মদ খাওয়ার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো তাহলে না হয় বুঝতাম ওই টাকার সার্থকতা। তিরিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েও আমি ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করে যাচ্ছি অথচ আমার কর্মচারীদের এর এক চতুর্থাংশ পরিশ্রমও করতে হয়

না। আমার প্রয়োজন তো দিনে দুটো মীল তাও যথেষ্ট সুস্বাদু মনে হয় না। আর প্রয়োজন বড়োজোর এক পাঁইট মদ ও একটি বিছানা। আর দেওয়ালে সাজানো একশো চল্লিশটি লাগামের দিকে তাকিয়ে থাকা। শ্রীযুক্ত পাদুকা মহাশয়, আমি অনুতপ্ত অতএব গুড নাইট!

সামাজিক পরিবেশে পাঁচজনের সঙ্গে মদ খাওয়ার চেয়ে অনেক খারাপ একা একা ঘরে বসে মদ খাওয়া। একদিন বিকেলে এই দৈনন্দিন রীতি থেকে সে সরে এলো। অফিস বন্ধ হওয়ার পর সে সোজা হোটেলে না ফিরে একটির পর একটি বারে গিয়ে মদ্যপান করলো। অনেক পরিচিত মানুষের সঙ্গে তার বিভিন্ন বারে ছাখা হলো। ঘণ্টাখানেক পরে সে 'পার্থেনন' বারে ঢুকলো শেষবারের মতো পান করতে। ইতিমধ্যে আরাম-দায়ক উষ্ণতায় তার শরীর ভরে গিয়েছে। পান করতে করতে সে লক্ষ্য করলো বারের এক কোণে চওড়া কাঁধ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একটি যুবক একাধিক যুবকের সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। একের পর এক আসছে আর মুহূর্তের মধ্যে সে তাদের হাত নামিয়ে দিচ্ছে। ডেলাইট কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বার কীপার জানালো ছেলেটির নাম স্লোসন। সে একজন হেভি হ্যামার থ্রোয়ার। এ বছরে সব রেকর্ড সে ভেঙে দিয়েছে। এখন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবার লক্ষ্যে সে এগোচ্ছে।

ডেলাইট ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো,—এসো ইয়ংম্যান তোমার সঙ্গে একবার শক্তি পরীক্ষা করি।

ডেলাইট অবাক হয়ে দেখলো ছেলেটি হাসতে হাসতে কখন তার হাত নামিয়ে দিয়েছে।

—আরেকবার হোক। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না।

পরের বারেও সেই একই ফল। ডেলাইট অনেকক্ষণ বৃথাই চেষ্টা করলো, শেষ পর্যন্ত তার হাত নেমে এলো। ডেলাইট বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি। ছেলেটির জেতার পিছনে কোনো কৌশল নেই। অধিকতর দক্ষ যে তারই জয় হয়েছে। আর এই দক্ষতার ভিত হচ্ছে শক্তি। হ্যাঁ, নিছক শক্তি। নিজের টেবিলে ফিরে এসে সে আর একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলো। তখনো তার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, তখনো সে চিন্তা করেই চলেছে কিভাবে এই অঘটন ঘটলো। নিজের হাতটাকে মেলে ধরে সে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন সে নতুন কোনো জিনিস দেখছে। এই হাতটাকে সে চেনে না। নিশ্চয়ই এই হাত সেই হাত নয় যা নিয়ে সে এতোদিন ঘুরে

বেড়িয়েছে। এই হাতটা কি তবে পুরনো হয়ে গিয়েছে। সে এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার হাত দেখছিলো যে বারের প্রায় সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো।

হাসি শুনে সে সচেতন হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে সে নিজেও হাসিতে যোগ দিয়েছিলো কিন্তু একটু পরেই সে ছেলেটির কাছে গিয়ে বললো: শোনো খোকা, তোমাকে গোপনে একটা পরামর্শ দিতে চাই। এখুনি এখান থেকে চলে যাও আর মদ খাওয়া ছেড়ে দাও।

যুবকটি রাগে উদ্ধত হয়ে উঠলে ডেলাইট একটুও উত্তেজিত না হয়ে আবার বলে, তুমি আজ যা করলে কয়েক বছর আগে এটা আমার কাছে শিশুদের সঙ্গে খেলার মতই ছিলো। তখন আমি খোলা আকাশের নিচে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে কিংবা বরফের বিছানায় শুয়ে থাকতাম।

খোকা, রাগ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি না। আমার কি শক্তি ছিলো তা একমাত্র দৈত্য দানবেরই জানা ছিলো। শহরে এসে যেদিন থেকে মুরগীর খাঁচায় ঢুকেছি আর নিয়মিত মদ্যপান করছি তার ফলেই আজ আমার এই পরিণতি। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নাও এইটুকুই আমার বলার কথা, আমার পরামর্শ। গুড নাইট!

আর একটুও দেরী না করে সে হোটেলে ফিরে আসে। রাত্রির খাওয়া সেরে নিয়ে শুতে যাওয়ার আয়োজন করে।

বিস্ময়ের ঘোর তখনো তার কাটেনি। আবার সে হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই হাত দিয়ে সার্কল সিটির জায়ান্টদের সে নাস্তানাবুদ করেছে। আর আজ কি না কলেজের একটা পুঁচকে ছোড়া হাসতে হাসতে নিজের খুশিমতো তার হাতটা নামিয়ে দিলো! ডেডে ঠিকই বলেছিলো। সে আর আগের সেই মানুষটি নেই। কেন এমন হলো এই নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। কিন্তু এখন তার সময় নয়। এখন ঘুমনো যাক। ভালো একটি ঘুম দেবার পর সকালে ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিশ্লেষণ করা যাবে।

২০

যথারীতি সকালে ঘুম থেকে উঠে ডেলাইট তৃষ্ণার্ত অনুভব করে।

বিছানার পাশে রাখা কুঁজো থেকে বেশ কয়েক গেলাস জল সে খেয়ে নেয়। তারপর গত রাতে তার চিন্তা যেখানে থেমেছিলো সেখান থেকে আবার সে সেই চিন্তার সূত্রটিকে টেনে নেয়।

প্রথমে সে খানিকটা তৃপ্তি অনুভব করে কারণ অর্থনৈতিক সংকটের চাপটা কমে আসছে। যদিও তার ওপর ঝড় ঝাপটা কম যায়নি তবু পাঁজরার একটি হাড় না ভেঙেই সে বিজয়ী বীরের মতো বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে পারলেই সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে।

তারপর তার মন চলে যায় 'পার্থেনন' বারের সেই ছেলেটির দিকে যে পাঞ্জা কষায় তার হাত নামিয়ে দিয়েছিলো। ওই ঘটনাটার জন্যে এখন আর সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত নয়। কারণগুলো এখন তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। কেন যে তার হাত নেমে এসেছিলো তা সে ভালোভাবেই জানে। সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে তা নয় বরং যৌবনের শীর্ষবিন্দুতে এখন সে অবস্থান করছে। সে জানে বিগত কয়েক বছর সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেছে যা স্বেচ্ছাচারিতারই সামিল। সে ধরেই নিয়েছিলো তার শারীরিক শক্তি একটা স্থায়ী ব্যাপার কিন্তু বিগত কয়েক বছরে সেই শক্তি অলক্ষ্যে ঝরে গিয়েছে। সে তো কি করে হাঁটতে হয় তা-ই ভুলে গিয়েছে। তাকে এখন শুধু পা দুটো তুলতে হয় তারপর মোটর গাড়ি তাকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। ব্যায়াম করা সে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে। আর এ্যালকোহলের প্রভাবে তার পেশীগুলোয় মরচে ধরে গিয়েছে।

নিজের এতোবড়ো ক্ষতি করার সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? কী লাভ হলো এতে? এত টাকা তার কোন্ কাজে লাগবে? সে কি শোবার জন্যে একাধিক বিছানা কিনবে নাকি? অন্যদিকে এই টাকা তাকে ক্রীতদাস বানিয়েছে। টাকা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। ইচ্ছে করলেও সে এখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে না। টাকা তাকে ডেকে পাঠাবে। সেই ডাকে তাকে সাড়া দিতেই হবে। সকালের শুভ্র তাজা রোদ জানালা দিয়ে তার ঘরে এসে পড়েছে। অপূর্ব সুন্দর একটা দিন। এমন দিনেই তো সঙ্গিনীকে নিয়ে পাহাড়ী পথে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসতে হয়। সে থাকবে ববের পিঠে আর ডেডে থাকবে ম্যাবের পিঠে। বেচারা ম্যাব। খোলা মাঠে ঘাস খেয়ে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে কী মোটাই না হয়ে গিয়েছে। টাকার নেশায় সে তার সর্বস্ব খুইয়েছে অথচ তিরিশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে তারই কর্মচারী মাত্র নব্বই ডলার যার মাসিক

বেতন তাকে সে জয় করতে পারছে না।

তাহলে কোনটা বাঞ্ছনীয়। এই ভেবেই বোধহয় ডেডে প্রার্থনা জানিয়েছিলো যেন তার ব্যবসার পতন হয়। সে আবার তার পরাজিত হাতটার দিকে তাকায়। নিশ্চয়ই এই হাতটাকে সে ভালোবাসতে পারে না। অতীতের গৌরবময় দিনে আবার তার মন ফিরে যায়, ফিরে যায় ডেডের দিকে। হ্যাঁ, ডেডের বক্তব্য যথার্থ ই খাঁটি, একবার নয় সে হাজারবার ঠিক। যথেষ্ট সুস্থবুদ্ধি তার আছে। সে ঠিকই বুঝেছিলো একজন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ক্রীতদাস, এ্যালকোহলে মরচে ধরা একটা শরীর—এই মানুষকে কখনই বিয়ে করা যায় না।

সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ওয়ার্ডরোবের পাল্লায় লাগানো আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আয়নায় প্রতিফলিত নিজের শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। না তাকে আর সুন্দর বলা চলে না; সেই সরু চিবুক আব তার নেই। সেখানে মাংস জমে ঝুলে পড়েছে। ডেডে তার মুখের যে নিষ্ঠুর রেখাগুলোর কথা বলেছিলো সেই রেখাগুলোও সে দেখলো। চোখের কোণে কালি পড়েছে। দৃশ্যগুলো তাকে নিদারুণ আঘাত দিলো। সে তার পায়জামা গুটিয়ে তুললো। এ কী দৃশ্য! পেশীগুলো সব ঢাকা পড়েছে তাল তাল মাংসে। তারপর সে জামা খুলে ফেললো। এখানে আরো কুৎসিত দৃশ্য। কোথায় তার সেই সমতল পেট? সেখানে এখন বিশাল ভুঁড়ি। সব মিলিয়ে সে একটি বিশাল মাংসপিণ্ড বিশেষ।

অনুতাপে জর্জরিত হয়ে সে আবার বিছানায় এসে ধপ্ করে বসে পড়ে। চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে আলাস্কায় অভিযানের দিনগুলি; রেড ইণ্ডিয়ান ও কুকুরের দল নিয়ে দুর্গম তুষার পথে পাড়ি দেওয়ার সেই দুঃসাহসিক দিনগুলি।

তারপর তার চোখে ভেসে ওঠে গ্লেন এলানের শান্তসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী সেই বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। হাতে ছিলো তার এক বালতি ফেনায়িত দুধ। সেই বৃদ্ধের শ্বেতশুভ্র মাথার চুল, শ্বেতশুভ্র দাড়ি দেখে ডেলাইট প্রশ্ন করেছিলো,—বাবা তোমার বয়স কতো হলো। বৃদ্ধ হেসে বলেছিলো,—'চুরাশী। কিছু বেশিও হতে পারে।'

তারপর তার মনে পড়ে ফার্গুসনের কথা। ডাক্তাররা যার বেঁচে থাকার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। এক সময়ের বিখ্যাত এক ম্যানেজিং এডিটর এখন অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি করে

সেখানে আনন্দে বসবাস করছে। নিজের প্রয়োজন মতো চাষবাস করে, শিকার করে। ডাক্তারদের আর তার প্রয়োজন নেই. সব সমস্যার সমাধান সে নিজেই করে নিয়েছে। হঠাৎই তার মনে একটা মহৎ আইডিয়া জন্ম নেয়।

তার মন আবার স্টিলের যন্ত্রের মতো দ্রুত কাজ করতে লাগলো। নবলব্ধ আইডিয়াটা তাকে মুগ্ধ করলো। এতো বিশাল এমন মহৎ কল্পনার মুখোমুখি সে আর কোনোদিন হয়নি। দু'হাতে সেই আইডিয়াটাকে নিয়ে সে খানিকক্ষণ লোফালোফি করলো। খেলতে খেলতেই সে একটা সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। কর্মব্যস্ততায় সচল হয়ে উঠলো তার সমগ্র সত্তা। পোশাক পরতে সুরু করলো সে। সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই সে ফোন তুললো। প্রথমেই সে ফোন করলো ডেডে ম্যাসনকে।

—আজ তোমাকে অফিসে আসতে হবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

এরপর সে একে একে অন্যদের ফোন করতে লাগলো। তার মোটর গাড়ি তৈরি রাখতে আদেশ দিলো। জোন্‌সকে সে বললো বব ও উল্‌ফ কে গ্লেন এলানে নিয়ে যেতে। হেগানকে সে বললো গ্লেন এলানের তার র‍্যাঞ্চের একটা নতুন দলিল তৈরি করতে। দলিলটা হবে ডেডে ম্যাসনের নামে। হেগান তো আকাশ থেকে পড়লো। সে কিছুই বুঝতে পারে না। "কার নামে দলিল হবে বললেন?" সে প্রশ্ন করে। ডেলাইট উষ্ণ হয়ে বলে আজ বোধ হয় ফোনের কথা অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। ডি-ই-ডি-ই-এম-এ-এস-ও-এন। এবারে বুঝতে পেরেছো?

আধঘণ্টা পরে একরকম উড়ে গিয়েই সে পৌঁছয় বার্কলেতে। এবারে কিন্তু গাড়ি সে দূরে পার্ক করেনি, সরাসরি ডেডের ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার সামনে তার গাড়ি গিয়ে দাঁড়ায়। ডেডে তাকে বৈঠকখানায় স্বাগত জানাতে এসেছিলো কিন্তু ডেলাইট মাথা নেড়ে বলে,—না না এখানে নয়—বলেই সে ডেডের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে সে ডেডের দুই কাঁধে হাত দুটি ছড়িয়ে দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে:

—ডেডে যদি আমি বলি আমি গ্লেন এলানের র‍্যাঞ্চে চিরকালের মতো বসবাস করতে চলেছি, যদি আমি বলি একটি সেণ্টও আমি সঙ্গে নিচ্ছি না, যদি আমি বলি আমার দু' বেলার খাবার আমি খেতে খামারে কাজ করে যোগাড় করবো, যদি আমি বলি আর কোনোদিন বিজনেস গেমের জুয়া

আমি খেলবো না তবে কি তুমি আমার সঙ্গে আসবে?

ডেডে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সেই আবেগেই সে ডেলাইটের প্রশস্ত বুকে পাখির মতো আশ্রয় নিলো কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ছিটকে বেরিয়ে এলো কিন্তু ডেলাইটের হাত পৌঁছয় এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে রইলো।

—আমি···আমি···আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি যদিও আমি জানি উত্তরের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা বিয়ে করতে চলেছি এবং তার আর বেশি দেরী নেই। আমি ইতিমধ্যেই বব ও আমার কুকুর উল্‌ফ-কে গ্লেন এলানে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে এসেছি। তোমার তৈরি হয়ে নিতে কতো সময় লাগবে শুধু তাই বলো।

ডেডে না হেসে পারে না। হাসতে হাসতেই সে বলে,—কী ঝড়ের মতো মানুষ রে বাবা। আমাকে উড়িয়েই নিয়ে যেতে চায়। আপনি কিন্তু এখনো আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলেন নি।

ডেলাইট হাসি হাসি মুখেই বলে,—জানো ডেডে তাস খেলায় 'শো ডাউন' বলে একটা কথা আছে। আমার মধ্যে আর রাখারাখি ঢাকাঢাকি কিছু থাকবে না। এখন থেকে আমরা সোজাসুজি কথা বলবো আর সেই কথার মধ্যে থাকবে শুধু অনাদিকালের সত্যের বাণী, শুধুই সত্য···"দি ট্রুথ, দি হোল ট্রুথ, এ্যাণ্ড নাথিং বাট দি ট্রুথ।" এবারে আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো। তুমি কি আমার সঙ্গে র‍্যাঞ্চে গিয়ে ঘর করবে? আমাকে বিয়ে করার মতো যথেষ্ট ভালোবাসো তো?

—কিন্তু···।—ডেডে কিছু বলার চেষ্টা করে।

—না, কোনো কিন্তু টিন্তু নয়। ডেলাইট বাধা দিয়ে বলে।

এখন 'শো ডাউনে'র সময় এসেছে। যখন আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই বলেছি তখন বিয়ে করার যথার্থ অর্থেই বলেছি। তোমাকে শুধু বলতে হবে আমাকে বিয়ে করার মতো যথেষ্ট ভালোবাসো কি না।

মুহূর্তের জন্যে ডেডে ডেলাইটের চোখের দিকে তাকায়, পরমুহূর্তেই তার দু'চোখের পাতা বুজে আসে। যেন তার সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে সম্মতির সুর বাজতে থাকে।

—ঠিক আছে আর কিছু বলতে হবে না। চলে এসো। আমার গাড়ি নিচে অপেক্ষা করছে, তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না শুধু টুপিটা মাথায় চাপাতে হবে।

ডেলাইট মাথা নুইয়ে বলে —'মনে হয় আর অনুমতির প্রয়োজন নেই'
—বলেই সে পাগলের মতো ডেডের ঠোঁটে, গালে চুমো খেতে থাকে। সুদীর্ঘ আলিঙ্গনের মধ্যে দু' জনেই সময়জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। ডেডে প্রথম সামলে নিয়ে কথা বলে ঃ

—তুমি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না। কি করে এটা সম্ভব হলো? কি করে তুমি ব্যবসা ছেড়ে চলে আসতে পারলে? মারাত্মক কিছু কি ঘটেছে?

—না কিছুই ঘটেনি। তবে খুব শীগ্‌গিরই ঘটবে। তোমার উপদেশ আমি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছি। আমি মুক্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তুমিই আমার ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের সেবা করার জন্যেই আমি ফিরে এসেছি, বাকীটা তুমি বুঝে নাও। তুমিই আমাকে সত্যের মুখ দেখিয়েছো। আমি অর্থের ক্রীতদাস হয়ে ছিলাম এতোদিন। দুই প্রভুকে তো আর আমি সেবা করতে পারি না। সুতরাং অর্থকে আমি ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে এলাম।

দুই বাহুর মধ্যে ডেডেকে টেনে নিয়ে আবার সে বলে,—ডেডে আমি তোমাকে সম্পূর্ণই পেয়ে গেছি, 'সিওর আই হ্যাভ গট ইউ।'

এক এক করে আমি তোমাকে সবই বলবো। শেষবারের মতো আমি মদ পান করে এসেছি। আপাততঃ তুমি হুইস্কিতে ভেজা একটি লোককে বিয়ে করতে চলেছো। কিন্তু তোমার যিনি স্বামী হবেন তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। সে যে কতো তাড়াতাড়ি অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তুমি টেরও পাবে না। এখন থেকে কয়েক মাস পরে গ্লেন এলানে তোমার নতুন বাড়িতে হঠাৎই একদিন ঘুম থেকে উঠে তুমি একজন সম্পূর্ণ নতুন অপরিচিত অতিথিকে দেখবে। তোমাকে তখন তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিস্মিত হয়ে নতুন অতিথিকে তুমি প্রশ্ন করবে—"আচ্ছা আমি তো শ্রীমতী হার্নিশ কিন্তু আপনি কে?" তখন আমি বলবো,—
—"আমি এলাম হার্নিশের ছোটো ভাই। এইমাত্র আলাস্কা থেকে শোকানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে এসেছি।" তুমি প্রশ্ন করবে,—"কার ফিউনারেল?" তখন আমি বলবো,—"কেন সেই যে নিষ্কর্মার ঢেঁকি, জুয়াড়ী, হুইস্কিতে ডুবে থাকা বার্নিং ডেলাইট। আমার বড়ো ভাইটা মোটা হতে হতে মরেই গেল। তাইতো ওর জায়গা নিতে আমি এসেছি, আমিই আপনাকে সুখী করে তুলবো। যদি আপনি অনুমতি করেন তাহলে এখন থেকে আপনি রান্না করবেন আর আমি চাষবাস করবো এবং

গরুর দুধ দোয়াবো।"

আবার সে ডেডের হাত ধরে তাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। ডেডে বাধা দিলে আবার সে নিচু হয়ে তাকে চুমো খেতে থাকে।

—সত্যিই তোমাকে পাবার জন্যে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছি। তিরিশ মিলিয়ন ডলারকে তিরিশ সেণ্টের মতো দেখার চোখ তুমিই আমাকে দিয়েছো।

—এখানে চুপ করে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসো তো।—ডেডে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আর ডেলাইট তখন ডেডের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় ওই চোখে কী সুন্দর সোনালী আলোর দীপ্তি!

ডেলাইট বসলো ঠিকই কিন্তু ডেডেকে জড়িয়ে তাকে পাশে নিয়ে বসলো।

—ডেডে তোমাকে আমি বলছি বার্নিং ডেলাইট সত্যিই একজন ভালো মানুষ ছিলো তবু তার মরে যাওয়া ভালোই হয়েছে। সে খরগোসের চামড়ায় শরীর মুড়ে নিয়ে বরফের ওপর শুয়ে থাকতো। সেই মানুষ কি না শহরে এসে মুরগীর খাঁচায় ঢুকলো, মদে ডুবে গেল। সে সত্যিই তোমাকে ভালোবাসতো কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসতো অর্থকে, মদকে এবং সবচেয়ে ভালোবাসতো সে নিজের অহমিকাকে। এবারে আমি বলবো, ম্যাডাম একবার চোখ মেলে এই মানুষটার দিকে তাকাও। ভালো করে দেখে নিয়ে বলো সত্যিই সেই মানুষটির চেয়ে আমি কতই না স্বতন্ত্র। আমার ককটেলের জন্যে এতটুকু তৃষ্ণা নেই। এক ডলার চল্লিশ সেণ্ট পেলে আমি এখন একটা নতুন কুঠার কিনবো। পুরনো কুঠারটার ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রথম স্বামীর চেয়ে অন্ততঃ এগারো গুণ আমি তোমায় ভালোবাসবো। শ্রীমতী হার্নিশ তোমার ওই মোটা মানি-ব্যাগের মতো স্বামীর সঙ্গে কয়েক মাস ঘর করার অভিজ্ঞতার পর নিশ্চয়ই তুমি এই স্লিম্ ইয়ংম্যানকে পছন্দ করবে। তুমি হয়তো মৃত বার্নিং ডেলাইটের জন্যে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে কিন্তু তারপরেই চোখে খুশির উজ্জ্বল আলো ফুটিয়ে এই ইয়ংম্যানের দিকে ফিরে তাকাবে। হ্যাঁ ঠিক তখনই আমি আমার ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে কোলে তুলে নেবো, তাকে বিয়ে করবো, তাকে সুখী করে তুলবো।

আলিঙ্গনের চাপে এবং চুম্বনে চুম্বনে ডেডে এতক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছে, রক্তিম হয়ে উঠেছে তার গাল। এক সময়ে সে অনুযোগ করে বলে,—এলাম তুমি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

—বেশ বলো তুমি কি জানতে চাও।

—আমি জানতে চাই কি করে এটা সম্ভব হলো। এই সংকট মুহূর্তে কি করে তুমি ব্যবসা ছেড়ে চলে এলে। শীগগিরই কিছু একটা ঘটবে তোমাব এই কথারই বা মানে কি? আমি…আমি…। লজ্জায় লাল হয়ে উঠে ডেডে বলে ফ্যালে,

—আমি তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

—তবে চলো আজই আমরা বিয়ে করে ফেলি। তুমি তো জানো শক্তিমান তরুণ ভাইটির জন্যে আমাকে জায়গা করে দিতে হবে। আমি তো আর বেশিদিন বাঁচবো না। ডেডের মধ্যে অধৈর্যের ভাব ক্রমশই ফুটে উঠছে দেখে ডেলাইট এবার দায়িত্বশীলেব মতো কথা বলা সুরু করে।

—দ্যাখো ডেডে ব্যাপারটা ঠিক এই ভাবে ঘটেছে। যেদিন থেকে বাজারে এই বিশ্রী আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে সেইদিন থেকেই আমি নিজে একা চল্লিশটা ঘোড়ার মতো পরিশ্রম করে আসছি। এই নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও তোমার দেওয়া আইডিয়াগুলো আমার ভিতরে মঞ্জুরিত হয়ে উঠছিলো। আজ সকালে তা পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলো। ব্যাস আর কি। সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি অফিসে গেলাম না কারণ তখনই সেই আইডিয়াটা মঞ্জুরিত হয়ে উঠলো। নবোদিত সূর্যের ঝলমলে আলো জানালা দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলো আর তখন আমার মনে হলো আজকের দিনটা পাহাড়ে রাইডিং করার পক্ষে অপূর্ব। অফিসে যাওয়ার চেয়ে তিরিশ মিলিয়ন বেশি ইচ্ছা হলো তোমার সঙ্গে পাহাড়ে রাইডিং করতে যাওয়ার। আমি এতোদিন জেনে এসেছি এ অসম্ভব। কেন অসম্ভব। কারণ ওই অফিস। অফিস আমাকে কাজের দিনে ছুটি দিতে রাজি নয়। ডলার প্রভুর মর্জিতো তুমি জানোই।

তখন আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমার সামনে পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে তখন। একটি পথ গিয়েছে অফিসের দিকে, অন্যটি বার্কলের দিকে। আমি বার্কলের পথটাই বেছে নিলাম। অফিসে আর কোনোদিন আমার পা পড়বে না। আমার জীবন থেকে অফিসের অধ্যায় চিরকালের মতো শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার মন এই দিকেই বাঁক নিয়েছে। আমি অধার্মিক নই, আমিও ধর্ম মানি। সুপ্রাচীন সেই ধর্মের নাম প্রেম, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম। হ্যাঁ আমার ব্যবসা ছেড়ে আসার এইটিই একমাত্র এবং প্রধান কারণ।

—তার মানে বিরাট ক্ষতি। এই ক্ষতিস্বীকারের তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

—আমি তো আগেই বলেছি প্রয়োজন ছিলো। কারণ ওই তিরিশ মিলিয়ন ডলার আমার মুখের সামনে বলে দিয়েছিলো আজ তুমি পাহাড়ে রাইডিং করতে যেতে পারবে না।

—না না তুমি সিরিয়াস হও। আমি জানতে চাইছি ব্যবসার দৃষ্টি কোণ থেকে এই ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো কি না।

—ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন ছিলো না। সংকট আমি কাটিয়ে উঠেছি। তারপরেই একে আমি গুলি করে মেরে ফেলেছি। এতেই প্রমাণ হয় ব্যবসা নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মাথা ঘামাবার বিষয় একটিই তা হচ্ছে একটি ছোট্ট নারীকে জয় করা। সেই ভাবেই আমি খেলেছি।

—তুমি পাগল, এলাম।

—ওই নামেই আমাকে আর একবার ডাকো। তিরিশ মিলিয়নের ঝনঝনানির চেয়ে ওই ডাকটা অনেক শ্রুতিমধুর।

এতো নিছক পাগলামি। তুমি জানো না কি করতে চলেছো তুমি...

—জানি। নিশ্চয়ই জানি। আমি আমার অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় ইচ্ছাটাকেই জয় করতে চলেছি।

—ক্ষণিকের জন্যেও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হও।

—এতো বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন জীবনে আমি কোনোদিন হইনি। আমি জানি কি আমি চাই আর কি আমি পেতে চলেছি। আমি তোমাকে চাই আর চাই মুক্ত বাতাস। মাটির ওপর আমি পা রাখতে চাই আর টেলিফোন থেকে কান সরিয়ে রাখতে চাই। আমি চাই প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি সুন্দর বাড়ি। আমার কয়েকটি ঘোড়া চাই, কয়েকটি গরু চাই আর চাষবাস ও ফুলের বাগান করার মতো কিছুটা জমি চাই। আর চাই ওই বাড়িতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। ব্যবসায় আমি নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সেই কারণেই আমি মুক্ত হয়ে এসেছি। পৃথিবীর জীবিত মানুষদের মধ্যে নিজেকে আমি সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে করি কারণ আমি যা পেয়েছি টাকা দিয়ে তা কেনা যায় না। আমি তোমাকে পেয়েছি। তিরিশ মিলিয়ন কেন তিরিশ হাজার মিলিয়ন কিংবা তিরিশ সেণ্ট দিয়ে তোমাকে কেনা যায় না।

দরজায় করাঘাত হতে ডেলাইট থেমে যায়। ডেডে ফোন ধরতে চলে

যায় সেই ফাঁকে ডেলাইট ভেনাসের মূর্তি ও ডেডের প্রিয় জিনিসগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

ডেডে ফিরে এসে বলে,—হেগানের ফোন, বলছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডেলাইট হেসে বললো,—হেগানকে বলে দাও অফিসের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। আমি আর কিছু শুনতে চাই না।

মিনিটখানেক পরে ডেডে ফিরে এসে বললো, হেগান ফোন ছেড়ে দিতে চাইছে না। সে আমাকে বললো আলউইন এবং হ্যারিসন অফিসে অপেক্ষা করছে, তারা দেখা করতে চায়। তা ছাড়া হেগান বলছে গ্রিম শ এবং হজকিনস চরম বিপদে পড়েছে, এরা তু'জনেই ভেঙে পড়ার মুখে, এরা এলাম হার্নিশের প্রোটেকশান চায়।

খবরটা চমকে ওঠার মতই কারণ আলউইন ও হ্যারিসন ব্যাঙ্কিং ব্যবসার প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে গ্রিম শ ও হজকিনসের ব্যবসার পতন ঘটলে একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লাল বাতি জ্বলবে। কিন্তু ডেলাইট শুধুই হাসলো তারপর অফিসের সেই গতানুগতিক কণ্ঠস্বরের নকল করে বললো, মিস ম্যাসন তুমি হেগানকে বলে দাও আমার কিছু করার নেই।

— কিন্তু তোমার এভাবে সরে আসার কোনো অধিকার নেই।

—আমাকে শুধু লক্ষ্য করে যাও। ডেলাইট গম্ভীর হয়ে বললো।

—এলাম!

—হ্যাঁ ওই নামেই আমাকে ডাকো। আরো একবার ডাকো ততক্ষণে ডজন খানেক গ্রিম শ ও হজকিনস ধ্বংস হয়ে যাক।

ডেলাইট ডেডের হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আসে।

—হেগান ফোন ধরে থেকে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে কিন্তু আজকের মতো একটা দিনে আমাদের নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। হেগান তো শুধু বই আর পুঁথিপত্র ভালোবাসে কিন্তু আমার বাহুর বন্ধনে আমি পেয়েছি অত্যন্ত বাস্তব একটি সত্যকে, একটি সত্যিকার প্রাণময়ী নারীকে।

২১

ডেডে বলছিলো,—আমি জানি অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে আছো। এখন যদি তুমি থেমে যাও তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এই অধিকার তোমার নেই। এ কাজ তুমি করতে পারো না।

ডেলাইট মৃদু হেসে বললো,—কিছুই ধ্বংস হবে না ডেডে। তুমি এই বিজনেস গেমের কিছুই জানো না। সব কিছুই চলে কাগজে কলমে। এই ছাখো না ক্লনডাইক থেকে আমি যে এতো সোনা নিয়ে এলাম তার কতটুকু সোনা আমার কাছে আছে? একটি কুড়ি ডলারের মুদ্রা, একটি সোনার ঘড়ি ও একটি বিয়ের আংটি। আমার জীবনে যাই-ই ঘটুক ওই জিনিসগুলি থাকবে। যদি ধরে নেওয়া যায় এই মুহূর্তে আমি মরে গেলাম তাতে বর্তমান পরিস্থিতির কোনো হেরফের হবে না। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি কাগজের ওপর। কাগজে কলমে আমি কয়েক হাজার জমির মালিক। আমাকে দাহ কবার সময়ে ওই কাগজগুলোও জ্বালিয়ে দাও। জমিটা কিন্তু থেকেই যাবে। ওই জমিতে বৃষ্টি পড়বে, বীজের অঙ্কুরোদগম হবে, গাছ জন্মাবে, ঘর বাড়ি হবে, ইলেকট্রিক গাড়ি চলবে। আমি কাগজ হারাই কিংবা জীবন হারাই তাতে পৃথিবীর কি এসে যায়? আমি মরে গেলে একটি বালুকণাও এধার ওধার হবে না কিংবা একটি ঘাসও শুকিয়ে যাবে না। আমি বেঁচেই থাকি কিংবা মরে যাই ওকল্যাণ্ডে জনবসতি গড়ে উঠবেই।

ইতিমধ্যে হেগান গাড়িতে চেপে সশরীরে এসে হাজির হয়েছে। জানালা থেকেই ওরা দেখতে পেলো হেগানের গাড়ি ডেলাইটের লাল গাড়িটার সামনে এসে থামলো। গাড়ির মধ্যে হেগান ছাড়াও বসে আছে আলউইন ও হ্যারিসন আর জোনস বসে আছে ড্রাইভারের পাশে।

ডেলাইট ডেডেকে বললো, শুধু হেগানকেই আসতে বলো। আমি শুধু ওর সঙ্গেই কথা বলবো আর কারোকে আমার প্রয়োজন নেই।

ঘরে ঢোকার আগে হেগান ডেডেকে জিজ্ঞেস করলো,—কি মদে চুড় হয়ে আছে নাকি? ডেডে মাথা নেড়ে হেগানকে পথ দেখিয়ে দিলো।

—গুড মর্নিং ল্যারি, বসো আর তোমার পা দুটিকে বিশ্রাম দাও। এই ভাবেই ডেলাইট হেগানকে সম্বর্ধনা জানালো।

—এখনই যদি কিছু না করা হয় তাহলে গ্রিম শ ও হজকিনস ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি অফিসে আসেননি কেন? কি করছেন এখানে?

—কিছুই না।—ডেলাইট অলস ভঙ্গিতে বললো।

—কিন্তু...

—গ্রিম শ এবং হজকিনসের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ওদের কাছে এক সেণ্ট আমি ধারি না। তা ছাড়া আমি তো শুধু নিজেকেই ধ্বংস করছি। ছাখো ল্যারি তুমি আমাকে চেনো। তুমি

জানো আমি যখন মন স্থির করে ফেলি তখন আমাকে কোনোমতেই টলানো যায় না। আমি এই খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাই আমি চেয়েছি একে দ্রুত ঝেড়ে ফেলতে। ধ্বংসই এর হাত থেকে দ্রুত প্রস্থানের একমাত্র উপায়।

ক্ষুদ্রকায় আইনজীবী চিৎকার করে উঠলো,—এ তো নিছক পাগলামি। কি হয়েছে আপনার? আপনি কি কোনো ড্রাগ খেয়েছেন?

হ্যাঁ খেয়েছিলাম। সেগুলো এখন আমি বমি করে বের করে দিচ্ছি! শহরে এসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি তাই এখন সূর্যালোকিত সবুজ ঘাসের দেশে ফিরে যাচ্ছি। ডেডেও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং আমাকে অভিনন্দন জানাবার প্রথম সুযোগটা তুমিই পেলে।

—অভিনন্দন জানাবার মধ্যে আমি নেই কারণ এই জাতীয় মূর্খামি আমি সহ্য করতে পারবো না।

—সহ্য তোমাকে করতেই হবে কারণ আমি সরে আসায় মিলিওনিয়ার হবার সুযোগ ঘটবে তোমার।

হেগান ডেলাইটকে কিছু না বলে ডেডেকে উদ্দেশ্য করে ঘৃণাসূচক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে,—তুমি ওকে কি করেছ?

—থামো ল্যারি। ডেলাইট ধমকে ওঠে। এই প্রথম ডেলাইটের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো এবং তার মুখেও সেই নিষ্ঠুর রেখাগুলো আবার ফুটে উঠলো।

—শোনো ল্যারি মিস ম্যাসন আমার স্ত্রী হতে চলেছেন। তুমি ওকে প্রশ্ন করে যদি কিছু জানতে চাও আমি কিছু মনে করবো না কিন্তু তুমি যদি এই সুরে এই ভঙ্গিতে ওঁর সঙ্গে আবার কথা বলো তাহলে তোমাকে এখনই আমি হাসপাতালে পাঠাবো এবং সেক্ষেত্রে সেটা হবে আরেকটি অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। এ ছাড়া তোমাকে আর একটি কথাও জানাতে চাই। যদি আমি খেপে গিয়েই থাকি তবে সেটাও আমার নিজস্ব ব্যাপার। ডেডের মতেও আমি নাকি ক্রেজি।

হেগান চুপ করে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ডেলাইট আবার বলতে সুরু করে।

সাময়িকভাবে রিসিভার নিয়োগ করতেই হবে কিন্তু তারাতো সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, বেশিদিন টিকবেও না। তোমাকেই সব সামলাতে হবে। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে তোমার নিজের স্বার্থ ও আমাদের বন্ধুদের স্বার্থ রক্ষা করা। প্রত্যেককে তাদের বকেয়া

মাইনে দিয়ে দেবে।

ডেলাইটকে বাধা দিয়ে হঠাৎ ডেডে বলে ওঠে,—আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি যদি তুমি এই পাগলামি বন্ধ না করো তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করবো না।

হেগান হতাশায় ভেঙে পড়লেও ডেডের দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে একবার তাকায়।

—আমি আবার একটা ঝুঁকি নেবো।

—শোনো যদি তুমি এই পাগলামি না করো তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

ডেলাইট বেশ রসালো ভঙ্গিতে বললো এই নতুন সর্তটা আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে। আমি যা বুঝেছি তা হলো যদি আমি আবার ব্যবসায় ফিরে যাই এবং আবার মদে ডুবে থাকি তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে তাই তো?

—হ্যাঁ তাই।

—আজই? এখনই?

—হ্যাঁ।

একটু ভেবে নিয়ে ডেলাইট বলে উঠলো,—না প্রেয়সী তা হয় না। আমি তোমার সমগ্র সত্বাকে যেমন চাই আমি নিজেও তেমনি আমার সমগ্র সত্বাই তোমাকে দিতে চাই। ব্যাবসায় ফিরে গেলে তা আর সম্ভব নয়।

আপাততঃ করণীয় ব্যবসা সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে সে ল্যারির দিকে ফিরে বলে, তুমি মনুষ্য চরিত্রের বিস্ময়কর মহিমা নিয়ে অনেক কথা বলতে অথচ আমাকে তুমি প্রশংসা করতে পারছো না। আমি কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক বড়ো স্বপ্নদ্রষ্টা। সবচেয়ে বড়ো সবচেয়ে ভালো স্বপ্নকেই আমি এখন বাস্তবায়িত করতে চলেছি। আচ্ছা ল্যারি তুমি এখন যেতে পারো। আমি একটু পরেই হোটেলে ফিরে যাবো, যেসব কাগজপত্রে আমার সই দরকার তুমি হোটেলে সেগুলো পাঠিয়ে দিও। ফোন করলেও তুমি আমাকে পাবে। আমি আর অফিসে যাচ্ছি না এই কথাটা মনে রেখেই সব কাজ করবে।

হেগান চলে যেতেই ডেলাইট ডেডের হাত ধরে বলে,—তোমাকেও আর অফিসে যেতে হবে না। ধরে নাও তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তুমি ভেবে নাও কি কি জিনিস তুমি সঙ্গে নেবে।

ডেডে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ডেলাইট হাতটি আরো শক্ত করে ধরে সস্নেহে চাপ দিয়ে বলে, ডেডে তুমি কি এখনো আমার কাছে স্পষ্ট হবে না? কি চাও তুমি? আমাকে আর আমার টাকাকে? না আমাকে এবং আমার র‍্যাঞ্চকে?

ডেডে নীরব হয়ে থাকে।

—থাক। উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু ভেবে রাখো কি কি জিনিস নিতে হবে। আমি কয়েকজন লোক পাঠাবো তোমাকে প্যাকিং-এ সাহায্য করার জন্যে। এই শেষবারের মতো অন্য লোকের সাহায্য আমরা নেবো। এরপর আমাদের কাজ আমরা দু'জনে মিলে নিজেরাই করবো।

শেষ চেষ্টা হিসেবে ডেলাইট বলে,—এলাম, তুমি কি একটু বিচারশীল যুক্তিসম্মত হতে পারো না।

—আমার মতো বিচারশীল, যুক্তিসম্মত মানুষ পৃথিবীতে দুটি নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দেখবে রাজার মতো সুখী আমি —যদি তোমার ভালো করতে পারি তাই এখন আমাকে কাঁদতে হবে। —সেক্ষেত্রে আমাকে আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে এবং তোমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শান্ত করতে হবে।

ডেলাইট যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে তখন ডেডে তাকে ডেকে বলে, —তোমাকে প্যাকিং-এর জন্যে লোক পাঠাতে হবে না কারণ আমি তোমাকে বিয়ে করছি না।

—আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না। হাসিমুখে কথাটা বলেই ডেলাইট সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে।

২২

তিনদিন পরে ডেলাইট আবার তার লাল রঙের মোটর গাড়িতে চেপে বার্কলেতে হাজির হলো। আজই শেষবারের মতো সে এই গাড়িতে চাপবে। আগামীকাল থেকে এই গাড়ি অন্যের সম্পত্তি হয়ে যাবে। ডেলাইটের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সংবাদ অর্থনীতির জগতে বিরাট একটা আলোড়ন আনলো। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা ও বিক্ষোভ যারা জানিয়েছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে যে ডেলাইট তাদের

স্বার্থ রক্ষা করে গিয়েছে। সংবাদপত্রগুলি সিদ্ধান্তে এলো যে ডেলাইটের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে এইভাবে কেউ ব্যবসা গোটায় ? ডেডের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অবশ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পেলো না। ডেলাইট পাগল হয়ে গিয়েছে এই সংবাদটা ক্রমশই সকলের কাছে বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে উঠলো কারণ ডেলাইট রিপোর্টারদের কাছে বিবৃতি দিতে এমনকি ব্যাখা করতেও অস্বীকার করলো।

যথারীতি ঝড়ের বেগে ডেডের ঘরে ঢুকে সে তাকে বাহুবন্ধনে টেনে নিয়ে বলে,—ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার কাজ শেষ করে এলাম, খবরের কাগজে নিশ্চয়ই তুমি দেখেছো। আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। এবারে বলো কবে তুমি গ্লেন এলানে যাত্রা করতে চাও।

ডেডের ঠোঁটে ধীরে ধীরে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তারপর সে বালকের মতো হেসে উঠলো।

এই প্রথম ডেডে এগিয়ে এসে ডেলাইটকে চুমো খেলো। তারপর তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে ফিসফিসানির স্বরে বলতে লাগলো— 'ডিয়াব এলাম' 'ডিয়ার এলাম !'

—তোমার চোখ দুটি আজ সোনালী আলোয় ভরে উঠেছে। এখন বলো কতোটা ভালোবাসো তুমি আমায় ?

—অনেকদিন থেকেই তো তুমি আমার চোখে সোনালী আলো দেখছো। আমার বিশ্বাস র‍্যাঞ্চের ছোট্টো বাড়িতেও তুমি আমার চোখে সোনালী আলো দেখবে।

—যেদিন তুমি আমাকে বিয়ে করবে না বলেছিলে সেদিনও কিন্তু তোমার চোখে আমি সোনালী আলো দেখেছিলাম।

ডেডে স্বীকার করলো মুখে 'না' বললেও তার হৃদয় অনেকদিন আগেই 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে বিয়ে তাকে করতেই হতো তবে এমনভাবে সবকিছুই যে তার প্রত্যাশার অনুকূল হয়ে উঠবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

—এলাম তোমার মতো গ্রেট বিগ বয় যে তিরিশ মিলিয়ন ডলারকে খেলনার মতো ভেঙে ফেলতে পারে তাকে কি ভালো না বেসে পারা যায় ? আজ যদি আমার ম্যাব থাকতো তাহলে কী আনন্দেই না রাইডিং-এ যেতে পারতাম।

ডেলাইটের খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো ম্যাব যে তার কাছেই আছে এই শুভ সংবাদটা এখনই তাকে দিতে কিন্তু কিছু ভেবে সে বললো না।

—আমি ম্যাবের মতই দেখতে একটি অশ্বিনী তোমার জন্যে নিশ্চয়ই যোগাড় করে রাখবো।

ডেডে কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিতে বিশেষ সান্ত্বনা পেলো না।

ডেলাইট প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে বললো,—শোনো ডেডে আমার আইডিয়াগুলো তোমাকে জানাই। যেহেতু আমরা শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি সুতরাং শহরে আমরা বিয়ে করবো না। আমি কালই গ্লেন এলানে চলে যাবো। তুমি দু'একদিন পরে সকালের ট্রেন ধরে ওখানে পৌঁছবে। আমি বিয়ের ব্যবস্থা করে রাখবো। আমার দ্বিতীয় আইডিয়া হচ্ছে তুমি একটা সুটকেশে রাইডিং-এর সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই তুমি হোটেলে গিয়ে পোশাক পাল্টে নেবে। আমি হোটেলের বাইরে দুটি ঘোড়া সাজিয়ে রাখবো। তারপর আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্যে বেড়াতে যাবো। ব্যাস সিদ্ধান্ত পাকা। আগামী পরশু সকালের ট্রেনের জন্যে আমি অপেক্ষা করবো এবং তোমাকে স্টেশনে স্বাগত জানাবো।

ডেডে খুশিতে লাল হয়ে উঠলো।

—ও এলাম তুমি যেন একটা ঝড়।

—জানো ডেডে আমি অনেক দেরী করে ফেলেছি। কয়েক বছর আগেই আমাদের এই বিয়েটা হওয়া উচিত ছিলো।

দু'দিন পরে ডেলাইট গ্লেন এলান হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ডেডে রাইডিং-এর পোশাক পরে নেবার জন্যে হোটেলে তাদের ঘরে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ডেলাইট বব্ ও ম্যাবকে হোটেলের দরজায় প্রস্তুত রেখেছে। তাদের এই মধুচন্দ্রিমা যাপনে ডেলাইটের প্রিয় কুকুর উল্‌ফও সঙ্গী হচ্ছে। হোটেল থেকে বেরিয়েই ডেডের চোখ পড়ে ম্যাবের দিকে। খুশির এক ঝলক আলো তার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কণ্ঠ তার বাণীহারা হয়ে যায়। অনেক চেষ্টায় সে শুধু বলতে পারে ঃ

—ও এলাম!

এ যেন অনেকটা প্রার্থনার বাণী কিন্তু এই বাণীর সঙ্গে মিশে রয়েছে হাজারটা মানে। ডেলাইট নিরীহের মতো মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু তার বুকের মধ্যে তখন বেজে চলেছে অনন্ত সঙ্গীতের সুর। তার ওই নামোচ্চারণের মধ্যে রয়েছে ক্ষীণ অনুযোগ, কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসার মৃত্যুহীন আনন্দের সম্মিলিত সুর।

ডেডে এগিয়ে এসে ম্যাবকে আদর করতে থাকে। আবার সে তার নিজের মানুষটির চোখের দিকে তাকায়, আবার অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে ঃ —ও এলাম !

ডেডের কণ্ঠে যতটুকু আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক ব্যাপক অনেক গভীর একটা ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে। মানুষের মুখের ভাষায় এই ভাব প্রকাশ করা যায় না। সেক্স এবং ভালোবাসার অনাদি অনন্তকালের রহস্যই যেন প্রকাশ পাচ্ছে ডেডের চোখের ওই ভাষায়।

আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হচ্ছিলো ডেলাইটের হৃদয়। কথায় কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতে চাইছিলো সে কিন্তু এটা এমনই এক পবিত্র মুহূর্ত যে নীরবতাই শ্রেয়। তাই নীরবেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ডেলাইট ডেডেকে সাহায্য করে ম্যাবের পিঠে বসতে। তারপর নিজে ববের পিঠে উঠে বসে। ধীরে ছন্দোময়-লয়ে তাদের হনিমুন যাত্রা শুরু হয়। শহর ছাড়িয়ে তারা অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রবেশ করে। মদ না খেয়েও ডেলাইট অনুভব করে সে যেন মাত্রা ছাড়ানো মাতাল হয়ে গিয়েছে। তার মনে হয় সে যেন পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। এর চেয়ে উঁচুতে কোনো মানুষ বুঝি কোনোদিন ওঠেনি, উঠতেও পারবে না। তাই জীবনে আজকের দিনটা একটা দিনের মতো দিন, সর্বোত্তম সেরা দিন। পাশে রয়েছে তার জীবনসঙ্গিনী, তার জীবনের সেরা সম্পদ।

ফুলের গন্ধ, পাতার গন্ধ, পাখির গান. নির্ঝরিণীর কলতান এমনি এক প্রশস্ত রূপ, রস ও গন্ধের পরিবেশে ভ্রমণ করতে করতে ওদের যাত্রা শেষ হলো গোলাবাড়ির সামনে। ডেলাইট আগে নেমে গিয়ে গোলাবাড়িতে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে সে বেরিয়ে এসে ডেডের হাত ধরলো। দরজার নব ঘোরাবার পর দরজা খুলে যেতেই ডেলাইট ডেডেকে চোখের ভাষায় প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত জানালো। ডেডে যেন কিছুটা দ্বিধান্বিত। তখন ডেলাইট ডেডের কাঁধে তার হাত রাখলো, তারপর দুজনে একসঙ্গেই প্রবেশ করলো।

২৩

শহরে যাদের জন্ম, শহরেই যারা মানুষ তারা অনেক সময় শহর জীবনের কৃত্রিমতায় ক্লান্ত হয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিতে যায় শান্তিতে

বাকী জীবনটা কাটাবার। ডেডে এবং ডেলাইটের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে আসার মানসিকতা কিন্তু স্বতন্ত্র। এরা দুজনেই জন্মেছে এবং মানুষ হয়েছে ইট-পাথরে ঘেরা শহরে নয়, মাটির কোলেই এদের জন্ম। প্রকৃতির নগ্ন সুন্দর সরল পরিবেশেই এরা মানুষ। তাই মনে হয় এরা যেন বিদেশে ভ্রমণ করে অবশেষে ঘরেই ফিরে এসেছে। চেনা পরিবেশ বলেই কোনো কিছুই এদের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয় না আবার কোনো কিছুই প্রতিকূল মনে হয় না। বানিজ্যের সম্ভাবনা যে মানুষের জন্যে প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে তাও এদের অজানা নয়। তাই স্বার্থের সংঘাতের মধ্যে না গিয়েও জীবন জীবিকা স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি হাত ধরে চলতে পারে। ডেলাইট জীবনকে চিরদিনই একটা বড়ো খেলার অঙ্গ হিসেবে দেখে এসেছে। এখনেও সে তার ভাষায় 'বিগ গেম'-এর যথেষ্ট সুযোগ দেখতে পেয়েছে, প্রকৃতির অনেক দুর্গমতা এখনো মানুষের জয় করার আছে। প্রকৃতির দুর্গমতা জয় করার আনন্দে সে আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ফার্গুসনকেও সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কারণ এই মানুষটিই প্রথমে তার চোখ খুলে দিয়েছিলো।

মদ্যপ মেদবহুল বার্নিং ডেলাইটের সত্যিই মৃত্যু ঘটেছে। তার মেদ ঝরাতে বেশি সময় লাগেনি। ক্লনডাইক বীরের দুর্জয় শক্তি আবার সে অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে সে স্লসনকে একবার তার নতুন বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং পাঞ্জা কষায় তাকে পরাস্ত করে প্রমাণ করেছে যৌবন তার ফুরিয়ে যায়নি।

অন্যদিকে ডেলাইটের নবজন্মেরও উন্মেষ হয়েছে। সাংস্কৃতিক জগৎ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। এক সময় তার মনে হতো শিক্ষিত মানুষদের এ এক ধরণের পাগলামি। ফার্গুসন ও ডেডের চাপে পড়ে সে এখন কবিতার রসও উপলব্ধি করতে শিখেছে। কিপলিং ও ব্রাউনিং-এর কবিতা তাকে বিশেষ আনন্দ দ্যায়।

এইভাবেই এই সুখী দম্পতি নতুন জীবন সুরু করে। সময় তাদের কাছে কখনই অতি প্রলম্বিত মনে হয় না। প্রতিটি গোধূলি ওদের কাছে নবীন থেকে নবীনতর বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়।